দ্য
সিক্সথ এক্সটিংক্শন

জেমস রোলিন্স

অনুবাদ : মো. সাইদুল ইসলাম
মো. তারিকুল ইসলাম

একটি বিচ্ছিন্ন মিলিটারি রিসার্চ স্টেশন থেকে ভয়ানক দুর্যোগবার্তা পাঠানো হল, যার শেষভাগে রয়েছে ভয়ঙ্কর একটি বার্তা : আমাদের মেরে ফেলো। সৈন্যরা তল্লাশি করতে গিয়ে দেখলো একজন বিজ্ঞানী ছাড়া ল্যাবের সবাই মৃত। ঐ এলাকায় পঞ্চাশ বর্গ-মাইলের মধ্যে প্রায় সব কিছুই মরে গেছে—প্রতিটি প্রাণী, গাছপালা, পোকামাকড় এমনকি ব্যাকটেরিয়া পর্যন্ত। আর এই ধ্বংসযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশে।

এই মহামারি ঠেকাতে কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স এবং সিগমা ফোর্সকে এমন এক রহস্য উন্মোচন করতে হবে যার সূত্রপাত সুদূর অতীতের এক সময় যখন অ্যান্টার্কটিকা ছিলো সবুজে ঢাকা। আলেকজান্দ্রিয়ার বিলুপ্ত লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার করা প্রাচীন একটি মানচিত্রের সূত্র ধরে শিহরণ জাগানিয়া প্রাগৈতিহাসিক মহাদেশ আবিষ্কার করে ফেলে তারা—যেখানে বরফের সুগভীরে অন্য কোন রূপে প্রোথিত আছে মৃত্যু।

সহস্র বছরের পুরনো বরফে জমাটবদ্ধ অতীত থেকে শুরু করে এই আধুনিক যুগের অন্ধকার জঙ্গলের গোপন রহস্য পর্যন্ত এই কাহিনীর ব্যাপ্তি। মানব সভ্যতাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সিগমা ফোর্স এ যাবত কালের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

কিন্তু এরইমধ্যে কি অনেক দেরি হয়ে গেছে?

'এরকম একটা বইয়ে যা দরকার তার সবই এতে আছে : নাজি, প্রাচীন মানচিত্র, এলিয়েন লাইফ ফর্ম, টিক টিক করা নিউক্লিয়ার ক্লক আর উদ্ভট প্রাণঘাতি প্রাণী। রোলিন্স এসব খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আর গল্পের গাঁথুনি তৃপ্তিময় সমাপ্তির সাথে এমন ইঙ্গিত দেয় যে, আরো অ্যাডভেঞ্চার অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতে।'

—পাবলিশার্স উইকলি

'দুঃসাহসিক অভিযান, ইতিহাস, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির এক নিখুঁত সমন্বয় ঘটিয়েছেন লেখক।'

—সাসপেন্স ম্যাগাজিন

'এর কাহিনীর গতিবিধি অননুমেয়।'

—ফোর্টওয়ার্থ স্টার-টেলিগ্রাম

'দা সিক্সথ এক্সটিংকশন এমন একটি থ্রিলার যা শুধু পাঠককে বিনোদিতই করবে না বরং অনেক কিছু নিয়ে ভাবনার খোরাক যোগাবে।'

—হাফিংটন পোস্ট

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 9848729995-X

http://www.facebook.com/pages/baighar-prokashoni

একাধিক বেস্টসেলার অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার থৃলারের লেখক জেমস রোলিন্সের জন্ম ১৯৬১ সালে আমেরিকার শিকাগোতে। ইউনিভার্সিটি অব মিশৌরি থেকে ভেটেনারি মেডিসিনের উপর পড়াশুনা করলেও পরবর্তিতে পূর্ণাঙ্গ লেখক হবার জন্যে ত্যাগ করেন সেই পেশা। ছোটোবেলা থেকেই বই আর অ্যাডভেঞ্চার লেখার প্রতি দারুণ আগ্রহী রোলিন্স ফারাও রাজা তুতেন খামেনের কবর আবিষ্কারক হাওয়ার্ড কার্টারের জীবনকাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু করেন লেখালেখি। কেভ ডাইভিং এবং স্কুভা ডাইভিঙের উপর একাধিক ডিগ্রিধারি এবং অভিজ্ঞ রোলিন্স ব্যক্তিগত জীবনে একজন অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ। তার প্রায় প্রতিটি রচনাতেই দেখা যায় অ্যাডভেঞ্চারের ছাপ।

তার জনপ্রিয় লেখাগুলোর মধ্যে আমাজোনিয়া, এক্সকেভেশান, আইস হান্ট, সাবটেরেনিয়ান, ডিপ ফ্যাদম অন্যতম। এছাড়াও লিখেছেন ইন্ডিয়ানা জোন্সের চতুর্থ সিনেমার কাহিনী ইন্ডিয়ানা জোন্স দ্য কিংডম অব ক্রিস্টাল স্কাল।

দ্য সিক্সথ এক্সটিঙ্কশন বইটি তার সিগমা ফোর্স সিরিজের একটি বই। আমেরিকাসহ সারাবিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয় এই সিরিজটির একাধিক বই বেস্টসেলার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

জেমস রোলিন্স বর্তমানে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করছেন।

দ্য

সিক্সথ এক্সটিঙ্কশন

জেমস রোলিন্স

অনুবাদ :

মো. সাইদুল ইসলাম

মো. তারিকুল ইসলাম

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য সিক্সথ এক্সটিঙ্কশন

মূল : জেমস রোলিন্স

অনুবাদ : মো. সাইদুল ইসলাম এবং মো. তারিকুল ইসলাম

The Sixth Extinction

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: অনুবাদক

মূল্য : তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় *বাবা ও মাকে*

ANTARCTICA
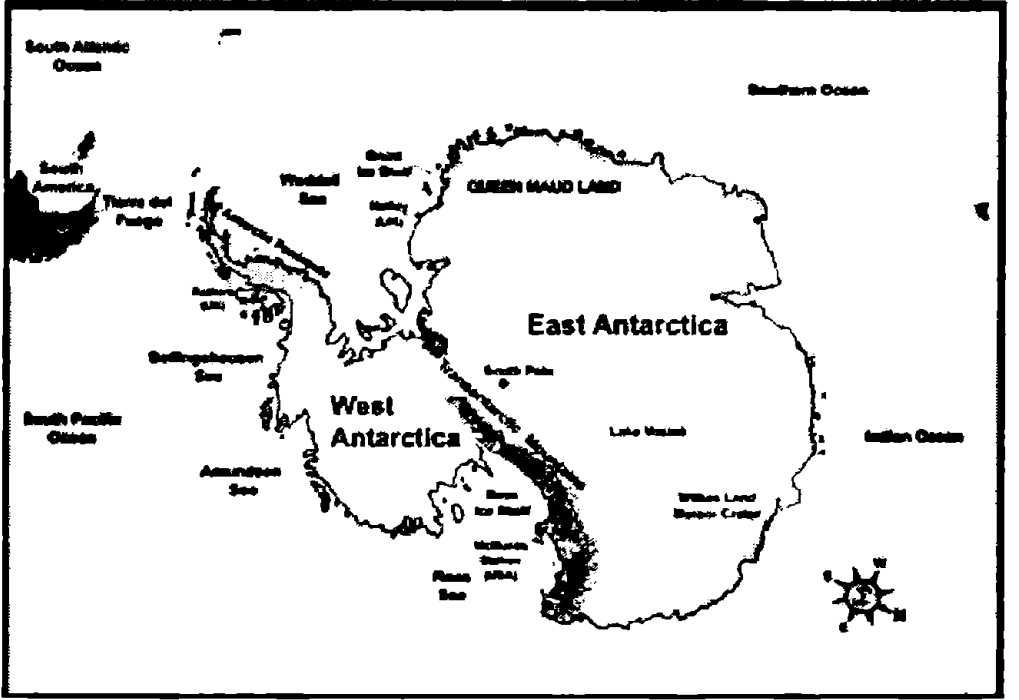
ম্যাপ

ঐতিহাসিক নথি থেকে

ইতিহাসব্যাপি জ্ঞানের উত্থান-পতন, জোয়ার-ভাটা লক্ষ্য করা যায়। এক সময় যা ছিল খুবই পরিচিত তা আবার হারিয়ে যায় কালের গর্ভে, কখনো কখনো শতাব্দির তরে হারিয়ে যায় যেন তা বহুকাল পরে পুণরায় আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

হাজার বছর আগে, প্রাচীন মায়াসভ্যতার লোকেরা নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এমন একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে যাতে ২৫০০ বছরের মধ্যে একটি দিনেরও গড়মিল ছিল না। এটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের এমন এক আবিষ্কার যার পুণরাবৃত্তি হতে হয়তো শতাধিক বছর লেগে যাবে। বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের উৎকর্ষতার সময়ে 'গ্রিক ফায়ার'-এর আবিষ্কার যুদ্ধবিগ্রহের পরিমাণ নাটকিয়ভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। এই আগ্নেয়াস্ত্রটি পানিতে ভেজলেও চমৎকার কাজ করত। অদ্ভুত এই আবিষ্কারটি দশম শতকে হারিয়ে যায়। এটার কথা জানাই যেত না যদি ১৯৪০-এর দশকে এর কাছাকাছি প্রতিরূপ 'নাপাম' তৈরি করা না হত।

কিন্তু কিভাবে এরকম একটি বিদ্যা হারিয়ে গেলো? এর উত্তরে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে লিজেন্ডারি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ

করা যেতে পারে। প্রায় খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০ সালে মিশরে লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা হয়ে থাকে এই লাইব্রেরিটির মত এত বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার আর দ্বিতীয়টি ছিল না। সারা পৃথিবী থেকে পন্ডিতেরা এখানে আসতেন। এর ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা একটি রহস্যই থেকে গেছে। কেউ জুলিয়াস সিজারকে এর জন্য দোষারোপ করে আবার কেউ আরবদের লুণ্ঠনকে। তবে এটা নিশ্চিত, হাজারো রহস্য, যুগ যুগান্তরের জ্ঞান লাইব্রেরির সাথে সাথে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চিরতরে।

কিন্তু কিছু রহস্য কখনোই যেন হারিয়ে যেতে চায় না। কিছু ভয়ানক বিদ্যার চর্চা যেন কখনোই পুরোপুরি থামিয়ে দেয়া যায় না, আর এখানে এমনি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্য গল্পের শুরু।

বৈজ্ঞানিক নথি থেকে

পৃথিবীর সকল প্রাণ যেন একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। আন্তঃসম্পর্কের এই জটিল বুননটি আশ্চর্যজনকভাবে ঠুনকো। এই বুননের যে কোন একটি উপাদানের পরিবর্তন বা বিলুপ্তি এর ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

পূর্বে পৃথিবীতে পাঁচবার এ ধরনের ধ্বংস বা গণ বিলুপ্তি ঘটেছে। প্রথম আঘাতটি এসেছে চার মিলিয়ন বছর আগে যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ সামুদ্রিক জীবের বিলুপ্তি ঘটে। তৃতীয়টি ঘটে 'পারমিয়ান' পিরিয়ডের শেষের দিকে জলে ও স্থলে উভয় স্থানে। তৃতীয় ঘটনার ফলে পৃথিবীর মোট প্রজাতির ৯০ ভাগ বিলোপ হয়ে যায় এবং পৃথিবীকে প্রাণহীন করার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। পঞ্চম ও সর্বশেষ বিলুপ্তিটি পৃথিবী থেকে ডাইনোসরের চিহ্ন মুছে দেয়, সূচনা করে স্তন্যপায়ীদের নতুন যুগের যা চিরতরে বদলে দেয় এই পৃথিবীকে।

আমরা আরেকটি বিলুপ্তির কতটুকু কাছে দাঁড়িয়ে আছি? কিছু বিজ্ঞানী বলছেন এটা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, আমরা ষষ্ঠ বিলুপ্তি প্রক্রিয়ার মাঝেই আছি। প্রতি ঘন্টায় তিনটি প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে, যা বছর শেষে ত্রিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। আশংকার কথা হচ্ছে, এই হারিয়ে যাওয়ার হার ক্রমশ বেড়েই চলছে। বর্তমানে অর্ধেক উভচর, স্তন্যপায়ীদের এক চতুর্থাংশ এবং প্রবাল প্রাচীরের এক তৃতীয়াংশ বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে। এমন কি এক তৃতীয়াংশ দেবদারু বৃক্ষও বিলুপ্তির চরম হুমকিতে রয়েছে।

কেন এমন হচ্ছে? অতীতে আবহাওয়া পরিবর্তন বা টেকটনিক প্লেটের স্থানচ্যুতি সেই সব বিলুপ্তির কারণ ছিল। ডাইনোসরের ক্ষেত্রে হয়তো উল্কা পতনই দায়ি। কিন্তু বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন বর্তমান সংকটের একমাত্র কারণ মানুষ। বেশিরভাগ প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবেশের উপর লাগাতার অত্যাচার এবং পরিবেশ দূষণই দায়ি। মে, ২০১৪ এ প্রকাশিত ডিউক ইউনিভার্সিটির একটি রিপোর্টে

দেখা যায় মানুষের বিবিধ কর্মকাণ্ড বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তিকে এক হাজার গুণ বেশি দ্রুততর করেছে আর তা হয়েছে আধুনিক মানুষ আসার বহু আগেই।

কিন্তু একটি নতুন হুমকি একেবারেই অগোচরে রয়ে গেছে যা পৃথিবীর সকল জীবন বিপন্ন করে দিতে পারে। যা কিনা সুপ্রাচীন অতীত থেকে উত্থিত হয়ে বর্তমানের বিলুপ্তির হারকে দ্রুততর করে দিতে পারে এবং আমাদের নিয়ে যেতে পারে বিলুপ্তির খাদের শেষ প্রান্তে। শুধু তাই নয়, এই হুমকিটি আমাদেরই উঠানে বেড়ে উঠছে আমাদের অজান্তে।

২৭ শে ডিসেম্বর, ১৮৩২
এইচএমসি বিউগল

আমাদের উচিত ছিলো রক্তের ব্যাপারটায় আরো মনোযোগ দেয়ার...

চার্লস ডারউইন তার জার্নালে কালো কালিতে লেখা লাইনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু তিনি সবকিছু যেন রক্তিম দেখছেন। তার ছোট্ট কেবিনে ওভেন থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডায় কাঁপছেন যেন তার অস্থি মজ্জা পর্যন্ত জমে গেছে। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করছেন। তার মনে পড়ছে মেডিকেল স্কুল ছাড়ার পর তার বাবা তাকে চাপ দিচ্ছিলেন তিনি যেন যাজক হবার জন্য পড়াশোনা শুরু করেন।

বাবার কথা শুনলেই বোধহয় ভালো হতো।

তার বদলে তিনি ভিনদেশি সাগর সৈকত আর নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের হাতছানিতে প্রলুব্ধ হলেন। এক বছর আগে, আজকের দিনে, এইচএমসি বিউগল জাহাজের প্রকৃতিবিদ হিসেবে যোগ দেন। বাইশ বছর বয়সের এক তরুণ যে কিনা নিজের নামে পরিচিত হতে চায়, আর তার সমাপ্তিটা হল এভাবে এখানে, রক্তাক্ত হাতে।

তিনি তার কেবিনের চারপাশটা দেখলেন। শুরু থেকেই এই জাহাজে তাকে একটি প্রাইভেট রুম দেয়া হয়েছিলো। সেই রুমের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে একটা টেবিল যার মাঝ বরাবর জাহাজের একটা মাস্তুল ভেদ করে চলে গেছে। কক্ষের বাকি প্রতিটি ইঞ্চি তিনি ব্যবহার করেছেন কেবিনেট, বুকশেলফ, এমন কি একটি ওয়াশ বেসিন এবং একটি অস্থায়ি মিউজিয়াম দিয়ে যাতে তিনি তার সংগৃহীত বিভিন্ন স্পেসিমেন ও নমুনা রেখেছেন। তার সংগ্রহে আছে বিভিন্ন জন্তুর হাড়, ফসিল, দাঁত, এবং খোলস। এমন কি তিনি সংরক্ষণ করেছেন বিরল সাপ, সরীসৃপ আর পাখি। তার কনুইয়ের কাছে একটি বোর্ডে পিন দিয়ে আটকানো আছে হুলসহ একটি দৈত্যাকার বিটল ঠিক যেন আফ্রিকার গণ্ডার। তার কালির দোয়াতের পাশে বিভিন্ন জারে সারিবদ্ধভাবে রাখা আছে শুকনো উদ্ভিদ ও বীজ।

তিনি তার সংগ্রহের দিকে তাকালেন যেগুলোকে ক্যাপ্টেন ফিটজরয় জাঙ্ক বলে থাকেন।

হয়তো আমার এই সংগ্রহগুলোকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া উচিত এই জাহাজ টিয়েরা ডেল ফুয়েগো ছাড়ার আগে...

কিন্তু অনুতাপের বিষয়, জাহাজের ক্রুদের মতো তিনিও হয়তো আটকা পরে গেছেন দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য ইয়াঘান ট্রাইবের অধিবাসিদের বলা কাহিনীতে। অধিবাসিরা দৈত্যদানব ও তাদের গডদের কথা এবং আশ্চর্যজনক সব গল্প বলেছিল যা কল্পনারও বাইরে। গল্পগুলো এমনই প্রভাব ফেলেছিলো যে 'বিউগল' বিপথগামী হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার আরও দক্ষিণে চলে গিয়েছিলো। এ যেন পৃথিবীর অপর প্রান্তের বরফাচ্ছাদিত কোন সাগর।

টেরা অস্ট্রালিস ইঙ্কগনিটা, মনে মনে ভাবলেন তিনি।

দক্ষিণের এক অখ্যাত জায়গা।

একটা ম্যাপ টেবিলের উপর রাখলেন তিনি। নয় দিন আগে যখন তারা টিয়েরা ডেল ফুয়েগোতে এসে পৌঁছেছিলেন তখন ক্যাপ্টেন ফিটজরয় ১৫৮৩ সালে ফ্রান্সে তৈরি এই ম্যাপটি দেখিয়েছিলেন।
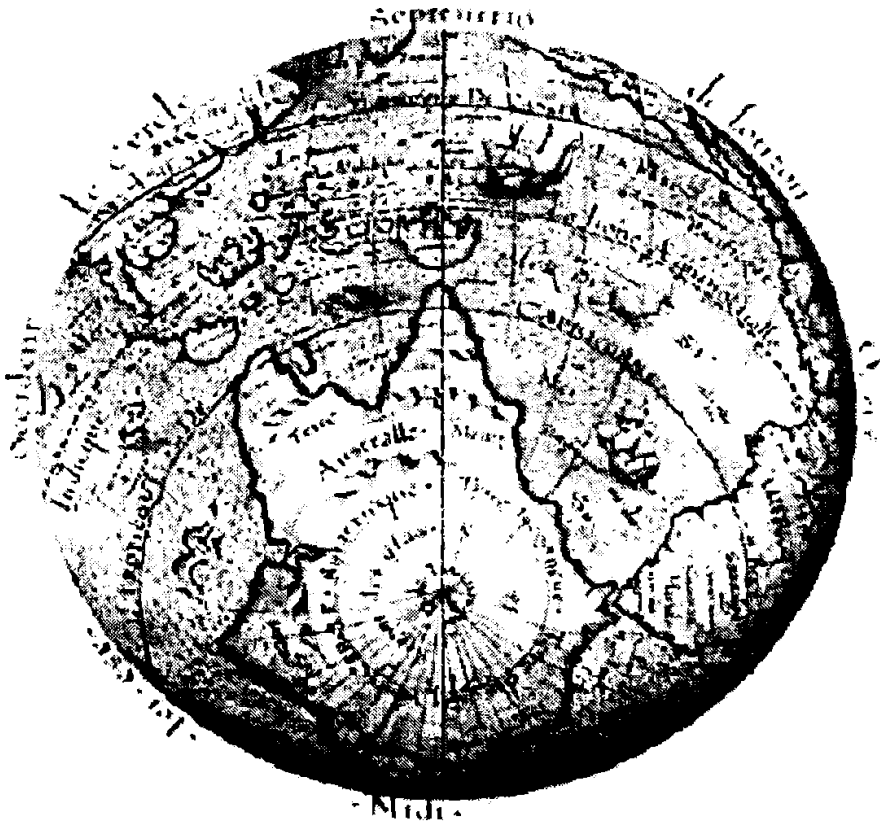
এর মধ্যে দক্ষিণ গোলার্ধে একটি অনাবিষ্কৃত উপমহাদেশ দেখা যায়। চার্টটি একেবারেই ভুল ছিল। এমনকি মানচিত্রকার তার সমসাময়িক অনেক কিছুই আমলে নেন নি, যেমন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেইক ইতোমধ্যে বরফাচ্ছাদিত সাগরটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। সাগরটি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ঐ অখ্যাত জায়গাটিকে পৃথক করেছে। ম্যাপটি প্রথম আঁকার দুই শতাব্দি পার হলেও ঐ অখ্যাত জায়গাটি রহস্যই থেকে গেছে। এমনকি সাগরের তীরটুকুও যেন ছায়াচ্ছন্ন ও মানচিত্রে অনুপস্থিত।

অতএব, ফুয়েজিয়ান এক বৃদ্ধ আশ্চর্যজনক এক উপহার দিলে তা যে বিউগলের নাবিকদের কল্পনাতে রসদ যোগাবে সেটা কি খুব অবাক হবার মতো ঘটনা? জাহাজটি উলইয়া কোভে নোঙর ফেলল, যেখানে রেভারেন্ড রিচার্ড ম্যাথিউস একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রেভারেন্ড সেখানকার বাসিন্দাদের খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার সাথে সাথে তাদের ইংলিশ ভাষাও শেখাচ্ছিলেন। যদিও ঐ বৃদ্ধ যে উপহারটি এনেছিল সে ইংরেজিতে কথা বলছিলো না। যে উপহার সে এনেছিলো তার জন্য কোন ভাষাই ব্যবহারের দরকার ছিল না।

সিল মাছের ব্লিচ করা চামড়ায় আঁকা ম্যাপটি ততোটা ভালো ছিলো না। দক্ষিণের ওই মহাদেশটির তটরেখা তাতে আঁকা ছিলো। শুধু এই ম্যাপটাই নাবিকদের উদ্দীপ্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল কিন্তু তার সাথে ছিলো তাদের বলা আজগুবি কাহিনীগুলো। এক ফুয়েজিয়ান, রেভারেন্ড কর্তৃক ইংরেজ রূপ ধারণ করার পর যার নাম দেয়া হয় জেমি বাটন, সে ইয়াঘানবাসিদের ঐসব কাহিনীগুলো বলেছিলো। সে দাবি করেছিলো, তাদের গোত্র এইসব দ্বীপপুঞ্জে প্রায় সাতহাজার বছর ধরে বাস করছে, একটা লম্বা সময়, যা বিশ্বাস জন্মানোর জন্য যথেষ্ট। সে তার লোকজনের নৌ-বিদ্যারও প্রশংসা করেছিলো। এটাও অবিশ্বাস করার কারণ নেই, যেহেতু চার্লস বড় বড় কিছু নৌযান দেখেছিলেন যদিও আহামরি কিছু নয় কিন্তু সাগরে চলাচলের উপযুক্ত।

জেমি বলছিলো, এই ম্যাপ তাদের দক্ষিণের ঐ মহাদেশে হাজার বছরের অভিযানের ফসল। ঐ রহস্যময় ভূখণ্ড সম্পর্কে যতই জানা গেছে, ম্যাপটিও শত বছরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হাত ঘুরে, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিশোধিত হয়েছে। হারানো ভূখণ্ডের বিভিন্ন কাহিনীতে সে বর্ণনা করেছে যে সেখানে অতিকায় জন্তু জানোয়ার, অবাক করা সব ধনরত্ন, আগুনের পর্বত আর সীমাহীন বরফ রয়েছে। চার্লসের মনে পড়ে তিনি তার জার্নালে লিখে রেখেছিলেন জেমির সবচেয়ে অবাক করা দাবি, সে বলেছিলো, অনেকদিন আগে, আমাদের পূর্বপুরুষরা বলে, উপত্যকা ও পর্বতগুলো থেকে বরফ সরে গিয়েছিলো। বনভূমি জন্মানোয় সেখানে শিকার করাও সম্ভব ছিলো। কিন্তু ওই বনভূমির অন্ধকারে পিশাচেরাও ঘোরাফেরা করে যারা অসতর্কদের হৃদপিণ্ড খাওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত।

উপরের ডেক থেকে একটি তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে চার্লস তার কালি ও বাকি

পৃষ্ঠাগুলো নামিয়ে রাখলেন। তিনি বিরক্ত হলেও চিৎকারের মধ্যে আতঙ্ক ও ব্যথার উপস্থিতি অস্বীকার করা যাবে না। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

এতক্ষণে সব ক্রুদের তীর থেকে ফিরে আসার কথা। তিনি তার জার্নাল ও কলম ফেলে তাড়াতাড়ি কেবিনের দরজার দিকে ছুটলেন, ওখানে গিয়ে দেখলেন ডেকের উপরে একটি জটলা।

"তাকে সাবধানে ধরো!" ফিটজরয় চিৎকার করলেন। ক্যাপ্টেন জাহাজের ডান দিকে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন, তার কোটের বোতাম খোলা, বরফাচ্ছাদিত কালো দাড়ির উপরে গাল দুটো লাল হয়ে আছে। ডেকের মাঝখানে এসে চার্লস দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্য দুপুরের সূর্যের দিকে তাকালেন। এখনো তীব্র ঠাণ্ডায় যেন ফুসফুস ভরে উঠছে আর তার নাক কামড়ে ধরেছে। জমাটবদ্ধ কুয়াশা তাদের জাহাজের চারপাশটাকে ঘিরে রেখেছে। জাহাজের পালের দড়ি এবং রেলিঙয়েও জমাট বাধা তুষার। ক্রুরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ক্যাপ্টেনের আদেশ পালন করলো। চার্লস দৌড়ে জাহাজের ডান দিকে গেলেন এবং দড়ি বাঁধা ডিঙি নৌকা থেকে এক ক্রু'কে জাহাজে তুলতে অন্যদের সাথে হাত লাগালেন। আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে আপাদমস্তক পালের কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ফেলে দড়ি দিয়ে টেনে উপরে তোলা হচ্ছে। সে গোঙাচ্ছে। চার্লস তাকে রেলিঙয়ের উপর দিয়ে ডেকে তুলতে সাহায্য করলেন। তার নাম রবার্ট রেন্সফ্রি, জাহাজের সারেং। ফিটজরয় চিৎকার করে জাহাজের সার্জনকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত আরও দুজন আহত ক্রুদের নিয়ে যারা আরো আগেই তীর থেকে ফিরেছে। তাদের ক্ষত এতই ভয়াবহ যে মনে হয় না তারা পরবর্তি সূর্যোদয় দেখতে পাবে।

কিন্তু এই লোকটার কি হলো?

চার্লস আহত লোকটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। বাকিরা বোটটিকে টেনে উপরে তুলল। শেষে উঠলো জেমি বাটন। তাকে বিবর্ণ ও রাগান্বিত দেখাচ্ছে। এই ফুয়েজিয়ান সবাইকে সাবধান করেছিলো এখানে না আসার জন্য। কিন্তু কুসংস্কার বলে সবাই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছে।

"কাজটা কি হয়েছে?" ফিটজরয় তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি জেমিকে জাহাজে তুলতে সাহায্য করছিলো।

"হ্যা, ক্যাপ্টেন। তিন ব্যারেল ব্ল্যাক পাউডার প্রবেশপথের পাশেই রয়েছে।"

"শাবাশ। ডিঙি নৌকাগুলো ফিরিয়ে আনার পর পোর্ট সাইডের কামানগুলো প্রস্তুত রেখো।" ফিটজরয় আহত ক্রু-ম্যানের দিকে চিন্তিতভাবে তাকালেন। "বিনৌটা কোথায় গেলো?"

ক্যাপ্টেনের চিৎকার শুনে জাহাজের সার্জন বেঞ্জামিন বিনৌ নিচ থেকে দৌড়ে উপরে চলে এলো। তার দুই হাত কনুই পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। এমনকি তার এপ্রনটাও নোংরা।

সার্জন আর ক্যাপ্টেন একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ডাক্তারকে মাথা নাড়তে দেখলেন চার্লস।

অপর দুজন আক্রান্ত ক্রু-ম্যান নিশ্চিতভাবে মারা গেছে। চার্লস দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে জায়গা ছেড়ে দিলেন।

"তার বাঁধন খুলে দাও, আমি তার ইনজুরিটা দেখবো।"

চার্লস রেলিঙের পাশে ক্যাপ্টেনের সাথে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফিটজরয় তীরের দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখে স্পাই গ্লাস।

আক্রান্ত ব্যক্তিটি আরও জোরে চিৎকার করছে। ফিটজরয় স্পাই গ্লাসটি চার্লসের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। চার্লস সেটা নিলেন। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তিনি পাশের উপকূলের দিকে তাকালেন। তারা যেখানে নোঙর করেছিলেন সেখানটা নীল বরফের দেয়াল ঘিরে রয়েছে। বরফের স্তর যেখানে খুবই পুরু সেখানে কুয়াশা এমনই জমাটবদ্ধ যে তীর প্রায় চোখেই পড়ে না। কিন্তু তাদের জাহাজের চারপাশে যে কুয়াশা ঘিরে রয়েছে আর এই কুয়াশা সম্পূর্ণ আলাদা। ওটা ছিলো সালফিউরাসের বাষ্প যা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের মতো ঐ অভিশপ্ত জায়গাটি থেকে ছড়িয়ে পড়ছিলো।

একটা দমকা হাওয়া কুয়াশা সরিয়ে দিলে জায়গাটিকে আরও পরিস্কারভাবে দেখা গেল। একটি রক্তের ধারা বরফের উপর গড়িয়ে পড়ছে।

চার্লস জানতেন, ওটা আসলে রক্ত ছিলো না, ছিলো কিছু রাসায়নিক ও খনিজের মিশ্রণ যা নিচের কোন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসছিলো।

তিনি আবার ভাবলেন, তবুও আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো। ওই সুড়ঙ্গে ঢোকা একেবারেই উচিত হয়নি।

তিনি স্পাই গ্লাসটি দিয়ে গুহার দিকে তাকালেন। প্রবেশমুখে তিনটি তেল চিটচিটে ব্যারেল রাখা হয়েছে। এখানকার পরিবেশ এমনই আতঙ্কজনক যা একজন মানুষকে পাগল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও তিনি একজন বিজ্ঞানী যে কিনা জ্ঞানের সন্ধান করে, অন্তত তার বোঝা উচিত ছিলো তাদের উপর কি আসছে।

জেমি তার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার নেটিভ ভাষায় ফিসফিস করে প্রার্থনা করছে। এই ইংরেজ সাজা লোকটি মাত্র তার বুক সমান লম্বা। কিন্তু ছোট্ট শরীর দেখে তার সাহসের কোন ধারনাই পাওয়া যায় না। এই ফুয়েজিয়ান বারবার ক্রুদের সতর্ক করেছিলো কিন্তু কেউ শোনে নি। তবুও এই দুঃসাহসি নেটিভ জাহাজের ক্রুদের সঙ্গ দিয়েছিলো।

ক্রুদের ঔদ্ধত্য ও লোভ যে শুধু তাদের নিজের লোকদের জীবনই কেড়ে নিলো তা নয় জেমির একজন ট্রাইবম্যানও মারা গেছে।

আমাদের কখনোই এখানে আসা উচিত হয়নি।

ওই কাহিনী শুনে বোকার মতো তারা তাদের পরিকল্পিত রুট ছেড়ে দক্ষিণ দিকে

গিয়েছিলেন। কিন্তু ফুয়েজিয়ান ম্যাপের একটি চিহ্ন প্রভাবিত করেছে। এতে দেখানো হয়েছে এখানে ছোট বনভূমি রয়েছে, রয়েছে প্রাণীর সমাগম।

আর তাই এই বরফের রাজ্যে হারানো বাগান খুঁজে পেতে বিউগল বেরিয়ে পড়েছিলো। রাজার জন্য নতুন রাজ্য বিস্তারের সুযোগে সবাই ছিল আশান্বিত।

কিন্তু ম্যাপের চিহ্নগুলোর আসল মানে বুঝতে তাদের দেরি হয়ে গিয়েছিলো। অবশেষে, তাদের এই অভিযানের সমাপ্তিটা হলো ভয়াবহ আর রক্তক্ষয়ী।

কেউই আর এখানে ফিরে আসবে না। আর যদিওবা কেউ আসে ক্যাপ্টেনের ইচ্ছা তারা যেন কিছু খুঁজে না পায়। সেখানে যা লুকানো ছিলো কখনো তা বাইরের দুনিয়ায় প্রকাশিত হওয়া উচিত না।

নোঙর গুটিয়ে নেয়ায় জাহাজ খানিকটা ঘুরে গেলো। জাহাজের দড়ি ও পালগুলো থেকে চড়চড় শব্দে জমাট বরফ ভাঙতে শুরু করলো। ইতোমধ্যে ফিটজরয় জাহাজের কামানের ব্যাটারি দেখতে চলে গিয়েছিলেন। এইচএসি বিউগল আসলে দশটি কামান সুসজ্জিত রয়্যাল নেভির একটি চেরোকি ক্লাস জাহাজ ছিলো। পরে এই যুদ্ধ জাহাজটিকে সমুদ্র অভিযানের জন্য উপযুক্ত করা হয়। এখনো এতে ছয়টি কামান রয়ে গেছে।

চার্লস জাহাজের ডেক থেকে ভেসে আসা আরেকটি চিৎকার শুনলেন। আহত ক্রু-ম্যান তার শরীর থেকে খুলে ফেলা পালের কাপড়ের মাঝে শুয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে।

"তাকে চেপে ধরো!" সার্জন চিৎকার করে বললেন।

ডাক্তারকে সাহায্য করতে ছুটলেন চার্লস। সবাই মিলে রেন্সফ্রিকে জাহাজের ডেকে স্থির করে চেপে রাখতে চাইছে। তিনি সারেঙের চোখের দিকে তাকালেন। সেখানে শুধুই ব্যথা আর আতঙ্ক।

সে ঠোঁট দুটো নেড়ে গোঙানির মতো করে বলছে, "ওটাকে বের করো..."

সার্জন রেন্সফ্রির কোট ও শার্টটি ব্লেড দিয়ে কেটে ফেললেন। তার পেট রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে আর সেখানে বেশ বড় একটা ক্ষত দেখা গেলো। চার্লস তার তলপেট জুড়ে একটা গভির কাটা ক্ষত দেখতে পেলেন যা দেখতে অনেকটা বালির নিচে লুকিয়ে থাকা সাপের মতো। রেন্সফ্রি সবার চেপে ধরা সত্ত্বেও উঠে যেতে চাইলো। তার পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। তীব্র চিৎকার করে সে আবার বলল, "এটাকে বের করো!"

বিনৌ ইতস্তত না করে তার হাত ক্ষত স্থানে ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি আরও গভিরে যেতে চাইছেন এমনকি কনুই পর্যন্ত। এই প্রচণ্ড শীতেও ডাক্তার ঘামছেন। এখন তার হাত কনুই পর্যন্ত গভিরে আর তিনি জিনিসটি খুঁজছেন।

একটি বিকট শব্দ তাদের জাহাজটাকে কাঁপিয়ে দিলো।

তারপর আরেকটা...অবশেষে আরেকটা।

তীর থেকে তা আরও বিকট শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো। উভয় দিকে বিশাল বরফের চূড়া ধ্বসে পড়লো। কামান দাগার আওয়াজ পাওয়া গেলো আরও।

ক্যাপ্টেন আর কিছুই বাকি রাখবেন না।

বিনৌ তার হাত ক্ষত থেকে বের করতে করতে বললেন, "অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমরা দেরি করে ফেলেছি।"

চার্লস তার হাতে ধরা সারেঙের মৃত দেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সারেঙের নিষ্প্রাণ চোখ দুটি নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

পিছনে হেলান দিয়ে বসে তার এই অভিশপ্ত মহাদেশ সম্পর্কে জেমির কথাগুলো মনে পড়লো : *কিন্তু অন্ধকারে পিশাচেরাও ঘোরাফেরা করে যারা অসতর্কদের হৃদপিণ্ড খাওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত!*

"মৃতদেহটা কি করব?" একজন ক্রুম্যান জিজ্ঞেস করলো।

বিনৌ রেলিঙয়ের ফাঁক দিয়ে বরফাচ্ছন্ন সাগরের দিকে তাকালেন। "তার পেটের ভেতরে যাই থাকুক না কেন সেটা সহ তাকে এখানেই সমাধিস্থ করে দাও।"

চার্লস আর সহ্য করতে পারলেন না। কামানগুলো এখনো গর্জে চলছে। তিনি খানিকটা পিছিয়ে এলেন, বাকিরা যখন রেন্সফ্রির মৃতদেহটা উপরে উঠাচ্ছে।

তিনি দৃশ্যটি দেখতে না পেরে কাপুরুষের মতো তার কেবিনে পালিয়ে এলেন। নিচে এসে দেখলেন তার ওভেনের আগুন প্রায় নিভু নিভু। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডার পরে হঠাৎ এটুকু গরমেও যেন তার শ্বাস রোধ হয়ে যেতে চাইলো। জার্নালটি নিয়ে লেখা পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে আগুনে ফেলতে লাগলেন তিনি। পৃষ্ঠাগুলো কুঁকড়ে, কালো হয়ে শেষে ছাই হয়ে গেলো।

তারপর চার্ট ডেস্কে ফিরে গেলেন। ফুয়েজিয়ানটিসহ সবগুলো ম্যাপ সেখানে রয়েছে। তিনি ফুয়েজিয়ান ম্যাপটি তুলে ছোট বনভূমি চিহ্নিত এই জায়গাটির দিকে তাকালেন। তিনি আবার ওভেনের দিকে নজর দিলেন।

ওভেনের দিকে এক পা এগিয়েও চার্লস থেমে গেলেন।

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া আঙুলে তিনি ম্যাপটি মুড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরলেন দুই হাতে।

আমি এখনো একজন সায়েন্টিস্ট।

ব্যথিত হৃদয়ে আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে এসে ম্যাপটিকে লুকিয়ে রাখলেন তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের মাঝে। তারপর এই বিজ্ঞানী একটি অবৈজ্ঞানিক বাক্য উচ্চারণ করলেন : *গড হেল্প মি!*

অধ্যায় ১

এপ্রিল ২৭, সন্ধ্যা ৬.৫৫ পিডিটি
মনো লেক, ক্যালিফোর্নিয়া

"এই জায়গাটি মঙ্গলগ্রহের ভূ-পৃষ্ঠের মতো দেখতে।"

জেনা বেক মনে মনে হাসলো। মনো লেক সম্পর্কে এটা সবচেয়ে কমন মন্তব্য যা এইমাত্র আরেকজন টুরিস্ট থেকে আসলো। জেনা তার ফোর্ড এফ -১৫০ পিকআপটির পাশে দাঁড়ানো যখন দর্শনার্থিদের শেষ দলটি তাদের শেষ কয়েকটি ছবি তুলতে ব্যস্ত। জেনার ট্রাকের সামনের দরজায় ক্যালিফোর্নিয়া স্টেইট পার্ক রেঞ্জারসের তারকাখচিত।

জেনা সূর্যের দিকে তাকিয়ে তার হ্যাটটা একটু নিচু করলো। অন্ধকার হতে এখনো ঘন্টা খানেক বাকি। এই শেষ বিকেলের আলোর প্রতিফলনে লেকটি যেন নীল-সবুজ মুক্তার মতো ঝলমলিয়ে উঠলো। টুফা নামের লাইম স্টোনের উঁচু ভগ্নাংশগুলো পেট্রিফাইড ফরেস্টের মতো লেকের দক্ষিণ পাড়ে ও পানিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

সব মিলিয়ে এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে যা অবশ্যই মঙ্গলগ্রহের নয়। জেনা হাতে বসা মশাটি মারলো। এই বন্ধ্যা জলাভূমিতেও জীবন এগিয়ে চলছে।

টুরিস্ট দলটির ট্যুর গাইড হ্যাটি নামের এক বৃদ্ধ মহিলা। হ্যাটি জেনার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, জেনা বুঝলো হ্যাটি আজকের মতো তার কাজ শেষ করতে চাইছে। হ্যাটি কুটজাডিকা এলাকার নেটিভ এবং উত্তর পাইউট ট্রাইব থেকে এসেছে। এই বেসিনে মনো লেক সম্পর্কে এই বৃদ্ধার চেয়ে কেউ বেশি জানে না।

"এই লেকটি," হ্যাটি বলতে শুরু করলেন, "বলা হয়ে থাকে ৭৬০,০০০ বছরের পুরনো, কিন্তু কিছু বিজ্ঞানীদের ধারণা লেকটি তিন মিলিয়ন বছরেরও আগের যা ইউনাইটেড স্টেইটসের সবচেয়ে প্রাচীন লেকগুলোর একটি। যদিও লেকটি সত্তুর বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে, এটা মাত্র একশো ফুট গভির। ছোট ছোট ঝরনা ও নালা এর পানির উৎস। গ্রীষ্মের গরমে এর পানি শুকিয়ে যাওয়ায় কখনো বাইরে উপচে পড়ে না। এজন্য এর পানি সমুদ্রের পানির চেয়ে তিনগুণ বেশি লবণাক্ত যার pH-এর মাত্রা ১০।"

একজন স্প্যানিশ টুরিস্ট ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, "এই লাগোতে...মানে লেকে কি কোন প্রাণী আছে?"

"যদি তুমি মাছের কথা জিজ্ঞেস করে থাক, না, কোন মাছ নেই। কিন্তু অন্য কিছু আছে?" এ কথা বলে হ্যাটি জেনার দিকে তাকালেন, যেন তিনি বিশেষ কিছু জানেন।

জেনা গলা খাঁকারি দিলো। আমেরিকা ও ইউরোপের একটি টুরিস্ট দল তাকে ক্রস করে গেলো। ইয়েসোমিটি ন্যাশনাল পার্ক ও ঘোস্ট টাউনের বডি স্টেইট হিস্টরিক পার্কের মাঝামাঝি হওয়ায় লেকটিতে প্রচুর টুরিস্টের সমাগম হয়।

"জীবন যেকোন পরিবেশে তার বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে নেয়।" জেনা বলল, "মনো লেকও তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যেমন ক্লোরাইড, সালফেট এবং আর্সেনিক থাকা সত্ত্বেও এর একটি সমৃদ্ধ ও জটিল ইকো সিস্টেম রয়েছে যা আমরা এখানে রক্ষা করার চেষ্টা করছি।"

জেনা লেকের পাড়ে হাঁটু গেড়ে বসল, "এখানে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয় শীত কালে ফোটা এক ধরনের অনন্য ব্রাইন-টলারেন্ট শেওলা দিয়ে। মার্চের দিকে লেকের পানি সবুজ মটরের স্যুপের মতো হয়ে যায়।"

"পানির রং এখন সবুজ নয় কেন?" ছোট্ট একটি মেয়ের কাঁধে হাত রাখা একজন টুরিস্ট জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ চালের দানার মতো এক ধরনের ছোট ব্রাইন শ্রিম্প এখানে আছে যা শেওলাগুলোকে খেয়ে ফেলে। এই শ্রিম্পগুলো আবার এক অদ্ভুত প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়।"

জেনা এখনো পানির কিনারে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। সে হাত দিয়ে নেড়ে পানিতে ঢেউ তুলতেই ভাসমান কার্পেটের মতো পানিতে বসে থাকা কালো মাছিগুলো উড়ে গিয়ে ঘেন ঘেন শুরু করলো।

একজন লাল চুলের কিশোর আরও ভালো করে দেখার জন্য এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "দারুণ।"

"চিন্তা করো না। এই মাছি কামড়ায় না, কিন্তু তারা দক্ষ শিকারি।" জেনা তার পাশের আট-নয় বছরের ছেলেটিকে বলল, "এই দেখো।"

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসলো সাথে সাথে তার বাবা মা ও অন্য টুরিস্টরাও। জেনা তার পাশের মাটিতে চাপড় দিয়ে ছেলেটিকে তার পাশে বসতে বলল। তারপর লেকের অগভির জায়গাটির পানির উপরের দিকটা দেখালো। কিছু মাছি সেখানে বাতাসের ছোট বুদ্বুদসহ খুব দ্রুত পানির নিচে চলে যাচ্ছে।

"দেখে মনে হচ্ছে তারা স্কুবা ডাইভিং করছে।" ছেলেটি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল। কিশোর সুলভ এই উল্লাস জেনার খুব ভালো লাগলো। তার জবের এটা একটা বিশেষ দিক যে এরকম আনন্দ ও ফুর্তি ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ সে পায়।

"আগেই বলেছিলাম তারা খুব দক্ষ শিকারি।" জেনা দাঁড়িয়ে বাকি সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিলো। "আর এই ব্রাইন শ্রিম্প ও মাছিগুলো আবার হাজারো সোয়ালো, ডুবুরি, বক ও শঙ্খচিল ইত্যাদি অতিথি পাখির খাবার।" জেনা দূরে তীরের দিকে দেখালো, "যদি তুমি ওই দিকে তাকাও তাহলে তুমি ওই লম্বা চুনা পাথরে অস্প্রে পাখির বাসাও দেখতে পাবে।"

সে পিছিয়ে আসতেই আরও স্ন্যাপ শট নেয়া হলো।

সে চাইলে আরও অনেক কিছুই বলতে পারতো এই মনো লেকের প্রাণীগুলো সম্পর্কে। এই অদ্ভুত অ্যালক্যালাইন লেকের ইকো সিস্টেমের খুব অল্প অংশই বলেছে।

অদ্ভুত সব প্রজাতি আর তাদের অভিযোজনের দেখা পাওয়া যাবে এখানে, বিশেষ করে এই লেকের তলার কাদায় অদ্ভুত এক ব্যাকটেরিয়া বেঁচে আছে যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারও অতীত। এই অক্সিজেনবিহীন বিষাক্ত কাদায় কিছুই বেঁচে থাকার কথা নয়।

কিন্তু এটা বেঁচে আছে।

জীবন সবসময়ই বেঁচে থাকার একটা উপায় বের করে ফেলে।

যদিও উক্তিটা জুরাসিক পার্ক থেকে নেয়া, তার প্রফেসরও এ কথাটাই বলতেন। জেনার পরিকল্পনা ছিল ইকোলজিক্যাল সায়েন্সে ডক্টরেট করার। তার বদলে সে এই পার্কের চাকরিতে ডুবে আছে। এখানে তাকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হয়, প্রাণের এই ভঙ্গুর বুননটি রক্ষায় কঠিন পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু দিনে দিনে তা রক্ষা করা আরও ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে উঠছে।

সে তার পিকআপটির দিকে পিছিয়ে গেলো, দরজায় হেলান দিয়ে ট্যুরটি শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে। হ্যাটি দলটিকে বাসে করে পাশের হ্যামলেটের লি ভাইনিং এ নিয়ে যাবে তখন জেনাও তাদের পিছু পিছু যাবে। ইতোমধ্যেই লোকাল রেস্টুরেন্ট বডি মাইকের ব্যাক রিবের টুকরো তার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো।

তার পেছনের খোলা জানালা থেকে জেনা তার ঘাড়ের পেছন দিকে একটি ভেজা জিহ্বার স্পর্শ পেলো। সে একটু পিছিয়ে এসে নিকোর কানের পেছনটায় হাত বুলিয়ে দিল। সম্ভবত এখানে সে ই একমাত্র ক্ষুধার্ত নয়।

"প্রায় শেষ, নিকো।"

লেজ উঁচু করে নিকো যেন উত্তর দিলো। চার বছর বয়স্ক এই সাইবেরিয়ান কুকুরটি তার সার্বক্ষণিক সঙ্গি। এটি সার্চ এন্ড রেস্কিউ ট্রেনিং প্রাপ্ত। নিকো খোলা জানালা দিয়ে মাথা বের করে জেনার কাঁধে রাখল।

নিকোর এক চোখ নীল আর অপরটির রঙ বাদামি। সে পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে আছে। হ্যাটি একবার বলেছিলো নেটিভ আমেরিকান পৌরাণিক কাহিনীতে আছে যে দুই রঙা চোখের কুকুরেরা এই পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়ই দেখতে পারে।

এটা সত্য হোক বা নাই হোক, নিকোর দৃষ্টি এখন পথচারিদের উপর। একটি জ্যাকর্যাবিট ঢালু ঝোপটা থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলে নিকোও গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে ওটার পিছু ছুটলো।

জ্যাকর্যাবিটটি আরও দ্রুত লুকিয়ে গেলো আঁধো অন্ধকারে।

জেনা হেসে বললো, "পরের বার, নিকো, পরের বার তুমি নিশ্চয়ই পারবে।"

কুকুরটি ট্রেইনিং প্রাপ্ত হলেও সেটা স্বভাবে একটা কুকুরই।

হ্যাটি ট্যুরিস্টদের নিয়ে ধীরে ধীরে বাসের দিকে যাচ্ছে।

"আর ইন্ডিয়ানরা ওইসব মাছির লার্ভা খায়?" লাল চুলের কিশোরটি জিজ্ঞেস করলো।

"আমরা এটাকে বলি কুট্সাভি। মহিলারা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওটা পাহাড় থেকে সংগ্রহ করে হাতে বোনা কাপড়ের থলিতে রাখে। তারপর ওটাকে আগুনে সেঁকা হয়। এই লার্ভা সচরাচর ব্যবহার করা হয় না, এটা শুধুই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য।"

হ্যাটি জেনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখ টিপলো।

জেনা বাচ্চাদের বিকৃত চেহারা দেখে কষ্টে হাসি আটকালো। এই অংশটুকু জেনা হ্যাটির জন্য রেখে দিয়েছিলো যেন সে বলতে পারে।

বাসটি পুরো ভর্তি হয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। জেনাও তার ট্রাকের দরজা খুলে নিকোর পাশে বসলো। বসার সাথে সাথেই বেজে উঠলো রেডিওটা।

এখন আবার কি?

সে রেডিওটি হাতে নিলো। "কি হয়েছে বিল?"

বিল হাওয়ার্ড সার্ভিস ডিসপ্যাচার এবং জেনার ভালো বন্ধু। বিলের বয়স এখন পঞ্চাশের উপরে। যখন থেকেই জেনা এখানে কাজ শুরু করেছে বিল জেনাকে তার ছত্রছায়ায় রেখেছে।

প্রায় তিন বছর আগের কথা। জেনার বয়স এখন চব্বিশ। সে এনভায়রনমেনটাল সায়েন্সে ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়েছে। তখন তাদের লোকবল ছিল কম কিন্তু প্রচণ্ড কাজের চাপ। বিগত কয়েক বছরে সে এই লেককে, এর প্রাণীদের এমনকি তার সহকর্মিদেরও ভালবাসতে শিখেছে।

"নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না, জেন, কিন্তু আমি চাই তুমি একবার উত্তর দিকটা ঘুরে আস। ইমার্জেন্সি সার্ভিস একটি আংশিক ৯১১ কল আমাদের অফিসে পাঠিয়েছে।"

"আমাকে সবকিছু খুলে বল," পার্কের কিউরেটরের পাশাপাশি রেঞ্জার্সরা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসেবেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন থেকে শুরু করে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা সবকিছুই করতে হয়।

"বডি এলাকার বাইরে থেকে ফোনটি এসেছে।" বিল ব্যাখ্যা করলো।

ভ্রু কুঁচকালো জেনা। বডি এলাকার বাইরে কিছুই নেই শুধু কিছু ঘোস্ট টাউন আর পরিত্যক্ত খনি ছাড়া। তার মানে, যদি না...

"এটা মিলিটারি রিসার্চ সাইট থেকে এসেছে।" বিল বললো।

জঞ্জাল।

"কলটা কি সম্বন্ধে ছিলো?" জিজ্ঞেস করলো জেনা।

"রেকর্ডিংটা আমি নিজে শুনেছি। চিৎকার ছাড়া কিছুই নেই ওটাতে। কোন কথা নেই, তারপর হঠাৎ লাইনটা কেটে গেলো।"

"সুতরাং এটা অনেক কিছুই হতে পারে আবার কিছু নাও হতে পারে।"

"হ্যা, সেটাই। হয়তো কেউ ভুল করে কলটি করেছিলো। কিন্তু আমাদের কারো অন্তত গেট পর্যন্ত গিয়ে খোঁজ নেয়া উচিত।"

"সম্ভবত তা আমাকেই করতে হবে।"

"টনি আর কেইট দুজনেই এখন ইয়োসেমিটিতে, মাতাল আর উচ্ছৃঙ্খলদের সামলাচ্ছে।"

"ঠিক আছে বিল, আমি দেখছি। বেইস গেটে পৌঁছানোর পরে তোমাকে রেডিওতে জানাব। এরমধ্যে তুমি কিছু শুনলে আমাকে জানিও।"

ডিসপ্যাচার সম্মতি জানিয়ে রেডিওর লাইনটা কেটে দিলো।

নিকোর দিকে তাকালো জেনা, "মনে হচ্ছে রিবসের জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে, বন্ধু।"

সন্ধ্যা ৭.২৪

"তাড়াতাড়ি!"

মাটির নিচে চারতলায়, ডক্টর কেন্ডাল হেস সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠছেন। তার পাশে তার সিস্টেম অ্যানালিস্ট আইরিন ম্যাকইন্টায়ার। প্রতি ল্যান্ডিংয়ে জ্বলছে লাল ইমারজেন্সি লাইট। পুরো জায়গাটি জুড়ে সতর্কতার সাইরেন বাজছে।

"আমরা কন্টেইনমেন্ট লেভেল চার ও পাঁচ হারিয়েছি।" তার হাতে ধরা বায়ো রিডারে থ্রেট লেভেল বাড়ছে সেটা দেখতে দেখতে ম্যাকইন্টায়ার ডক্টরকে বললো।

কিন্তু থ্রেট লেভেল বাড়ার বিষয়টি বোঝার জন্য বায়ো রিডারের দরকার নেই, তাদের পেছনের আর্ত চিৎকারই যথেষ্ট।

"নিশ্চিতভাবেই ওগুলো এখন বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।" আইরিন বললো।

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব।" অনেকটা যেন নিজেকে শোনানোর জন্য ডক্টর বললেন।

তবুও আইরিন উত্তর দিলো, "না, তা সম্ভব নয়, বড় ধরনের ল্যাব ত্রুটি ছাড়া। কিন্তু আমি ভালো করে দেখেছি..."

"এটা কোন ধরনের ল্যাব ত্রুটি নয়," তিনি যেন যা বলতে চাইছিলেন তার চেয়ে বেশি যেন ফাঁস করে দিলেন।

তিনি জানেন এটা কি হতে পারে।

সাবোট্যাজ বা আভ্যন্তরীণ চক্রান্ত।

প্রচুর ইলেক্ট্রিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ফায়ারওয়াল রয়েছে এখানে। এগুলো ভাঙা হয়েছে কোন একটা উদ্দেশ্যে। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কন্টেইনমেন্ট ব্রিচ করেছে।

"আমরা এখন কি করবো," আইরিন অনুনয় করলো।

তাদের হাতে এখন শেষ সম্বল, একটি শেষ ফেইল-সেইফ, আগুনের সাথে আগুন নিয়ে খেলা। কিন্তু এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি। তিনি নিচ থেকে ভেসে আসা কান্না আর চিৎকার শুনলেন এবং জানেন তার কি করতে হবে।

তারা টপ ফ্লোরে পৌঁছলেন। তারা জানতেন না তাদের বিপদের ধরনটা কি, বিশেষ করে তিনি নিশ্চিত নন চক্রান্তকারীর ব্যাপারটা- তিনি আইরিনের হাত ধরে তাকে থামালেন।

দেখলেন ইতোমধ্যেই আইরিনের হাতের পেছনটায় ও ঘাড়ে ফোস্কা পড়ে গেছে।

"তুমি রেডিওর দিকে যাও আর একটি বিপদ সঙ্কেত বার্তা পাঠিয়ে দাও। যদি আমি না পারি।" *অথবা খোদা না করুক আমি যদি সাহস হারিয়ে ফেলি।*

আইরিন মাথা নাড়লো, তার চোখ দেখে যন্ত্রণাটা বোঝা যাচ্ছিলো। সে যা করতে যাচ্ছিলো তার জন্য সে মারাও যেতে পারে। "আমি চেষ্টা করবো," আতঙ্কিত স্বরে বললো।

অনুশোচনায় পুড়তে পুড়তে তিনি একটি দরজা খুলে আইরিনকে রেডিও রুমের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

রাত ৭.৪৩

নুড়ি পাথর বাঁধানো রাস্তায় ট্রাকটি ঝাঁকি খেলো।

গ্যাস প্যাডেলে খুব বেশি ঝুঁকে, জেনা বিশ মিনিটেরও কম সময়ে মনো লেক থেকে প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু বডি স্টেইট হিস্টরিকাল পার্কে উঠে গেলো। কিন্তু পার্কে যাওয়াটা তার উদ্দেশ্য নয়, তার গন্তব্য আরো উঁচুতে, আরো বিচ্ছিন্ন সে জায়গা।

একপ্রান্তে সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে। সে তার ট্রাক নিয়ে অন্ধকার রাস্তায় পড়লো। তার চাকার নিচে নুড়ি পাথরের চড়চড় শব্দ। আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন এই মিলিটারি সাইটটি সম্পর্কে জানে। এটা রাতারাতি গড়ে তোলা হয়েছিলো, কেউ টের পাওয়ার আগেই। এমনকি নির্মাণ সামগ্রী ও মজুরদের মিলিটারি হেলিকপ্টারে করে উপরে আনা হয়েছিলো। ডিফেন্স কনট্রাক্টরদের দেয়া হয়েছিলো নির্মাণ কাজের দায়িত্ব।

কিন্তু এতো গোপনীয়তাও গুজব বন্ধ করতে পারেনি।

এই সাইটটি ইউ.এস. ডেভেলপমেন্ট টেস্ট কমান্ডের অংশ ছিলো। সল্ট লেক সিটির ডাগওয়ে প্রোভিং গ্রাউন্ডের সাথেও এটা কোনভাবে যুক্ত। সে ইন্টারনেটে এই জায়গাটাকে খুঁজেছে, যা পেয়েছে তা তার মোটেই ভালো লাগেনি। ডাগওয়ে ছিলো নিউক্লিয়ার, কেমিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা কেন্দ্র। ষাটের দশকে, এখানে বিষাক্ত নার্ভ গ্যাস লিকেজের কারণে হাজারো ভেড়া মারা গেছে। তখন থেকেই এই স্থাপনাটি তার সীমানা বাড়িয়ে চলছে। এটার আয়তন এখন প্রায় এক মিলিয়ন একর যা লস এঞ্জেলসের দ্বিগুণ।

কিন্তু কেন তাদের এরকম একটা অতিরিক্ত ফ্যাসিলিটির দরকার হয়ে পড়লো, বিশেষ করে এই নির্জন জায়গায়?

অবশ্যই অনেক ধরনের গুজব ছড়ানো আছে পরিত্যক্ত খনির কতটা গভিরে মিলিটারি বিজ্ঞানীরা গিয়েছেন, তাদের এই গবেষণা সল্ট লেকের মতো একটা বড় মেট্রোপলিসের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, অনেকের আরো আজব থিওরি আছে যে এই সাইটটিতে হয়তো ভিনগ্রহবাসিদের নিয়ে গবেষণা হয় যেহেতু এরিয়া-৫১ এখন ট্যুরিস্টদের জন্য আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, এই শেষের থিওরি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো যখন একদল বিজ্ঞানী মনো লেকে অভিযান চালিয়েছিলো এর তলদেশ থেকে কিছু স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য। নাসার অ্যাস্ট্রবায়োলজিস্টের একটা দলও তাদের সাথে ছিলো।

তারা যা খুজছিলো তার সাথে ভিনগ্রহবাসিদের দূরতম সম্পর্ক নেই বরং তা নিশ্চিতভাবেই ছিলো পার্থিব। সাদা চুলের আন্তরিক একটা লোক, জীববিজ্ঞানী ডক্টর কেন্ডাল হেসের সাথের জেনার একবার এ বিষয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিলো বডি মাইকে। মনে হয় মনো লেকে এমন কেউ আসেনি যে কিনা এই রেস্টুরেন্টটিতে অন্তত একবার ডিনার করেনি। এক কাপ কফি খেতে খেতে তিনি জেনাকে বলছিলেন মনো লেকের এক্সট্রিমোফাইলগুলোর প্রতি তার দলের আগ্রহের কথা যে, ওই ব্যাকটেরিয়ার বিরল প্রজাতিটি কিভাবে লেকের বিরূপ ও বিষাক্ত পরিবেশে টিকে আছে। তিনি আরো ব্যাখ্যা করলেন, এই গবেষণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে কিভাবে অন্য গ্রহে প্রাণের শুরু ও বিস্তার হতে পারে।

তারপরও জেনা বুঝলো ডক্টর কিছু একটা লুকাচ্ছেন। সে ডক্টরের চেহারায় দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার আভাস পেয়েছিলো।

কিন্তু মনো লেক এলাকায় এরকম গোপন মিলিটারি স্থাপনা এটাই প্রথম নয়। কোল্ড ওয়্যারের সময় সরকার যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষা ও বিভিন্ন রিসার্চ প্রজেক্টের জন্য এখানে বেশ কয়েকটি গোপন স্থাপনা তৈরি করে। এমনকি এই লেকের বিখ্যাত বিচ-নেভি বিচ-লেকটির দক্ষিণ পাড়ের এরকম একটি স্থাপনার নামেই নামকরণ করা হয়।

তাহলে আরেকটা সিক্রেট ল্যাব কিসের জন্য?

দাঁতে দাঁত চেপে আরো কিছু সময় পার করার পর জেনা দেখলো বেড়া দিয়ে পাহাড়ের বাকি অংশটুকু আলাদা করা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর ট্রাকের হেড লাইটের আলোয় একটি বিবর্ণ রোড-সাইড সাইন দেখা গেলো যাতে একটি বুলেটের গর্তও দেখা যাচ্ছে। জেনা পড়লো :

সামনে রাস্তা বন্ধ
প্রবেশ নিষেধ
সরকারি সম্পদ

এই রকম রাস্তার শুরুতেই সাধারণত একটি বন্ধ গেট থাকে। কিন্তু এই গেটটি খোলা। সন্দেহজনক, জেনা তার ট্রাকটি থামালো প্রবেশপথের মুখে। সূর্য ডুবে গেলেও খানিকটা আলোর আভা এখনো রয়ে গেছে চারিদিকে।

"কি মনে হচ্ছে নিকো? যদি গেট খোলা থাকে তাহলে ভেতরে ঢোকাটা নিশ্চয়

অন্যায় হবে না, কি বলো?"

নিকো মাথা তুললো, তার কানগুলোও কেমন খাড়া হয়ে গেছে।

জেনা রেডিওতে পার্কের ডিসপ্যাচকে বললো, "বিল, আমি বেইস গেটের সামনে।"

"কোন সমস্যা?"

"এখান থেকে কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবে কেউ একজন সামনের গেটটি খুলে রেখেছে। আমার এখন কি করা উচিত?"

"তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি মিলিটারি চেইন অব কমান্ডকে কয়েকটা ফোন করেছিলাম। কিন্তু এখনো তাদের কাছ থকে কোন জবাব আসেনি।"

"তাহলে এটা এখন আমার উপর নির্ভর করছে।"

"আসলে এ ব্যাপারে আমাদের মতামতের কোন..."

"স্যরি," জেনা আরো ভালো করে শুনতে চেষ্টা করলো, "বিল, তোমার কথা বোঝা যাচ্ছে না।"

সে রেডিও বন্ধ করে জায়গায় রেখে দিলো।

"আমি শুধু বলছিলাম...আমরা এতোটা পথ যখন এসেই পড়েছি, তাই না, নিকো?"

চলো, দেখাই যাক না, সমস্যাটা কি।

সে এক্সিলেটারে চাপ দিয়ে গেটের ভেতরে ঢুকে গেলো। সামনেই বেশ কয়েকটা আলোকিত বিল্ডিং পাহাড়ের চূড়ায় মুকুটের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ছোট এই স্থাপনায় পুরনো আমলের ধাঁচে তৈরি করা হাতেগোনা কয়েকটি কুটির দেখা যাচ্ছে। পাশে রয়েছে তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা কয়েকটি কংক্রিট-ব্লক বাঙ্কার। জেনা বুঝতে পারলো চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে তা মাটির নিচের আসল স্থাপনার তুলনায় কিছুই না। বিশেষকরে ছাদের উপরের অসংখ্য এন্টেনা আর স্যাটেলাইট ডিশগুলো সেরকমই ইংগিত দেয়।

সামনে কিছু একটা দেখে নিকো গর্জে উঠলো।

জেনা ব্রেক চাপলো, সহজাতপ্রবৃত্তি অনুযায়ি গাড়ির হেডলাইট অফ করে দিলো সে। কুটিরগুলোর একটার পেছন দিক থেকে একটা ছোট্ট কালো হেলিকপ্টার উপরে উঠছে। হেলিকপ্টারটি বেশ খানিকটা উপরে উঠায় অস্ত যাওয়া সূর্যের শেষ আলোয় পরিষ্কারভাবেই দেখা গেলো। জেনা দম বন্ধ করে আশা করলো সন্ধ্যার আলো আঁধারি আর পাহাড়ের ছায়ায় অন্তত তাকে দেখা যাবে না। হেলিকপ্টারটিতে কোন নাম বা মনোগ্রাম নেই। এই চকচকে কালো হেলিকপ্টারটি আর যাই হোক মিলিটারির নয়।

হেলিকপ্টারটি যখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো জেনা স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিলো।

হঠাৎ রেডিওতে শব্দ হওয়ায় সে লাফ দিয়ে উঠলো। হ্যান্ডসেটটি ধরতেই বিলের ক্ষিপ্ত গলা শোনা গেলো, "জেনা, তুমি কি ফিরে আসছো?"

সে বললো, "না, আমি ভাবছিলাম গেটের কাছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি, কেউ যদি এসে হ্যালো বলে।"

ডাহামিথ্যা, কিন্তু সত্য বলার চেয়ে এখন এটা বলা ভালো।

"তাহলে এক্ষুনি ওখান থেকে বেরিয়ে এসো!"

"কেন?"

"কিছুক্ষণ আগে আমি একটি কল পেয়েছি মিলিটারি কমান্ড থেকে। কলটি ওই সাইট থেকে কেউ একজন করেছে। শোনো,"

একটু বিরতির পর একজন মহিলার উত্তেজিত গলা শোনা গেলো তাতে শুধু আতঙ্ক আর অনুরোধ। "এটা সিয়েরা, ভিক্টর, হুইস্কি। এখানে একটা কন্টেইনমেন্ট ব্রিচ হয়েছে। ফেইল-সেইফ চালু করা হয়েছে। ফলাফল যাই হোক না কেন: মেরে ফেলো...আমাদের সবাইকে মেরে ফেলো।"

জেনা বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকালো-ধোঁয়া আর আগুনের শিখা পাহাড়ের চূড়া থেকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

তার পায়ের নিচের মাটি যেন দুলে উঠলো।

ওহ মাই গড...

একটা গভির নিঃশ্বাস নিয়ে সে প্রাণপণে এক্সিলেটারে চেপে ট্রাকটিকে পেছনে নিতে চেষ্টা করলো। ঘন ধোঁয়ার একটা ঢেউ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

যেকোনভাবেই হোক এই ধোঁয়াকে কাছে আসতে দেয়া যাবে না। তার মনে পড়লো ডাগওয়েতে কিভাবে ভেড়াগুলো মারা গিয়েছিলো। তার এই সতর্কতা সত্যি প্রমাণিত হলো যখন একটি জ্যাকর‍্যাবিট ওই ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকবার লাফিয়েই মারা যায়।

"সাবধান, নিকো!"

উল্টো চলতে থাকায় গাড়িতে তেমন একটা গতি আনা গেলো না, তাই জেনা ট্রাকটাকে মাছের লেজের মতো ঘুরিয়ে ফেললো, তারপর দ্রুত বেগে গেট পার হয়ে চলে গেলো। রিয়ারভিউ মিররে দেখা গেলো ধোঁয়ার মেঘ তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

কালো কিছু একটা মনে হয় ট্রাকের হুডের উপর পড়লো।

একটা কাক।

কালো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পাখিটা গড়িয়ে পড়ে গেলো।

আশে পাশের ঝোপেও প্রচুর মৃত পাখি দেখা গেলো... আকাশ থেকে আরো পড়ছে।

নিকো যেন ফুঁপিয়ে উঠলো।

জেনার নিজেরও কাঁদতে করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু তার কানে বাজছে ওই হতভাগা মহিলার শেষ অনুরোধ,

মেরে ফেলো...আমাদের সবাইকে মেরে ফেলো!

অধ্যায় ২

এপ্রিল ২৭, রাত ৮.০৫ পিডিটি
সান্টা বারবারা, ক্যালিফোর্নিয়া

আমি খুব ভাগ্যবান...

প্যাসিফিকের সূর্যাস্তে পেইন্টার ক্রোর বাগদত্তার যে কালো ছায়া রেখা তৈরি হয়েছে সেদিকে চেয়ে রইলো। তার বাগদত্তা একটা ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে রিঙ্কন পয়েন্টের দিকে চেয়ে আছে। এখনো কিছু সার্ফার দিনের শেষ সার্ফিংয়ে ব্যস্ত। নিচের বিচ থেকে সামুদ্রিক সিলের মৃদু আওয়াজ শোনা যায়। প্রজনন মৌসুমে তাদের নেস্টিং এলাকায় ট্যুরিস্টদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

পেইন্টার ক্রোর বাগদত্তা, লিসা কামিংস, দূরবীন দিয়ে এলাকাটি দেখছে। ক্রো পিছনে দাঁড়ানো আর এই সুযোগে সে লিসাকে দেখছে। লিসার পরনে হলুদ রঙের বিকিনি সাথে একটি মোটা কটন বেল্ট কোমরে জড়ানো। তার এই স্বল্পবসন ক্রোকে পিছন থেকে শরীরের ভাঁজ, হিপের অ্যাঙ্গেল, পায়ের দৈর্ঘ্য দেখার সুযোগ করে দিলো।

তারপর সে একটি সিদ্ধান্তে পৌছালো...

আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি।

লিসা তার এই দিবাস্বপ্নে বাঁধা দিয়ে নিচের দিকে দেখালো। "এই বিচেই আমি আমার ডক্টরাল থিসিসের রিসার্চ করেছিলাম। আমি কাজ করেছিলাম হারবার সিলদের ডাইভিং ফিজিওলজি নিয়ে। সিলের বাচ্চাগুলিকে তুমি যদি দেখতে...এতো মায়া লাগে। গভির সমুদ্রে তাদের ডাইভিংয়ের অভিযোজন পর্যবেক্ষণ করতে বয়স্ক সিলগুলোকে পাল্স অক্স সেন্সর লাগাতে হয়। প্রায় এক সপ্তাহ লেগেছিলো একাজ করতে। মানুষের শ্বসন, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, স্থায়িত্ব এবং প্রাণশক্তি সম্পর্কে একটা অনুসিদ্ধান্ত তৈরি করতে হয়েছিলো।"

পেইন্টার খানিকটা এগিয়ে এসে তার কোমর জড়িয়ে ধরলো। "তুমি জানো, আমরা এখন হোটেলে ফিরে গিয়ে আমাদের স্থায়িত্ব ও প্রাণশক্তির উপর একটা গবেষণা করতে পারি।"

লিসা দূরবীন নামিয়ে তার দিকে চেয়ে হাসলো। তারপর ভ্রু উঁচিয়ে বললো, "আমার মনে হয় আমরা ওই ধরনের রিসার্চ অনেক করে ফেলেছি।"

"তবুও গবেষণার তো কোন শেষ নেই।"

লিসা তার দিকে ফিরে ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেলো, "হয়তো তুমি ঠিক বলেছো।" তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, "কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, আমদের এক

ঘন্টার মধ্যে ক্যাটারারের সাথে দেখা করে ডিনার রিহার্সেলের জন্য ফাইনাল মেনুর আয়োজন করতে হবে।”

পেইন্টার ডুবে যাওয়া সূর্য দেখতে দেখতে একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আর মাত্র চারদিনের মধ্যেই বিয়ে। এটা একটা লোকাল বিচে ছোটখাটো আয়োজন যেখানে তাদের পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব উপস্থিত থাকবে। তারপর মন্টেসিটর ফোর সিজন্স বিল্টমোরে রয়েছে একটা ওয়েডিং রিসিপশন।

দিন যতই ঘনিয়ে আসছে কাজের লিস্টও যেন লম্বা হচ্ছে। এই কাজের ঝামেলা থেকে একটু অবসর পেতে দুজনে এই বিকেলে সবুজ ঘাস আর ইউক্যালিপটাসে ঘেরা কারপিন্টেরা ব্লাফ্‌স একটু হাটতে এসেছে।

এই সুযোগে পেইন্টার লিসার ছেলেবেলা ও ঘনিষ্ঠ জনদের কথা আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলো। সে ইতোমধ্যেই জেনেছে যে, লিসা সাউদার্ণ ক্যালিফোর্নিয়ায় বড় হয়েছে। ইউসিএলএ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে, কিন্তু লিসার নিজের পরিবেশে-তার স্মৃতিচারণ, তার বেড়ে উঠার গল্প শুনে তাকে আরো বেশি ভালোবেসে ফেলেছে।

ভালো না বেসে কি সে পারবে?

তার ওই লম্বা ব্লন্ড চুল থেকে শুরু করে মসৃণ ত্বক যা সূর্য রশ্মির ছোঁয়ায় খানিকটা ব্রোঞ্জের মতো হয়ে গেছে, সব মিলিয়ে সে যেন এক সোনালি ভাস্কর্য।

তবুও, শারীরিক সৌন্দর্যটাই তার সবচেয়ে বড় সম্পদ নয়। এই সৌন্দর্যের পেছনে রয়েছে একটি সুন্দর মন যা সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। শুধু তাই নয় ইউসিএলএ মেড স্কুলের গ্র্যাজুয়েশনে সে টপের দিকে ছিলো। পরে হিউম্যান ফিজিওলজিতে পিএইচডি করে।

পশ্চিমে এরকম পরিচিতি থাকার কারনে তারা বিয়ের স্থান হিসেবে সান্টা বারবারাকেই উপযুক্ত মনে করেছে। যদিও তারা এখন ওয়াশিংটন ডিসিতে বসবাস করছে যেহেতু লিসার ফ্যামিলি ও বন্ধু বান্ধবের বেশিরভাগই ওখানে। সুতরাং ভেন্যু ক্যালিফোর্নিয়ায় স্থানান্তর যুক্তিযুক্ত ছিলো। বিশেষ করে পেইন্টারের নিজের কোন ফ্যামিলি ছিলো না। ছোটবেলা থেকেই সে অনাথ। তাই তার এবং তার নেটিভ আমেরিকান আত্মীয়

স্বজনদের মাঝে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। তার একমাত্র রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় ছিলো তার এক ভাতিজি যে ইউটাহতে ব্রিঘাম ইয়ং'র একটা স্কুলে পড়তো।

মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন অতিথিকে একটা লম্বা সফর করতে হবে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য। তাদের মধ্যে পেইন্টারের সিগমা ফোর্সের খুবই ঘনিষ্ঠ কয়েকজন রয়েছেন। তাদের প্রত্যেককেই এখানে আসতে অনেক ঝক্কি পোহাতে হবে। গ্রুপে আছে ফিল্ড কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স যার বাবার মানসিক অবস্থা আরো খারাপের দিকে অ্যাল্‌ঝেইমার রোগে ভুগতে থাকায়, এবং...

"আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে কেট ফোন করেছিলো সকালে?" লিসা বললো যেন সে পেইন্টারের মনের কথা বুঝতে পারছে।

পেইন্টার মাথা নাড়লো।

"সে হয়তো কাউকে খুঁজে পেয়েছে তার মেয়েগুলোর দেখাশুনা করার জন্য। তুমি যদি তার খুশি দেখতে। আমার মনে হয় না এরকম একটা লম্বা জার্নিতে সে তার দুটো বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে আসতো।"

পেইন্টার লিসার সাথে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে মৃদু হাসলো। "আমারও মনে হয় কেট আর মঙ্ক তাদের ডায়াপার বদলানো আর মাঝরাতে বাচ্চাদের ফিডার খাওয়ানোর দায়িত্ব থেকে একটু ছুটি পেতে যাচ্ছে।"

ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট সিগমার চিফ ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্ট এবং পেইন্টারের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, বলা যায় পেইন্টারের ডানহাত। ক্যাটের স্বামী, মঙ্ক কক্কালিস সিগমারই একজন সহকর্মি, ফরেনসিক মেডিসিন ও বায়োটেকনোলজিতে ট্রেইনিং প্রাপ্ত।

"ডায়াপার আর মাঝরাতের ফিডারের কথা বলছো।" লিসা একটু ঝুঁকে তার হাতের আঙুলগুলো পেইন্টারের হাতের আঙুলগুলোতে আটকে দিয়ে বললো, "মনে হচ্ছে এরকম অভিযোগ কয়েকদিন পর আমরাও করবো।"

"হয়তো।"

লিসার হালকা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। সে পেইন্টারের কণ্ঠে ইতস্তত ভাবটি লক্ষ্য করেছে। তারা অবশ্যই সন্তান নেয়ার কথা ভেবেছে, একটি পরিবারের কথা ভেবেছে, কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবতা দুটো আলাদা জিনিস।

সে তার হাত পেইন্টারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলো।

"পেইন্টার..."

ফোনের তীক্ষ্ণ আওয়াজে লিসা থেমে গেলো। আর পেইন্টারও বেঁচে গেলো লিসার হাত থেকে। পেইন্টার লিসাকে তার নিরাসক্ততার বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে পারবে না কারণ ব্যাপারটা সে নিজেই বোঝে না। যেহেতু শুধুমাত্র জরুরি সময়েই এই নির্দিষ্ট রিংটোনটি বাজে তাই ফোন ধরাতে লিসাও কোন আপত্তি করলো না।

"ক্রো বলছি।"

"ডিরেক্টর, কেট ব্রায়ান্ট বলছি।"

"আমরা একটা বড় সমস্যায় পড়েছি।"

যেহেতু তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এই সময়ে ফোন করেছে তাই সমস্যাটা অবশ্যই বড়। তাছাড়া সিগমা কবেই বা ছোট সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। DARPAÍthe military's Defense Advanced Research Projects এজেন্সির একটা গোপন শাখা হিসেবে সিগমা ফোর্স পৃথিবীব্যাপি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত হুমকিগুলো নিয়ে কাজ করে। পেইন্টার সিগমা গ্রুপের ডিরেক্টর। সে বিভিন্ন বাহিনী থেকে দক্ষ সৈনিকদের নিয়ে একটি স্পেশাল ফোর্স তৈরি করেছে। তাদের ডারপার মাঠ-কর্মি

হিসেবে গড়ে উঠতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। যদি সিগমার কাছে একটি সমস্যা পাঠানো হয় তবে তা নিঃসন্দেহে কখনোই ছোট হবে না।

সাধারণত এ ধরনের ফোন তাকে চাপে ফেলে দেয়, কিন্তু এটা এখন তাকে চাপ থেকে বের করে আনলো। অন্তত তাদের বিব্রতকর আলোচনাটা তো থামলো। যদি তাকে ওয়েডিং কেকের আরেকটা টুকরো মুখে দিতে হতো কিংবা ভাবতে হতো রিসিপশনের টেবিলে কোন সেন্টারপিস্টি মানাবে তাহলে...

"কি হয়েছে?" কেটকে জিজ্ঞেস করে উত্তরের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকলো।

রাত ৮.০৯

"না, না, না।"

জেনা খুব জোরে ব্রেক চাপায় সিট বেল্টের সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো। পাশে ছিটকে পড়লো নিকো। নিকো নিজের জায়গায় উঠতেই জেনা রিয়ারভিউ মিররে তাকালো।

তাদের পেছনে যেন কালো ধোঁয়ার দেয়াল দাঁড়িয়ে তৈরি হয়ে গেছে। ধোঁয়া উপর থেকে নিচে অবিরাম গড়িয়ে আসছে। কিন্তু আঁকাবাঁকা রাস্তাটি পেরিয়ে মনো লেক বেসিনে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে। এই চড়াই-উৎরাই পথ যেন তাদের ওই বিষাক্ত ধোঁয়ার মাঝে নিয়ে ফেলবে। এই আঁকাবাঁকা পথে যেতে থাকলে বিষাক্ত ধোঁয়া এড়ানো কখনোই সম্ভব নয়।

এই সন্ধ্যার শীতেও সে কপালের ঘাম মুছলো। নিকো জেনাকে দেখছে। সে যেন বিশ্বাস করছে যে জেনা তাদের নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে পারবে।

"কিন্তু কোথায়?"

সে গাড়ির হাই বিমগুলো জ্বালিয়ে সামনের এবড়োখেবড়ো রাস্তাটা দেখে নিলো। নুড়ি পাথর বাঁধানো রাস্তা হতে একটা ক্ষীণ পথের রেখা পাইন গাছ আর ঝোপের দিকে চলে গেছে। এটার শেষ কোথায় কে জানে। মনে হয় টুরিস্ট ও লোকাল টিনেজাররা এই অননুমোদিত রাস্তাটি তৈরি করেছে ক্যাম্পিং অথবা বনফায়ার করার জন্য। পার্ক রেঞ্জারের কাজ করার সুবাদে কতজনকে যে এই রাস্তা থেকে ধাওয়া করে হটিয়ে দিতে হয়েছে তা খোদা ই জানেন।

অন্য কোন উপায় না তাকায় সে ওই ক্ষীণ পথেই তার ট্রাক চালিয়ে দিলো। ওই উঁচু-নিচু কাঁচা রাস্তায় চলতে গিয়ে তার গাড়ির সবগুলো নাট বোল্ট যেন চিৎকার করে উঠলো। নিকো তার পাশে বসে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে, তার কান দুটো লম্বা আর চোখ দুটো সর্বত্র।

"একটু সাবধানে থাকো, নিকো!"

সামনের রাস্তার অবস্থা আরো খারাপ হওয়ায় জেনা গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিলো।

যদিও তাকে দ্রুত যেতে হবে, তবুও গাড়ির অ্যাক্সল ভেঙে যাওয়া বা ধারালো পাথরে টায়ার পাঙ্কচার হওয়ার রিস্ক সে নিতে পারে না। সে অনবরত রিয়ারভিউ মিররে পেছনের দিকটায় খেয়াল রাখছে। পেছনে ধোঁয়ার পর্দা চাঁদটাকে ঢেকে ফেলেছে।

জেনা শ্বাস বন্ধ করে তার পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে।

কাঁচা রাস্তাটি এখন আরেকটি পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে। তার গাড়ির গতি এমনই কমে গেলো মনে হলো যেন তা হামাগুড়ি দিয়ে চলছে।

ভাগ্যকে গালি দিতে দিতে সে পথটা ছেড়ে অন্য পথে যাওয়ার চিন্তা করলো, কিন্তু চারপাশটা এর চেয়েও বেশি পাথুরে। তার মানে জেনা সবচেয়ে ভালো পথটা দিয়েই যাচ্ছিলো। সে প্রাণপণে এক্সেলারেটরে চাপ দিলো যেন এই ফোর হুইল ট্রাকের সর্বোচ্চ শক্তি পরীক্ষা করছে।

অবশেষে আবার ঢালু জায়গা পাওয়া গেলো। এই সুযোগে প্রচন্ড গতিতে জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো জেনা। গতি নিয়ন্ত্রন করতে গিয়ে হঠাৎ করেই ব্রেক চেপে বসলে বালি আর নুড়ি পাথরে পিছলে গিয়ে গাড়িটির সামনের বাম্পার প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলো একটি বিশাল পাথরকে। সাথে সাথে এয়ারব্যাগ বেরিয়ে এসে জেনাকে সিটের সাথে শক্ত করে চেপে ধরলো। তার শ্বাস নেয়াটাই সমস্যা হয়ে যাচ্ছিলো। মাথার ভেতরে যেন ঘণ্টা বাজছে। সবশেষে গাড়ির ইঞ্জিনটাও কয়েকবার কেশে বন্ধ হয়ে গেলো।

কষ্টে পানি চলে এলো তার চোখে। ঠোঁট ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। "নিকো..."

নিকো কোন রকমে তার সিটে আছে, তার খুব একটা কিছু হয়নি।

"এসো।"

দরজা খুলে নামতে গিয়ে পড়ে গেলো জেনা। কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াতেই তার নাকে তেল ও কটু পোড়া গন্ধ ভেসে এলো।

"আমরা কি দেরি করে ফেললাম?"

ধোঁয়ার দিকে তাকাতেই তার মনে পড়লো ওই জ্যাকর্যাবিটটির কথা যেটা ধোঁয়ার কুন্ডলি থেকে লাফিয়ে বের হয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো। সে ঢলো ঢলো পায়ে একটু সামনে এগিয়ে গেলো। না, তার এ অবস্থা হয়তো ওই বিষাক্ত ধোঁয়ার কারনে নয় বরং তার হতবুদ্ধিতার জন্য হবে হয়তো। অন্তত সে এরকমই ভাবতে চাইলো।

"শুধু সামনে এগিয়ে চলো," নিজেকে আদেশ করলো জেনা।

তার পাশে নিকোও রয়েছে, দ্রুত পায়ে, লেজ দুলিয়ে তার দৃঢ়তার কথাই যেন বলতে চাইছে।

তাদের পেছনে ধোঁয়ার কঠিন আবরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এখনো

ধোঁয়াগুলো তার দিকেই যেন ধেয়ে আসছে। দৌড়ে কখনো এই ধোঁয়া থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

জেনা পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকালো। তার একমাত্র ভরসা।

ট্রাক থেকে নিয়ে আসা ফ্ল্যাশলাইটটি জ্বেলে সে তাড়াতাড়ি উপরে ওঠা শুরু করলো। রকস্লাইডের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে শিস দিলো নিকোকে যেন সে কাছাকাছি থাকে। কিছুক্ষণ পর ঘাসে ঢাকা মাঠ পাওয়া গেলো তাতে জায়গায় জায়গায় কাঁটাওয়ালা ঝোপঝাড়ও চোখে পড়ে। খোলা জায়গা পেয়ে সে আরো দ্রুত দৌড়াতে লাগলো। তার গন্তব্য পাহাড়ের ওই চূড়া।

কিন্তু পাহাড়টা কি যথেষ্ট উঁচু?

ক্লান্ত, তবুও পা দুটোকে আরো জোরে চালালো। আশেপাশে থেকে থেকে সেইজ স্প্যারো আর কালো লেজের জ্যাকর‍্যাবিট মারা যাচ্ছে তাতে দৃষ্টিপাত না করে নিকোও তাল মিলাচ্ছে জেনার সাথে।

কেবলমাত্র চূড়ার কাছাকাছি পৌছানোর পরই জেনা সাহস করলো পেছনে তাকিয়ে দেখতে সেখানে কি হচ্ছে। দেখা গেলো ক্রম অগ্রসরমান ধোঁয়ার মেঘ ওই পাহারটিকে নিচে থেকে প্রায় উপর পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে। পাহাড়ের চূড়াটিকে বিষাক্ত ধোঁয়ার সাগরে যেন একটি দ্বীপের মতো মনে হচ্ছে এখন।

কিন্তু এই পাহাড়ের চূড়ায় ওরা আর কতক্ষন নিরাপদ থাকতে পারবে?

এবার সে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গার দিকে অগ্রসর হলো। একেবারে চূড়া থেকে নক্ষত্রের আলোয় পুরনো ঘোস্ট টাউনের ছায়ামূর্তি দেখা যায়। জেনা গুনে দেখলো হয়তো বারোটার মতো বিল্ডিং আর শস্যাগার সেখানে রয়ে গেছে। পাশের বডি টাউন ছাড়া পুরো এলাকাটাই এখন যেন ভুলে যাওয়া এক অধ্যায়।

বিল্ডিং ও শস্যাগারের মাঝে আশ্রয় নেয়ার জন্য জেনা সেদিকে ছুটলো। স্থাপনাগুলোর কাছাকাছি জেতেই পকেট থেকে তার সেল ফোন বের করলো সে। ভেবেছিলো এই উঁচুতে হয়তো ভালো সিগন্যাল পাবে। তার ট্রাকের সাথে সাথে রেডিওটিও ওই বিষাক্ত সাগরে ডুবে গেছে যা তার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিলো।

যদিও একটামাত্র সিগন্যালের দাগ দেখা যাচ্ছিলো তবুও সে কিছুটা আশ্বস্ত।

খুব একটা কাজের কিছু নয়, তারপরেও আমি অভিযোগ করছি না।

ডিসপ্যাচ অফিসে ডায়াল করলো। বিল এরকম একটা কিছু শোনার জন্য মরিয়া হয়ে ছিলো, প্রায় সাথে সাথে রিসিভ করলো। লাইন খারাপ হওয়া সত্ত্বেও জেনা বুঝলো তার এই ফোন বিল হাওয়ার্ডকে স্বস্তি দিয়েছে।

"জেনা, তুমি কি ফিরে এসেছো?"

"একটা ঝামেলা হয়ে গেছে, কিন্তু আমি ঠিক আছি।"

"কি ঝামেলা হয়েছে?"

লাইন খারাপ হওয়ায় মেজাজটাই বিগড়ে গেলো। আরো জোরে কথা বলার চেষ্টা করলো।

"শোনো, বিল। একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে তোমার দিকে।"

সে বিস্ফোরণের বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো কিন্তু লাইনের যা অবস্থা তাতে কিছু বুঝিয়ে বলা প্রায় অসম্ভব।

"লি ভাইনিং পুরো খালি করে ফেলতে হবে।"

প্রায় চিৎকার করে বললো, "এই এরিয়ার ক্যাম্পগুলোও সরিয়ে ফেলতে হবে।"

"আমি বুঝিনি। কি খালি করতে হবে?"

হতাশায় চোখ বন্ধ করে ফেললো। কয়েকবার শ্বাস নিয়ে চিন্তা করলো-

যদি এই শস্যাগারের ছাদে ওঠা যায় তাহলে হয়তো খানিকটা ভালো সিগন্যাল পেতে পারি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার আগেই একটা মৃদু শব্দ শোনা গেলো। জেনা ভেবেছিলো ওটা বুঝি তার হৃদপিণ্ডের শব্দ কানে বাজছে। তারপর শব্দটা নিকোর কানে গেলেও সে ঘড়ঘড় করে উঠলো। শব্দ বাড়ার সাথে সাথে উপরে খুঁজতেই মিটিমিটি ন্যাভিগেশন লাইট দেখতে পেলো জেনা।

একটা হেলিকপ্টার।

সে জানতো এই অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই বিলের পক্ষে একটা সার্চ এন্ড রেসকিউ টিম পাঠানো সম্ভব নয়। স্নায়ুগুলো সতর্ক হতেই ফ্ল্যাশ লাইটটি অফ করে দিয়ে ঘোস্ট টাউনের বিল্ডিংগুলোর উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করলো।

হেলিকপ্টারটি দৃষ্টিসীমার আসার আগেই সে একটি শস্যাগারের পেছনে অবস্থান নিলো। এই কালো হেলিকপ্টারটি জেনা চিনতে পেরেছে। বিস্ফোরণের সময় এটাই ওই মিলিটারি বেইস থেকে উড়ে গিয়েছিলো।

তারা কি দেখে ফেলেছিলো যে জেনা তার ট্রাক নিয়ে মিলিটারি বেইস থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, এজন্য কি তারা ফিরে এসেছে? কিন্তু কেন? যেহেতু নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, তাই লুকিয়ে থাকাই ভালো।

একটা শস্যাগারের দরজা খোলা পেয়ে নিকোকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। অন্ধকার কোনার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে ফোনটি চেক করে নিলো।

কোন সিগন্যাল না থাকায় বিলের কাছে করা কলটি কেটে গিয়েছিলো।

শস্যাগারের একেবারে একপ্রান্তে পৌঁছে জেনা একটি কাঁচ ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে উঁকি দিলো। হেলিকপ্টারটি একটা সমতল জায়গায় মাটির কাছাকাছি স্থির হয়ে আছে। উভয় দিক থেকে কালো ইউনিফর্ম পরিহিত কিছু লোক বেরিয়ে এলো। হেলিকপ্টারের পাখার ঘূর্ণনে আশে পাশে ঝোপঝাড়গুলোতে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। কাঁধে ঝোলানো রাইফেলের দিকে নজর পড়তেই তার হৃদপিণ্ডটি যেন লাফ দিয়ে গলায় উঠে যেতে চাইলো।

তাহলে এটা কোন উদ্ধার অভিযান নয়!

জেনা তার হিপের হোলস্টারে রাখা একমাত্র অস্ত্রটিতে হাত বুলালো। একটি টেসার। আইন অনুযায়ি ক্যালিফোর্নিয়া পার্ক রেঞ্জার্সরা আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারে। কিন্তু সে আজ ট্যুরিস্টদের সাথে ঘোরাঘুরি করেছে তাই আগ্নেয়াস্ত্রের দরকার পড়েনি।

বাইরে কোলাহল দেখে নিকো গর্জে উঠলো।

জেনা জানে এখন বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে লুকিয়ে থাকা, তাই ঈশারায় নিকোকে থামিয়ে দিলো সে।

সবশেষে হেলিকপ্টারটি থেকে একটি দানবাকৃতির মানুষ বেরিয়ে এলো। তার হাতে একটি অস্ত্র। সেটা থেকে বেরিয়ে আসা আগুন চারদিক ফর্সা করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত জেনা চিনতে পারলো না।

ফ্লেইম থ্রোয়ার।

নিমেষেই সে বুঝে গেলো এটা এখানে কি কাজে লাগবে। চারদিকের ছড়ানো শুকনো ডালপালাগুলো দেখে তার শরীর শক্ত হয়ে গেলো। জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার জন্য কি উপযুক্ত জায়গায়ই না সে লুকিয়েছে।

লোকগুলো বিল্ডিং ও শস্যাগারের চারপাশ ঘিরে ফেলেছে।

তারা নিশ্চয়ই জেনে গেছে আমি এই ঘোস্ট টাউনের কোথাও লুকিয়ে আছি।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার, তারা তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্ল্যান করছে।

লোকগুলোর পেছনে ধোয়া কুন্ডলি পাকিয়ে পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠে আসছে। এখান থেকে পালানোর কোন রাস্তা নেই। জেনা প্রচন্ড ঘাবড়ে গিয়ে তার হাতে যতো অপশন সেগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলো। একজনকে অন্তত বেঁচে থাকতে হবে।

কিন্তু আমার পক্ষে এই বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব নয়।

এই কঠিন মুহূর্তেও সে কিন্তু একজন রেঞ্জার। যদি শেষ রক্ষা নাই হয় তাহলে সে অন্তত কিছু ক্লু রেখে যেতে পারে যা থেকে পরে সবাই বুঝবে এখানে আসলে কি ঘটেছিলো।

নিকো তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে আবেগে নিকোকে জড়িয়ে ধরলো, হয়ত এটাই শেষ বার। "আমার জন্য শেষ বারের মতো একটা কাজ করতে হবে বন্ধু," নিকোর কানে কানে বললো।

লেজ নাড়লো প্রাণীটা।

"এই তো লক্ষ্মী ছেলে।"

অধ্যায় ৩

এপ্রিল ২৭, রাত ১১.১০ ইডিটি
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

যখনই বৃষ্টি হয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়...

গ্রে পিয়ার্স শহরতলির ভেজা রাস্তায় দিয়ে তীব্র গতিতে মোটর সাইকেলে ছুটছে। এমনিতেই গত সপ্তাহ থেকে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। ড্রেনগুলো উপচে পড়ে রাস্তার দু'ধারটা কাদায় ভরিয়ে দিয়েছিলো। তার মোটর সাইকেলের হেডলাইট যেন বৃষ্টি কেটে পেরিয়ে যাচ্ছিলো। গ্রে তার বাবাকে দেখতে যাচ্ছে।

ক্রাফটম্যান বাংলোটি পরের ব্লকের ঠিক মাঝামাঝিতে। এখান থেকেই গ্রে সবগুলো জানালার আলোয় আলোকিত বারান্দাটি দেখতে পাচ্ছে। একটি কাঠের দোলনা দুলছে সেখানে। সবকিছুই ঠিক যেন আগের মতোই রয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে তার ভেতরেও একটি ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

গ্রে ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে পেছনের ডিটাচড গ্যারেজে চলে গেল। বাড়ির পেছন দিকে একটা শোরগোল শোনা যাচ্ছে যা তার ইয়ামাহা ভি-ম্যাক্সের ইঞ্জিন ছাপিয়েও কানে গেল। পরিস্থিতি মনে হচ্ছে আরো খারাপ হয়েছে।

ইঞ্জিন বন্ধ করতেই দেখা গেলো কেউ একজন এই বৃষ্টির মধ্যেও দ্রুত পায়ে হাটছে। তার ছোট ভাই কেনি। দুজনের মধ্যে বেশ মিল। একই রকম ওয়েলস কমপ্লেক্সন, একই রকম ঘন কালো চুল।

কিন্তু মিল বলতে ওই অতটুকুই।

গ্রে হ্যালমেটটা খুলে বাইক থেকে নামলো। কেনি রেগে আছে। তাদের উচ্চতা একই হলেও কেনি একটু মোটা ধাঁচের। তার চেহারায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের আয়েশি জীবনের ছাপ। অ্যালকোহলে আসক্তি আছে। সে বাবার দেখাশোনা করার জন্য ছুটি নিয়ে এখানে এসেছে। আর প্রতি সপ্তাহেই ফিরে যাওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

"আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না," কেনির চেহারা উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে, "তুমি একটু বুঝিয়ে বলো।"

"তিনি কোথায়?"

কেনি একই সাথে বিরক্ত ও বিব্রত। হাত ইশারায় ব্যাকইয়ার্ডের দিকে দেখালো।

"এই বৃষ্টির মধ্যে তিনি ওখানে কি করছেন?" গ্রে বাসার পেছনের দিকে এগিয়ে গেলো।

"তুমিই বলো।"

গ্রে ব্যাকইয়ার্ডে পৌছলো। কিচেনের পেছনের বাতিটা সেখানে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। কিন্তু আলো এতো মৃদু নয় যে সে অলিয়েন্ডারের বেড়ার কাছে দাঁড়ানো লম্বা লোকটিকে চিনতে পারবে না। গ্রে বোঝার চেষ্টা করলো সে কি দেখছে।

তার বাবা খালি পায়ে প্রায় নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। শুধুমাত্র একটি বক্সার তার হাড় জিরজিরে শরীরে লেপ্টে আছে। তার রোগা হাত দুটো উপরের দিকে ওঠানো, আকাশের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যেন ঝড়-বৃষ্টির দেবতার কাছে প্রার্থনায় মগ্ন।

তারপর হাতদুটো কাঁচির মতো করে বেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"তিনি ভাবছেন, অলিয়েন্ডার ছাঁটছেন," কেনি বললো। "মাত্র কিছুক্ষণ আগেই আমি তাকে কিচেনে হাটাহাটি করতে দেখলাম। এই নিয়ে এ সপ্তাহে এটা দ্বিতীয়বার। তাকে বিছানায় নেয়া যায় না। তুমি তো জানো তিনি কী রকম একরোখা। এমনকি...এমনকি এসবের আগেও।"

এসবের মানে? এসবের মানে? অ্যালঝেইমারের।

কেনি কখনোই এই রোগটার নাম উচ্চারণ করে না। যেন রোগটার নাম নিলে তারও হয়ে যেতে পারে।

"তাই তোমাকে ফোন করলাম। তিনি তোমার কথা শোনেন।" কেনি বললো।

"কবে থেকে?" গ্রে বিড়বিড় করে বললো।

ছোটবেলা থেকেই গ্রে আর তার বাবার সম্পর্কটা একটু রুক্ষ। তার বাবা একজন প্রাক্তন টেক্সাস অয়েলম্যান, কঠিন পরিশ্রমি, দৃঢ় স্বভাব আর স্বাধীনচেতা। এরকমই ছিলেন অন্তত একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিডেন্টে ড্রিলিং রিগের মাঝে একটা পা হাটু অব্দি কাটা পড়ার আগ পর্যন্ত। তারপর তার আচরণ তিক্ততায় ভরে গেলো আর বদরাগি হয়ে উঠলেন। যা বেশির ভাগ সময় তার বড় ছেলের উপর দিয়েই বয়ে যেতো। এটা এক পর্যায়ে গ্রেকে ঘর ছাড়া করলো। সে চলে গেলো আর্মিতে, পরে সিগমায়।

সেখানে দাঁড়িয়ে গ্রে তার এই ভগ্নস্বাস্থ্য বাবার মধ্যে আগের সেই বাবাকে খুঁজতে লাগলো। এখন তার বুকের হাড়গুলো গোনা যায়, চামড়া ঝুলে গেছে, মেরুদন্ডের হাড় বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তার বাবার এখনকার অবস্থার মধ্যে আগের বাবার ছায়াটুকুও খুঁজে পেলো না। এটা তার বাবার রোগে শোকে ভোগা একটা খোলসমাত্র।

গ্রে তার বাবার দিকে এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে কাঁধে হাত রাখলো। "বাবা অনেক হয়েছে।"

তিনি গ্রের দিকে তাকালেন তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যেন জ্বলছে। "এই ঝোপটা ছাঁটা দরকার। প্রতিবেশিরা ইতোমধ্যেই অভিযোগ করা শুরু করে দিয়েছে। তোমার মা..."

মারা গেছেন।

একটা অপরাধ বোধে গ্রের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তার বাবার কাঁধ শক্ত করে ধরলো সে।

"ঝোপটা আমি ছেঁটে দেব, বাবা।"

"কিন্তু তোমার স্কুল?"

গ্রে তার বাবার সময় জ্ঞানের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে একটু যেন হোঁচট খেলো, তারপর কোমল স্বরে বললো, "আমি স্কুল ছুটির পরে করবো, ঠিক আছে?"

তার বাবা কিছুটা শান্ত হয়ে এলেন। "করলেই ভালো। মনে রেখো একজন মানুষকে চেনা যায় তার কথা দিয়ে।"

"আমি করবো, বাবা। কথা দিলাম।"

গ্রে তাকে কিচেন হয়ে বারান্দায় নিয়ে গেলো। এই নড়াচড়া, উষ্ণতা আর উজ্জ্বল আলোতে তিনি কিছুটা ধাতস্থ হয়ে এলেন।

"গ্...গ্রে, তুমি এখানে কি করছো? তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, যেন তিনি তাকে এইমাত্র দেখতে পেলেন।

"এই দিক যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমার সাথে দেখা করে যাই।"

তিনি গ্রের কাঁধে হালকা চাপড় দিলেন।

"তো একটা বিয়ার হয়ে যাক।"

"অন্য সময়, বাবা। আমাকে সিগমায় ফিরতে হবে, খবর এসেছে।"

সত্যি কথা। তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরনোর সময় রাস্তায় কেটের সাথে কথা হলো। সে তাকে ডিসির সিগমা কমান্ডে যেতে বলেছে। গ্রে কেটকে তার বাবার অবস্থা বুঝিয়ে বলায় তাকে এই সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু তার পরেও কেটের কথায় জরুরি কিছুরই আভাস পেয়েছে আর সে কেটকে নিরাশ করতে চায় না।

কেনির দিকে তাকালো সে।

"আমি তাকে বিছানায় নিয়ে যাবো। সাধারণত এরকম একটা নাটকের পর তিনি বাকি রাতটুকু ঘুমিয়েই কাটান।"

ভালো।

"কিন্তু গ্রে এটা এখানেই শেষ নয়।" কেনি তার গলার স্বর নামিয়ে বললো, "আমি রাতের পর রাত এভাবে চালিয়ে যেতে পারবো না। আসলে আমি এ ব্যাপারে মেরির সাথে আজ সকালে কথা বলেছি।"

গ্রে এই আলোচনাটা চালিয়ে যেতে চাইলো না। মেরি বেনিং একজন রেসিডেন্সিয়াল নার্স যে কিনা দিনের বেলায় তাদের বাবাকে দেখাশুনা করে। রাতে সাধারণত কেনিই দেখে বিষয়টা আর গ্রে যখন সময় বের করতে পারে তখন থাকে।

"মেরি কি ভাবছে?"

"আমাদের দরকার সার্বক্ষণিক সেবা দেয়া আর এই বাড়িতে সেইফগার্ডেরও প্রয়োজন রয়েছে। ডোর অ্যালার্ম। সিঁড়ির জন্য গেটের ব্যবস্থা করা। অথবা..."

কেনি মাথা ঝোঁকালো

"অথবা একটা বৃদ্ধাশ্রম খুঁজে নেয়া।"

কিন্তু বাবার বাড়ি তো এটাই।

গ্রে খুব আহত হলো। কেনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই বললো, "আমাদের এখনই কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। আপাতত মেরি আমাকে কিছু নার্সের নাম দিয়েছে যারা রাতের বেলাটা কাভার করতে পারবে। আমার মনে হয় আমরা দুজনেই একটু অবসর পাব।"

"ঠিক আছে।"

"আমি তাহলে সবকিছু অ্যারেঞ্জ করে ফেলবো," কেনি বললো।

হঠাৎ এই আয়োজনের জন্য গ্রের মনে একটু সন্দেহ জাগলো। হয়তো সে নিজেকে ব্যাপারটা থেকে সরিয়ে ফেলে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে যেতে চাইছে, গ্রে তো তার ভাইকে চেনে। কিছু একটা করতে হবে।

কেনি তার বাবার ঘরে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে এগোতেই গ্রে তার সেল ফোন বের করে সিগমা কমান্ডে ডায়াল করলো। প্রায় সাথে সাথেই রিসিভ করলো কেট।

"আমি এখনই আসছি।"

"তাড়াতাড়ি চলে এসো। পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।"

গ্রে তার বাবার ঘরে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে তাকালো।

পরিস্থিতি অবশ্যই আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।

রাত ১১.৩৩

গ্রে রাতের নির্জন রাস্তা দিয়ে তার ইয়ামাহার প্রায় সর্বোচ্চ গতিতে ১৫ মিনিটের মধ্যে সিগমা কমান্ডে পৌছে গেল। সে না আসার জন্য অনুরোধ করতে পারতো কিন্তু তার ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়েই বা কি করবে। সেইচান এখনো হংকংয়ে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দরিদ্র মেয়েদের জন্য ফান্ড রেইজিংয়ে তার মাকে সাহায্য করছে। তাই এ সময়টাতে কাজে ব্যস্ত থাকাই ভালো।

সিগমা কমান্ডের ভূ-গর্ভস্থ লেভেলের এলিভেটর খোলার সাথে সাথে গ্রে হলওয়েতে চলে এলো। এই স্থাপনাটি স্মিথসোনিয়ান ক্যাসেলের নিচে অবস্থিত যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংকার ও আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই গোপন স্থাপনাটি ন্যাশনাল মলের এক প্রান্তে হওয়ায় সিগমার সদস্যদের একই সাথে হল্স অব পাওয়ার এবং স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের বিভিন্ন ল্যাব ও রিসার্চ ম্যাটেরিয়ালের অ্যাকসেস রয়েছে।

গ্রে সিগমার নার্ভ সেন্টারের দিকে অগ্রসর হলো। যেখানে একজন মাস্টারমাইন্ড সিগমার ইন্টেলিজেন্স ও কমিউনিকেশন নেট তদারকি করেন।

গ্রের পায়ের শব্দ শুনে হলওয়ে থেকে বেরিয়ে এলো কেট। সারাদিন পরিশ্রমের পর এই মধ্যরাতেও তার পরনে ঝকঝকে নেভি ব্লু পোশাক। তার ছোট সোনালি

চুলগুলো ছেলেদের মতো করে পেছনের দিকে আঁচড়ানো। কিন্তু সাজ-সজ্জার মধ্যে শুধু এইটুকুই ছেলেদের মতো। গ্রের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। তার দৃষ্টি কঠিন আর ফোকাসড।

"কি সমস্যা?" জিজ্ঞেস করলো গ্রে।

কোন সময় নষ্ট না করে কেট সিগমার কমিউনিকেশন সেন্টারের দিকে ফিরে গেলো। গ্রেও কেটের পিছু পিছু একটি গোলাকার রুমে ঢুকলো। রুমের চারপাশে মনিটর আর কম্পিউটার স্টেশন রয়েছে।

এই হাবটাতে সাধারণত দুই বা তিনজন টেকনিশিয়ান কাজ করে আর যখন পুরোদমে কাজ চলে হয়তো সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু এই মধ্যরাতে মাত্র একজন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে : ক্যাটের মেইন অ্যানালিস্ট, জেসন কার্টার।

এই অল্প বয়েসি ছেলেটি একটি স্টেশনে বসে দ্রুত কিছু একটা টাইপ করছে। তার পরনে একটি কালো জিন্স ও বোস্টন রেড সক্স টি-শার্ট। তার মাথায় এলোমেলো ব্লন্ড চুল, চুলে একটি কাউ লিক বা কুন্ডলি দেখা যাচ্ছে। হয়তো এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে একটুও ঘুমায়নি। এই বাইশ বছর বয়সেই দারুণ প্রতিভাবান। বিশেষ করে বিষয়টা যদি কোন সার্কিট বোর্ড সংক্রান্ত হয়। পেইন্টারের ভাষ্য অনুযায়ি, ডিওডি'র সার্ভার ব্রেক করার জন্য তাকে নেভি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সে ঘটনাটি ঘটিয়েছে কেবলমাত্র একটা ব্লাকবেরি ফোন ও পুরনো একটা আইপ্যাডের সাহায্যে। ওই ঘটনার পরেই কেট তাকে ব্যক্তিগতভাবে তার অধীনে নিয়োগ দেয়।

গ্রের সাথে কথা বলছে কেট। "এক ঘন্টারও একটু বেশি সময় আগে, ক্যালিফোর্নিয়ার একটি মিলিটারি রিসার্চ বেইসে এক রকমের একটা প্রলয় ঘটে গেছে বলা যায়। একটি ভীতিকর মে-ডে পাওয়া গেছে।"

কেট জেসনের কাঁধে হাত রাখলো।

জেসন একটি কি চাপতেই সাথে সাথেই একটি অডিও ফিড শোনা গেলো। একজন মহিলার কণ্ঠস্বর, জড়ানো, যেন কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

"এটা সিয়েরা, ভিক্টর, হুইস্কি। এখানে একটা কন্টেইনমেন্ট ব্রিচ হয়েছে। ফেইল-সেইফ চালু করা হয়েছে। ফলাফল যাই হোক না কেন মেরে ফেলো, আমাদের সবাইকে মেরে ফেলো!"

কেট বলে চললো, "তার নাম ড. আইরিন ম্যাকইন্টায়ার, ওই বেইসের চিফ সিস্টেম অ্যানালিস্ট।"

স্ক্রিনে ল্যাব কোট পরিহিত একজন একজন মধ্য বয়স্ক মহিলার হাসি হাসি চেহারা ভেসে উঠলো। উত্তেজনায় মহিলার চোখ ঝলমল করছে। গ্রে মহিলার এই চেহারার সাথে একটু আগে অডিও ফিডে শোনা ভয়ার্ত কণ্ঠ স্বরটি মেলাতে চেষ্টা করলো।

"তারা কি নিয়ে কাজ করছিলো?" জিজ্ঞেস করলো সে।

জেসন ব্লুটুথ হেডফোনটি কানের সাথে ঠিক মতো এডজাস্ট করতে করতে বললো, "তারা পৌঁছে গেছে। এখানেই আসছে।"

"আমিও এটাই খুঁজছিলাম" কেট গ্রের প্রশ্নের উত্তর দিলো। "আমি শুধু জানি ওই রিসার্চ স্টেশন অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ কিছু একটা নিয়ে কাজ করছিলো। এমন একটা কিছু যা থামাতে প্রচন্ড বেগ পেতে হয়। স্যাটেলাইট ইমেজারিতে একটা বিস্ফোরণ ধরা পড়ে। প্রচন্ড ধোঁয়াচ্ছন্ন।"

জেসন দ্রুত ছবিগুলো দেখাতে লাগলো। যদিও সেগুলো সাদা কালো আর অস্পষ্ট, কালো ধোঁয়ার ফাঁকে গ্রে আগুনের আভা ঠিকই দেখতে পেলো।

"এই ধোঁয়ার জন্য বেইসের বর্তমান অবস্থাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না," কেট বললো, "কিন্তু আর কিছুই জানা যায়নি।"

"তারা নিশ্চয়ই জায়গাটাকে ধ্বংস করে ফেলেছে।"

"এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে। পেইন্টার কিছু লোকাল রিসোর্স সংগ্রহের চেষ্টা করছে। আমাকে বেইসের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছে। আমি যতটুকু জেনেছি বেইসটি তদারকিতে ছিলো ডারপা।"

গ্রে তার বিস্ময় গোপন করতে পারলো না।

ডারপা হলো একটি ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট যা সিগমার কার্যক্রম দেখাশোনা করতো, যদিও তাদের সর্বোচ্চ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে তারা ছাড়া খুব কম লোকই এটার সম্পর্কে জানতো। কিন্তু ওই বেইসের সাথে ডারপার সংশ্লিষ্টতা শুনে গ্রে এতোটা অবাক না হলেও পারতো। মিলিটারির রিসার্চ এন্ড ডেভেলোপমেন্ট এজেন্সির শতাধিক স্থাপনা সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওগুলোর বেশিরভাগই কোন রকম নজরদারির বাইরে স্বাধীনভাবে, বিশেষ প্রতিভাবান মানুষদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ওইসব স্থাপনার প্রতিটি অপারেশন চালানো হয় প্রয়োজন-হলে-জানানো-হবে এই ভিত্তিতে।

আর আমদের কখনো জানার প্রয়োজন হয়নি।

"দূর্ঘটনার সময় ত্রিশের অধিক নারী পুরুষ সেখানে ছিলো।" কেট বললো।

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি জানো ডারপার ঠিক কোন শাখা ওই বেইসটি চালাচ্ছিলো?"

"বিওটি। দ্য বায়োলজিক্যাল টেকনলজিস অফিস। এটা অপেক্ষাকৃত একটা নতুন শাখা। তাদের মিশন স্টেটমেন্ট হলো বায়োলজি আর ফিজিকাল সাইন্সের যোগসূত্রগুলি খুঁজে বের করা।"

গ্রে ভ্রু কুঁচকে তাকালো। সিগমাতে এই বিষয়ের উপর সে একজন বিশেষজ্ঞ। খুবই বিপজ্জনক একটা বিষয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে সিন্থেটিক বায়োলজি সব কিছুই এর অন্তর্ভূক্ত।

হলের এলিভেটরের দিক থেকে কিছু কণ্ঠ স্বর ভেসে আসাতে গ্রে পেছনে তাকালো।

"পেইন্টারের অনুমতি নিয়ে," কেট ব্যাখ্যা করলো, "আমি বিটিওর ডিরেক্টার ডক্টর লুসিয়াস রাফিকে আসতে বলেছি যেন তিনি এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।"

এই মধ্যরাতে ডাক পাওয়ায় ডিরেক্টারের কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তার আভাস, ডিরেক্টার আরেকটু কাছে আসতেই তা শোনা গেলো।

কমিউনিকেশন হাবের প্রবেশমুখে দুজনকে দেখা গেলো। প্রথম জন অপরিচিত, আরমানি স্যুটের উপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো ওভার কোট পরিহিত। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে, মাথায় কাঁচা পাকা চুল আর থুতনিতে সামান্য দাড়ি।

"ড. রাফি," কেট এগিয়ে এসে হাত মেলালো, "আসার জন্য ধন্যবাদ।"

"না এসে কোন উপায় ছিলো না। আমি কেনেডি সেন্টারে লা বোহেমের পারফরম্যান্স শেষে ফিরছিলাম তখনই ডাকটা পেলাম।"

ড. রাফির সঙ্গি মঙ্ক কঙ্কালিস রুমে ঢুকলো। মঙ্কের মাথা কামানো আর শরীর পেশীবহুল। সে গ্রের দিকে তাকালো তারপর এগিয়ে এসে তার স্ত্রীর গালে হালকা চুমু খেলো।

ফিসফিস করে কেটকে বললো, "ডার্লিং, আমি বাসায় এসে গেছি।"

ড. রাফি দ্বিধাগস্তভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন তারা স্বামী স্ত্রী কিনা। তাদের জুটিটি যেন একটু খাপছাড়া। গ্রে ড. রাফির দ্বিধার ব্যাপারটা বুঝতে পারলো।

"আমার মনে হয় আমার স্বামী ক্যালিফোর্নিয়ায় আপনাকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছিলো।"

"তা একটু ফেলেছে।" ড. রাফি গভির শ্বাস ফেলে বললেন।

"কিন্তু আমার মনে হয় না আমি সমস্যাটি সম্পর্কে...অথবা ঠিক কোন ধরনের কাজ ওই বেইসে এরকম একটা দূর্যোগ ঘটাতে পারে সে সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য দিতে পারবো। আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে আমার কাছের কিছু লোককে ফোন করেছি। আশা করছি শীঘ্রই তাদের কাছ থেকে কিছু একটা জানতে পারবো। এই মুহূর্তে আমি যা বলতে পারি তা হলো, ওখানকার প্রধান গবেষক হলেন অ্যাস্ট্রোবায়োলজিতে বিশেষজ্ঞ ড. কেন্ডাল হেস। যিনি শ্যাডো বায়োস্ফিয়ার নিয়ে কাজ করেন।"

কেট ভ্রুকুটি করলো, "শ্যাডো বায়োস্ফিয়ার?"

তিনি হাত নেড়ে বললেন, "সম্পুর্ণ অন্য ধরনের প্রাণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করছিলেন। বিশেষ করে যেগুলো অস্বাভাবিক বায়োকেমিক্যাল বা মলিকুলার প্রসেসে তাদের জীবন ধারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে।"

গ্রে এ ব্যাপারে কিছুটা জানে। "যেমন কিছু প্রাণী ডিএনএ'র বদলে আরএনএ ব্যবহার করে থাকে।"

"হ্যা, অনেকটা তাই। কিন্তু শ্যাডো বায়োস্ফিয়ারের ব্যাপারটা আরো গভিরের।

ড. হেস প্রস্তাব করেছিলেন হয়তো এমন কিছু প্রাণী আছে যাদের রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা এমিনো এসিডের সেট এবং যা আমাদের চেনা জানা জগতে সচরাচর দেখা যায় না। এই কারণেই মনো লেকের কাছাকাছি রিসার্চ স্টেশনটি স্থাপন করা হয়েছিলো।"

"আসলে কারণটা কি ছিলো?" গ্রে জিজ্ঞেস করলো।

"২০১০ সালে, নাসার একদল বিজ্ঞানী একটি অনুজীবের সন্ধান পান ওই উচ্চ মাত্রার অ্যালকেলাইন লেকে। ওটাকে তারা বায়োকেমিক্যাল প্রসেসের জন্য ফসফরাসের বদলে আর্সেনিক ব্যবহার করাতে সমর্থ হন।"

"এটা কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ?" মঙ্ক জিজ্ঞেস করলো।

"অ্যাস্ট্রোবায়োলজিতে বিশেষজ্ঞ ড. হেস জানতেন নাসার বিজ্ঞানীরা ওখানে কি করছে। তিনি বিশ্বাস করতেন এরকম একটা আবিষ্কার প্রমাণ করে, এই পৃথিবীতে প্রথম দিকের জীবন ছিলো আর্সেনিক বেইজ্‌ড। তিনি আরো গভিরভাবে বিশ্বাস করতেন নিশ্চয়ই এই পৃথিবীর কোথাও একটি সমৃদ্ধ আর্সেনিক বেইজ্‌ড জীবমণ্ডল বা বায়োস্ফিয়ার আছে।"

গ্রে ড. হেসের এই উৎসাহের কারণটা গ্রে বুঝতে পারলো। এরকম একটি আবিষ্কার পৃথিবীর জীববিজ্ঞানের ইতিহাস বদলে দেবে আর সূচনা করবে এক নতুন অধ্যায়ের।

ড. রাফি বললেন, "কিন্তু তিনি আরো অনেকগুলো সম্ভাব্য শ্যাডো বায়োস্ফিয়ার নিয়ে কাজ করছিলেন। যেমন ডেসার্ট ভার্নিশ।" বাকি সবার দ্বিধান্বিত ভাব দেখে তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "ডেসার্ট ভার্নিশ হলো পাথুরে জায়গায় পাওয়া এক ধরনের কালো প্রলেপ, অনেকটা লোহার মরিচার মতো দেখতে। স্থানীয় লোকেরা সেগুলো উঠিয়ে তাদের পেট্রোগ্লিফ তৈরিতে ব্যবহার করতো।"

গ্রে কল্পনা করলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া প্রাচীন কালের আঁকা কাঠির মতো দেহের মানুষের ও জীব জন্তুর ছবি।

"ডেসার্ট ভার্নিশের একটা বিশেষ দিক হলো," ড. রাফি বলেই চললেন, "এখনো জানা যায়নি এটা কিভাবে তৈরি হয়েছিলো। কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে? এটা কি কোন মাইক্রোবায়াল প্রসেসের বাই-প্রডাক্ট? আসলে সেই ডারউইনের সময় থেকেই একটা বিতর্ক চলছে, এই ডেসার্ট ভার্নিশ জীব না জড়।"

মঙ্ক বিরক্তি না রাখতে চেপে রাখতে পেরে বললো, "কিন্তু ওই পাথরের ময়লা নিয়ে গবেষণা কিভাবে এরকম একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে?"

"আমি ঠিক জানি না। অন্তত এখন পর্যন্ত। তবে এটুকু বলতে পারি, ড. হেসের এই গবেষণা প্রাইভেট সেক্টরের মনযোগ আকর্ষণ করেছিলো। তার সর্বশেষ কাজের অংশ বিশেষ ছিলো একটি জয়েন্ট কর্পোরেট ভেঞ্চার যা ফেডারেল টেকনোলজি ট্রান্সফার প্রোগ্রামের অংশ।"

তিনি কিছুটা রাগত স্বরেই বললেন, "আরএন্ডডি এর জন্য বরাদ্দ কমিয়ে দিলে

এমনই হয়।"

"এই ভেঞ্চারের উদ্দেশ্যটা কি?" কেট জিজ্ঞেস করলো।

বিগত বছরগুলোতে, শ্যাডো বায়োস্ফিয়ারে ড. হেসের অনুসন্ধানের ফলে যুগান্তকারী নতুন এক এক্সট্রিমোফিলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এই অনুজীব বিরূপ ও বিরল পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। এগুলো নতুন অনন্য রাসায়নিক মৌল ও যৌগ আবিষ্কারের খুব ভালো উৎস হতে পারে। এর সাথে যোগ করা যায় সিন্থেটিক বায়োলজি ক্ষেত্রের অবিশ্বাস্য অগ্রগতি, এখন বিভিন্ন ল্যাবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় আর এটা একটা বড় মুনাফার সম্ভাবনা জাগিয়ে দেয়।"

গ্রে জানে যে এসব ভেঞ্চারে *Monsanto, Exxon, DuPont, and BP-* এর মতো জায়ান্টরা বিলিয়ন ডলার কর্পোরেট মানি ঢেলে দিয়েছে।আর যখন এরকম বড় মুনাফার সম্ভাবনা থাকে কর্পোরেশনগুলো নিরাপত্তার চেয়ে অধিক মুনাফা কিভাবে পাওয়া যায় সেটাকেই বড় করে দেখে।

"যদি আপনি এই প্রাইভেট ফান্ডিংয়ের ব্যাপারে সঠিক হয়ে থাকেন," গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "এই দূর্ঘটনাটা কি কোন ধরনের আভ্যন্তরীণ কর্পোরেট চক্রান্ত হতে পারে?"

"আমি নিশ্চিত নই, তবে হতে পারে। কিন্তু তার কর্পোরেট ফান্ডেড গবেষণা ছিলো শুধুই মানুষের কল্যাণের জন্য। এই প্রজেক্টটির নাম ছিলো নিওজেনেসিস।"

"তো, এর উদ্দেশ্য কি ছিলো?" কেট জিজ্ঞেস করলো।

"মহৎ। ড. হেস বিশ্বাস করেন, তিনি এই পৃথিবীর বর্ধমান বিলুপ্তির গতিকে ধীর অথবা থামিয়ে দিতে পারবেন, বিশেষ করে মানুষের কার্যকলাপে যে ক্ষতিটা হচ্ছে। যেমন দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব। আমি এই বিষয়ে ড. হেসের একটি লেকচার শুনেছিলাম যেখানে তিনি বলেছেন এই পৃথিবী ষষ্ঠ বিলুপ্তির মাঝে রয়েছে। উল্কা পতনের ফলে যে ডাইনোসরের বিলুপ্তি ঘটেছিলো এই ষষ্ঠ বিলুপ্তিও তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমার মনে আছে তিনি বলেছিলেন কিভাবে মাত্র দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি অতি অল্প সময়েই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।"

"ড. হেস এটা ঠেকাতে কি পরিকল্পনা করেছিলেন?" কেট ভ্রু কুঁচকে বললো।

রাফি রুমের চারদিকে তাকালেন, উত্তরটা যেন সুস্পষ্ট। "তিনি বিশ্বাস করতেন এই প্রলয় থেকে বাঁচার একটি উপায় তিনি বের করেছেন।"

"প্রোজেক্ট নিওজেনেসিস দিয়ে?" কেট জিজ্ঞেস করলো। -

গ্রে এখন এই নামের মাহাত্ম খুঁজে পেলো।

New genesis–অর্থাৎ নতুন সূচনা।

সে স্ক্রিনের ওই ধোঁয়াটে ছবিটার দিকে তাকালো। উদ্যোগটা অবশ্যই ভালো ছিল, কিন্তু এই খামখেয়ালির কারণে ত্রিশজন মহিলা পুরুষের প্রাণ গেলো।

গ্রে ভাবলো এটা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি।

আর কতজনকে না জানি প্রাণ দিতে হয়?

অধ্যায় ৪

এপ্রিল ২৭, রাত ৮.৩৫ পিডিটি
মনো লেক, ক্যালিফোর্নিয়া

আমি খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারবো না।

একটা পুরানো মরিচা পড়া ট্রাকের নিচে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে জেনা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টারটি ঘোস্ট টাউনের পাশের সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঝটপট তার ফোন দিয়ে কয়েকটা ছবি তুললো। ওই ঘাতক দলের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারে তাই ছবি তোলার সময় মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট অফ রাখলো সে। ওই শস্যাগার থেকে এখানে আসতে হয়েছে খুবই সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে।

সে মাথা উঠিয়ে চওড়া কাঁধের লোকটিকে দেখলো যে পাহাড়ের উপরের স্থাপনাগুলোতে তন্নতন্ন করে খুঁজছে। তার হাতের ফ্লেইম থ্রোয়ার দিয়ে প্রায় দশ ফুট পর্যন্ত দূরে আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগলো। ঘাস, ঝোপ-ঝাড়, কাছের বিল্ডিং সব কিছুকে পুড়িয়ে পাহাড়ের চূড়াটাকে একটা নরক কুন্ড বানিয়ে ফেলছে সে। ধোঁয়ার কুন্ডলি উপরের দিকে যাচ্ছে। জেনার ভালোভাবেই মনে আছে যে বিষাক্ত গ্যাসের কারণে সে এখানে আটকা পড়ে আছে।

সে হয়তো এখান থেকে পালাতে পারবে না কিন্তু তার মানে এই নয়, সে কোন প্রমাণ রেখে যেতে পারবে না যে, তার ভাগ্যে কি ঘটেছিলো।

জেনা হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। হেলিকপ্টারের ও সশস্ত্র লোকদের যতগুলো সম্ভব ছবি তুলে ফেললো সে। হয়তো কেউ হেলিকপ্টারটিকে চিনতে পারবে। অন্ততপক্ষে এখানকার কিছু চেহারা হয়তো চিনতে পারবে তার তোলা ফটো থেকে।

জুম করে সে ওই দানবাকৃতির লোকটার বেশ কিছু ক্লোজ-আপ ছবি তুললো। তার রোদে পুড়ে যাওয়া শরীর, সম্ভবত হিস্পানিক, মিলিটারি ক্যাপের নিচে কালো চুল, থুতনিতে গোলাপি রঙয়ের বড় একটা ক্ষত চিহ্ন।

এই কুৎসিত লোকটির নাম নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় আছে।

জেনা তার কাজ শেষ করার পর পাশ ফিরতেই দেখলো একজোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিকো শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছে, তার জিহ্বা বাইরে ঝুলছে। জেনা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলো। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে তার মাসল কাঁপছে। দৌড়ানোর জন্য সে প্রস্তুত। কিন্তু তাকে অন্য একটা কাজ করতে হবে।

জেনা তার মোবাইলের স্ট্র্যাপটি নিকোর লেদার কলারের সাথে বেঁধে দিলো।

"নিকো, নড়বে না।"

নিকোকে স্থির হয়ে দাঁড় করানোর জন্য চেপে ধরলো সে।

“স্থির হয়ে দাঁড়াও, নিকো।”

নিকোর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো, তারপর একটু গোঙানি শোনা গেল।

“আমি জানি, কিন্তু তোমাকে এখানে থাকতে হবে।”

জেনা ভরসা যোগানোর জন্য নিকোর গালে হাত বুলিয়ে দিলো। নিকোও তার হাতের দিকে ঝুঁকে এলো যেন তাকে না ছেড়ে যেতে অনুরোধ করছে।

সে নিকোকে ছেড়ে দিলো। সাথে সাথে নিকোর মাথা যেন নেতিয়ে পড়লো, তার চিবুক দুপায়ের মাঝে কিন্তু দৃষ্টি সবসময় জেনার উপর। জেনা রেঞ্জার হিসেবে কাজে যোগ দেবার পর থেকেই নিকো তার সঙ্গি।

তখন জেনা সবেমাত্র পড়াশোনা শেষ করেছে আর নিকোও সম্পন্ন করেছে তার সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ ট্রেইনিং। তারা দুজনেই পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে একই সাথে বেড়ে উঠেছে একান্ত সঙ্গি ও বন্ধুর মতো। যখন আড়াই বছর আগে জেনার মা স্তন ক্যান্সারে মারা গেলেন, এই নিকোই তাকে সঙ্গ দিয়েছে সেই সময়টাতে।

সেই কষ্টের দিনগুলোর কথা মনে হতেই জেনা একটা গভির নিঃশ্বাস ফেললো। মায়ের মৃত্যু তার বাবাকেও শেষ করে দিয়েছিলো। শোকে-দুঃখে তার বাবা জীবিত থেকেও যেন মরে গিয়েছিলেন। মৃত্যু তাদের মাঝে যে দূরত্ব তৈরি করেছিলো তা আর কখনোই পেরোনো সম্ভব হয়নি। জেনা গোপনে বিসিআরএ জিন টেস্ট করিয়েছিলো। পরীক্ষায় ধরা পড়ে বংশগতভাবে সে-ও স্তন ক্যান্সারের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত সে এটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি আর তার বাবাকেও বলেনি ব্যাপারটা। বরং সে তার কাজে ডুবে থেকেছে, এই বন্য প্রকৃতিতে সান্ত্বনা খুঁজেছে, ঋতুর এই পালা বদল, প্রকৃতির এই জন্ম মৃত্যুর অসীম চক্রে জেনা তার শোক ভুলে থাকতে চেয়েছে। আর তার সহকর্মিদের মাঝে সে খুঁজে পেয়েছে এক নতুন পরিবার। সবচেয়ে বড় কথা সে পেয়েছে নিকোকে।

আবার নিকোর গোঙানির শব্দ পাওয়া গেলো, যেন সে বুঝতে পেরেছে যে জেনাকে যেতেই হবে। জেনা নিকোর দিকে ঝুঁকে এসে নাকে নাক ঠেকালো।

আমিও তোমায় ভালোবাসি, বন্ধু।

জেনাও যেন দ্বিধাগ্রস্তভাবে চাইছে নিকোর কাছে থেকে যেতে। নাহ, সে তার মাকে দেখেছে কিভাবে বাস্তবতা মেনে নিতে হয়। এবার তার পালা।

এই ঘটনার রেকর্ড আর নিকোকে রেখে সে গড়িয়ে বের হয়ে এলো ট্রাকের নিচ থেকে। এখন ওই লোকগুলোর মনযোগ অন্য দিকে সরিয়ে রাখতে হবে যেন নিকো নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে পারে। সে ভাবলো যেই এখানে তাকে খুঁজতে এসে থাকুক হয়তো তারা নিকোর ব্যাপারটা জানে না কিংবা জানলেও ততটা মাথা ঘামাবে না।

এই অস্ত্রধারিদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে স্বাক্ষ্য দিতে পারে এমন সব কিছুর চিহ্ন মুছে দেয়া। এই কাজটা হয়ে গেলেই তারা চলে যাবে। হয়তো তারপর জেনার খোঁজে কেউ আসবে আর তার রেখে যাওয়া প্রমাণসহ নিকোকে খুঁজে পাবে।

সে সর্বোচ্চ এটুকুই করতে পারে।

পাহাড়ের চূড়ার অন্ধকার অংশের দিকে সে ছুটতে শুরু করলো। প্রায় পঞ্চাশ ইয়ার্ড এগোনোর পরে বাঁ দিক থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেলো। তারা তাদের শিকার খুঁজে পেয়ে গেছে।

জেনা আরো জোরে ছুটতে শুরু করলো। তার মনে কেবল একটাই কথা বাজছে

বিদায়...বন্ধু।

রাত ৮.৩৫

রাইফেলের ছাড়া ছাড়া গুলির শব্দে ড. কেন্ডাল হেস কেঁপে কেঁপে উঠছেন। তিনি তার সিটে সোজা হয়ে বসে হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে বাইরের দিকটা দেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার কব্জিতে বাঁধা প্লাস্টিক স্ট্রিপ যেন তার চামড়া কেটে বসে গেছে।

হচ্ছেটা কি?

ড্রাগের প্রভাবে সব কিছু কেমন যেন ঝাপসা। কেটামিন না ভ্যালিয়াম, তিনি নিশ্চিত নন যে ল্যাবে ধরা পড়ার পর কোনটা তার থাইয়ে পুশ করা হয়েছে।

তবুও তিনি দেখেছেন হেলিকপ্টারটি বেইসে আসার সেখানে পর যা যা ঘটেছে। দূর্ঘটনার কথা মনে হতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। লেভেল ৪-এর বায়োল্যাব থেকে যা বেরিয়ে গিয়েছিলো সেটাকে ঠেকাতে তিনি পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি আশা করছেন হয়তো তা কাজ করবে, কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। ওই ভূগর্ভস্থ ল্যাবে তিনি এবং তার দল যা তৈরি করেছেন তা শুধুমাত্র প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো। তবুও এটা এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভয়াবহ জিনিস বেরিয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর। আর কেউ একজন এটা বাইরে ছেড়ে দিয়েছে, একজন বিশ্বাসঘাতক।

কিন্তু কেন?

একে একে সব সহকর্মিদের চেহারা তার মনে ভেসে উঠলো।

শেষ, সব শেষ।

ওই জ্বলন্ত পাহাড়চূড়া থেকে আরেক দফা গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এলো। হেলিকপ্টারের পাইলট যদি ওই পলায়নরত ট্রাকটিতে পার্ক রেঞ্জারের লোগোটি দেখে না চিনে ফেলতো, তাহলে হয়তো তার এবং তার ল্যাবের অন্তত একশো মাইলের মধ্যে যে কারোরই বেঁচে থাকার ন্যূনতম আশা থাকতো।

তারপরও তিনি প্রার্থনা করলেন তার নেয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেন কাজ করে।

ওই ধোঁয়ায় মিশে আছে ড. হেসের টিমের তৈরি করা এমন একটি মারাত্মক

মিশ্রণ, যাতে ভিএক্স ও স্যাক্সিটক্সিনের একটি ওয়েপন-গ্রেড মিক্সের সাথে রয়েছে একটি প্যারালাইটিকাল এজেন্ট এবং প্রাণঘাতি অর্গানোফসফেট ডেরিভেটিভ। এর সামান্যতম সংস্পর্শে কিছুই বেঁচে থাকতে পারবে না

শুধু মাত্র তিনি যা তৈরি করেছেন সেটা ছাড়া।

এই সিন্থেটিক মাইক্রোঅর্গানিজমটাকে ধ্বংস করার পদ্ধতিটি এখনো তার টিম আবিষ্কার করেনি।

এই নার্ভ গ্যাসটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিলো যেন এটা ছড়িয়ে পড়তে না পারে কিংবা কোন অর্গানিজম যদি এটাকে বহন করে সেটাও যেন ধ্বংস হয়ে যায়।

বাইরে এখনো গোলাগুলি চলছে। ড. হেস ভাবলেন নাম না জানা কোন রেঞ্জার প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে লোকটির কাছে পর্যাপ্ত লোকবল ও অস্ত্র নেই।

আমার কি কিছুই করার নেই?

কেন্ডাল তার ড্রাগের আচ্ছন্ন ভাব কাঁটাতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু একটা রহস্যের সমাধান তিনি কিছুতেই করতে পারছেন না। চক্রান্তকারি তার বেইসের সবাইকে হয় গুলি করে মেরেছে নয়তো ওই বিষাক্ত বিস্ফোরণে মরার জন্য ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আমি এখনো জীবিত কেন? তারা আমার কাছে কি চায়?

কেন্ডাল তাদেরকে কোন রকম সাহায্য না করার প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু বাস্তবতা চিন্তা করে বোঝা গেলো তিনি তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবেন না। আসলে অত্যাচারের মুখে যে কেউই প্রতিজ্ঞা ভাঙতে পারে। একটি মাত্র উপায়ে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়া যেতে পারে।

আরেক দফা গোলাগুলির শব্দ হতেই কেন্ডাল তার হাতদুটোকে পেছনের দিকে সজোরে পাঞ্চ করলেন যেন তার সিটের আলগা অংশ রিলিজ হয়ে যায়। তিনি মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর টান দিয়ে হ্যাচটি খুলে ফেলে কেবিনের বাইরে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর খানিকটা দূরে সরে গেলেন হেলিকপ্টারটি থেকে।

তখনই হেলিকপ্টারের ভেতর থেকে একটি তাকে গার্ড দেয়া লোকটি চিৎকার করে উঠলো।

কেন্ডালের বাঁ পায়ের কাছে মাটিতে কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো।

কিন্তু তিনি এই হুমকিকে গ্রাহ্য করলেন না এই ভেবে যে অপহরণকারিরা হয়তো তাকে জীবিত পেতে চায়। তার হাত এখনো পেছনে বাঁধা রয়েছে। কেন্ডাল ঢালু বেয়ে ওই ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকারের দিকে সোজা এগিয়ে চললেন।

এই পথে এগিয়ে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু।

তিনি আরো দ্রুত দৌড়াতে লাগলেন।

এটাই মনে হয় সবচেয়ে ভালো উপায়।

সবাই ওই রেঞ্জারকে খুঁজতে ব্যস্ত, এ ব্যাপারটা যেন তাকে খানিকটা আত্মবিশ্বাস যোগালো।

আমি পারবো...আমাকে পারতেই হবে।

তারপর অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় একটি ছায়া পেছন দিক থেকে তাকে ঢেকে ফেললো। কোমরের পিছনের অংশে একটা প্রচন্ড আঘাতে তিনি একটা ঝোপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কিছু দূর গড়িয়ে থেমে গেলেন।

একটা দানবাকৃতির অবয়ব দেখা গেলো।

লোকটি যে অ্যাসল্ট টিমের লিডার সেটা বুঝতে তার চিবুকের ক্ষত চিহ্নটা দেখতে হবে না। সে এগিয়ে এসে তার রাইফেলের বাট দিয়ে প্রচন্ড জোরে আঘাত করলো।

হাতদুটো পেছনে বাঁধা থাকায় কোনরকম প্রতিরোধও সম্ভব ছিলো না। তার নাক আর কপাল জুড়ে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে।

ড. হেস পেছনের দিকে হেলে পড়লেন। হঠাৎ করে পুরো পৃথিবীটা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

তিনি আর নড়াচড়া করার আগেই লোহার মতো শক্ত হাত তার গোড়ালিতে ধরে টেনে টেনে হেলিকপ্টারটির দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। ধারালো পাথর আর ঝোপঝাড়ের কাঁটায় তার পিঠ রক্তাক্ত হয়ে গেলো। তারা তাকে জীবিত চায় কিন্তু কি অবস্থায় চায় এটা হয়তো কোন বড় বিষয় নয়।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন আর জ্ঞান ফেরার পর আবার নিজেকে দেখলেন সেই হেলিকপ্টারটির কেবিনে। স্প্যানিশ ভাষায় কিছু একটা নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। *apúrate* এবং *peligro* শব্দ দুটো তার কানে গেলো।

অনুবাদ করলে দাঁড়ায় তাড়াতাড়ি এবং বিপদ।

সারা পৃথিবী হঠাৎ করে যেন হালকা গর্জন করে দুলে উঠলো। ড. হেস বুঝলেন হেলিকপ্টারটি উপরে উঠছে।

তিনি যতটা সম্ভব হেলিকপ্টারটির জানালা দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করলেন। কিছু ছায়ামূর্তি ওই জ্বলন্ত ঘোস্ট টাউন থেকে দৌড়ে হেলিকপ্টারটির দিকে আসছে। কিন্তু হেলিকপ্টারটি মনে হয় অ্যাসল্ট টিমের বাকিদের এখানে ফেলেই চলে যাবে।

কিন্তু কেন?

হেলিকপ্টারটির পাইলট নিচে মাটির দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি করলো।

কেন্ডাল বাইরের চারপাশটা দেখতেই হঠাৎ করে বিপদটা বুঝতে পারলেন। আশে পাশের ভ্যালি থেকে নার্ভ গ্যাস এখন বাতাসের সাথে উপরে উঠতে শুরু করেছে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন ধোঁয়া হয়তো হেলিকপ্টারটির পাখার ঘুর্ননের ফলে উপরে উঠছে। কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারলেন বিষয়টি।

আপড্রাফট বা উপরের দিকে ওঠা দমকা হাওয়া।

গনগনে অগ্নিকুন্ড গরম বায়ুস্তম্ভকে উপরের দিকে উঠিয়ে দিচ্ছে। বায়ুস্তম্ভটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠার সাথে সাথে প্রাণঘাতি গ্যাসটিকেও সাথে করে নিয়ে আসছে।

তাই তো এতো তড়িঘড়ি করে পলায়নের আদেশ। কেন্ডাল তার সামনে বসা বিশাল সাইজের দলনেতার দিকে তাকালেন। তার হাঁটুর কাছে একটি অস্ত্র রাখা আছে। বাকি সবাই বাইরের দিকে তাকালেও সে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেন ফেলে আসা টিম মেইটদের বিদায় জানাচ্ছে।

কেন্ডাল এতোটা নিস্পৃহ হয়ে থাকতে পারলেন না।

তিনি ওই অবরুদ্ধ রেঞ্জারের কোন চিহ্ন যদি পাওয়া যায় তা খুঁজতে লাগলেন বাইরের দিকে তাকিয়ে। নাহ, কোন আশা নেই। হেলিকপ্টারটি আরো উপরে উঠতেই কেন্ডাল নিচের বিষাক্ত গ্যাসের সাগরের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো প্রার্থনা করলেন।

ওই বিষাক্ত গ্যাসের ব্যাপারে সঠিকভাবে বলা যেতে পারে :

এর কবলে পড়লে কিছুই বেঁচে থাকতে পারবে না।

অধ্যায় ৫

এপ্রিল ২৭, রাত ৮.৪৯ পিডিটি
মনো লেক, ক্যালিফোর্নিয়া

জেনা একটা জীর্ণ, পরিত্যক্ত জেনারেল স্টোরে ঢুকে গ্রাফিতি অঙ্কিত কাউন্টারের পেছনে লুকিয়ে রইলো। তার মাথার উপরে কাঠের শেল্ফ মাকড়সার জালে ছেয়ে আছে, তার মধ্যে আবার কিছু পুরনো বোতলও দেখা যাচ্ছে। এই ধুলোবালিমাখা পরিবেশে সে অনেক কষ্টে হাঁচি আটকালো। হাতের উপরের অংশটা ব্যথাটাও অগ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। তার বাইসেপে সম্ভবত একটি বুলেট আঁচড় কেটে গেছে।

একটু সাহস রাখো, নিজেকে বোঝালো। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো কেউ এখানে ঢুকছে কিনা। তার হৃদপিণ্ডটা যেন তার গলার কাছে উঠে এসে ধুকপুক করছে। এই বিল্ডিংগুলোর মাঝে ইঁদুর-বিড়াল খেলায় এখনো সে টিকে আছে, এজন্য তাকে ভাগ্যবতিই বলতে হবে।

হেলিকপ্টারটি উড়তে শুরু করায় এখনো সে নিরাপদে আছে। হেলিকপ্টারের এই হঠাৎ উড্ডয়ন কিছুক্ষণের জন্য হলেও ফেলে যাওয়া লোকগুলোকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। আর এই সুযোগে জেনাও ওই জেনারেল স্টোরের দিকে চলে গেছে। কিন্তু পরিস্থিতির এই আকস্মিক পরিবর্তনে আর সবার মতো সে-ও অবাক।

কিন্তু হেলিকপ্টারটি কেন এই লোকগুলোকে ফেলে চলে গেলো? নাকি তাকে খুঁজে বের করার জন্য এটা একটা কৌশল?

কিছুক্ষণ আগে সে দেখেছে ল্যাব কোট পরা একজনকে টেনে হিচড়ে হেলিকপ্টারটির কেবিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লোকটি নিঃসন্দেহে একজন বন্দি, হয়তো ওই মিলিটারি বেইসের একজন গবেষক। অনেক দূরে থাকায় আটককৃত লোকটিকে ভালো করে দেখা যায়নি। লোকটি যাতে আবার পালাতে না পারে এজন্যই কি হেলিকপ্টারটি তড়িঘড়ি করে চলে গেলো?

নাহ, মনে হয় না।

বরং অন্য একটা কিছু হেলিকপ্টারটিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু কি সেটা?

জেনা মাথা উঁচু করে নতুন এই বিপদটা কি হতে পারে তা দেখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। কিন্তু ওই সশস্ত্র লোকগুলোর কারণে তা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যেই সে বুঝে গেছে এই লোকগুলো মিলিটারি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। যে বিপদই আসুক না কেন তারা তাদের মিশনে অটুট থাকবে আর তাদের মিশন হলো তাকে নিশ্চিহ্ন করা।

তার পেছনে বাঁ দিকে গ্লাস ভাঙার কুড়মুড়ে শব্দ পাওয়া গেলো। ওই দিকের

খোলা জালানাটার কথা তার মনে পড়লো। কেউ নিশ্চয়ই দরজা দিয়ে না এসে ওই জানালা বেয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। হেলিকপ্টারের শব্দের সুযোগে সে আগেই কিছু পুরনো বোতল ভেঙে প্রত্যেক প্রবেশপথ মানে দুটো জানালা আর একটা দরজার সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

শব্দ লক্ষ্য করে সে তার একমাত্র অস্ত্রটি তাক করলো। দশফুট দুরেই একটি ছায়া। আগুনের আভার বিপরীতে তার অবয়ব ফুটে উঠেছে। জেনা ট্রিগার চাপলো। তার অস্ত্রটি থেকে নীল আলোর ঝলকানি বেরিয়ে গিয়ে লোকটাকে আঘাত করলো। অসহ্য ব্যথায় লোকটি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো।

যন্ত্রনায় কুঁকড়ে গিয়ে লোকটি মেঝেতে লুটিয়ে পড়তেই জেনা কাউন্টারের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো। সে তার টেসার এক্স৩ দিয়ে আবার ফায়ার করতেই লোকটা নিরব হয়ে গেলো। জেনা কোন ঝুঁকি নিতে চাইলো না। আর একটি মাত্র রাউন্ড বাকি আছে তার টেসারে, কিন্তু তা কোনভাবেই তা যথেষ্ট নয়। এ কারণেই সে এই অ্যামবুশের জন্য স্টোরটিকে বেছে নিয়েছে।

জেনা লোকটিকে ডিঙিয়ে গেলো-অচেতন, হয়তোবা মরে গেছে। তার রাইফেলটি পাশে পড়ে আছে। টেসারটি হোলস্টারে রেখে দ্রুত রাইফেলটি তুলে নিলো। যদিও অস্ত্র খুব কমই ব্যবহার করা হয়, তবুও তার অস্ত্র চালনায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আছে। এটি একটি হেকলার এন্ড কোচ রাইফেল, ৪১৬ অথবা ৪১৭ মডেলের হবে। সে এআর-১৫ রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলো, এই রাইফেলটিও প্রায় একই রকম।

দরজার কাছে গিয়ে জেনা হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো। রাইফেলটি তুলে ধরে দেখলো চারপাশটা। ওই সৈন্যটির চিৎকার বাকিদের কানও এড়ায় নি। এই ঘোস্ট টাউনের পুড়ে যাওয়া বিল্ডিংগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে আসছে। তাদের লক্ষ্য জেনাকে ঘিরে ফেলা। জেনা সবচেয়ে কাছের লোকটিকে লক্ষ্য করে একরাশ গুলি ছুড়লো। গুলিগুলো তার পায়ের কাছের মাটিতে লাগলো কিন্তু একটা গুলি বাঁ পায়ে লাগতেই ভূপাতিত।

তার দলের বাকি সদস্যরা তাকে কাভারের জন্য এগিয়ে এলো। জেনার এই আক্রমন হয়তো দলটিকে একেবারে থামিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু এই শিকারের মিশনটা তাদের জন্য কিছুটা হলেও কষ্টসাধ্য করে তুলবে। পাল্টা গুলিতে জেনারেল স্টোরের ভিতরটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। কিন্তু ততোক্ষণে জেনা আবার পুরু কাউন্টারের পেছনে চলে গিয়েছে। এখান থেকেই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাবে, একে একে যতোজনকে সম্ভব বের করে আনবে।

রাইফেলটিকে কাউন্টারের উপরে রেখে ওটার নাইট-ভিশন স্কোপে জেনা তার পরবর্তি নিশানা খুঁজতে লাগলো। দুটি জানালা আর দরজায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। জুম অ্যাডজাস্ট করতে একটু সময় নিলো সে। তখনই একটু দূরে মাঠের দিকে একটি

লোকের উপর তার দৃষ্টি গেলো। লোকটা দুরে থাকায় জেনার জন্য হয়তো সরাসরি কোন ঝুঁকি ছিলো না কিন্তু তার অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি জেনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো।

লোকটি ঘোস্ট টাউনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলো, তার রাইফেল হাত থেকে পড়ে গেছে। তারপর লোকটি হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো। লোকটি প্রচন্ড খিঁচুনির জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগে তার পিঠ বেঁকে গিয়েছিলো। জেনার জ্যাকর‍্যাবিটের কথা মনে হলো আর সাথে সাথেই সে বুঝে গেলো কেন হেলিকপ্টারটি চলে গিয়েছিলো।

বিষাক্ত ধোঁয়ার সাগরটি নিশ্চয়ই এতক্ষণে কাছাকাছি চলে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার লড়াইটা যে কত বড় বোকামি হয়েছে সেটা বুঝতে পেরে রাইফেলের ট্রিগার চেপে রাখা আঙুল কাঁপতে লাগলো। জেনা যে কয়জন সৈন্যই মারুক না কেন, অবশেষে তাদের সবাইকে মরতে হবে।

তার নিকোর কথা মনে পড়লো, সে এখনো ট্রাকের নিচে লুকিয়ে আছে, জেনার শেষ আদেশমত, চির বিশ্বস্ত। জেনা ভেবেছিলো তার আত্মত্যাগ অন্ততপক্ষে নিকোকে রক্ষা করবে। বিল হাওয়ার্ডের পাঠানো কোন উদ্ধারকারি হয়তো নিকোকে খুঁজে পাবে।

নিকো...আমি দুঃখিত।

ডানদিকের জানালা দিয়ে কেউ ঢোকার চেষ্টা করছে। প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হয়ে জেনা শরীরের মাঝ বরাবর লক্ষ্য করে গুলি করলো। লোকটি উড়ে গিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। আবারো পাল্টা গুলিতে স্টোরটি ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। মনে হচ্ছে যেন একহাজার ইলেকট্রিক করাত একসাথে কোন বনের পুরোটা একসাথে কেটে ফেলছে। বিস্ফোরিত ছোট ছোট কাঠের টুকরা তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

সে নিচু হয়ে কাউন্টারের উপরে রাইফেলটির পজিশন ঠিক করে নিল। যখনই সে কোন ছায়ার নড়াচড়া দেখে, সেটাকেই সে গুলি করে। জেনার কান্না পেয়ে গেলো। চোখের পানিতে দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে নিজেই বুঝতে পারেনি।

কিছুক্ষণের জন্য সে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো। চোখের পানি মুছে কান্না চেপে রাখাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন সে কাঁদছে...ভয়ে, দুরাশার জন্য, ক্রোধে, দুঃখে?

হয়তো উপরের সবগুলোর জন্যই।

তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তুমি করেছো, জেনা নিজেকে বোঝালো। কিন্তু এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা তাকে কোন স্বস্তি দিতে পারলো না।

রাত ৮.৫২

ফিরিয়ে এনে ফের বেঁধে ফেলার পর কেন্ডাল তার সিটে উদাস হয়ে বসে আছেন। নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই ভাবনা থেকে দূরে

তাকার চেষ্টা করছেন। অবশেষে তারা নার্ভ গ্যাস আর পাহাড়গুলোকে পিছনে ফেলে এসেছেন। মনে হচ্ছে তারা নেভাদা ডেসার্টের উপর দিয়ে পুর্ব দিকে এগিয়ে চলছেন। কিন্তু অন্ধকারের কারণে নিচের কিছুই বোঝার উপায় নেই।

ওই দৈত্যাকার লোকটি তার ঠিক বিপরীত দিকে বসে পাইলটের সাথে অভদ্রভাবে কথা বলে চলছে। কেন্ডাল অন্যমনস্কতার ভাব দেখিয়ে তাদের আলাপচারিতা শোনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেশিরভাগই দুর্বোধ্য স্প্যানিশ। দুয়েকটা কথা বোঝা গেলেও বাকিগুলো অসম্ভব।

এই দলের অরিজিন অনুমান করতে হলে হয়তো বলা যেতে পারে এরা দক্ষিণ আমেরিকার কোন জায়গা থেকে এসেছে। কলম্বিয়া, কিংবা হতে পারে প্যারাগুয়ে। শুধুমাত্র বাহ্যিক দিক দেখে অ্যাসল্ট টিমের অরিজিন অনুমান সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত তারা প্যারামিলিটারি আর সবাই একই জায়গা থেকে এসেছে। তাদের প্রায় সবারই দৈহিক গড়ন ছোট, গোলাকার চেহারা এবং সরু চোখ। তাদের গায়ের চামড়ায় অনেক দাগ রয়েছে আর রঙ গাঢ় মকা কফির মতো। একমাত্র তাদের দলনেতাই এর ব্যতিক্রম। তার উচ্চতা প্রায় সাত ফুটের কাছাকাছি, যে কোন দেশের লোকের তুলনায় তাকে দৈত্যই বলা যায়।

কথাবার্তা শুনে কেন্ডাল প্রায় নিশ্চিত, তার নাম ম্যাটিও আর পাইলট জর্জ।

কেন্ডাল যখন এই জাতীয় ভাবনায় ডুবে ছিলেন মুখে ক্ষতচিহ্নওয়ালা দৈত্যাকার লোকটি একটি ছুরি হাতে তার দিকে ঝুঁকে এলো। কেন্ডাল ভয়ে খানিকটা পিছিয়ে এলেন। কিন্তু লোকটি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে কব্জির প্লাস্টিকের বাঁধন কেটে দিলো।

বাঁধন খুলে দেয়ার সাথে সাথে কেন্ডাল তার কব্জিতে হাত বুলাতে লাগলেন। তার চিন্তা ছিলো অদুরে সিটের উপর রাখা রাইফেলটির দিকে এগোবেন, কিন্তু তিনি জানেন এইসব লোকেরাও কত ক্ষিপ্র। যাই হোক রাইফেলটির দিকে হাত বাড়ালে তার কপালে আবার রাইফেলের বাট ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। আগেরবারের ব্যথাটা এখনো ভোগাচ্ছে আর তাতে ভালো একটা শিক্ষা হয়েছে।

পাইলট পেছনের দিকে ফিরে ম্যাটিওর হাতে একটি সেল ফোন দিলো। ম্যাটিও ফোনটি কেন্ডালের হাতে দিতে দিতে বললো, "শোনো, যা বলবো শুধু তাই করবে।"

কেন্ডাল দেখলেন ইতোমধ্যেই একটি কল করা হয়েছে। কলার আইডি যথারীতি আননোন।

তিনি কানের কাছে ফোনটি ধরলেন।

"হ্যালো?"

"আহ, ড. হেস, অনেক দিন পর আবার কথা হচ্ছে আমাদের।"

কেন্ডালের রক্তে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেলো।

এটা হতে পারে না...

তিনি কণ্ঠস্বরটি চিনতে পারলেন। কথা বলার ভঙ্গি আর ব্রিটিশ উচ্চারণ, ভুল হওয়ার কোন সুযোগই নেই। কেন্ডালের আর কোন সন্দেহই রইলো না, ফোনের অপর প্রান্তের লোকটিই এই আক্রমণ করিয়েছে।

সমগ্র ব্যাপারটা তিনি যতোটা জটিল ভেবেছিলেন আসলে তার চেয়েও হাজারগুণ জটিল, কেন্ডাল ঢোঁক গিললেন। যদিও অসম্ভব মনে হচ্ছে কিন্তু সত্যকে তো অস্বীকার করা যাবে না :

একজন মৃত ব্যক্তি আমাকে অপহরণ করিয়েছে!

রাত ৮.৫৫

এগোতে থাকা অগ্নিকুন্ডের প্রায় মাঝে রয়েছে জেনা, হামাগুড়ি দিয়ে জেনারেল স্টোরের কাউন্টারটির পেছনে চলে গেলো। গুলিতে পুরো দেয়াল ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মেঝের পুরোটা কাঠের গুঁড়োতে ভরে আছে। বিস্ফোরণের শব্দে কানা তালা লাগার মতো অবস্থা। এই পুরু কাউন্টারের কারণে এখনো সে নিরাপদে আছে। কিন্তু মনে হয় খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারবে না।

তখনি একটা নতুন কোলাহল শোনা গেলো।

ভারি কিছু একটার গর্জনের শব্দ।

জেনা ভাবলো অ্যাসল্ট টিমের হেলিকপ্টারটি মনে হয় ফিরে এসেছে ফেলে যাওয়া সৈন্যদের ফিরিয়ে নিতে। কিছুক্ষণ পর, যে দিকটায় ভারি গুলিবর্ষণ হচ্ছিলো সে দিকে প্রচন্ড শব্দে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গেলো। বিস্ফোরণের শব্দটা তার বুকের মধ্যে যেন সজোরে ধাক্কা মারলো।

তারপর তার ডান দিকে আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এলো।

মাথা খানিকটা উঁচু করে জেনা দেখতে চেষ্টা করলো। স্টোরের চারপাশে তাকে ধরার জন্য এতক্ষণ ধরে যে কোলাহলটা ছিলো সেটা হঠাত করে থেমে গেছে। কিন্তু গুলিবর্ষণ এখনো চলছে। আসলে বাইরে বেশ ভালোই গোলাগুলি চলছে কিন্তু তার দিকে আর কেউ গুলি ছুঁড়ছে না।

রাইফেলটি উঁচু করে ধরে একটু দ্বিধান্বিতভাবে জেনা উঠে দাঁড়ালো।

এটা কি?

একটা কালো অবয়ব লাফিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এক হাতে রাইফেলের ব্যারেলটি ধরে হতভম্ভ জেনার হাত থেকে সেটি কেড়ে নিলো। এই লোকটিকে কিছুক্ষণ আগে জেনা টেসার মেরে ছিলো। মরেনি, শুধুমাত্র অজ্ঞান হয়েছিলো। তাড়াহুড়ায় জেনা দেখারও সময় পায়নি লোকটা বেঁচে আছে কি না।

লোকটা ছুরি হাতে জেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ায়, ছুরিটা তার কলারবোনে শুধুমাত্র একটি আঁচড় কেটে গেছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় লোকটি নিজেকে সামলাতে না পেরে কাউন্টারের উপর হুমড়ি

খেয়ে পড়ে গেলো। আর এই সুযোগে হোলস্টার থেকে এক্স ৩ বের করে তার দুচোখের মাঝ বরাবর নিশানা করলো জেনা। আঘাতের ফলে লোকটার মাথা পেছনের দিকে হেলে পড়েছে।

লোকটা কাউন্টারের অপর পাশে পড়ে গেলে জেনা তাড়াতাড়ি কাউন্টারের উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে তার রাইফেলটি নিয়ে নিলো। সে এবার দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাইরে বিচ্ছিন্ন কিছু গোলাগুলি হচ্ছে। দরজার কাছাকাছি পৌছাতেই তাও থেমে গেলো।

এখন শুধু হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

জেনা ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকালো। কিছু লোক রাতের আকাশ থেকে নিচে নামছে।

প্যারাস্যুটিস্ট।

তারা পাহাড়ের নিচের দিকটায় আগুনের কাছাকাছি নামলো। নাইট ভিশন গিয়ার থাকায় তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না, তাদের হাতে রয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেল। একজন প্যারাট্রুপার ঘোস্ট টাউনে কাউকে গুলি করলো, সাথে সাথে একটি আর্তনাদও শোনা গেলো। দূরে একটি মিলিটারি হেলিকপ্টারকে নিচের সমতল জায়গায় নামতে দেখা যাচ্ছে।

জেনা অনুমান করতে চেষ্টা করলো রেস্কিউ ফোর্স কোন জায়গা থেকে আসছে। মনো লেক থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে দ্য ইউ.এস মেরিন কর্পসের একটি মাউন্টেইন ওয়ারফেয়ার ট্রেইনিং সেন্টার আছে। মে ডে পাওয়ার পরপরই নিশ্চয়ই তারা উদ্ধারের জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো। ওই ভীতিকর শব্দগুলো নিশ্চিতভাবে দ্রুত সাড়া দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

মেরে ফেলো...আমাদের সবাইকে মেরে ফেলো!

কিন্তু উদ্ধারকারী এই মেরিনরা কিভাবে তাকে এতো দ্রুত খুঁজে পেলো? আগুনের কারণে?

তারপর জেনার সবচেয়ে উপযুক্ত কারণটির কথা মনে পড়লো। তার ফেলে আসা গাড়িতে এয়ারব্যাগ বেরিয়ে আছে। হয়তো গাড়িটির সংঘর্ষের ফলে অটোম্যাটিক জিপিএস এলার্ট সক্রিয় হয়ে গিয়েছিলো। বিল হাওয়ার্ড এই এলার্ট কোনভাবে ধরতে পেরেছে, তারপর সে হয়তো তাৎক্ষণিক SOS পাঠিয়েছে শেষ পর্যন্ত জেনার যে অবস্থান জানা গেছে সেখানে।

মুক্তির একটা আনন্দস্রোত জেনার মাঝে বয়ে গেলো। কিন্তু বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রভাবে কুঁকড়ে যাওয়া ওই সৈনিকের সে কথা ভুললো না। যেদিক দিয়ে বিষাক্ত ধোঁয়ার স্রোত এগুচ্ছিলো সেদিকেই প্যারাট্রুপাররা নামছে। তাদেরকে সাবধান করে দেয়া দরকার।

আর কোন শত্রু ওঁত পেতে আছে কিনা তার পরোয়া না করে জেনা তার আশ্রয়স্থল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সবচেয়ে কাছের প্যারাস্যুটিস্ট কে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়লো। প্যারাস্যুটিস্ট অস্ত্র তাক করতেই জেনা নুয়ে পড়লো।

"আমি পার্ক রেঞ্জার্সে কাজ করি," সে চিৎকার করে বললো।

প্যারাট্রুপার মাটিতে নামার আগ পর্যন্ত তার দিকে অস্ত্র তাক করে রাখলো। এক হাতে সে তার প্যারাস্যুটটা খুলে মাটিতে ফেলে দিলো। অন্যান্যরা ঘোস্ট টাউনের ও পাহাড়ের বিভিন্ন দিকে ল্যান্ড করেছে।

"জেনা বেক?" মেরিন তার নাম ধরে ডাকলো। নাইট ভিশন গিয়ার পরনে থাকায় ভয়ানক লাগছে তাকে।

জেনা কাঁপছে, কিন্তু লোকটির ভয়ে নয়।

"জায়গাটা একেবারেই নিরাপদ নয়।"

"জানি," লোকটি তার হাত ধরলো।

"আমরা আপনাকে হেলিকপ্টার পর্যন্ত নিরাপদে পৌছে দেব। কিন্তু আমাদের দ্রুত এগোতে হবে। হেলিকপ্টারের পাখার ঘুর্ণনের ফলে বিষাক্ত গ্যাস দ্রুত এখানে এসে পড়বে।"

"কিন্তু–"

আরেকজন মেরিন এসে জেনার গুলির আঘাত লাগা হাতটায় ধরে তাকে হেলিকপ্টারের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

"একটু দাঁড়ান," জেনা তার হাতদুটো ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো।

কিন্তু কেউ তাকে গ্রাহ্যই করলো না।

তার বাঁ দিকে একটা চিৎকার শোনা গেলো। একটা লোক লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার হাতে একটি পিস্তল। জেনা লোকটিকে চিনতে পারলো, এর বাঁ পায়েই সে আগে গুলি করেছিলো। মেরিনরা রাইফেল তাক করে রাখলো কিন্তু গুলি চালালো না। একজন মেরিন লোকটিকে আটক করার জন্য এগিয়ে গেলো।

কিন্তু লোকটি নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার চাপলো।

জেনা মুখ ফিরিয়ে নিলো।

অ্যাসল্ট টিমকে হয়তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে কোন ক্রমেই ধরা পড়া যাবে না। তারা প্রায় হেলিকপ্টারের কাছে চলে এসেছে।

না।

জেনা পা দিয়ে থামতে চেষ্টা করলো। না পেরে বাঁ দিকের প্যারাট্রুপারের পায়ে জোরে লাথি দিলো। মেরিন অবাক হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে পাশে সরে গেলো।

সে ছাড়া পেয়ে ঘোস্ট টাউনের দিকে ঘুরে গিয়ে জোরে শিস বাজালো।

"আমাদের হাতে একদম সময় নেই," মেরিন তাকে শক্ত করে চেপে ধরে বললো।

অপর একজন মেরিন এসে জেনাকে ধরে প্যাসেঞ্জার কেবিনের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। জেনা জোর করায় বাকি আটজন এসে যোগ দিলো জেনাকে ফিরিয়ে নিতে।

"না! কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন।"

"আমাদের হাতে এই কয়েক সেকেন্ডই নেই।"

তাকে শুন্যে তুলে ভেতরে বসিয়ে দেয়া হলো। বাকিরাও হেলিকপ্টারে চেপে বসলো। এই ধস্তাধস্তির মাঝেও সে তার এক হাত দিয়ে খোলা দরজা ধরে রেখেছে। তার দৃষ্টি ওই ধোঁয়াটে ঘোস্ট টাউনের দিকে।

আসো, নিকো।

এখান থেকে ট্রাকটরটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না যেটির নিচে সে নিকোকে রেখে এসেছিলো। নিকো কি এখনো বেঁচে আছে? তার মনে পড়লো মেরিনরা আসার পড়েই অনেকগুলো বিস্ফোরণ হয়েছিলো। তারা নিশ্চয়ই গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিলো। ট্রাকটরটির কাছেও নিশ্চয়ই বিস্ফোরণ হয়েছে।

নিকোকে রক্ষা করতে গিয়ে সে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

হেলিকপ্টারটি গর্জে উঠতেই চাকাগুলো মাটি থেকে শুন্যে উঠে গেলো।

তখনই একটা কিছুর নড়াচড়া নজরে পড়লো। ঝোপের মধ্য দিয়ে কিছু একটা দৌড়ে আসছে।

নিকো।

জেনা আবার শিস বাজালো। নিকো উপরে উঠতে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে আরো জোরে দৌড়াতে লাগলো। কিন্তু ততক্ষণে হেলিকপ্টারটি প্রায় এক ইয়ার্ড উপরে উঠে গেছে। জেনা তাকে এখানে ফেলে যেতে রাজি নয়। সে হেলিকপ্টার থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়লো।

উপরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

তারপর নিকো জেনার কাছে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। জেনা তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। যতক্ষণ তারা একসাথে আছে যে কোন কিছুই মোকাবেলা করতে তারা প্রস্তুত।

হেলিকপ্টারটি নিচু হওয়ায় মেরিনরা হাত বাড়িয়ে তাদের তুলে নিলো। নিকোকে কোলে নিয়ে জেনা আবার কেবিনে বসে পড়লো।

দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

যে মেরিনটি তাকে প্রথমে ধরে ছিলো, সে তার দিকে ঝুঁকে এলো। তার নাইট ভিশন গিয়ার খুলে ফেলার পর চুল ছোট করে ছাঁটা একজন পরিশ্রমী চেহারার যুবককে দেখা গেলো। জেনা রূঢ় কিছু শোনার আশা করছিলো।

তার বদলে মেরিনটি তার কাঁধে হালকা চাপড় দিয়ে তাকে তার সিটে ভালোভাবে বসিয়ে দিলো।

"আমি ড্রেইক। কুকুরটার কথা আমাদের বলা হয়নি," একটু কৈফিয়তের মতো যেন শোনালো। "মেরিনেরা কক্ষনো তাদের সাথিদের ফেলে আসে না। এমনকি সেটা চতুষ্পদ হলেও।"

"ধন্যবাদ," জেনা বললো।

সে জেনার সিটটা আবার ঠিক করে দিয়ে নিকোর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো ড্রেইক। "হ্যান্ডসাম বয়।"

জেনা হাসলো, এই ছেলেটিকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। আসলে এই মেরিনকেও একই কথা বলা যায়।

হ্যান্ডসাম বয়।

নিকো এদিক ওদিক তাকিয়ে জেনার সাথে সেঁটে রইলো, যেন আর তাকে ছেড়ে যেতে চায়না।

আমারও একই অনুভূতি, বন্ধু।

জেনা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। দূরে মনো লেকের রূপালি ঝিলিক দেখা যায়, যেখানে এখনো ওই বিষাক্ত গ্যাস পৌঁছায়নি। মেরিনরা যদি এই নার্ভ গ্যাসের ব্যাপারে বিল হাওয়ার্ডের শোনার সাথে সাথেই জানতো, তাহলে হয়তো আশেপাশে এলাকা এতক্ষণে খালি করে ফেলতে পারতো।

হেলিকপ্টারটি লেকের দিকে না গিয়ে অন্য দিকে যেতে লাগলো।

জেনা ভ্রুকুটি করে ড্রেইককে জিজ্ঞেস করলো, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"এমডব্লিউটিসি-তে।"

জেনা জানালার দিকে ফিরলো। তো আমরা মাউন্টেইন ওয়ারফেয়ার ট্রেইনিং সেন্টারে ফিরে যাচ্ছি। রিসার্চ বেইসটা একটা মিলিটারি অপারেশনই, সুতরাং খুব একটা অবাক হবার কিছু নেই। তবুও একটা সন্দেহ থেকে যায়।

ড্রেইকের শেষ কথাটা উদ্বিগ্নতা আরো বাড়িয়ে তুললো, "আসলে সেখানে ডি.সি. থেকে কেউ একজন আসবেন। তিনি আপনার সাথে কথা বলতে চান। আমরা সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তিনিও পৌঁছে যাবেন।"

কথাগুলো জেনার ভালো লাগলো না। সে কিছুটা ঝুঁকে নিকোর গায়ে হাত বুলাতে লাগলো আর এই ফাঁকে লুকিয়ে নিকোর কলার থেকে সেল ফোনটা নিয়ে নিলো। সবার দিক থেকে একটু পেছনে ফিরে ফোনটি পকেটে রেখে দিলো। আরো ভালো করে ব্যাপারটা বোঝার আগে সবকিছু সাবধানে করা ভালো। বিশেষ করে যে রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আজ তাকে যেতে হয়েছে।

"তিনি আপনাকে ডিব্রিফ বা পুরো ঘটনা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করার পর," ড্রেইক বললো, "আপনি আপনার বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন।"

জেনা কিছু বললো না, শুধু শক্ত হাতে তার ফোনটা চেপে ধরে ওয়াশিংটনের ওই আমলার কথা ভাবতে লাগলো।

আপনি যেই হোন না কেন জনাব, আমার হাত থেকে এতো সহজে নিস্তার পাবেন না।

অধ্যায় ৬

এপ্রিল ২৭, রাত ৯.৪৫ পিডিটি
হামবোল্ট-টইয়্যাবি ন্যাশনাল ফরেস্ট, ক্যালিফোর্নিয়া

"আমরা পৌঁছে গেছি।" পাইলট রেডিওতে ঘোষণা করলো, "আর দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ল্যান্ড করবো।"

সিয়েরা নেভাদা পর্বতগুলোর মাঝে খানিকটা সমভুমি দেখা যেতেই পেইন্টার নিচের দিকে তাকালো। সেখানের কয়েকটা বিল্ডিং আর ঘর বাড়ি থেকে আসা আলো ইউ.এস বেইসের এই বিচ্ছিন্ন জায়গাটিকে যেন চিহ্নিত করে দিচ্ছে। দ্য মাউন্টেইন ওয়ারফেয়ার ট্রেইনিং সেন্টারটি হামবোল্ট-টইয়্যাবি ন্যাশনাল ফরেস্টের ছেচল্লিশ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে। সাত হাজার ফুট উঁচুতে এই স্থাপনাটি একেবারেই নিরিবিলি একটা জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে, কম্ব্যাট ট্রেইনিংয়ের জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা। বলা হয়ে থাকে ট্রেইনিং ক্লাসের জন্য এই জায়গাটাই সবচেয়ে কষ্টসাধ্য।

"তুমি কি নতুন কিছু শুনেছো?" লিসা তাকে জিজ্ঞেস করলো। পেইন্টারের পাশের সিটে লিসা বসে আছে তার কোলে এক গাদা রিসার্চ পেপার।

"সিগমা কমান্ডে গ্রে আর অন্যান্যরা ড. রাফির সাথে কাজ করছে বিষয়টি নিয়ে। ল্যাবে আসলে কি হয়েছিলো তারা সে ব্যাপারে তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজনই জানতো ড. হেসের ওই গোপন ল্যাব সম্পর্কে।"

"প্রোজেক্ট নিওজেনেসিস," লিসা বললো।

"ড. হেস প্রোজেক্টের লিডার আর তিনি তার খুব কম সহকর্মিদেরই জানিয়েছেন এই প্রোজেক্টর ব্যাপারে। দূর্ঘটনার সময় তারা সবাই সেখানে ছিলো। এখনো তাদের অবস্থা জানা যায় নি। ওই গ্যাস নিউট্রিলাইজ করার আগ পর্যন্ত কেউ সেখানে যেতে পারছে না।"

"আমি যে বায়োহ্যাজার্ড স্যুট আনার অনুরোধ করেছি তার কি হলো? সেগুলো পেলে আমরা পায়ে হেটেই জায়গাটা পরীক্ষা করতে পারবো।"

পেইন্টার জানে লিসা এই অভিযানটা পরিচালনা করতে চায়। কিন্তু ওই বিষাক্ত সাগরে লিসা বায়োহ্যাজার্ড স্যুট পরে হেটে বেড়াচ্ছে এটা কল্পনা করেই সে খানিকটা ভড়কে গেলো।

"এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানার আগ পর্যন্ত কেউ সেখানে যাচ্ছে না। আশেপাশের এলাকা থেকেও মিলিটারি আর লোকাল অথরিটির সাহায্যে সবাইকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। ওই জায়গাকে কেন্দ্র ধরে চারপাশের পঞ্চাশ মাইলের মতো এলাকা আমরা কর্ডন করে দিয়েছি।"

একটি নিঃশ্বাস ফেলে লিসা পাশের ছোট জানালার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। আর কেউই জানে না, ওই রিসার্চ ল্যাবের গহীনে কি নিয়ে গবেষণা হচ্ছিলো।"

"তুমি আরো অবাক হবে যদি জানো এরকম গোপনীয়তার ব্যাপারটা খুবই সাধারন। ৯/১১-এর পরে বায়োডিফেন্সে অর্থ লগ্নিতে একরকম বিপ্লব ঘটে গেছে বলা যায়, ফলশ্রুতিতে সারা দেশ জুড়ে নতুন লেভেল ৪ টাইপের ল্যাব গজিয়ে উঠেছে। কর্পোরেট ফান্ডেড, সরকারের সহায়তায়, ইউনিভার্সিটিগুলোর অধীনে। এই ল্যাবগুলো কাজ করছে সবচেয়ে জঘন্য কিছু নিয়ে, যাদের কোন প্রতিষেধক বা প্রতিকার কিছুই নেই।"

"যেমন ইবোলা, মারবার্গ, ল্যাস্যা জ্বর।"

"ঠিক তাই, এইসব রোগের জীবাণুগুলোকে পরিবর্তন করে অস্ত্রের মতো করে তোলা হয়। আর এসবই করা হয় শক্তিশালি প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং শত্রুর চেয়ে এগিয়ে থাকার নামে ধোঁয়া তুলে।"

"এগুলোর উপর নজরদারি কেমন?"

"খুবই কম, বেশিরভাগই স্বাধীন আর খন্ড খন্ড রূপে কাজ করে। বর্তমানে প্রায় পনের হাজার বিজ্ঞানীর এ ধরনের প্রাণঘাতি প্যাথোজেন নিয়ে কাজ করার অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু কোন ফেডারাল এজেন্সি তাদের রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য চাপ দেয়নি কিংবা নিদেনপক্ষে তাদের সঠিক সংখ্যাও বোধহয় জানে না। এর ফলে অসংখ্য রিপোর্ট আসে সংক্রামক প্যাথোজেন অপব্যবহারের, প্যাথোজেনসহ শিশি গায়েব হয়ে যাওয়ার, যাচ্ছেতাইভাবে রেকর্ড রাখার। তাই এরকম দূর্ঘটনার ব্যাপার যখন আসে তখন আর যদির প্রশ্ন থাকে না, প্রশ্ন এসে যায় কখন দূর্ঘটনাটি ঘটবে।"

পেইন্টার জানালার বাইরে দক্ষিণের ওই বিষাক্ত ধোঁয়ার কুন্ডলির দিকে তাকালেন। তাকে ইতোমধ্যেই জানানো হয়েছে যে বেইসের পক্ষ থেকে পাল্টাব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্যারালাইটিক এজেন্ট ও নার্ভ গ্যাসের একটি মিশ্রণ ছাড়া হয়েছে, ওই ল্যাব থেকে যা বেরিয়েছে সেটা থামাতে। জীবন্ত যা কিছুই সেটিকে বহন করছে বা ছড়িয়ে দিতে পারে এই মিশ্রনটি সেগুলোকে মেরে ফেলবে।

"বোতল থেকে দৈত্য বেরিয়ে পড়েছে।" পেইন্টার বিড়বিড় করে বলে শুধু এই দূর্ঘটনাই নয় বরং দেশ জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা বায়োইঞ্জিনিয়ারিং প্রোজেক্টগুলোকেও ইঙ্গিত করলেন।

তিনি লিসার দিকে ফিরে বললেন, "দুশ্চিন্তা শুধু এই অনুমোদিত ল্যাবগুলোকে নিয়েই নয় বরং গ্যারেজে, চিলেকোঠায়, লোকাল কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে, বাসা বাড়িতে সর্বত্র গজিয়ে উঠছে এই জেনেটিক ল্যাব। নামমাত্র মূল্যে তুমি নিজে নিজে জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট করা শিখে যেতে পারবে, এমন কি চাইলে এর প্যাটেন্টও করিয়ে নিতে পারো।"

"বাহ! লোকজন কি সুন্দর উদ্যোক্তা হয়ে উঠছে! মনে হচ্ছে আগে যারা সাইবার পাঙ্ক ছিলো তারা এখন বায়োপাঙ্ক হয়ে উঠছে।"

"শুধুমাত্র এখন তারা কম্পিউটার কোডের বদলে জেনেটিক কোড হ্যাক করছে, যথারীতি কোন রকম নজরদারি নেই। এই মুহূর্তে সরকারও যেন তৃণমূল পর্যায়ের এইসব স্বতন্ত্র ল্যাবগুলোর উপর নির্ভর হয়ে পড়েছে।"

"হঠাৎ এরকম অসংখ্য ল্যাব গজিয়ে ওঠায় আমি মোটেও অবাক হইনি।"

"কেন?" পেইন্টার জিজ্ঞেস করলো।

"প্রতি বছরই ল্যাব যন্ত্রপাতির দাম কমছে। আগে যেটা কিনতে দশ হাজার ডলার খরচ হতো এখন সেটা কয়েক পেনিতেই পাওয়া যায়। সাথে সাথে অন্যান্য জিনিসও এগিয়ে চলছে। এখন ডিএনএ লেখা ও পড়ার গতি প্রতিবছর দশগুণ হারে বাড়ছে।"

পেইন্টার হিসাব করে দেখলো মাত্র দশ বছরেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দশ বিলিয়ন গুণ দ্রুততর হয়ে যাবে।

লিসা বলেই চললো, "সবগুলো জিনিসই একই সাথে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। ইতোমধ্যেই একটি ল্যাব একটি কৃত্রিম কোষ বানিয়ে ফেলেছে। এই তো গত বছরই জীববিজ্ঞানীরা একটি কৃত্রিম ক্রোমসোম তৈরি করেছেন, একটি পুরোপুরি কর্মক্ষম ও জীবন্ত ঈস্ট তৈরি করেছে যার ডিএনএতে কিছুটা গ্যাপ রেখে দেয়া হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে বিশেষ কিছু সেখানে ঢুকিয়ে দেয়া যায়।"

"ডিজাইনার ঈস্ট। দারুণ তো।"

লিসা কিছুটা আক্ষেপ করে বললো, "আর বোতল থেকে বের হওয়া এই দৈত্য অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিকস্টার্টার নামে একটা প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমি কিছুটা পড়েছিলাম- যেখানে মাত্র চল্লিশ ডলারে কিছু তরুণ বায়োপাঙ্ক জ্বলজ্বল করতে পারে এমন জিনবিশিষ্ট গাঁজার শ'খানেক বীজ তোমাকে পাঠাতে পারবে।"

"মানে, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করবে এমন গাঁজা? এর মানে কি?"

"কুকর্ম ছাড়া আর কিছুই না। তারা চায় তাদের ক্রেতারা যেন এটা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। তাদের ইতোমধ্যেই পাঁচ হাজার ক্রেতা রয়েছে। তার মানে হলো প্রায় পাঁচশত হাজার এইসব কৃত্রিম বীজ সারা ইউনাইটেড স্টেটসে অদূর ভবিষ্যতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

পেইন্টার জানেন এগুলো একটি বিপজ্জনক বিশাল হিমশৈলের ছোট্ট চূড়া মাত্র। ডারপার হেড এবং তার বস জেনারেল মেটকাফ বলেছিলেন, হোমল্যান্ড সিকিউরিটিরর সবচেয়ে বড় আশংকা হলো এসব ইউ.এস ল্যাব বিদেশি এজেন্টদের ব্যাপারে খুবই উদাসিন। একটি টেরোরিস্ট সংস্থা খুব সহজেই তাদের একজন গ্র্যাজুয়েট কিংবা পোস্ট ডক্টরাল ছাত্রকে এসব বায়োওয়েপন ফ্যাসিলিটির যেকোন একটিতে ঢুকিয়ে দিতে পারবে। তারা হয় এসব প্রাণঘাতি প্যাথোজেন হাতিয়ে নিতে পারে নয়তো তাদের নিজেদের ল্যাব চালানোর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে নিতে পারে।

পেইন্টার দূরের কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতগুলোর দিকে তাকালেন।

এরকম কিছুই কি সেখানে হয়েছে? এটা কি কোন সন্ত্রাসি কর্মকান্ড?

এই মোক্ষম প্রশ্নের উত্তর পেতেই জেনারেল মেটকাফের নির্দেশে পেইন্টার এই বিচ্ছিন্ন মেরিন বেইসে এসেছেন। দ্য মাউন্টেইন ওয়ারফেয়ার ট্রেইনিং সেন্টারটি অফিসিয়ালভাবে এই দূর্ঘটনার তদারকি করছে। তাকে এখানকার পরিচালক কর্নেলের সমন্বয়ে কাজ করতে হবে।

পেইন্টার লিসাকে রেখে আসতে পারতেন। কিন্তু তার জ্ঞান আর অন্তঃদৃষ্টি ইতোমধ্যেই অমূল্য বলে প্রমাণিত। তাছাড়া সে-ও আসার জন্য জোর করেছে।

এই ফ্লাইটে তাদের আরেকজন সঙ্গি ছিলো। লিসার ছোটভাই জশ কামিংস। সে ককপিটে বসেছিলো। জশ এখন নিচের এয়ারস্ট্রিপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এটা এই মেরিন বেইসের প্রধান এয়ারফিল্ড। জশের এখানে প্রায়ই আসতে হত। তাই তাকেও সাথে নেয়া হয়েছে। জশের প্যাশন হলো পর্বতারোহণ। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই সে একজন বিখ্যাত পর্বতারোহী যে কিনা পৃথিবীর প্রায় সব উঁচু চূড়াগুলো ছুঁয়ে ফেলেছে। তার প্যাটেন্ট করা যন্ত্রপাতির কিছু ডিজাইন রয়েছে আর সেগুলো দিয়ে ছোটখাটো একটি ব্যবসাও খুলে বসেছে। ফলে সিভিলিয়ান কনসালটেন্ট হিসেবে এই বেইসের সাথে তার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এমনকি সে মাউন্টেইন ওয়ারফেয়ার ইন্সট্রাকটরের লাল একটি ক্যাপও পরে। যেটা রেড হ্যাট নামেও পরিচিত। হাতে গোনা কয়েকজন সিভিলিয়ানই এই ক্যাপটি পরার সুযোগ পান। আর সে সৈন্যদের শেখায় পর্বতারোহণের ইতিবৃত্তান্ত। কিন্তু ক্যাপ ছাড়া জশের আর কিছুর সাথেই ইউ.এস মেরিনদের মিল নেই। তার চুল কাঁধ পর্যন্ত। এমনকি তার পোশাকও মিলিটারিদের মত নয়।

বছরের বেশিরভাগ সময়েই জশ তার ব্যাকপ্যাক থেকে দূরেই থাকে। কিন্তু এখন সে এসেছে তার বোনের বিয়েতে আর এখানে এই বেইসেও তার বোন তাকে নিয়ে এসেছে খানিকটা জোর করেই। পেইন্টার কোন আপত্তি ছাড়াই রাজি হয়েছে। তাছাড়া তার পূর্বের ট্রেইনিংয়ের কারনে আশেপাশেরর এলাকা সম্পর্কে তার ভালই ধারনা আছে, যা এখানে কাজে লাগতে পারে।

জশ তার নমুনাও দেখাতে লাগলো, ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়েও তার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, "ওই উত্তর দিকে এয়ারফিল্ডটি রয়েছে। সেখানে বালি কিছুটা কম। মেরিনরা তাদের বেশিরভাগ V/STOL ট্রেইনিং ওখানেই করে থাকে।"

লিসা পেইন্টারকে কনুই খোঁচা দিয়ে ভ্রুতে প্রশ্ন ফুটিয়ে তুললো।

"ভার্টিক্যাল টেইক অফ ল্যান্ডিং।" পেইন্টার বুঝিয়ে দিলো। আর্মড ফোর্সের লোকেরা তাদের বন্দুকের পরে কোন কিছুকে যদি ভালোবেসে থাকে তাহলে তা হলো তাদের এক্রোনিমগুলো।

তাদের উড়োজাহাজ ল্যান্ড করতে যাচ্ছে তবুও পেইন্টারের উত্তেজনা কিছুতেই

কমছে না। তাদের যানটির নাম MV-22 Osprey। এটি লস এঞ্জেলসের অদূরে টুয়েন্টি পামে অবস্থিত মেরিন কর্পস এয়ার গ্রাউন্ড কম্ব্যাট সেন্টার থেকে পাওয়া। টিল্ট্রটর নামেও এই বিরল যানটি পরিচিত। এমন নামকরণের কারন হলো এটা ট্র্যাডিশনাল প্রপ-ইঞ্জিন প্লেইন থেকে হেলিকপ্টারের মতো যানে রূপান্তরিত হতে পারে আর এর প্রতি ডানার প্রান্তে থাকা ইঞ্জিন ন্যাসেল্সের ঘূর্ণনের ফলে এটা সম্ভব হয়ে থাকে।

তার সিট থেকে বেঁকে গিয়ে পেইন্টার দেখলেন প্রপেলারগুলো ধীরে ধীরে ভার্টিক্যাল থেকে হরাইজন্টাল দিকে সরে যাচ্ছে। দক্ষভাবে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে আনার আগ পর্যন্ত এর গতি কমতে থাকলো। মাটির আরো কাছে নেমে আসতেই এর চাকা মাটি স্পর্শ করলো।

লিসা জোরে শ্বাস ছাড়লো, এতক্ষণ নিশ্চয়ই শ্বাস আটকে রেখেছিলো সে। "সত্যিই এটা বিস্ময়কর।"

পেইন্টার লক্ষ্য করলেন আরো দুটি অস্প্রে দূরে পার্ক করা আছে এবং আরো কিছু হেলিকপ্টারও দেখা যাচ্ছে।

"মনে হচ্ছে সবাই তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে," লিসা বললো।

এখানে আসার আগে পেইন্টার তার কাজের একটা খসড়া করে রেখেছিলেন : সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ, লোকজন সরিয়ে নেয়া, সাইট কোয়ারেন্টাইন, তদন্ত এবং সবশেষে জঞ্জাল পরিস্কার। প্রথম তিনটি ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে আর পেইন্টারের টিম সরাসরি তদন্তও চালিয়ে যাচ্ছে।

পেইন্টার জানেন কোথা থেকে শুরু করতে হবে। ইউ.এস মেরিন সার্চ এন্ড রেস্কিউ টিম একজন লোকাল পার্ক রেঞ্জারকে উদ্ধার করেছে যে বিস্ফোরণের সময়ে ওই জায়গায় ছিলো তার সাথেই প্রথমে কথা বলতে হবে। পেইন্টার শুনেছেন পাশের পাহাড়ে নাকি বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে, এটা একটা রহস্য তৈরি করেছে :

ওই অস্ত্রধারিরা কারা ছিলো, বেইসের দূর্ঘটনার সাথে তাদের সম্পর্ক কি?

মাত্র একজন লোকের কাছে হয়তো এর জবাব পাওয়া যেতে পারে।

আর যেতে যেতে পেইন্টারকে জানানো হলো যে সে কিছুই বলছে না।

রাত ১০.১৯

জেনা দরজার নব নেড়ে দেখার আগ্রহই দেখালো না। সে জানে তাকে ভেতরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। সে কক্ষটিতে পায়চারি করছে। চকবোর্ড দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা ছোট ক্লাশ রুম। তিন তলার জানালা থেকে আস্তাবলের সারি দেখা যাচ্ছে। তার ঠিক নিচেই বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথ থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে যাচ্ছে।

চলে যাওয়া ইএমএস টিম ইতোমধ্যেই তার ইনজুরিটার চিকিৎসা করেছে : তার

হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে, কলারবোনের ছোট ক্ষতটা সেলাই করা হয়েছে এবং সবশেষে তাকে একটি অ্যান্টি-বায়োটিক ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে। তারা ব্যথা নিরাময়ের জন্য আরেকটি ইঞ্জেকশন দিতে চেয়েছিলো সে শুধু ইবোপ্রোফেন নিয়েছে।

মাথাটা পরিষ্কার রাখতে হবে।

কিন্তু রাগ বাড়তে থাকায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

নিকো মেঝেতে শুয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার সামনে মেঝেতে একটা পানির পাত্র আর একটা খালি খাবার পাত্র রয়েছে। ডেস্কের উপর একটা ট্রেতে সেলোফেন পেপারে মুড়ানো একটি হ্যাম স্যান্ডউইচ আর এক বাক্স দুধ রাখা। জেনা ছুঁয়েও দেখেনি। এ অবস্থায় খাবার কথা চিন্তাও করা যায় না।

সে ঘড়ি দেখলো।

আর কতক্ষণ এরা আমাকে এখানে আটকে রাখবে?

যে মেরিনটি তাকে উদ্ধার করেছিলো সেই গানারি সার্জেন্ট স্যামুয়েল ড্রেইক বলেছিলো ওয়াশিংটন থেকে কেউ একজন এসে তাকে ডিব্রিফ করবে। তারা এখানে আসার প্রায় এক ঘন্টারও বেশি হয়ে গেছে।

তো সেই লোকটি কোথায়?

বেইস কমান্ডার একবার এসেছিলেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে কিন্তু সে কিছুই বলেনি। সে তার কিছু প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আগ পর্যন্ত কিছুই বলবে না।

পেছনের দরজায় খটখট শব্দ শোনা গেলো।

অবশেষে...

জেনা খানিকটা পেছনে গিয়ে তার হাত দুটি আড়াআড়ি রাখলো, লড়ার জন্য প্রস্তুত। দরজা খুলে গেলো, কিন্তু সে যাকে আশা করেছিলো এটা সে ব্যক্তি নয়। গানারি সার্জেন্ট ড্রেইক রুমে প্রবেশ করলো। তাকে এখন অনেকটা সজীব দেখাচ্ছে। তার ঘন বাদামি চুল পেছনের দিকে আঁচড়ানো। ঢোলা খাকি ট্রাউজার পরা আর সাথে ম্যাচ করা টাইট টি-শার্টের ফলে তার পেশীবহুল হাতদুটো দেখা যাচ্ছে।

জেনা চেহারায় ক্ষুব্ধ ভাব আনতে চেষ্টা করলো। তার বদলে সে দেখলো তার হাত দুটি নেমে গেছে আর নিজেকে ক্যাজুয়াল দেখানোর প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু সে ব্যর্থ।

ড্রেইক তার দিকে তাকিয়ে হাসলেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হলো না।

একজন বন্ধুর কাছ থেকে একটা উপহার নিয়ে আসলাম। ভরাট গলায় ড্রেইক বললো, তার স্বর আগের চেয়ে আন্তরিক আর কোন নির্দেশের কর্কশতা সেখানে নেই। ভাবছিলাম আপনি হয়তো আমার সাথে এর কিছুটা অন্তত শেয়ার করবেন।

হাত তুলে নিচের অংশটা সামান্য ভিজে যাওয়া একটা বড় বাদামি কাগজের প্যাকেট দেখালো।

"এটা কি?" জেনা খানিকটা এগিয়ে এলে একটা পরিচিত সুঘ্রাণ পাওয়া গেলো।

অসম্ভব।

বডি মাইকের বারবিকিউ থেকে আনা বেবি ব্যাক রিবস, ড্রেইক জানালো সাথে আছে কোলসলো আর ফ্রাইজ।

"কিভাবে?" জেনা হতভম্ভ হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ড্রেইক প্রায় সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বললো, "লোকজনকে সরিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের এখানে আর মনো লেকে আসা যাওয়া করতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোমার কোন বন্ধু লি ভাইনিং থেকে তোমাকে একটা কেয়ার প্যাক পাঠাতে চেয়েছে শহর খালি করার আগেই। সে হয়তো ভেবেছে এতো কিছুর পরে তোমার হয়তো ক্ষুধা পেয়েছে।"

মাত্র একজনই জানে সে ওখানে ছিলো।

জেনা হেসে ফেললো, মনে হলো যেন কত কাল পরে সে হাসলো। "বিল, আমি তোমাকে একটা চুমু দিতে চাই।"

ড্রেইক দুষ্টুমিতে চোখ পিটপিট করে বললো, "আপনি যদি এগুলো না চান তাহলে আমি তাকে ফেরত দিয়ে দিতে পারবো।"

"তার বদলে আমি যদি কিছু ফ্রাইজ আপনার সাথে শেয়ার করি তাহলে কি চলবে?" জেনা একটা ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলো।

"কিন্তু রিবস?"

"জি না, জনাব, ওগুলো সব আমার।"

ড্রেইক জেনার পাশে ডেস্কের উপর বসে একটা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে দিলো। সে ব্যাগ খোলার সাথে সাথে জেনার ক্ষুধা পেয়ে গেলো। জেনা রিবসের প্রায় অর্ধেকটা শেষ করে এনেছে, নিকো তার পায়ের কাছে। তখনই আবার দরজা খুলে গেলো।

কয়েকজন রুমে ঢুকলো। মনে হয় এরা ডি.সি থেকে এসেছে। এতক্ষণে তাদের আসার সময় হয়েছে। কিন্তু এখন না এসে একটু পরে আসলেই বোধহয় ভালো হত।

জেনা তার আঙুল মুছে নিলো।

অন্যান্যদের সাথে বেইসের কমান্ডারও আসায় ড্রেইক লাফ দিয়ে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

"কর্নেল বোজম্যান।"

"অ্যাট ইজ, ড্রেইক," কমান্ডারকে দেখে মনে হয় বয়স ষাটের মতো হবে। তার খাকি শার্টের উপরের দিকে সারি সারি বর্ণিল রিবনগুলো আর ঠিক উপরেই একটা ঈগল তার রূপালি চুলের সাথে ঠিক মানিয়ে গেছে। অর্ধেক খাওয়া খাবারগুলোর দিকে তিনি দৃষ্টি ফেরালেন। "মিস বেক আপনাকে বিরক্ত করছি, তিনি হলেন ডাইরেক্টর পেইন্টার ক্রো। ডারপার সাথে যুক্ত। আপনাকে পার্ক রেঞ্জার্সদের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে তিনি কিছু প্রশ্ন করতে চান।"

লোকটির অপর দুজন সঙ্গির পরিচয়ও দেয়া হলো। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে, হয়তো ভাই-বোন, যমজও হতে পারে। কিন্তু জেনা তার সামনের লোকটির দিকে মনোযোগ দিলো। কালো চুল, কানের পাশের কিছু চুল পেকে গিয়ে বরফ সাদা একটা পোঁচ এঁকে দিয়েছে। গায়ের রঙ দেখে বোঝা যায় নেটিভ আমেরিকান আবার তীক্ষ্ণ নীল চোখ ইউরোপিয়ান রক্তের কথাও মনে করিয়ে দেয়। সে আরেকটু খুটিয়ে দেখতে চাইলো কিন্তু লোকটির আচরণের মাঝে কিছু একটা আছে যার কারণে চোখ ফিরিয়ে নিতে হলো। সেটা হতে পারে একটা প্রচ্ছন্ন আন্তরিক হাসি কিংবা তার চোখে বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক। এই লোক নিশ্চিতভাবেই দালাল টাইপের আমলা অথবা নরম স্বভাবের ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট নয়।

তবুও সে তার পকেটে হাত রেখে ফোনটা চেপে ধরে রাখলো।

আমি কিছু প্রশ্নের জবাব চাই।

কর্নেলের দিকে ফিরলেন ক্রো। "আমরা কি একান্তে কথা বলতে পারি।"

"নিশ্চয়ই," বোজম্যান ড্রেইকের দিকে ইশারা করলেন। "চলো, আমরা যাই।"

ড্রেইক বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকা লোকটিকে বললো, "তোমাকে দেখে ভালো লাগছে জশ।"

"এই দেখাটা আরেকটু ভালো পরিস্থিতিতে হলে আরো ভালো হতো।"

"আমারও তাই মনে হয়।" ড্রেইক হেসে বললো, "এ জন্যই তারা আমাদের মোটা মাইনে দেয়, তাই না?"

তারা দুজন চলে গেলে দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো। ক্রো জেনার দিকে তাকালেন, "মিস বেক আপনার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে আমি জানি। কিন্তু আপনি যদি আমাদের আরেকটু তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারেন যে আজ রাতে আসলে কি ঘটেছে। যতটুকু সম্ভব বিস্তারিত বলবেন। আমি বিশেষভাবে কৌতুহলি ওই পাহাড়ের চূড়ায় যারা আক্রমণ করেছিলো তাদের ব্যাপারে।"

জেনা তার জেদে অনড়, "আগে আমায় বলুন ওই রিসার্চ স্টেশনের ভেতরে আসলে কি হচ্ছিলো। এটা পুরো বেসিনটাকে বিরাট ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে। হাজারো বছরে গড়ে উঠা একটা নাজুক ইকোসিস্টেমকেই শুধু বিপদে ফেলে দেয় নি এটা আমার বন্ধু ও সহকর্মিদের জন্যও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"আমি যদি জানতাম তবে অবশ্যই বলতাম।" ক্রো উত্তর দিলেন।

"আপনি সত্যিই জানেন না নাকি আমাকে বলবেন না, কোনটা?"

"আমরা সত্যিই জানি না আসলে কাজের প্রকৃতিটা কি ছিলো। ওই বেইসের প্রধান ব্যক্তি হলেন ড. কেন্ডাল হেস আর তিনি খুবই গোপনিয়তা প্রিয় মানুষ।"

মনো লেকে আসা অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্টের কথাগুলো জেনার মনে পড়লো। বডি মাইকে কফি খেতে খেতে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিলো। তার মনে আছে তিনি কি রকম

চাপা স্বভাবের ছিলেন আর কেমন যেন মেপে মেপে কথা বলছিলেন।

"তার সাথে দেখা হয়েছে," জেনা বললো। "তখন তিনি লেকের গভির থেকে কাঁদার স্যাম্পল নিচ্ছিলেন।" ক্রো ঘুরে লিসার দিকে তাকালেন। দুজনে নিরবে যেন বুঝতে চাইলেন এই তথ্যটুকু গুরুত্বপূর্ণ কিনা।

জেনা উভয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, "ড. হেস কি নিয়ে কাজ করছিলেন?"

"আমরা যতটুকু জানি তিনি কাজ করছিলেন এক্সোটিক লাইফ ফর্ম নিয়ে কাজ করছিলেন।" পেইন্টার জেনার দিকে তাকিয়ে বললেন।

"এক্সট্রিমোফাইলস।" জেনা মাথা নাড়লো। "তিনি বলছিলেন তিনি কিছু অস্বাভাবিক অর্গানিজম যেমন ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া এ ধরনের কিছু খুজছিলেন যেগুলো বিরূপ পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে।"

লিসা খানিকটা এগিয়ে আসলো। "সঠিকভাবে বলতে গেলে তিনি আসলে কাজ করছিলেন শ্যাডো বায়োস্ফিয়ার নিয়ে। এটা এমন একটা পরিবেশ যেখানে ননস্ট্যান্ডার্ড লাইফ লুকিয়ে থাকতে পারে। আমাদের ধারণা নাসার বিজ্ঞানীরা যখন মনো লেকে এমন এক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পান যেটাকে আর্সেনিকে বাচিয়ে রাখা সম্ভব, তারপর থেকেই ড. হেস এই বিষয়টিতে আগ্রহি হয়ে ওঠেন।"

জেনা বুঝতে পারলো, "আর এ কারণেই তিনি এই জায়গাটাকে বেছে নিয়েছেন।"

ক্রো মাথা নেড়ে বললেন, "হয়ত খোজার প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে চেয়েছেন। চেয়েছেন হয়ত আরো এক ধাপ এগিয়ে নিতে। আমাদের বিশ্বাস তিনি কিছু একটা তৈরি করতে চেয়েছেন। এমন একটা কিছু যা আমাদের এই গ্রহে নেই।"

"সেটা এখন মুক্ত করে দিয়েছেন।"

"আমরাও তাই মনে করি। আমরা এখনো জানি না যে এটা কি কোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিডেন্ট, ল্যাব এরর নাকি আরো ভয়ানক কিছু।"

জেনা নিকোর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে নিরব হয়ে বসে আছে। কোন টেনশন নেই। বছরের পর বছর ধরে জেনা নিকোর বিচারের উপর নির্ভর করে আসছে। তাছাড়া তার নিজের কাছেও এই তিন জনের গতিগতি ভালই লাগছে। সব কিছু খুলে বলা যায়। একটু ঝুঁকি নিয়েই সে নিজেকে খানিকটা প্রকাশ করলো, "আমার মনে হয় না এটা একটা এক্সিডেন্ট ডাইরেক্টর ক্রো।"

"পেইন্টার বলে ডাকলেই চলবে। কিন্তু কেন এমন মনে হয়।"

"এক্সিডেন্টের আগে ও মে ডে পাঠানোর পরে আমি একটা হেলিকপ্টার সেখান থেকে উড়ে যেতে দেখেছি। এটাই আবার ফিরে এসে ওই পাহাড়ে সশস্ত্র লোকদের নামিয়ে দিয়েছে। তারা মনে হয় আমাকে ওই বিষাক্ত ধোয়া থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছে।"

"তাদের একমাত্র সাক্ষি তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে।"

"তারা তাদের মিশন শেষ করার একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছিলো।"

লিসা বললো, "তুমি কি এটার কোন মনোগ্রাম বা নাম্বার দেখেছো?"

"আমার কাছে ওটার ছবি আছে।" জেনা মাথা নাড়িয়ে বললো। ক্রোর চমকে যাওয়াটা জেনা বেশ উপভোগ করলো। মোবাইলটি বের করে তার তোলা ছবিগুলো দেখাচ্ছে। ফ্রেইম থোয়ার হাতে ওই দৈত্যাকার লোকটির ছবি এলে সে থেমে গেলো। "এই লোকটিই মনে হয় অ্যাসল্ট টিমের নেতা।"

"পেইন্টার তার হাত থেকে ফোনটি নিয়ে জুম করে ছবিটা ভালো করে দেখলো। "তুমি তো দেখি ছবিটা বেশ স্পস্ট করে তুলেছো। গুড জব।"

জেনা কিছুটা গর্ববোধ করলো। "আমার মনে হয় এর নাম পুলিশের খাতায় আছে।"

"আমারও তাই মনে হয়। আমরা এর ছবি ফেসিয়াল রিকগনিশন সফটওয়্যার দিয়ে খুঁজে দেখবো আর হেলিকপ্টারের ছবিটা দক্ষিণ পশ্চিমের সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বুলেটিনে পাঠিয়ে দেব। তারা হয়ত খুব দূর যায়নি।"

"তারা একজনকে ধরে নিয়ে গেছে।" জেনা জেনা সতর্ক করে দিলো, "তিনি হয়ত কোন বিজ্ঞানী কিংবা ল্যাব কোট পরিহিত কেউ। তিনি পালাতে চেয়েছেন কিন্তু ওই নেতা গোছের লোকটা আবার ধরে এনে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে গেছে।"

"তুমি কি আটককৃত লোকটির কোন ছবি তুলেছো?"

"না, কারন আমি ততক্ষণে মোবাইলটা নিকোর গলায় বেধে দিয়েছি।"

পেইন্টার জেনার দিকে গভিরভাবে তাকালেন যেন তার মনের কথা পড়তে চেস্টা করছেন। "আমার অনুমান হলো তুমি মনে করেছিলে শত্রুরা তোমাকে মারার পরে চলে যাবে এবং পরে কেউ এসে নিকোকে সহ তোমার মোবাইল খুঁজে পাবে।"

জেনা মুগ্ধ হয়ে গেলো। এগুলোর কিছুই সে বলে নি, তবুও ক্রো ঠিকই ধরে ফেলেছেন সবকিছু। লিসা এগিয়ে এসে বললো, "যদি কেউ কিডন্যাপ হয়ে থাকে আমি বাজি ধরে বলতে পারি তিনি ড. হেস। ওই বেইসে তিনিই সবচেয়ে মূল্যবান টার্গেট।"

পেইন্টার জেনার দিকে ফিরলেন।

"আমি নিশ্চিত নই তিনি ড. হেস কিনা। ঘটনাগুলো এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে যে আমি তার চেহারাটাই ভালো করে দেখতে পারি নি। যেই হোন ফের ধরে ফেলার আগে তিনি ওই বিষাক্ত ধোয়ার দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন। যেন আটক হবার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।"

"এটা প্রমাণ করে যে আটককৃত ব্যক্তি এমন কিছু একটা জানে, যা সে চায় না শত্রুরা জেনে যাক।" পেইন্টার খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"তিনি কি জানেন?" জেনা জিজ্ঞেস করলো।

"সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।"

"আমি এতে থাকতে চাই।"

পেইন্টার মনোযোগ দিয়ে জেনার দিকে তাকিয়ে রইলেন। "আমি স্বীকার করছি প্রাথমিক তদন্তে তোমার সাহায্য খুব কাজে লাগবে। হয়ত এমন কিছু আছে যা তুমি বলতে ভুলে গেছ বা তোমার মনে হয়েছে গুরুত্বহীন। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি কাজটা বিপজ্জনক হতে পারে।"

"এটা বিপজ্জনক হয়েই আছে।"

"কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা আরো বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। এখানে যা শুরু হয়েছে তা শুধুই শুরু মাত্র। ঘটনা আরো মারাত্মক দিকে মোড় নিতে পারে।"

নিকোর মাথায় হাত রেখে জেনা জিজ্ঞেস করলো, "প্রথমে আমাদের কাজ কি হবে?"

পেইন্টার ড. কামিংসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রথমে আমরা ঘটনা স্থলে যাব। খুঁজে দেখবো যদি কিছু পাওয়া যায়।"

জেনার রক্ত যেন হিম গেলো যখন সে ভাবলো ওই বিষাক্ত ফাদে আবার সে ঢুকতে যাচ্ছে। এই মাত্রই সে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আমি আবার কিসের মধ্যে নিজেকে জড়ালাম।

অধ্যায় ৭

এপ্রিল ২৮, ভোর ৩.৩৯ ইডিটি
আর্লিংটন, ভার্জিনিয়া

"আমরা সব সময় বেইসমেন্টে আটকা পড়ে যাই কেন?" মঙ্ক জিজ্ঞেস করলো।

গ্রে তার বেস্ট ফ্রেন্ড ও সহকর্মির দিকে তাকালো। তারা এখন ডারপার নতুন হেড কোয়ার্টের সাব লেভেলে যেটা ভার্জিনিয়াতে আর্লিংটনের ফাউন্ডারস স্কয়ারে অবস্থিত। তাদের সাথে রয়েছেন ড. লুসিয়াস রাফি। ক্যালিফোর্নিয়ার ওই রিসার্চের ব্যাপারে যাদের ন্যূনতম জ্ঞান রয়েছে বায়োরলজিক্যাল টেকনিক্যাল অফিসের হেড উপরের তলায় বসে টেলিফোন করে করে তাদের ঘুম ভাঙাচ্ছেন।

"তোমার ভাগ্যে সব সময়ই," গ্রে বললো, "লেখা আছে হয় গর্তে পড়ে থাকবে না হলে বেল টাওয়ারে ঝুলতে থাকবে।"

"এটা কি কোন কোয়াসিমোডো ক্র্যাক?" মঙ্ক পাশের স্টেশন থেকে চোখ রাঙ্গালো।

"আরে তুমি তো দেখি দিনে দিনে কুঁজো হয়ে যাচ্ছ।"

"ভাইরে দুটো মেয়েকে সারাদিন যদি কোলে নিয়ে রাখতে হয় যে কেউই কুঁজো হয়ে যাবে।"

তাদের দলের তৃতীয় সদস্য নিরবে কি বোর্ডে ঝড় তুলে যাচ্ছে। ওই বেইসের ফাইল ও লগসের ডিজিট্যাল ফরেনসিক এনালাইসিস করতে কেট জেসন কার্টারকে এখানে পাঠিয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে অসংখ্য তথ্য থেকে সঠিকটা খুঁজে নেয়া, ইনভেন্টরি রিকোয়েস্টগুলো, অজস্র ই মেইল এগুলো কোনটাতেও যদি কোন ক্লু পাওয়া যায়। তারা তিনজনই ডারপার মেইন ডাটা ব্যাংক ঘিরে রয়েছে। ছোট এই রুমটিতে একটি জানালা রয়েছে যা দিয়ে অপর পাশের রেফ্রিজারেটর সাইজের ব্ল্যাক মেইনফ্রেইমগুলো দেখা যায়। তিনফুট পুরু দেয়াল যে কোন ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম।

"মনে হয় কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি," জেসন বললো। তার কনুইয়ের কাছে স্টারবাক্সের খালি একটা কাপ রাখা। "আমি ড. হেস, তার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আর ক্রস রেফারেন্স হিসেবে নিওজেনেসিস দিয়ে সার্চ দিয়েছি।"

"তো, কি খুঁজে পেলে?"

"কয়েক টেরাবাইট তথ্য বেরিয়ে এসেছে এবং আরো আসছে। সবটুকু পেতে পুরো দিন লেগে যাবে তাই আমি ক্রস রেফারেন্স বদলে ভিএক্স গ্যাস দিলাম।"

"পাল্টা ব্যবস্থা স্বরূপ এই গ্যাসটাই তো বেইস থেকে ছাড়া হয়েছে?"

জেসন মাথা নাড়লো, "আমার মনে হয় ওই বিষাক্ত অর্গানিজমটা যাই হোক না কেন প্রাণঘাতি হিসেবে তৈরি করা হয়েছিলো আর এখানেই সেটা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

গ্রে আর মঙ্ক স্টেশনের দিকে এগিয়ে এসে পড়লো :

D.A.R.W.I.N

মঙ্ক বিড়বিড় করে বললো, "এটা কি?"

জেসন বললো, "এই ফাইলটা বিশাল তবে আমি প্রথম দিকটায় চোখ বুলিয়েছি। বেশিরর ভাগই ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভের কথাবার্তা। ব্রিটিশ বড় একটি দল ওই মহাদেশে গবেষণা করছিলো। প্রায় পনেরোশত বছর আগের একটি মসকে পুণরুজ্জীবিত করার কাহিনী প্রথম পেপারটিতে বর্ণনা করা আছে।"

এক্সোটিক লাইফ নিয়ে গবেষণা রত ড. হেসের মতো একজন বিজ্ঞানী কেন এতে জড়িয়ে পড়বেন গ্রে তার কারনটা বুঝতে পারলো।

"কিন্তু হিস্ট্রি লেখা সাব ফোল্ডারটা একটু দেখুন।" জেসন বললো, "আমি এটাতে ক্লিক করলাম যদি এর সাথে ড. হেসের কোন সংযোগ পাওয়া যায় সেটা খুঁজতে। দেখুন তার বদলে কি বেরিয়ে এলো।"

জেসন ফোল্ডারটিতে ক্লিক করতেই অনেকগুলো ছবি বেরিয়ে এলো। প্রথমটার নাম দেখা গেলো PIRI REIS_1513।

"আমি এই ম্যাপটা সম্পর্কে শুনেছি," গ্রে বললো। "১৫১৩ সালে টার্কিশ অভিযাত্রি এডমিরাল পিরি রেইস হরিনের চামড়ায় চার্টটি তৈরি করেছিলেন। এতে আফ্রিকা আর সাউথ আমেরিকার কোস্ট ছাড়াও এন্টার্কটিকার একেবারে উত্তর প্রান্তও চিহ্নিত আছে।"

গ্রে স্ক্রিনের নিচ অংশে কোস্ট লাইন বরাবর হাত বুলালো।

"এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে?" মঙ্ক জিজ্ঞেস করলো।

"তখনো এন্টার্কটিকা আবিষ্কৃত হয়নি অন্তত অফিসিয়ালি–পরের তিন শতক অব্দি। কিন্তু আরো রহস্যজনক ব্যাপার হলো কেউ কেউ দাবি করেন এই ম্যাপে

এন্টার্কটিকার আসল কোস্ট লাইন অংকিত আছে। যাতে বরফের চিহ্নও নেই। সর্বশেষ প্রায় ছয় হাজার বছর আগে এই কোস্ট লাইনকে বরফবিহীন অবস্থায় দেখা যায়।"

"কিন্তু এ বিষয়গুলো খুবই বিতর্কিত," জেসন বলে উঠলো। "এখানে যে জায়গাটা দেখা যায় সেটা দেখতে একদম এন্টার্কটিকার মতো নয়।"

"এর মানে কি?" মঙ্ক জিজ্ঞেস করলো। "তাহলে ম্যাপটা কি ফেইক?"

"না, ম্যাপটা ঠিকই আছে," গ্রে জবাব দিলো। "এডমিরাল মার্জিনে বিভিন্ন নোট লিখে রেখেছিলেন যে ম্যাপটা তিনি আসলে তৈরি করেছিলেন প্রাচীন কিছু চার্ট থেকে। তাই এই এন্টার্কটিকার ব্যাপারটা হয়তো ম্যাপমেইকিং কনফিউশন আর কোইনসিডেন্সের ফলে ঘটেছে।"

মঙ্ক জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে এগুলো ড. হেসের ফাইলে কেন?"

টাইপ করতে করতে উত্তরটা জেসন দিলো, "এই ম্যাপটা ও আরো কিছু ফাইল সহ ফোল্ডারটিতে ট্যাগ করা আছে যে এগুলো প্রফেসার হ্যারিংটনের কাছ থেকে পাওয়া। আমি তাকে খুঁজে বের করেছি। তিনি একজন পেইলবায়োলজিস্ট ও ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভের সাথে জড়িত।"

"পেইলবায়োলজিস্ট?" মঙ্ক জিজ্ঞেস করলো।

"এটা আর্কিওলজি আর ইভালুশনারি বায়োলজির সমন্বয়ে গঠিত একটা ডিসিপ্লিন। মনে হচ্ছে প্রায় দুই দশক ধরে তাদের মধ্যে প্রচুর ফোন কল আর ইমেইল আদান প্রদান হয়েছে। দুজনেই অস্বাভাবিক ইকোসিস্টেমে আগ্রহি।"

গ্রে বুঝলো যদি কেউ ড. হেসের রিসার্চের ব্যাপারে জেনে থাকেন তিনি হলেন হ্যারিংটন।

"উপরের তলায় ড. রাফিকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। তিনি হয়তো এই দুজনের সম্পর্কের ব্যাপারে আরো তথ্য দিতে পারেন। তুমি কি এগুলো প্রিন্ট করতে পারবে।"

জেসন টান দিয়ে একটা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ পোর্ট থেকে খুলে বললো, "আমি সবকিছুই এর মধ্যে কপি করে দিয়ে দিয়েছি। সবকিছু প্রিন্ট করতে গেলে কয়েকটা ঘন্টা লেগে যাবে। যখন আপনি ডিরেক্টরের অফিসে পৌঁছুবেন, আপনাকে শুধু তার কম্পিউটারের ফ্ল্যাশ ড্রাইভের পোর্টটা খুঁজে বের করতে হবে তারপর..."

"আমি জানি কিভাবে ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ব্যবহার করতে হয়। আমি ডাইনোসর নই।"

"দুঃখিত সে জন্য। আপনি আমার চেয়ে প্রায় বারো বছরের মতো বড় হবেন। এই ডিজিট্যাল সময়ে, এই ব্যবধান প্রায় প্লেইস্টোসিন যুগের মতোই কি না।" জেসন স্টারবাক্সের কাপের আড়ালে গিয়ে কষ্টে হাসি আটকালো।

মঙ্ক জেসনের কাঁধে চাপড় দিলো। "মনে হচ্ছে আমি ধরতে পেরেছি কেট এই ছেলের মধ্যে কি দেখেছে।"

গ্রে ড্রাইভটা পকেটে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। "ওই ফাইলগুলোতে আরো সার্চ করো।" জেসনের প্রতি গ্রের নির্দেশ। "দেখো যদি কিছু খুঁজে পাও, এই ফাঁকে আমি ডিরেক্টার রাফির সাথে কথা বলি।"

গ্রে বেইসমেন্টের ছোট হলওয়ে পেরিয়ে সিকিউরিটি এলিভেটরে ঢুকলো। তার ব্ল্যাক সিগমা কার্ডটি ঢুকালো, যাতে রূপালি রঙে গ্রিক অক্ষর ∑ অঙ্কিত আছে। কার্ডটি ডি.সি এর প্রায় সবগুলো দরজা খোলার কাজেও ব্যবহৃত হয়।

গ্রে সপ্তম ফ্লোরের জন্য বোতাম চাপলো। এলিভেটর উপরে উঠতে থাকলে গ্রে তার ফোনটি বের করলো, যদি কেনির কাছ থেকে তার বাবার কোন খবর এসে থাকে। এতক্ষণে সে সুযোগ পেয়েছে ফোন চেক করার কারণ ওই ভূগর্ভস্থ ডাটা সেন্টারে কোন সেল রিসিপশন নেই। কোন মেসেজ না থাকায় সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

এলিভেটরের দরজা খুলতেই গ্রে অন্ধকার নির্জন করিডোরের দিকে পা চালালো। দরজার বাইরে কিছু বাক্স স্তুপ করে রাখা। স্ক্যাফোল্ডিং আর পেইন্টিংয়ের ক্যানগুলো পথ রোধ করে রেখেছে। ফাউন্ডার্স স্কয়ারে কিছু ব্লক দূরে ডারপা এর পুরনো অফিস, ওখান থেকে এখনো নতুন এই অফিসে মালামাল আনা হচ্ছে। কিছু বিভাগ এখনো পুরনো বিল্ডিংয়েই রয়ে গেছে, বাকিগুলো হয় এখানে চলে এসেছে নয়তো আসার জন্য তৈরি। গ্রের মনে পড়লো দিনের বেলায় কি রকম শোরগোল থাকে আর এখন এই রাতে সবকিছুই নিরব, নিথর।

মোড় ঘুরতেই, সে খেয়াল করলো একটা দরজা খোলার শব্দ আর ভেতর থেকে ল্যাম্পলাইটের আলোও নজরে আসছে। মনে হচ্ছে ড. রাফি এই কোনার অফিসটা পেয়েছেন। গ্রে দ্রুত পা চালালো সেদিকে, কিন্তু কর্কশ কিছু একটা কানে যেতেই সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

গ্রে একটা দেয়ালের আড়ালে চলে গেলো।

দূরত্বের কারণে কিছুটা অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সেটা রাফির নয়। গ্রে তার কাঁধের হোলস্টারে রাখা SIG Sauer P226 অস্ত্রটিতে হাত রাখলো। শক্ত করে গ্রিপ চেপে ধরতেই অবিচ্ছিন্ন পপ, পপ, পপ শব্দ তার কানে গেলো।

ড. রাফির অফিসের দরজা খুলে গেলে কক্ষের আলো করিডোর অব্দি চলে এলো। গ্রে নিচু হয়ে হলওয়েতে রাখা একটা জেরক্স কপিয়ারের পেছনে লুকিয়ে রইলো। চারজন লোককে দেখা গেলো কালো ক্যামো পোশাকে, হাতে সাইলেন্সারসহ পিস্তল, তার দিকেই এগিয়ে আসছে। গ্রের পেছনের দরজাটি কয়েক ইয়ার্ড দূরে।

অনেক দূরে।

গ্রে দ্রুত হিসাব করলো। তার পিস্তলে এক ডজনের মতো .৩৫৭ বুলেট আছে। প্রতিটা গুলিই হিসাব করে খরচ করতে হবে কারণ অস্ত্রধারিরা বডি আর্মার পরিহিত। হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের হতবুদ্ধি করে দেওয়া, কেবল এই একটি সুযোগই তার আছে। নিশ্বাস স্বাভাবিক করে আক্রমণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলো। কক্ষ থেকে

সব শেষে বের হওয়া লোকটি রেডিওতে বললো, "সাবলেভেল তিনে আরো কয়েকজন আছে। সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাও। আমরা এলিভেটরে আসছি।"

জেসন আর মঙ্ক জানেও না কি বিপদ তাদের দিকে আসছে।

প্রথম দুজন তাকে পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত গ্রে অপেক্ষা করলো। তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে তারা এতোটাই মনোযোগি যে, জেরক্স মেশিনের পেছনে লুকানো গ্রেকে খেয়ালও করলো না।

গ্রে সবচেয়ে কাছের লোকটিকে পরপর দুবার মাথায় গুলি করলো। তারপর দ্রুত রাফির কক্ষের দিকে পা বাড়ালো, সেখানে আরো দুজন আছে। সবচেয়ে কাছের জনের হাটুতে গুলি করতেই লোকটি পড়ে গেলো। কিন্তু ব্যথা স্বত্তেও হাটু চেপে ধরে রেখে গুলি চালালো সে। গ্রের কানের পাশ দিয়ে চলে গেলো গুলিটি।

এরা খুবই পেশাদার মনে হচ্ছে, হয়তো আগে মিলিটারিতে ছিলো। লোকটি মেঝেতে পড়তেই গ্রে এবার গুলি করলো তার মুখে, আর সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না।

শেষ অস্ত্রধারি পিছিয়ে গিয়ে স্ক্যাফোল্ডের আড়ালে লুকিয়ে হলের দিকে উকি দিচ্ছে। গ্রে মাটিতেই শুয়ে রইলো। তার সামনে মৃত লোকটি থাকায় গুলিগুলো সব সেখানেই লাগলো।

যা করার এরা সাব লেভেল তিনে পৌঁছানোর আগেই করতে হবে। লোকটির ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে তার দলের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করছে।

কিন্তু তা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না।

গ্রে মাথা তুলে তার প্রতিপক্ষের দিকে গুলি করলো। গুলিগুলোর কোনোটি স্ক্যাফোল্ডিংয়ে আবার কোনোটি পেছনের দেয়ালে গিয়ে লাগলো। লোকটি এখনো লুকিয়ে আছে। গ্রে মেঝেতে থাকা দেহের আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

অবশেষে গ্রে তার শেষ রাউন্ডটিও ছুড়ে দিলে স্লাইড লক হয়ে গেলো।

গুলি শেষ।

ধোঁয়া বের হতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রটি তার দিকে তাক করে, প্রতিপক্ষ ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি।

গ্রে তার হাতের SIG Sauer-টা ফেলে দিলো। প্রতিপক্ষের দৃষ্টি যখন পড়ন্ত অস্ত্রটির দিকে, গ্রে এই সুযোগে তার থাইয়ের পেছনে লুকানো দ্বিতীয় অস্ত্রটির দিকে হাত বাড়ালো। এটি সে ওই ফ্লোরে পড়ে থাকা লোকটির কাছ থেকে নিয়েছে। সে দু'বার গুলি চালালো–যদিও একবারই যথেষ্ট ছিলো।

চোখ বরাবর একটি ক্লিন শট শেষ জনকেও ফ্লোরে ফেলে দিলো।

গ্রে দ্রুত পা চালিয়ে ঢুকে গেলো ড. রাফির অফিসে। ডিরেক্টরকে জীবিত দেখার আশাও সে করেনি, তবুও দেখা দরকার ছিলো। ড. রাফির দেহ চেয়ারে বসা অবস্থায় আছে। জ্যাকেট খোলা, হাত গুটানো। শার্টের ঠিক মাঝখানে রক্তের দাগ আর কপালে গোল একটি ছিদ্র।

এই নৃশংস হত্যা কান্ড দেখে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে গ্রে ডেস্কের ফোন উঠিয়ে নিলো। কিন্তু তারপর পরই দেখা গেলো ফোনের তার কেটে ফেলা হয়েছে। যদি গ্রে আরেকটি ফোন খুঁজেও পায়, সে সাববেইসমেন্টের এক্সটেনশনও জানে না। আর নিচে সেল ফোনের এক্সেস না থাকায় তার পকেটের ফোনটিও অর্থহীন।

মঙ্ক ও জেসনকে সতর্ক করার আর কোন উপায় রইলো না।

ভোর ৪.০৪

পিরি রেইসের ম্যাপটা নিয়ে ওইসব বিদগ্ধ জনের ধারণা ভুল হতে পারে। মনিটরে ঝুঁকে থাকা কাঁধ সোজা করতে করতে জেসন বললো। একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে তার নিজের এই মন্তব্যের জন্য নার্ভাসনেস কাটাতে চেষ্টা করলো যেন। কমান্ডার পিয়ার্স ও তার সাথিদের সাহসি অভিযানের কথা সে জানে আর নিজেকে কেমন যেন দলছুটও মনে হয়।

আমার সব পান্ডিত্য এই টেকনোলজিতেই।

তারপরও সে ভাবলো সে যা খুঁজে পেয়েছে সে-সবের হয়তো একটা গুরুত্ব আছে।

"তুমি কি বোঝাতে চাইছো?" হাই তুলতে তুলতে মঙ্ক জিজ্ঞেস করলো। পাশের ডেস্কের উপর পা তুলে সে বসে আছে।

"ভালো হয় বরং আপনি এটা পড়ে দেখুন।"

মঙ্ক খানিকটা বিরক্ত—বাচ্চারা সব সময়ই তাকে জাগিয়ে দেয়। সে পা নামিয়ে চেয়ার সহ জেসনের দিকে সরে আসলো। "আবার কি খুঁজে পেলে।"

"আমি ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভে ফোল্ডারের অন্যান্য হিস্টোরিকাল ম্যাপগুলো দেখছিলাম আর সাথে সাথে এগুলোর উপর লেখা প্রফেসর হ্যারিংটনের নোটগুলোও পড়ছিলাম।"

"ওই পেইল বায়োলজিস্ট।"

"ঠিক তাই," জেসন গলা পরিষ্কার করে নিলো। "এখানে আরো একজোড়া ম্যাপ আছে যেগুলো আঁকা হয়েছিলো ১৫১৩ সালে পিরি রেইসের ম্যাপ আঁকারও বিশ বছর পরে। একজনের নাম Oronteus Finaeus আর অপরজন Gerardus Mercator।"

"লক্ষ্য করুন এখানেও কিন্তু এন্টার্কটিকাকে বরফবিহীন দেখানো হয়েছে।" জেসন বললো।

"তাছাড়া হ্যারিংটনও নোট করে রেখেছেন যে ম্যাপগুলোতে আঁকা এই পর্বত শ্রেণী, তাদের চূড়াগুলো সব বর্তমানে গ্ল্যাসিয়ারের নিচে চাপা পড়ে আছে যা ষোল শতকে দেখা যাওয়ার কথা না। একইভাবে, ম্যাপগুলোতে মহাদেশটি সম্পর্কে
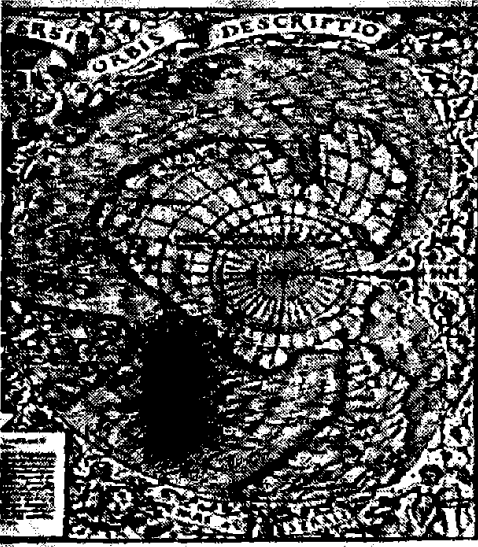
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়া আছে যেমন অ্যালেক্সান্ডার আইল্যান্ড ও ওয়েডেল সি এর কথা বলা যায়।"

মঙ্ক ভ্রু কুঁচকে বললো, "আর দুটো ম্যাপই আঁকা হয়েছে ওই মহাদেশটি অফিসিয়ালি আবিষ্ক...ত হওয়ারও কয়েক শতক পূর্বে।"

জেসন মাথা নাড়লো, "আর এন্টার্কটিকার কোস্ট লাইন বরফবিহীন থাকারও কয়েক হাজার বছর পরে। ১৭৩৯ সালে Buache নামের এক ফ্রেঞ্চ কার্টোগ্রাফারের আঁকা একটি ম্যাপও রয়েছে।"

CARTE
DES TERRES AUSTRALES
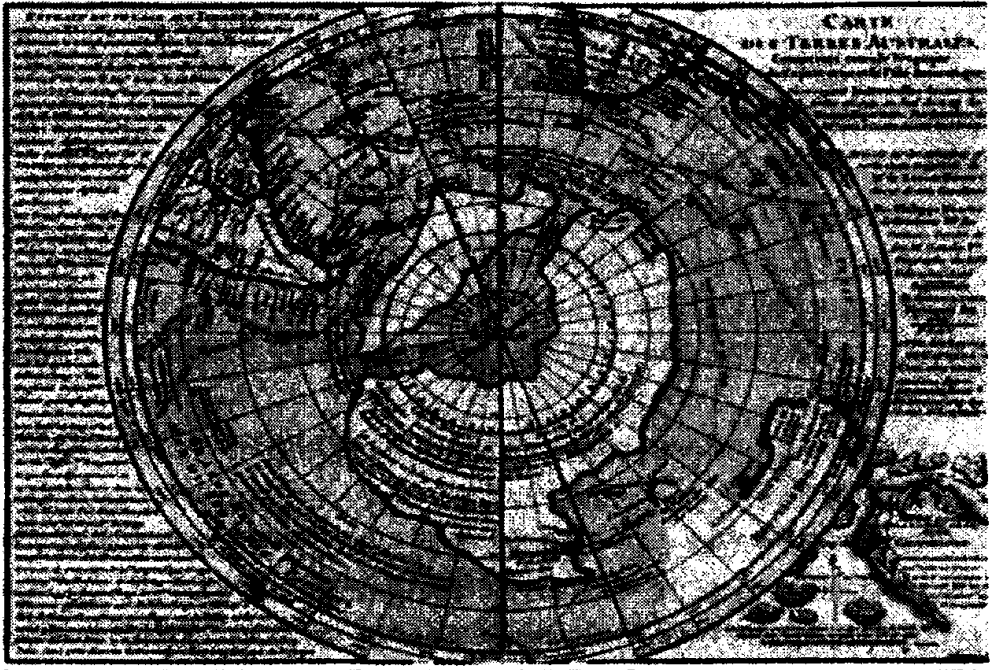
"দেখুন এই চার্টে এন্টার্কটিকাকে দুটি আলাদা ভূখন্ড হিসেবে দেখানো হয়েছে যাদের মাঝামাঝি রয়েছে একটি সাগর অথবা নদীও হতে পারে। এবং এটাই সঠিক। সমগ্র এন্টার্কটিকাকে একটি ভূখন্ড হিসেবে ভাবুন, এবার এটা থেকে বরফ সরিয়ে নিলে দেখা যাবে জায়গাটা আসলে একটি পর্বতবিশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জের মতো যা কিনা লেসার এন্টার্কটিকা ও গ্রেটার এন্টার্কটিকা এই দু'ভাগে বিভক্ত। ১৯৬৮ ইউএস এয়ার ফোর্স কর্তৃক সিসমিক ম্যাপ করার আগ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানাই যায়নি।"

"আর এই ম্যাপটা আঠারো শতকের।"

"ঠিক তাই।" জেসন তার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা গোপন করতে পারলো না।

"কিন্তু এগুলোর সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় ড. হেসের গবেষণার কি সম্পর্ক?"

প্রশ্নটি জেসনের উত্তেজনাকে দমিয়ে দিলো।

"আমি ঠিক জানি না। কিন্তু এই ফোল্ডারে প্রফেসর হ্যারিংটনের আরো অনেক কিছুই রয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সময়কার কিছু ফাইল আছে। অনেকগুলোই খুব বেশি এডিট করা হয়েছে। সবগুলো পড়ার জন্য আমার সময় দরকার।"

"মনে হচ্ছে সিগমা কমান্ডে ফিরে যাওয়ার পর তোমার ড্রাম খানিক কফি লাগবে।"

কিন্তু এই কথাটা জেসনের পছন্দ হলো না। "আমার মনে হয় রহস্যটা যখন এন্টার্কটিকাকে ঘিরে, তখন অন্য কারো চেয়ে আমাকে নেয়াই যুক্তিযুক্ত।"

মঙ্ক কঠিনভাবে তাকালো, "এর মানে কি?"

"কেট...মানে ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট...কখনো বলেননি আপনাকে?"

"এমন অনেক কিছুই আছে যা আমার স্ত্রী আমাকে বলে না। বেশির ভাগই আমার ভালোর জন্য।" মঙ্ক একটি আঙুল জেসনের দিকে তুলে বললো, "অতএব, ঝেড়ে কাশো বাছা।"

তার দিকে উঠানো আঙুলটির দিকে জেসন তাকালো। লক্ষ্য করলো হাতটা একটু যেন অন্যরকম। এটা প্রস্থেটিক, হাতের পেছনটায় এমনকি আঙুলের উপরও হালকা লোম থাকায় এটাতে আশ্চর্য রকম একটা জীবন্ত ভাব চলে এসেছে। জেসন জানে মঙ্ক কিভাবে তার হাত হারিয়েছে, আর এতে লোকটার প্রতি শ্রদ্ধাও যেন অনেক বেড়ে গেছে। এই আশ্চর্য বায়োইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হাতটি ডারপা প্রতিস্থাপন করে দিয়েছে। এতে আছে অ্যাডভান্স ম্যাকানিক্স আর অ্যাকচুয়েটরস যা সেন্সরি ফিডব্যাক এবং সার্জিক্যালি নিখুঁত নড়াচড়া নিশ্চিত করে। তাছাড়া জেসন আরো শুনেছে যে মঙ্ক তার এই হাতটি খুলে তার কব্জিতে লাগানো টাইটেনিয়াম কাফের কন্ট্যাক পয়েন্ট দিয়ে দূর থেকেই নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

জেসনের আশা কোন একদিন সে হয়তো মঙ্ককে তা করতে দেখবে।

"তোমার যদি দেখা শেষ হয়ে থাকে..." মঙ্ক তাকে সতর্ক করে দিলো।

"দুঃখিত।"

"তুমি বলছিলে যে এন্টার্কটিকার সাথে তোমার কি যেন সম্পর্ক আছে।"

"আমি সেখানে থাকতাম একসময়, কিন্তু সেটা অনেকদিন আগের কথা। আমার মা, সৎ বাবা আর আমার বোন এখনো ওখানেই আছেন...ম্যাক মারডো স্টেশনের কাছে।"

মঙ্ক বাঁকা চোখে তার দিকে তাকালো, মনে হচ্ছে কাহিনী এখানেই শেষ নয়, কিন্তু সে আর কথা বাড়ালো না। "তাহলে তোমার যা ব্যাকগ্রাউন্ড, মনে হচ্ছে হ্যারিংটনের ইন্টারভিউ তোমারই নেয়া উচিত। দেখো ওই ব্রিটিশ ভদ্রলোক কি জানেন।"

জেসন যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠতে চাইলো। সবসময়ই সে চাইতো যে সে কোন এক দিন ফিল্ড-ওয়ার্ক করবে। এই মাদার বোর্ড, লজিক সার্কিট আর কোড ভাঙার এলগরিদম থেকে মুক্তি পেতে যে কোন কিছু।

হলওয়ে থেকে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ ভেসে আসলো।

মঙ্ক দাঁড়িয়ে গেলো।

জেসন তার দিকে তাকিয়ে বললো, "মনে হচ্ছে কমান্ডার পিয়ার্স ফিরে আসছেন।"

আশা করছি তিনি রোমাঞ্চকর কিছু নিয়ে ফিরছেন, এই ম্যাপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া।

"এই ছেলে তোমার কি কোন সাইড আর্ম আছে?"

এখন সে খেয়াল করলো তার সঙ্গি কি রকম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

"না," কোন রকমে চি চি করে জেসন বললো।

"আমারও নেই, কিন্তু শব্দটা এলিভেটর থেকে নয় বরং সিঁড়ির কাছের দরজা থেকে এসেছে। মনে হয় না এই ভোর বেলায় গ্রের ব্যায়াম করার দরকার পড়েছে।"

কংক্রিটের মেঝেতে অনেকগুলো ভারি বুটের আওয়াজ পাওয়া গেলো।

মঙ্ক জেসনের দিকে ঘুরলো, তার দৃষ্টি অত্যন্ত গম্ভির। "যে কোন ধরনের ব্রাইট আইডিয়া সাদরে গ্রহণ করা হবে।"

ভোর ৪.০৬

গ্রে জানে প্রতিটা সেকেন্ড এখন দামি তাই সে দ্রুত কাজ শুরু করলো।

সাত নাম্বার ফ্লোরের হলওয়ে দিয়ে আসার সময় সে কিছু ম্যাগ্যাজিন উঠিয়ে এনেছে মৃত লোকগুলোর কাছ থেকে, চেক করে নিতে হয়েছে আবার সেগুলো তার হাতে ধরা অস্ত্রটির সাথে ম্যাচ করে কিনা। সে জানে না নিচে ঠিক কতো জন রয়েছে। কিন্তু সে কোন সুযোগ নিতে চাইলো না। অস্ত্র যুদ্ধে জীবন ও মৃত্যুর মাঝে পার্থক্য হলো মাত্র একটি বুলেট।

আমি এখন নিচে যাচ্ছি। গ্রে জানালো। সেল ফোনটি তার কাধ দিয়ে কানের সাথে চেপে ধরা। ড. রাফিকে মৃত পাওয়ার পর সে দ্রুত সিগমায় ফোন করেছিলো সাহায্যের জন্য।

"যত দ্রুত সম্ভব আমি তোমাদের কাছে ইউনিট পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।" কেটের কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্নতা। যদিও তার স্বামীও বিপদে আছে তবুও সে শান্ত রইলো। "সাবধানে থেকো।"

"যতটুকু সাবধানে থাকা দরকার আমি থাকবো।"

করিডোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ায় সে ফোনটি রেখে দিলো। একটু থেমে একটা হাতুড়ি তুলে নিলো কন্স্ট্রাকশন ওয়ার্কারদের টুল বক্স থেকে। কেটের চেষ্টা স্বত্তেও সাহায্য এসে পৌছাতে অনেকক্ষণ লেগে যাবে।

ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

গ্রে দেয়ালের ফায়ার এলার্মের কাছে গিয়ে লাল লিভারটা নিচে নামিয়ে দিলো। তার উদ্দেশ্য শত্রুকে একটু ভড়কে দেয়া। হয়তো তারা ভয় পেয়ে পালাবে। কিন্তু উল্টোটাও হতে পারে। তারা হয়তো তাড়াহুড়ো করে অপ্রয়োজনীয় কোন ক্ষতি করে বসতে পারে।

কিন্তু এই শোরগোলটা তার অবস্থান লুকাতে সাহায্য করবে।

সিড়িতে পাহারা থাকতে পারে, তাই সে এলিভেটরের দিকে এগোলো। যে অংশটা দিয়ে এখানে এসেছিলো সেখানে ঢুকে নিচে যাওয়ার বাটনগুলোর একটায় চাপলো। একটা ফ্লোরের অর্ধেক নামতেই সে স্টপ বাটন চাপলো থামার জন্য। অর্ধেক ফ্লোরে থামার জন্য একটা সাউন্ড শোনা গেলো এলিভেটরের মধ্যে। কিন্তু বাইরের ফায়ার এলার্মের শোরগোলে তা হারিয়ে গেলো।

হাতুড়ির চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে সে ভেতরের দরজাটি খুলে ফেলায় আশানুযায়ী ষষ্ঠ ফ্লোরের দরজার উপরের অংশটা দেখলো গ্রে। ল্যাচের সাহায্যে ম্যানুয়্যালি দরজাটি খুলে সে বাইরে চলে আসলো। তারপর তাড়াতাড়ি করে খোলা দরজার ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে চলে গেলো এলিভেটরের ঠিক নিচে।

তার নিচে গভির খাদ।

গ্রের মাথার ঠিক উপরেই এলিভেটরটি। সে এবার হাত বাড়ালো তার বা পাশের ইমার্জেন্সি সিড়ির দিকে। সিড়িতে পৌছাতেই সিড়ির ধাপে পা না দিয়ে স্লাইড করেই নামতে থাকলো। হাত আর পা কে ব্রেক হিসেবে ব্যবহার করলো প্রতি ফ্লোর পেরিয়ে যাওয়ায় সময়। এভাবে প্রায় বিশ সেকেন্ড পর সে L 3 লেখা সাববেইসমেন্টের দরজায় পৌছে গেলো।

এক হাত দিয়ে ঝুলে থেকে সে দরজা খুলে ফেললো ল্যাচের সাহায্যে। সাথে সাথে গ্রে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসলো। হাটুতে স্কিড সোজা চলে গেলো সিড়ির মুখের দরজাটির সামনে। সে যেমনটি ভেবেছিলো, সিড়ির গোড়ায় পথ রোধ করে একজন অস্ত্রধারি পাহারারত।

গ্রে ইতোমধ্যেই তার কুড়িয়ে আনা পিস্তলটি বের করে ফেলেছে। এটাতে এখনো একটা সাইল্যান্সার লাগানো আছে। সে লোকটির মাথায় গুলি করলো। কেবল কাশি মতো একটা শব্দ করলো গুলিটা। তারপর দ্রুত ডাটা সেন্টারের হলের দিকে অস্ত্র তাক করলো। রাগান্বিত কণ্ঠস্বরের সাথে কিছু ছায়ার নড়া চড়াও দেখা গেলো সেখানে।

"হয়তো এখানে কেউ ছিলোই না।" একজন আততায়ী ক্রুদ্ধ স্বরে বলছে। "হয়তো ওই লোকটি মারা যাওয়ার আগে মিথ্যা কথা বলেছে।" গ্রে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। তাহলে মঙ্ক আর জেসনকে খুঁজে পায়নি। হয়তো তারা ইতোমধ্যেই উপরের তলায় উঠে গেছে। কিন্তু তাকে নিশ্চিত হতে হবে। বিশেষ করে একটা ক্রুদ্ধ আদেশ শোনার পরে

"আমাদের হাতে একদমই সময় নেই।"

"কাজ শেষ। সার্ভারে ওয়ার্মটা ছেড়ে দিয়েছি। এটা এখানের সব ফাইল ডিলিট করে ফেলবে এমনকি অন্যকোথাও যদি ব্যাকআপ ফাইল রাখা থাকে সেগুলোও।"

"তাহলে শেষ চার্জগুলো সেট করো আর বেরিয়ে পড়ো এখান থেকে।"

ফায়ার এলার্ম এখনো বেজে চলছে। গ্রে হলওয়ে দিয়ে ডাটা সেন্টারের খোলা দরজার দিকে অগ্রসর হলো। এক ঝলকে ভিতরটা দেখেই পিছিয়ে এলো সে।

চারজন।

তারা সবাই জানালা দিয়ে পাশের রুমের মেইনফ্রেইমগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

সেখানে নিশ্চয়ই আরো কয়েক জন আছে যারা কিনা শেষ চার্জগুলো সেট করছে।

তাহলে তাদের মিশনটা ছিলো সার্ভারগুলো ধ্বংস করে দেয়া। উপরের তলায় লুসিয়াস রাফির কথা মনে পড়লো। নিশ্চয়ই এই বিল্ডিংয়ে অনেক গার্ড ছিলো আর তাদেরও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে। ডিরেক্টর ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিলেন। নাকি তার হত্যাও অ্যাসল্ট টিমের আরেকটি লক্ষ্য ছিলো? ঘন্টা খানেক আগে পেইন্টার তাকে বলেছিলেন যে ক্যালিফোর্নিয়ায় ওই ঘটনার একমাত্র সাক্ষিকেও মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আক্রমণও কি সেই চেষ্টারই অংশ? ওই ঘটনার সব সূত্র মুছে দেয়াই কি তাদের উদ্দেশ্য?

জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু এই দলনেতার ব্রিটিশ উচ্চারণ খানিকটা আশা যোগাচ্ছে। তার মনে পড়লো ড. হেসের গবেষণার সাথে একটি ব্রিটিশ গবেষক দলের কাজের কি যেন একটা যোগসূত্র জেসন খুঁজে পেয়েছিলো।

এটা দৈব কোন ঘটনা হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

"কাজ শেষ।" সার্ভার রুম থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"সবাই ফিরে চলো," দলনেতাটি বললো। "দ্রুত যদি না এখানে চাপা পড়ে থাকতে চাও।"

গ্রে দরজার পাশে একটা ট্র্যাশ ক্যানের পাশে অর্ধেক লুকায়িত অবস্থায় আছে। যদিও একে আড়ালে থাকা বলা যায় না, তবুও গ্রে আশা করলো তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যাবার সময় তার দিকে খেয়াল করবে না।

সে যেমনটা আশা করেছিলো, লোকগুলো তেমনিভাবে দ্রুত কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে হলওয়ে দিয়ে সোজা সিঁড়ির কাছে চলে গেলো। সেখানে তখনো পাহারারত লোকটার মৃতদেহ পড়ে ছিলো।

গ্রের হাতে একদমই সময় নেই।

সর্বশেষ ব্যক্তিটি বেরিয়ে যাবার পর সে ডাটা সেন্টারে ঢুকে কালো সিগমা কার্ডটি দিয়ে দরজাটা ভেতর দিক থেকে বন্ধ করে দিলো।

বাইরে হলওয়ে থেকে চিৎকার ভেসে এলো।

করিডোরে একটা ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠতেই দেখা গেলো মৃত লোকটিকে ঘিরে একটা জটলা তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে লম্বা লোকটি–চওড়া কাঁধ আর খোদাই করা চেহারায় যেন অভিজাত ভাবভঙ্গি–ঘুরে গ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো। পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো তারা।

দলের অন্য একজন তার কাঁধে হাত রেখে ঘড়ি দেখালো। গ্রেকে রুমের বাইরে নিয়ে আসার সময় তাদের কাছে নেই। সাহায্যকারী টিমও প্রায় নাকের ডগায় চলে এসেছে আর সেট করা চার্জগুলোও বিস্ফোরিত হতে চলেছে।

নিরবে গর্জাতে গর্জাতে লোকটি তার টিমের বাকি সবাইকে নিয়ে উপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে পালিয়ে গেলো।

গ্রে ঘুরে সার্ভার ফার্মের দরজাটা খুলে ফেললো। একটি ধাতব মই অর্ধেক অব্দি নামানো যেটা ওই এয়ার কন্ডিশনড রুমে পৌঁছে গেছে। গ্রে জায়গায় থেকেই ব্ল্যাক মেইনফ্রেইমের লম্বা সারিতে কিছু একটা খুঁজতে লাগলো। সে লক্ষ্য করলো C4-এর প্যাকেজগুলো সামনের র্যাকেই সেট করা হয়েছে। সবগুলোতেই ৯০ সেকেন্ড কাউন্ট ডাউন জ্বলজ্বল করছে।

সে চিৎকার করে ডাকলো। "মঙ্ক! জেসন!"

পেছনের সারিতে, বিশালাকার রেফ্রিজারেটর সাইজের একটি মেইফ্রেইমের দরজা খুলে মঙ্ক আর জেসন বেরিয়ে আসলো সেখান থেকে।

থ্যাঙ্ক গড...

গ্রে হাত নাড়লো। "বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

সার্ভারের সারির ফাঁক ফোঁকর দিয়ে তারা সবাই দৌড়াতে লাগলো। ডাটা সেন্টার রুমে যাওয়ার ধাতব মই বেয়ে সেখানে পৌছাতেই গ্রে তার কার্ড দিয়ে হলওয়েতে যাওয়ার দরজা খুলে দিলো।

মঙ্ক জেসনের পিঠে চাপড় দিয়ে বললো, "এই ছেলে, চিন্তা-ভাবনা আরো দ্রুত করতে হবে।"

জেসন খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো। "সার্ভার ফার্মগুলো সাধারণত একটু বড় করেই তৈরি-করা হয়।" সে ব্যাখ্যা করলো, "বাড়তি অংশে কিছু খালি ফাঁক রাখা হয় ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের জন্য। মনে হয়েছিলো ডারপাও এরকমই করবে।

গ্রে সিঁড়ির দিকটা দেখিয়ে সেদিকে ছুটে গেলো, "এদিকে।"

সিঁড়ির গোঁড়ার দরজায় পৌঁছে কেবল রক্ত দেখা গেলো মৃত দেহটি সেখানে নেই।

"মনে হচ্ছে আমাদের কাছে আসার সময় তোমার সামান্য সমস্যা হয়েছিলো," রক্ত দেখে মঙ্ক মন্তব্য করলো।

"উপরের তলায় আরো লোক ছিলো। তারা ড. রাফিফে মেরে ফেলেছে।"

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে মঙ্ক মনে মনে গালি দিলো, "কোন ধারণা পেয়েছো, তারা কে হতে পারে? নিচের মৃতদেহটি নিয়ে গেছে, কিন্তু আরো চারটা মৃতদেহ সপ্তম ফ্লোরে পড়ে আছে। হয়তো তাদের পরিচয় বের করা যাবে।"

সেটা একটা 'যদি'র উপর নির্ভর করে, যদি এই বিল্ডিংটা বিস্ফোরণের পরও টিকে থাকে।

তারা গ্রাউন্ড ফ্লোরের লবি বরাবর ছুটে গেলো। গ্রে দেখলো এই বিল্ডিংয়েরই এক সিকিউরিটি গার্ড তার ডেস্কের পেছনে ঢলে পড়ছে। নতুন করে যেন প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো সে। অ্যাসল্ট টিমের দলনেতার চেহারা তার মনে ভেসে উঠলো। নিরবে সে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করে গেছে।

কিন্তু সেজন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে।

গ্রে সবাইকে নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে সোজা খোলা উঠানে চলে এলো। তারা নর্থ র‍্যানডলফ স্ট্রিটের সাইডওয়াকে পৌঁছাতেই বিস্ফোরণের বিকট শব্দ পাওয়া গেলো, মাটিও হালকা দুলে উঠলো। ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো আশে পাশের কয়েকটি বিল্ডিংয়ের জানালার কাঁচ। কিছুক্ষণ পর কালো ধোঁয়া পাঁক খেয়ে ছড়িয়ে পড়লো রাতের আকাশে।

দূর থেকে,তাদের দিকে ছুটে আসা সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসলো।

মঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "ডারপার দ্রুত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।"

গ্রে সবাইকে নিয়ে একপাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিলো ইমার্জেন্সি ক্রুদের। সে সিগমা কমান্ডে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু তার চেয়েও কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা বেশি জরুরি।

এই টিম কে পাঠিয়েছে...আর কেনই বা পাঠিয়েছে?

অধ্যায় ৮

এপ্রিল ২৮, ভোর ৬.০২ পিডিটি
সিয়েরা নেভাদা মাউন্টেইনস, ক্যালিফোর্নিয়া

আমার মনে হয় আমি ঠিক কাজটিই করছি...

বিস্ফোরণস্থলে বেশ দূরের র্যালি পয়েন্টে টাঙানো তাবুতে জেনা দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যোদয়ের ফলে তাবুর পূর্ব দিকের অর্ধ স্বচ্ছ দেয়াল উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাবুর ভেতরটায় অ্যাসিডিক কেমিক্যাল আর মানুষের ঘামের দুর্গন্ধে একাকার।

চেহারা দেখে জেনার মনের অস্থিরতা বোধহয় কিছুটা বোঝা যাচ্ছে, কারণ ড. কামিংস...লিসা তার দিকে এগিয়ে এলো। তারা উভয়েই এক খন্ডের টাইভেক স্যুট পরে আছে, বলা হয়ে থাকে বেশিরভাগ কেমিক্যালের জন্য এটা অভেদ্য।

অন্ততপক্ষে আমি তাই আশা করছি।

অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে হাতার শেষ প্রান্ত আর গ্লাভসের মধ্যকার অংশটুকুও টেপ দিয়ে সিল করে দিতে বলা হয়েছে।

ভালো দেখাচ্ছে তাকে দেখে লিসা বললো, "পরের লেয়ারটা পরার সময় আমি তোমায় সাহায্য করবো।"

"ধন্যবাদ।"

একটা রোলিং র‍্যাকে কিছু উজ্জ্বল লাল রঙের এনক্যাপসুলেশন স্যুট ঝোলানো রয়েছে। এই দ্বিতীয় স্যুটটি তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তারা এয়ার মাস্কের সাহায্যে নিঃশ্বাস নেবে আর অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা কাঁধে ঝোলানো থাকবে।

তারা দুজন একে অপরকে সাহায্য করলো স্যুটটি পরতে। স্যুটটা পরা শেষে মাস্কটা মুখে আঁটা মাত্রই তার কেমন যেন হাঁসফাঁস করতে লাগলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগলো, যদি ব্যাপারটা লুকানো যায়। দেখে মনে হচ্ছে সে যেন তার অক্সিজেন ট্যাঙ্কের ওজনটা বোঝার চেষ্টা করছে।

"ক্যাট ওয়াক হচ্ছে দেখছি।" কণ্ঠটি এয়ার মাস্কে লাগানো ভয়েস-অ্যাকচ্যুয়েটেড রেডিও থেকে আসছে।

সে ঘুরে তাকাতেই গানারি সার্জেন্ট ড্রেইক তাকে স্যালুট করলো। সে-ও এইরকম স্যুট অন্যভাবে যেটাকে বানি স্যুটও বলা যায়, সেটা পরে আছে।

"কেন নয়?" সে জবাব দিলো, "বিশেষ করে এরকম একটা উচ্চমার্গের ফ্যাশন যখন গায়ে আছে।"

হাল্কাভাবে বলতে চেষ্টা করলেও তার গলাটা তার নিজের কাছেই কেমন বিষাদময় মনে হলো।

"তোমার কিচ্ছু হবে না।" কাছাকাছি এসে কাঁধে হাত রেখে ড্রেইক বললো।

ভেতরে ভেতরে সে যেন ভেঙে পড়ছে।

"স্যুটগুলো দেখে যতটা মনে হয় আসলে তা চেয়ে অনেক বেশি মজবুত।" লিসা তাকে নিশ্চয়তা দিলো।

এই মহিলার ভাই জশ তার পেছেনে দাঁড়ানো, তার গায়েও এই স্যুট। এই অভিযানে আরো দুজন মেরিন অংশ নেবে, কিন্তু নার্ভাসনেসের কারণে সে তাদের নাম পর্যন্ত ভুলে বসে আছে।

রেডিওতে এবার কিছু গুঞ্জন তারপর একটা নতুন কণ্ঠ শোনা গেলো। "তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রান্সপোর্ট তৈরি।"

এটা ডিরেক্টার ক্রোর কণ্ঠ ছিলো। দশ মাইল দূরের মেরিন বেইসে বসে তিনি এই মিশনে নজরদারির সাথে সাথে এই এলাকায় ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমগুলোরও সমন্বয় করছে।

তার আরেকটা দায়িত্ব অবশ্য আছে–খুবই গুরুত্বপুর্ণ–সেটা হলো নিকোর দেখাশোনা করা।

জেনা ইতোমধ্যেই নিকোকে মিস করা শুরু করেছে। নিকোর অনুপস্থিতি তাকে যেন আরো অস্থির করে তুলছে, কুকুরের জন্য কেউই বায়োহ্যাজার্ড স্যুট তৈরি করে না।

"ক্যামেরার ভিডিও ফিড কেমন?" লিসা তার চেহারার সামনে হাত নেড়ে জানতে চাইলো।

"নিখুঁত," পেইন্টার জবাব দিলো। "স্যাটেলাইট সংযোগের সাহায্যে আমি তোমাদের উপর নজর রাখবো। সুতরাং সাবধানে থাকবে। প্রোটোকলগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে আর কোন ধরনের অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেবে না।"

"জি, আব্বাজান।" জশ বিড়বিড় করে বললেও রেডিওতে তা স্পষ্টই শোনা গেলো।

পেইন্টার জশের কথায় পাত্তা না দিয়ে বলে চললো, "বিস্ফোরণ স্থল এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল দেখা যাচ্ছে। আর কোন বিপদ ওখানে ঘাপটি মেরে আছে কিনা আমরা এখনো জানি না।"

জেনা তাবুর অর্ধ স্বচ্ছ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ওই জায়গাটার কথা ভাবছে। কোয়ারেন্টাইন বর্ডার মাইল খানেক দূরে। গত কয়েক ঘন্টায়, বিষাক্ত গ্যাসটি সর্বোচ্চ যতটুকু ছড়াতে পারে, ততটুকু ছড়িয়ে মাটিতে মিশে আছে। কেমিক্যাল মনিটরিং স্টেশন এলাকাটি বৃত্তাকারে চিহ্নিত করে, পর্যবেক্ষণ করছে সেখান থেকে দমকা বাতাস কিংবা ধুলোবালি উড়ে আসছে কি না।

তাদের গন্তব্য বিস্ফোরণ স্থলের গ্রাউন্ড জিরো যেটা এখান থেকে বিশ মাইল দূরে।

এখন পর্যন্ত কেউই জানে না যে কন্টেইনমেন্ট ভেঙে যাই বের হয়ে থাকুক না কেন সেটা নিষ্ক্রিয় হয়েছে কিনা। বিস্ফোরণের তাপ আর ওই বিষাক্ত ধোঁয়ায়ও বেঁচে

থাকতে পারে এমন একটা কিছুর কল্পনা করে জেনা তার স্যুটের ভেতরেই কেঁপে উঠলো।

তাদের মিশনটা এক অর্থে সাধাসিধেই বলা যায় : নমুনা সংগ্রহ, কতোটুকু ক্ষতি হয়েছে সেটা জরিপ করা আর কি ঘটেছিলো তার সূত্র অনুসন্ধান।

পেইন্টার অবশ্য তাকে মেরিন বেইসে তার পাশে থেকে এই অভিযান পর্যবেক্ষণের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে সব সময়ই মাঠকর্মি টাইপের মেয়ে। এ কারণেই সে পার্ক রেঞ্জার্সে যোগ দিয়েছিলো, তার হাত নোংরা করতে।

সে আরেকটা কারণে এখানে আসার জন্য জোরাজুরি করেছে। একটা ব্যাপার যা তাকে প্রায় সারা রাত ভাবিয়ে রেখেছে যদি আমি বেইসে আরেকটু আগে পৌঁছাতাম তাহলে...

আমি ওটা রুখতে কি কিছু করতে পারতাম?

হয়তোবা এটা বোকার মতো ভাবনা, বাস্তবতার চেয়ে একধরনের অহংকারই এতে বেশি প্রতিফলিত হয়, তবুও সে এটা বর্জন করতে পারে নি। আইনের শাসন বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একজন পার্ক রেঞ্জার্স হিসেবে সে এই তদন্তে সাইড লাইনে বসে থাকতে পারে না।

অন্তত তার নিজের ঘরের মাঠে তো নয়ই।

তো ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ ড্রেইক পথ দেখাতে দেখাতে বললো, "চলুন উঠে পড়া যাক।"

কাঁধের ট্যাঙ্কটির ভারসাম্য রক্ষা করে সে অন্য সবার সাথে উঠে দাঁড়ালো। ইতোমধ্যেই ট্যাঙ্কটা খানিকটা গরম হয়ে উঠেছে। তারা এমনভাবে তাবুর বাইরে বেরিয়ে এলো যেন একদল মহাকাশচারি অন্য কোন গ্রহের মাটিতে পা রাখছে। জেনার মনে পড়লো গতকালই একজন ট্যুরিস্ট বলছিলো যে মনো লেক দেখতে অনেকটা মঙ্গল গ্রহের ভূ পৃষ্ঠের মতো।

আর আমি এখন এখানে...তার কথাটাই যেন প্রমাণ করছি।

হট জোনে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা মিলিটারি হামার দাঁড়ানো। এই যানটিকে সৈন্যদের পরিবহণের উপযুক্ত করে প্রস্তুত করা হয়েছে। এর সামনে একটা ক্রু ক্যাব আর পেছনে বেঞ্চের মতো সিট। তাদের সাথের আর্মি একজন মেরিনের নাম হলো ল্যান্স কর্পোরাল স্মিট, গাড়িতে উঠতে উঠতে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো। বাকিদের পেছনে নিয়ে যাওয়া হলো।

সবাই সিটে বসে গেলে ড্রেইক ক্যাবে তার গ্লাভস পরা হাত দিয়ে চাপড় দিয়ে বললো, "চলো যাওয়া যাক, স্মিটি।"

কাশির মতো শব্দ করে ইঞ্জিন চালু হলো। তারা কোয়ারেনটাইন জোনের দিকে এগিয়ে চললো। জেনা বারবার দেখছে যে তার স্যুটের কোন জিপার খোলা রয়ে গেলো কিনা।

পাশে বসা লিসা বললো, "এতো দুশ্চিন্তা কোরো না। ওই বিষাক্ত ধোঁয়া এতক্ষণে হাল্কা হয়ে গেছে আর এটা তার কার্যকারিতাও হারাচ্ছে।"

তবুও জেনা স্বস্তি পাচ্ছে না, বিশেষ করে টায়ারের কারণে উড়ন্ত ধুলো দেখার পর। এমনকি অক্সিজেন বাঁচানোর জন্য নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতেও তার বেগ পেতে হচ্ছে।

কয়েক মিনিট পর ল্যান্স কর্পোরাল স্মিট হর্ন বাজিয়ে, হাতটা জানালার বাইরে বের করে কিছু একটা দেখাতে চাইলো।

কোমর সমান উচ্চতার যে সিলিন্ডারগুলো সেট করা হয়েছে–কেমিক্যাল মনিটরিংয়ের জন্য–রাস্তার পাশে তারই একটা দেখা গেলো। এতে উপর থেকে বের লম্বা এন্টেনার সাথে রয়েছে বাতাসের গতি মাপার জন্য তিন কাপবিশিষ্ট একটি অ্যানেমোমিটার। সৌভাগ্যক্রমে ছোট কাপগুলো এখনো স্থির আছে।

গাড়ি মার্কারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ড্রেইক চোখ ঘুরিয়ে দেখে বললো, "নির্মল বাতাসকে বিদায় জানাতে পারো, সাথিরা।"

তারা হট জোনে প্রবেশ করছিলো।

রাস্তা একেঁবেকেঁ ঝোপঝাড়বিশিষ্ট পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠে গিয়েছে। জেফ্রি পাইন গাছের কারণে দৃষ্টি মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়। প্রথমটায় দেখে সবকিছুই ঠিকঠাকই মনে হয়, যেন আরেকটা স্বাভাবিক পাহাড় ভ্রমণ। কিন্তু তারপরই রাস্তার পাশে একটা হরিণ দেখা গেলো। এটা তার পাঁজরের উপর ভড় করে শুয়ে আছে, খিঁচুনির ফলে ঘাড়টা বেঁকে গেছে আর সবশেষে তার নরম ঠোটের মাঝ দিয়ে গোলাপী জিহ্বাটি বেরিয়ে পড়লো।

জেনা আতংকগ্রস্ত হয়ে অন্য দিকে তাকালো। কিন্তু পরের এক মাইলের মধ্যেও চারপাশের কোন দিকেই তাকানো জো ছিলো না। এই বেসিনের বন্যপ্রাণীরা যেন লাজুক প্রকৃতির ছিলো, সহজেই দেখা যায় না, বিশেষ করে দিনের বেলায়। কিন্তু এই বিস্ফোরণ, ধোঁয়া আর বিষাক্ত হয়ে উঠা এই আবহাওয়া মনে হচ্ছে সবাইকে তাদের আস্তানার বাইরে নিয়ে এসেছে।

শীঘ্রই তাদের টায়ারের নিচে পড়তে লাগলো সিগালের দুমড়ানো দেহ, রক রেন পাখি আর মাটিতে থাকা কাঠবিড়ালি। আর পুরো রাস্তা জুড়েই যেন পশমওয়ালা কটনটেইল আর জ্যাকর‍্যাবিট বিছিয়ে আছে। দূরে একপাল মরা হরিণ দেখা যাচ্ছে। আশেপাশের কোথাও একটা বিরল প্রজাতির বড় শিংওয়ালা ভেড়া তার সামনের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে ওটার শিং জড়িয়ে গেলো একটা ঝোপের মাঝে।

জেনার গাল বেয়ে অশ্রু পড়ছে। কিন্তু মোছারও কোন উপায় নেই। একজন পার্ক রেঞ্জার হওয়া স্বত্তেও তার ধারণা ছিলো না যে এই পাহাড়ে এতো প্রাণী আছে।

এখন সবগুলো মৃত।

প্রতি মাইলে ট্রাকটা একটা বিরতি নিচ্ছে। ড্রেইক মাটির স্যাম্পল নিচ্ছে আর

লিসা মৃত প্রাণীগুলোর লোম ও টিস্যু সংগ্রহ করছে। একটা কালো ভালুক থেকে রক্তের নমুনা নিতে জেনা লিসাকে সাহায্য করলো। দুর্ভাগ্যবশত, গলার কাছের ধমনির জন্য ভালুকটাকে পাশ ফেরাতেই দেখা গেলো একটা ভালুক শাবক তার মায়ের বিশাল দেহের নিচে চাপা পড়ে আছে।

এটা দেখে লিসা উঠে দাঁড়ালো। "অনেক হয়েছে," সে বললো, "অনেক হয়েছে।"

পরবর্তি প্রতি মাইলে তাদের মধ্যে মৃত্যুর মতো নিরবতা বাড়তে লাগলো, শুধু তাদের নিশ্বাসের শব্দ, গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন আর টায়ারে মৃত জীবজন্তুগুলো মাড়ানোর শব্দ পাওয়া গেলো।

তারা যখন ঘটনাস্থল থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে, ড্রেইক অবশেষে এই নিরবতা ভাঙলো। "ওই ঢালু জায়গার ঝোপটার দিকে দেখো।"

জেনা ভালো করে দেখার জন্য খানিকটা উঠে গেলো।

এখন পর্যন্ত পাহাড়গুলো যথেষ্টই স্বাভাবিক দেখা গেছে, বিস্তীর্ণ ঝোপঝাড়, ছড়ানো ছিটানো মাঙ্কি ফ্লাওয়ার, ফ্লক্স আর মাঝে মাঝে পাইন গাছের সারি। কিন্তু সামনের দিকে উভয় পাশে সব কিছু কালো মতো হয়ে গেছে। কোথাও সবুজের ছোঁয়া মাত্র নেই।

"ওই বিস্ফোরণ থেকে কি দাবানলের সূত্রপাত হয়েছিলো?" লিসা প্রশ্ন করলো।

জেনা মাথা নাড়লো। দাবানল সম্পর্কে জেনার ভালো ধারণা আছে। সেগুলোর সূত্রপাত হয় সাধারণত বজ্রপাত থেকে, না হয় অসাবধান ক্যাম্পারদের দ্বারা। কয়েক মিনিটেই শুকনো ঘাস আর দাহ্য ঝোপঝাড়ের ফলে আগুন কয়েক একর জায়গা ধ্বংস করে ফেলে। বাকি থাকে কেবল ছাই আর পুড়ে যাওয়া পাইন গাছের গুঁড়িগুলো।

"এটা দাবানলের কারণে ঘটে নি।" জেনা উত্তর দিলো।

"চলো কাছে গিয়ে বিষয়টা দেখা যাক।" লিসা গানারি সার্জেন্টের কাঁধ ছুঁয়ে বললো।

ড্রেইক নির্দেশ দিলো, "ট্রাক থামাও।"

কালো হয়ে যাওয়া প্রান্তের শুরুতে ট্রাকটি থামানো হলো।

ড্রেইক লিসা আর জেনার দিকে ঘুরলো। "আমরা যতক্ষণ না জানতে পারছি এটা নিরাপদ ততক্ষণ আপনারা দুজন এখানেই থাকুন।"

জেনা চোখ ঘুরালো। এখানেই কিছুই নিরাপদ নয়। সে লাফ দিয়ে নেমে গেলে লিসা আর বাকিরাও তাকে অনুসরণ করলো।

"কালেকশান কিটটা সাথে করে নিয়ে নাও," লিসা তার ভাইকে বললো।

"নিয়েছি।" ট্রাক থেকে নামতে নামতে উত্তর দিলো জশ।

ট্রাকসহ ড্রাইভারকে রেখে তারা খোলাপ্রান্তে এগিয়ে গেলো। জেনা সাবধানে পা ফেলছে। এই বিরূপ, এলক্যালাইন পরিবেশে যাই জন্মেছে, সবগুলোরই যেন কোন না

কোন অদ্ভুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছেঃ লম্বা কাঁটা, বড়শির মতো ফলা কিংবা ধারালো ডালপালা। সে ভয় পাচ্ছে সেগুলো স্যুটটা ফুটো করে দিতে পারে।

সবুজ, গোলাপি আর লালের সীমানা ছেড়ে তারা সাবধানে অন্ধকার ধ্বংস স্তুপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের উপরের অংশের ছায়া পড়েছে এদিকটায়। দুই অংশের আলো অন্ধকারের পার্থক্যটা স্পষ্ট নজরে পড়ে। কিন্তু কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই চোখ খানিকটা সয়ে আসে। মরে যাওয়া আর সজীব উদ্ভিদের একটা সমন্বয় দেখা গেলো।

লিসা তার ভাইকে বললো, "জশ তুমি এখানকার জীবিত উদ্ভিদগুলোর নমুনা সংগ্রহ করো। কালো হয়ে যাওয়া উদ্ভিদগুলো আমি নিচ্ছি।" সে ড্রেইকের দিকে তাকালো, "এখান থেকে কিছু মাটির নমুনাও নেয়া যাক।"

প্রত্যেকের নিজের কাজে লেগে গেলে, জেনা লিসার পাশেই রইলো। তারা দুজনে ছায়াচ্ছন্ন অংশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু নুয়ে, লম্বা একটা সরু গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলো এর প্রায় প্রতিটা শাখা প্রশাখায়ই কালো ফুল দেখা যাচ্ছে।

"*Castilleja*," জেনা বললো, "ডেজার্ট পেইন্টব্রাশ। এর উজ্জ্বল লাল ফুলের কারণে একে প্রেইরি ফায়ারও বলা হয়ে থাকে। এই বছর তারা মাত্রই ফোটা শুরু করেছে।"

নিচের ঢালু অংশতে সে একটা জীবন্ত পেইন্টব্রাশ ঝোপের দিকে দেখালো, রক্ত রঙা ফুল ফুটে আছে সেগুলোতে।

লিসা একটা মৃত গাছের গোঁড়াতে টান দিয়ে শিকড় ও মাটিসুদ্ধ তুলে আনলো। কিন্তু সেটাকে ভাঁজ করে যখন স্পেসিমেন ব্যাগে রাখতে যাবে তখনই সেটা বালির ভাস্কর্যের মতো ঝুরঝুর করে ভেঙে গেলো।

দুজনে মিলে ভেঙে যাওয়া গাছটি কুড়িয়ে ব্যাগে ভরে ফেললো। লিসা পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

"চলো, দেখে আসি।" জেনা ক্ষতির পরিমাণটা দেখতে চাইছে।

প্রতিটা পদক্ষেপ সাবধানতার সাথে ফেলে, তারা ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ঠিক নিচে চলে এলো। উপরের দিকে তাকিয়ে জেনা হাঁপিয়ে উঠলো। উপরে যতদূর চোখ যায়, কালো পাহাড়টা উঠে গেছে আর এক নিবিড় স্তব্ধতার চাদরে মোড়ানো এলাকাটা।

অদূরেই তারের বেড়ার সীমানা দেখা গেলো যা রিসার্চ স্টেশনের বর্ডার হিসেবে চিহ্নিত।

"ওই বিষাক্ত ধোঁয়া কি এই ধ্বংস যজ্ঞের কারণ হতে পারে?" জেনা জিজ্ঞেস করলো, "এরকম ধ্বংসলীলা ঘটানোর মতো কি অতিরিক্ত প্রাণঘাতি ছিলো ওই গ্যাসটি?"

"হতে পারে কিন্তু আমার তা মনে হয় না।"

জেনা তার কণ্ঠস্বরে ভয়ের ব্যাপারটা খেয়াল করলো আর বুঝলো কেন সে এতোটা অস্বস্তি বোধ করছে।

বেইস থেকে যা বেরিয়ে গেছে এই ধ্বংসস্তূপ কি তার সাক্ষি? জেনা চারপাশে তাকালো। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো ওটা কি এখনো সক্রিয় আছে?

লিসা জেনাকে সাথে নিয়ে পিছিয়ে আসলো জায়গাটা থেকে। "চলো গ্রাউন্ড জিরোর দিকে যাই। যদি কোন ক্লু পাওয়া যায় তারপর আমরা এই স্পেসিমেনগুলো নিয়ে তাবুতে ফিরে যাবো। তখন হয়তো কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে।"

অন্ধকার দিকটার শুরুর অংশে আসার পর ড্রেইক আর অন্যান্য মেরিনদের দেখা গেলো ডালপালা দিয়ে সীমানাটা চিহ্নিত করছে। জশ সংগৃহিত স্যাম্পলগুলো নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

তারা হামারে ফিরে গিয়ে হটজোনের প্রাণকেন্দ্র ওই বিস্ফোরণ স্থলের দিকে এগিয়ে চললো।

জেনা চারপাশের ধ্বংসাবশেষ দেখছে, একটা নেকড়ে তার গর্তে মরে পড়ে আছে, শরীরের বেশিরভাগ লোম নেই আর শরীরটা কালো বর্ণের হয়ে গেছে।

সে বেইসের দিকে তাকালো।

ড. হেস আপনি কি এমন প্রাণঘাতি জিনিস বানিয়েছেন?

সকাল ৬.৪৩ পিডিটি
বাজা ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো

ছোট প্রপ প্লেইনটাতে ফুয়েল নেয়া হচ্ছিলো আর কেন্ডাল হেস তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। পায়ের ঝিনঝিন ভাবটা দূর করার অনুমতি তাকে দেয়া হয়েছে। তার বিশাল দেহি গার্ড, ম্যাটিও রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো একশত ডলার নোটের একটা বান্ডিল স্থানীয় লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিলো। কাউবয় হ্যাটের নিচে তার চোখে সতর্ক দৃষ্টি।

ঠিক ড্রাগ স্মাগলারদের মতো, কেন্ডাল ভাবলেন। কোন মনোগ্রাম বিহীন এই প্লেইন আর চুপিচুপি আসা রিফুয়েলিং ট্রাকটা তার ভাবনায় আরো রসদ যোগালো।

পাহাড়ের ওই ঘটনার পর কেন্ডাল প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তাদের দক্ষিণ রুটকে চিহ্নিত করতে। ম্যাটিও হেলিকপ্টারটাকে নেভাদার মরুভূমিতে ফেলে এসেছে তারপর একটা ছোট এয়ারফিল্ড থেকে একটা প্রাইভেট প্লেইনে চড়েছে তারা সবাই। এরিজোনায় এসে আবার বাহন বদল আর সূর্যোদয়ের আগে বর্ডার ক্রস করতে এটাকেই ব্যবহার করা হয়েছে। তখন থেকেই, তারা বাজা পেনিনসুলার উপর দিয়ে যাচ্ছে। কেন্ডাল ভাবলেন তারা হয়তো সান ফেলিপের দক্ষিণের কোন একটা শহরে আছেন।

দূরে কর্টেজ সাগর ঝিকিমিকি করছে। আকাশ পরিষ্কার নীল আর চারপাশে মরুভূমি। এই রুক্ষ পরিবেশে কিছু ফণীমনসা দেখা যাচ্ছে।

তিনি লম্বা, সরু গাছটিকে চিনতে পারলেন, Pachycereus pringlei, এর বিশাল আকারের জন্য একে এলিফেন্ট ক্যাকটাইও বলা হয়। বিরূপ পরিবেশে টিকে থাকার সামর্থ্যের জন্য এটা তার মনোযোগ আকর্ষন করেছিলো আগেই। এটা প্রায় দশ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে আর প্রায় পাথরের মতো শুষ্ক মাটিতেও বেঁচে থাকতে পারে একহাজার বছরেরও বেশি। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সম্ভব হয় একধরনের ইউনিক ব্যাকটেরিয়ার সাথে এর সিমবায়োটিক সম্পর্কের জন্য। ব্যাকটেরিয়াটি পাথর ভেঙে গাছটির জন্য নাইট্রোজেনের ব্যবস্থা করে দেয়। এই সম্পর্ক এতোই গাঢ় যে এই ক্যাকটাস ব্যাকটেরিয়াকে তার বীজের সাথে প্যাক করে ফেলেছে।

কেন্ডাল এই অণুজীবটি নিয়ে একটু গবেষণা করেছিলেন, এক্সট্রিমোফিল নিয়ে তার গবেষণার অংশ হিসেবে।কিন্তু কোন আশার আলো দেখা যায় নি।

আশা করি আমার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য হবে না।

"ফিরে চলো।" ম্যাটিও আদেশ করলো।

কেন্ডাল জানেন তার কোন সুযোগ নেই তাই চুপচাপ প্লেইনের কেবিনে ফিরে গেলেন। দৈত্যাকার লোকটি তার পেছনে রয়েছে ছায়ার মতো। এই পাইলটই তাদের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এখান অব্দি নিয়ে এসেছে। তারা সিটে বসার সাথে সাথেই প্লেইনটি আবার দক্ষিণ দিকে উড়তে শুরু করলো।

এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি এই প্রশ্নের উত্তর জানেন না, কিন্তু তিনি জানেন ওই প্রান্তে তার জন্য কে অপেক্ষা করে আছে। এই সেই ব্যক্তি যে ওই আক্রমণ করিয়েছে আর দূর থেকে বিগত এক দশক ধরে কেন্ডালের গবেষণায় নাক গলাতে চাইছে।

এই বেজন্মাটি এক সময়ের সহকর্মি তাকে প্রায় এগারো বছর আগে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। কঙ্গোতে তার বিমান বিধ্বস্ত হয়েছিলো। সপ্তাহ খানেক পর অনুসন্ধানী দল ধ্বংসাবশেষ ও ক্রু আর প্যাসেঞ্জারদের পোড়া মৃত দেহ খুঁজে পায়। ওই সবগুলোই ছিলো মিথ্যা, বানোয়াট। কিন্তু লোকটা যে ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠেছিলো তাতে ওই সময় তার মৃত্যু সংবাদে কেন্ডাল যেন একটু স্বস্তি পেয়েছিলেন।

যদি সে এখনো ওই রকম গবেষণা চালিয়ে যায়...

তার নিজের ল্যাবে তিনি যা তৈরি করেছেন পরে যা ল্যাব থেকে বেরিয়ে পড়েছে সেকথা ভেবে কেন্ডাল আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কেন তাকে অপহরণ করা হয়েছে তিনি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছেন আর এতে তার কাঁপুনি এসে যাচ্ছে।

ঈশ্বর আমদের সহায় হোন।

সকাল ৬.৪৬ পিডিটি

পেইন্টার একটা মনিটরে ঝুঁকে আছেন। তার পেছনে বেইস কমান্ডার কর্নেল

বোজম্যান। অভিযানে থাকা পাঁচ জনের সবাইকেই মনিটরের পাচটি অংশে দেখা যাচ্ছে। তাদের ক্যামেরার ভিডিও ফিডের মাধ্যমে তিনি বিস্ফোরণ স্থল পর্যবেক্ষণ করছেন।

"মেইন স্টেশনের খুব একটা কাছে যেও না।" তিনি রেডিওতে সবাইকে সতর্ক করে দিলেন। "বেইসের বেশিরভাগ অংশই মাটির নিচে। কে জানে বিস্ফোরণের পর স্থাপনাটি এখনো কতটা মজবুত আছে? ট্রাকের ভারে, এমন কি তোমাদের দেহের ওজনেও ভেঙে পড়তে পারে। আমি চাইনা তোমরা সবাই একটা বিষাক্ত চোরাবালিতে আটকা পড়ে যাও।"

"আমরাও চাইনা, স্যার," ড্রেইক উত্তর দিলো।

কর্নেল বোজম্যান খানিকটা ঝুঁকে রেডিওর মাইক্রোফোনে বললেন, "ডিরেক্টরের কথা শোন ড্রেইক। মুখ বন্ধ। তিনি এখন কমান্ডে আছেন।"

"ইয়েস, স্যার।"

কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর পেইন্টার আবার বলতে শুরু করলেন, "বেইসের নকশা থেকে বলা যায়, তোমাদের অন্তত দুইশত ইয়ার্ড দূরে থাকতে হবে। এর থেকে কাছে এগোলে স্টেশনের উপর গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।"

"মনে হচ্ছে না কোন সমস্যা হবে," ড্রেইক উত্তর দিলো।

স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, হামারটি খোলা গেট দিয়ে প্রবেশ করছে তারপর প্রবেশপথ দিয়ে কিছু দূর উপরে উঠে থেমে গেছে।

"আপনি কি এটা দেখতে পাচ্ছেন?" ড্রেইক জিজ্ঞেস করলো।

ভালো করে দেখার জন্য পেইন্টার মনিটরের ওই অংশটাকে জুম করলেন। ভিডিওটা লিসার স্যাটের ক্যামেরা থেকে আসছে। সে সিটের উপর দাঁড়িয়ে সামনের রাস্তাটা আরো ভালো করে দেখার সুযোগ করে দিলো।

প্রায় পঞ্চাশ ইয়ার্ড দূরে, পাহাড়ের একপাশে বিস্ফোরণজনিত একটা বিরাট গর্ত দেখা যাচ্ছে। বিস্ফোরণ স্থল জুড়ে ধোঁয়ার আস্তরণ। ধ্বংসের পরিধির যতটুকু ভাবা হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি। মনে হচ্ছে ড. হেস তার ফেইল-সেইফের নকশায় কোনরকম কমতি রাখেন নি।

"আমার মনে হয় এটা শুধুমাত্র বেইস ধ্বংসের ব্যাপার নয়।" জেনা রেডিওতে বললো।

নিকো বসে আছে পেইন্টারের পায়ের কাছে। জেনার কণ্ঠস্বরে তার কানগুলো কেমন খাড়া হয়ে গেছে।

"মানে?" পেইন্টার জিজ্ঞেস করলো।

"শোনা যায় যে এই মিলিটারি বেইসে আগে থেকেই একটা খনি রয়েছে। স্বর্ণোত্তলন সময়কার। মনে হচ্ছে যখন বেইসে বিস্ফোরণ হয়, এটা আশেপাশের টানেলগুলোকেও উড়িয়ে দিয়েছে।"

"ব্যাপারটা তো তাহলে খুব একটা সুবিধার না।"

পেইন্টার বোজম্যানের দিকে ঘুরে বললেন, "আমাদের কাছে ওই পুরনো খনির কি কোন ম্যাপ বা জরিপ আছে?"

"আমি দেখছি," বোজম্যান দ্রুত বের হয়ে গিয়ে তার স্টাফদের কমান্ড দিতে লাগলেন।

পেইন্টার লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "যতক্ষণ না ওই পুরনো টানেলগুলো সম্পর্কে ভালো করে না জানা যাচ্ছে, তোমরা আর সামনে যেয়ো না।"

"তাহলে গ্রাউন্ড জিরোর ইনভেস্টিগেশনের কি হবে?" লিসা জিজ্ঞেস করলো।

"দেখে মনে হচ্ছে কাজের কিছু ওখানে পাওয়া যাবে না। ভালো হবে যদি তোমরা..."

ঠিক তখনই স্ক্রিনের ছবি কেঁপে উঠলো। কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

লিসা ক্যাবের পেছনের একটা বার ধরে আছে। হামারের সামনের দিকটা নিচে চলে যাচ্ছে। গাড়িটার নিচের মাটিও দেবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আর ওই গর্ত বরাবর অনেকগুলি ফাটল দেখা যাচ্ছে।

স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, ড্রেইক ক্যাবের উপরে জোরে জোরে আঘাত করছে অনবরত। "গো, গো, গো!"

গাড়ি পেছনের দিকে নেয়ার চেষ্টার চলছে ফলে টায়ার থেকে নুড়ি পাথরের ঘর্ষনের প্রচণ্ড শব্দ আসছে।

এদিকে ঘড়ঘড় শব্দে নিকোও যেন তাল মিলাচ্ছে গাড়ির আর্তনাদের সাথে।

ট্রাকটা আস্তে আস্তে পেছনে সরে আসায় এর সামনের অংশটুকুও ক্রমে বড় হতে থাকা ওই গর্তটা থেকে বেরিয়ে এলো। শ্বাসরুদ্ধকর কয়েকটি মুহূর্তের পর, অবশেষে, তারা ট্রাকটা নিয়ে গেট দিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে আসতে সক্ষম হলো।

গর্তটি আরো দেবে গিয়ে পরিত্যক্ত খনিতে তলিয়ে গেলো কিন্তু ততক্ষণে তারা সবাই তাদের গাড়িটি সহ আয়ত্তের বাইরে।

ড্রেইক বলে উঠলো, "আমার মনে হয় আমাদের ডিরেক্টরের কথা অনুযায়ি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।"

কেউ অমত করলো না।

পেইন্টার পেছনে হেলান দিয়ে নিকোর পাশটায় হাত বুলিয়ে দিলেন। "তারা সবাই ঠিক আছে।"

সে কুকুরটির সাথে সাথে যেন নিজের হৃদপিণ্ডটাকেও শান্ত করতে চাইছেন। তিনি এখন আরেকটি ভিডিও ফিডে নজর দিলেন–এটা জশের ক্যামেরা থেকে আসছে। দেখা গেলো জশ তার বোনকে নিচে নামতে সাহায্য করছে। পেইন্টার লিসার চেহারার দিকে তাকালেন, কিন্তু স্যুটের কারণে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। এক গোছা চুল, ঘামের কারণে তার গালের পাশটায় লেপ্টে রয়েছে, কিন্তু বাদ বাকি সব ঠিকঠাক আর সবচেয়ে বড় কথা হলো

লিসা এখন নিরাপদ। আর এটাই তার কাছে অনেক।

এই অভিযানে হয়তো বেইস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু আশা করা যায় সংগৃহীত স্যাম্পল তাদের সঠিক পথে নিয়ে যাবে।

ট্রাকটা যখন সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরানো হচ্ছে, জেনা বলে উঠলো, "একটু দাঁড়াও।"

ড্রেইক ড্রাইভারকে থামতে বলল।

পেইন্টারের চোখ মনিটরে।

"আমার একটা কথা মনে পড়ছে এখন। জানি না এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কি না, কিন্তু আমি আগে এটা বলেতে ভুলে গিয়েছিলাম। সে গেটের দিকে দেখালো। গত রাতে আমি যখন এখানে আসি, এই গেটটা এখনকার মতোই খোলা ছিলো। আমি ব্যাপারটা নিয়ে তখন খুব একটা ভাবি নি, কিন্তু এখন আমার খানিকটা অবাক লাগছে।"

পেইন্টার তার চিন্তা ভাবনা আঁচ করার চেষ্টা করছেন।

শত্রুরা হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে গিয়েছিলো। মনে হয় ওই একইভাবে তারা এখানে এসেছিলো।

"গেটটা কে খুলে রেখেছিলো?" জেনা জিজ্ঞেস করলো। "এটা কি হতে পারে না যে কেউ হয়তো বেইসে ঢুকতে নয় বরং এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো?"

পেইন্টার সময়ের ব্যাপারটা ভাবতে লাগলেন। বেইসের সিস্টেম অ্যানালিস্ট যখন মে ডে ডিস্প্যাচ করেছিলো, সে তখন শুধুমাত্র কন্টেইনমেন্ট ব্রিচের কথা বলেছিলো কিন্তু কোন রকম আক্রমণের উল্লেখ করেনি।

তার মানে কেউ একজন–কেউ একজন ভেতর থেকে–হয়তো বেইসে আগে থেকেই চক্রান্ত করেছে, আর এই সব কিছু ঘটিয়েছে।

এই নরক কুণ্ড বেরিয়ে পড়ার আগেই এখান থেকে পালিয়েছে। সে জানতো কি বিপদ নেমে আসছে।

পেইন্টার সম্ভাবনা যাচাই করতে লাগলেন। এরকম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কোলাহলের কারণে অ্যাসল্ট টিম নির্বিঘ্নে ল্যান্ড করতে পেরেছে আর ড. হেসকে তুলে নিয়ে গেছে।

জেনা ওই গর্তটার দিকে আঙুল তুলে দেখালো, "আর-এই ধ্বংস স্তূপের মাঝে কাউকে খুঁজে বের করে তার পরিচয় নিশ্চিত করা, মাস না হোক অন্তত পক্ষে সপ্তাহ খানেক সময়তো লাগবেই। ড. হেসকে যে কিডন্যাপ করা হয়েছে এটা বের করতেই অনেক সময় লেগে যাবে।"

"এর দ্বারা বোঝা যায় কেন তারা তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। তারা জানতো না যে তুমি কতটুকু দেখেছো। আর কিডন্যাপের খবরটা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও তারা নিতে পারছিলো না।"

"কিন্তু তারা পারে নি।" জেনা আবার বলে উঠলো। "আমরা এখন জানি যে কেউ একজন সম্ভবত এখান থেকে পালিয়ে গেছে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া রোডটি হয় মনো লেকের দিকে গেছে না হয় লি ভাইনিংয়ে। উভয় শহরেই অনেকগুলো ট্রাফিক ক্যামেরা রয়েছে। যদি আমরা চক্রান্তকারীকে ধরে ফেলতে পারি।"

হয়তো জানা যাবে এখানে আসলে কি ঘটেছিলো এবং কেন?

আগে, ডিসি'তে থাকতেই তিনি ডারপার হেড কোয়ার্টারে আক্রমণ আর ড. লুসিয়াস রাফির হত্যার খবর পেয়েছিলেন। কেউ একজন ওই বেইসের সাথে সম্পর্কিত সব প্রমাণ মুছে ফেলতে চাইছে।

কিন্তু এখন, সেই একজনের কাছে পৌঁছানোর কিছু আশা দেখা যাচ্ছে।

পেইন্টার নিকোর কান চুলকে দিলেন।

তোমার বন্ধু খুব স্মার্ট দেখা যাচ্ছে!

তিনি মাইক্রোফোনে ঝুঁকলেন, "ঠিক আছে, প্রত্যেকেই খুবই ভালো কাজ করেছো। চলো এখন তোমাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যাক।"

সকাল ৬.৫৫

হামারটা পাহাড় ছেড়ে চলে আসছে। লিসা চুপচাপ বসে আছে হামারে। তাদের তাবুর দিকে ফিরে যাওয়ার প্রোটোকলগুলো নিয়ে ভাবছিলো।

বর্ডারে, সিডিসি থেকে আসা একটা টিমের সংগে একদল মেরিন কাজ করছে। তারা ইতোমধ্যেই ট্রাকটির জন্য একটা কোয়ারেন্টিন গ্যারেজ বানিয়ে ফেলেছে। সেখানে পৌঁছানোর পর সে সহ বাকি সবাইকে বেশ কয়েক ধাপের ডিকন্টামিন্যাশন প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া পুরো টিমকে বারো ঘন্টা আলাদা রেখে পর্যবেক্ষণ করা হবে, যদি সংক্রমণের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়।

লিসা দূরের ওই কালো পাহাড়গুলোর দিকে তাকালো। এই হুমকিটা কত ব্যাপক সে বুঝতে পারছে। সে হিসাব করে দেখলো ওই ডেড জোন অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ মাইলব্যাপি বিস্তৃত।

কিন্তু এরকম হওয়ার কারণ কি? ওই ল্যাবে যা কিছুই তৈরি করা হয়ে থাকুক না কেন সেটা কি বিস্ফোরণের ফলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিলো? যদি তাই হয় ড. হেসের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ছাড়া বিষাক্ত ধোঁয়া কি সেটা কে থামাতে পারে নি?

উত্তরগুলো মেরিন বেইসে পাওয়া যেতে পারে যেখানে একটা হ্যাঙ্গারে লেভেল ৪ বায়োল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। লিসা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে গিয়ে স্যাম্পল আর স্পেসিমেনগুলো পরীক্ষা করতে চাইলো।

অবশেষে সকালের আলোয় স্নিগ্ধ সবুজ পাহাড় দেখা গেলো সামনে। মনে

হচ্ছিলো যেন তারা সাদা-কালো দৃশ্যের পর এখন টেকনিকালার শটের শ্যুটিং করছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য, এই প্রাণোচ্ছলতা নতুন করে যেন তার মধ্যে আশা যোগালো।

তখনই তার মনে পড়লো পাহাড়ের ওইসব মৃত জন্তুগুলোর কথা পাখি, হরিণ এমনকি গিরগিটি ও সাপ তার কাঁধে সবকিছুই যেন হতাশার মতো চেপে বসেছে। কিংবা সেটা হতাশা নয় বরং অভিশপ্ত অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। একটু স্বস্তির জন্য সে ট্যাঙ্কটার জায়গা বদল করলো।

"ওই দিকটায় দেখো," জেনা পুড়ে যাওয়া বনের কালো অংশের দিকে দেখালো।

তারপর লিসাও দেখলো। "ট্রাক থামাও,লিসা দেখতে পেয়ে ড্রেইককে বললো, "গাড়ি থামাও।"

গাড়ি থামানো হলো।

রাস্তার পাশে, ডালপালা জোগাড় করে ডেড জোনের সীমানার যে চিহ্ন পূর্বে দেয়া হয়েছিলো, সেটা তেমনি আছে। শুধুমাত্র অন্ধকার ছায়াটা তার সীমানা বাড়িয়ে, সবুজ ঢালটার দিকে এগিয়ে চলছে।

"এটা এখনো ছড়াচ্ছে।" জেনা ফিসফিস করে বললো।

ড্রেইক বিড়বিড় করে উঠলো।

লিসা আতঙ্কে ঢোঁক গিলে বললো, "কত দ্রুত এটা ছড়াচ্ছে তার একটা হিসাব করে ফেলতে হবে।"

ড্রেইক বললো, "আমি করছি।"

ইক্যুইপম্যান্ট লকার থেকে গানারি সার্জেন্ট একটা মাপার ফিতা বের করে রাস্তার নেমে পড়লো।

জশও এগিয়ে গেলো। "আমিও হাত লাগাচ্ছি তোমার সাথে।"

লিসা পা বাড়ালো তাদের সংগে যোগ দিতে কিন্তু রেডিওতে পেইন্টারের গলা শোনা গেলো। "লিসা আমি তোমার সাথে প্রাইভেট চ্যানেলে কথা বলছি।"

লিসা থেমে গিয়ে অন্যদের কাজ চালিয়ে যেতে বললো। "কি হয়েছে বলোতো?"

"অর্গানিজমটা যদি ওই বিষাক্ত গ্যাসের পরেও বেঁচে থাকে, তাহলে আমরা পুরো জায়গাটিতে আগুন জ্বালিয়ে একটা চেষ্টা করতে পারি।"

"কিন্তু আগুন কি ওটাকে ধ্বংস করতে পারবে?"

"আমার মনে হয় পারবে।"

"কেন এমন মনে হয়?"

"অ্যাসল্ট টিম একটা ফ্লেইম থ্রোয়ার নিয়ে এসেছিলো সুরক্ষার জন্য। এটা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না।"

লিসা বুঝতে পারলো। "তারা হয়তো ওটার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলো।"

"ঠিক তাই। টিমটা ল্যাবে রেইড দিয়েছিলো আর তারা জানতো যে কি ধরনের

কন্টামিন্যাশন ব্রিচ হয়েছে। ড. হেসের কাছে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য কেউ হয়তো তাদের নিরাপদ উপায় বলে দিয়েছিলো।"

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক।" লিসা আশেপাশের ছড়ানো ছিটানো মৃত পশুপাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। "মনে হয় ওই নার্ভ গ্যাসের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিলো যদি তা অর্গানিজমটাকে ধ্বংস করতে না পারে তবে সকল জীবন্ত প্রাণীকেই মেরে ফেলবে যারা অর্গানিজমটাকে বহন করে ছড়িয়ে দিতে পারে।"

"সংক্রমণ যেন একটা এলাকায়ই সীমাবদ্ধ থাকে।"

লিসা মাথা নাড়লো। এই আলোচনা তাকে আরো বেশি উত্তেজিত করে তুললো বায়োল্যাবে ফিরে যাওয়ার জন্য, থিওরিগুলো পরীক্ষা করার জন্য।

ট্রাকের পেছন থেকে আসা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। জশ এক হাটুতে ভর দিয়ে বসে আছে। ড্রেইক তাকে তুলতে চেষ্টা করছে।

"লুকানো পাথরগুলো খেয়াল করা উচিত ছিলো।" ড্রেইক বললো।

জশ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পিছিয়ে গেলো। সে তার বাঁ পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। "আমার মনে হয় পায়ে কাঁটা ফুটেছে।"

"দেখি।"

ড্রেইক পা টা পরীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু লিসা চিৎকার করে উঠলো, "তুমি ধরো না।" সে দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে এলো। "জশ, নড়বে না।"

সে দুজনের কাছে চলে এসেছে। জশের মুখটা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

লিসা নিচু হয়ে বসে স্যুটের ফুটোটা দেখছে। ছোট ডাল সমেত একটা কাঁটা তার পায়ে বিঁধে আছে।

ডালটা এমনকি কাঁটাটাও কালো বর্ণের।

"ডাক্ট টেইপ নিয়ে এসো!" ড্রেইক অন্য মেরিনদের নির্দেশ দিলো। তারপর লিসাকে বললো, "ছিদ্রটা বেশি বড় নয়। এটাকে টেইপ দিয়েই বন্ধ করে ফেলা যাবে।"

কিন্তু লিসা তার পরিবর্তে তার গ্লাভস পরিহিত হাতে ছিদ্রটাকে আরো অনেক বড় করে দিলো। জশের পা টা ভালো করে দেখতে লাগলো। বিদ্ধ হওয়া জায়গাটা ইতোমধ্যেই বেশ লাল হয়ে গেছে।

"সত্যিই খুব ব্যথা করছে।" ছটফট করছে জশ।

লিসা ড্রেইকের দিকে ফিরে বললো, "দড়ি লাগবে এক্ষুণি। একটা বেল্ট। কিংবা কিছু একটা যেটা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রক্ত চলাচল আটকাতে পারি।"

ড্রেইক দৌড় দিলো।

"সব ঠিক হয়ে যাবে।" লিসা বললো, কিন্তু তার কথায় আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়াটুকু নেই। সে জশের পা চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো।

জশ তার মাস্কের ভেতরে দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছে, যন্ত্রনায় ছোট হয়ে গেছে তার চোখ। তার বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে। যেন সে একটা ছোট্ট ছেলে, ব্যথা পেয়ে তার বড় বোনের কাছে সাহায্য চাইছে।

লিসার মাথায় ঘুরে ফিরে ওই শব্দগুলো বাজছে।

মেরে ফেলো... আমাদের সবাইকে মেরে ফেলো।

ড্রেইক ড্রাইভার ছাড়া বাকি সবাইকে সাথে করে নিয়ে, ফিরে এলো। তার হাতে বড় একটা ক্লাইম্বিং রোপ। লিসা আর সে মিলে জশের থাইয়ে সেটা শক্ত করে বেঁধে ফেললো।

লিসা বললো, "যত শক্ত করে বাঁধা যায়, বেঁধে ফেলো।"

জেনা উত্তেজিতভাবে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝতে পারলো বিপদটা কি ধরনের।

"শক্ত করে বাঁধলেই কি তা ছড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে?"

লিসা উত্তর দিলো না, সে মিথ্যা কথা বলতে চাইছে না। দড়িটা থাইয়ে শক্ত করে বাঁধার পর মেরিনরা ধরাধরি করে জশকে হামারে নিয়ে গেলো। তারা সবাই যখন তাকে সিটে বসিয়ে দিলো, সাথে সাথে লিসা ইক্যুইপম্যান্ট বক্সের দিকে এগোলো আর পেয়ে গেলো তার যেটা দরকার।

পেইন্টার প্রাইভেট লাইনে আছে। "লিসা..."

"এটা করতেই হবে।" লিসা ফিসফিসিয়ে বললো।

"অন্তত এখানে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

"অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

যখন সে ঘুরলো, ড্রেইকের মুখ হা হয়ে গেলো। লিসা তার দিকে ফায়ার এক্সটা এগিয়ে দিলো।

"হাঁটু বরাবর," সে বললো, "হাঁটু থেকে নিচের অংশ কেটে ফেলো।"

অধ্যায় ৯

এপ্রিল ২৮, সকাল ১০.১৭ ইডিটি
ওয়াশিংটন, ডিসি

"এই তো সেই লোকটা," গ্রে দেখিয়ে দিলো।

সে সিগমার নার্ভ সেন্টারে, কম্পিউটার স্টেশনে তার হাতের তালুতে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এই স্টেশনে শুধু সে আর কেট যদিও পাশের রুমে জেসন রয়েছে, তাকে জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। জেসন ডারপার সার্ভার থেকে রিকভার করা ফাইলগুলো নিয়ে কাজ করছে।

থ্যাঙ্ক গড, আমার কাছে ফ্ল্যাশ ড্রাইভটি ছিলো।

মনিটরে ভেসে উঠা একটা ছবি, গ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তার খোদাই করা চেহারা, খাড়া নাক আর ছোট করে ছাঁটা ব্লন্ড চুল। ডারপার হেড কোয়ার্টারে এই লোকটিই হলওয়ে থেকে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

"তুমি কি নিশ্চিত এটা সে?" কেট জিজ্ঞেস করলো।

"কোন সন্দেহ নেই, এটাই সেই লোক।"

কয়েক ঘন্টা পূর্বে, আর্লিংটন থেকে সিগমা কমান্ডে ফেরার পর কেট গ্রেকে ডিব্রিফ করেছে। তাছাড়া গ্রেকে স্কেচ আর্টিস্টের সাথেও বসতে হয়েছে। ডারপার হলওয়ের সপ্তম ফ্লোর থেকে মৃত দেহগুলো উদ্ধারের জন্য আরেকটি টিম গেছে। মৃতদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি, কিন্তু আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা যে প্রাক্তন ব্রিটিশ স্পেশাল ফোর্সের সৈন্য বিশেষ করে SASÑ22nd Special Air Service-এর লোক ছিলো, ক্যাটের তা বুঝতে সময় লাগলো না। খুব সম্ভবত তারা ভাড়াটে হিসেবে কাজ করেছে, এমন একটা এলিট টিম, খুব দুরূহ কাজের জন্য যাদের ভাড়া করা হয়।

কেট স্ক্রিনের দিকে দেখালো। "এই হলো তাদের দলনেতা মেজর ডিলান রাইট।"

"মনে হচ্ছে সে-ও SAS।"

"তোমার অনুমান কাছাকাছি গিয়েছে। সে-ও স্পেশাল ব্রিটিশ ফোর্সের কিন্তু সেটা "স্পেশাল বোট সার্ভিস।"

গ্রে ইউকে'র এই বিচ্ছিন্ন গ্রুপটি সম্পর্কে জানে। দ্বিতীয় মহা বিশ্বযুদ্ধের সময় এর যাত্রা শুরু হয় জার্মান বিভিন্ন টার্গেটে রেইড দেয়ার জন্য, বিশেষ করে Mediterranean, Aegean, এবং Adriatic সাগরে। এখন তারা বিশ্বব্যাপি কাউন্টার টেরোরিস্ট গ্রুপ হিসেবে কাজ করে।

"আমার মনে হয়," কেট বললো, "এই গ্রুপ British X Squadron-এর

প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে। এই বিশেষ ইউনিটটি SAS ও SBS উভয় সংস্থা থেকে স্বেচ্ছাসেবিদের নিয়ে গঠিত হয় ২০০৪ সালে।

একই রকম একটা টিম যেটা ডারপাতে আক্রমণ করেছিলো।

"এক্স স্কোয়াড্রনদেরকে বলা হয় সেরাদের সেরা।" কেট তার ব্যাখ্যা শেষ করলো।

"তো এই প্রাক্তন সৈন্যদের কে ভাড়া করেছিলো?" গ্রে জিজ্ঞেস করলো।

"জানা যায়নি, কিন্তু বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সাথে আমার কথা হয়েছে, তাছাড়া ভাড়াটে খুনি গ্যাংয়ের কিছু কন্ট্যাক্টও রয়েছে আমার যোগাযোগের তালিকায়। আশা করা যায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। কেট সহমর্মিতার চোখে তার দিকে তাকালো এর মধ্যে তুমি যদি তোমার কোন ব্যক্তিগত কাজ সেরে আসতে চাও তো যেতে পারো।"

গ্রে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। সে খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছে আর তার বাবাকেও দেখে এসেছে। ডে নার্সটি তখন সেখানে ছিলো। তারা ডোর এলার্ম এর অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংযোজনের ব্যাপারে আলাপ করেছে যাতে বাবাকে নিরাপদে রাখা যায়। নার্সটিও বলেছে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে তা ভালোই কিন্তু তাকে এর কেনিকে পরের ধাপ সম্পর্কে ভাবতে হবে। তার মানে তাদের বাবাকে কোন হোমে-যদি মেমোরি কেয়ার ইউনিটে নাও হয় অন্ততপক্ষে অ্যাসিস্টেড লিভিং ফ্যাসিলিটিতে সরিয়ে নিতে হবে।

"আমি ভাবছি একটু জিম থেকে ঘুরে আসবো।" তার মাথাটা পরিষ্কার করা দরকার। "একটু ঘাম ঝরিয়ে আসি।"

কেট তার দিকে তাকিয়ে বললো, "মনে হয় মঙ্কও সেখানে আছে।"

কাঁচে মৃদু টোকা দিয়ে জেসন ক্যাটের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। গ্রেও কৌতুহলি হয়ে ক্যাটের সাথে পাশের রুমে গেলো।

কেট জেসনের দিকে এগিয়ে গেলো। "তুমি কি ফাইলগুলোতে কিছু খুঁজে পেয়েছো?"

"হুম। কিন্তু যদি আমি ওই বেইস সম্পর্কে শুধু মাত্র এই ফোল্ডার ছাড়া আরো কিছু রিকভার করতে পারতাম। মনে হচ্ছে একটা কি হোলের মধ্য দিয়ে পুরো রুম দেখার চেষ্টা করছি। যদি আরেকটু বেশি সময় পেতাম ফাইলগুলো ব্যাক আপ রাখার জন্য।"

কেট তার কাঁধে হাত রাখলো। "ইন্টেলিজেন্স বিজনেসের প্রথম যে জিনিসটা তোমায় মেনে নিতে হবে তা হলো তুমি কখনো সম্পূর্ণ তথ্য পাবে না। যা পেয়েছো তা থেকেই তোমাকে শুরু করতে হবে আর সফল হতে হবে।"

জেসন ভ্রুকুটি করলো, সে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। তার চোখ আর কনুইয়ের কাছে রাখা রকস্টার এনার্জি ড্রিঙ্ক দেখে বোঝা যায় সে রাতে মোটেও ঘুমায় নি।

"আমি ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভেতে একটা কল করেছিলাম," জেসন বললো, "ড. হেসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতেন.যে পেইলবায়োলজিস্ট প্রফেসর হ্যারিংটন, তার সাথে যদি কথা বলা যায়। তিনি হয়তো আমাদের অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।"

"আশা করি তিনি পারবেন," কেট বললো। "কিন্তু তুমি আমাদের কেন ডেকেছো? কিছু খুঁজে পাওয়া গেছে?"

"হয়তো, কিন্তু কাজটা আমি তোমাদের সামনে করতে চাইনি। অজস্র ফাইলের মধ্যে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটানোর পর, আমি হয়তো খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। আমার এখন সতেজ চোখ দরকার।"

"কোন সমস্যা নাই। আমি নিজেও সেখানে অনেকটা সময় ধরে আছি। চালিয়ে যাও আর আমাদের সাউন্ডিং বোর্ডের মতো ব্যবহার করতে পারো।"

গ্রে অভিভূত হয়ে গেলো, কেট এই ছেলেটির সাথে কি রকম নরম সুরে কথা বলছে। এটা তার স্বভাবের ইস্পাত কঠিন ব্যবহার আর সংবেদনশীলতার এক আশ্চর্য বিপরীত নমুনা। ক্যাটের সাথে যখন তার প্রথম দেখা হয়, সে ভেবেছিলো সবসময় তাকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ক্যাটের সামনে। মানুষের উপর তার প্রভাব খুবই কার্যকর। হয়তো তার দুই মেয়েকে লালন পালন করতে গিয়ে এমন স্বভাব গড়ে উঠেছে, কিন্তু সেটাও তার চরিত্রের আরেকটা দিক। সে আসলেই একজন ভালো নেতা।

জেসন তার সিটে সোজা হয়ে বসলো, সে এখন আরো আত্মবিশ্বাসী। "ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে হবে। বিভিন্ন ব্রিটিশ মিলিটারি আর রিসার্চ টিমের এন্টার্কটিকার কার্যবিবরণী নিয়ে আমি গলা সমান ডুবে আছি।"

কেট গ্রের দিকে তাকালো, তার ইশারা পরিষ্কার। আবার ব্রিটিশ মিলিটারি। একটা ব্রিটিশ টিমই তো ডারপাতে রেইড দিয়েছিলো।

তাদের মাঝে কি কোন যোগসূত্র আছে?

"চালিয়ে যাও।" কেট জেসনকে উৎসাহ দিলো।

"ইতিহাস শুরু করার আগে, কিছু চলতি ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ১৯৬১ সালে, ইন্টারন্যাশনাল এন্টার্কটিক ট্রিটিতে ঘোষিত হলো যে এই মহাদেশের সীমানা কেউ দাবি করতে পারবে না। এই ভূখন্ড শুধু শান্তি রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে। তখন থেকেই পুরো এন্টার্কটিকা জুড়েই বিশাল সংখ্যায় বিভিন্ন বেইস গড়ে উঠতে লাগলো। এর কিছু কিছু আক্ষরিক অর্থেই গবেষণার জন্য, কিন্তু বেশিরভাগই চুক্তি থাকা সত্ত্বেও, প্রকৃত পক্ষে জয়েন্ট/মিলিটারি রিসার্চ বেইস।"

গ্রে বুঝতে পারলো ওগুলো ক্যালিফোর্নিয়ার ওই বেইসের মতোই হবে।

"কিন্তু চুক্তির আগে থেকেই, আন্তর্জাতিক কমিউনিটির মাঝে, সেখানে ভূমি দখলের একটা প্রতিযোগিতা চলছিলো। সবাই ফ্রোজেন পাইয়ের একটা টুকরা পেতে

চায়।এই লড়াই চরমে উঠলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন দেখা গেলো যে সাউদার্ন ওশেন নাজি ইউ-বোটগুলোর অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের আগে থেকেই ভূমি দখলের ব্যাপারে খুব আগ্রাসি ছিলো। ১৯৩৮ সালে, তারা ওই মহাদেশে অভিযান ও বেইস তৈরির উদ্দেশ্যে গঠন করে Deutsche Antarktische Expedition।"
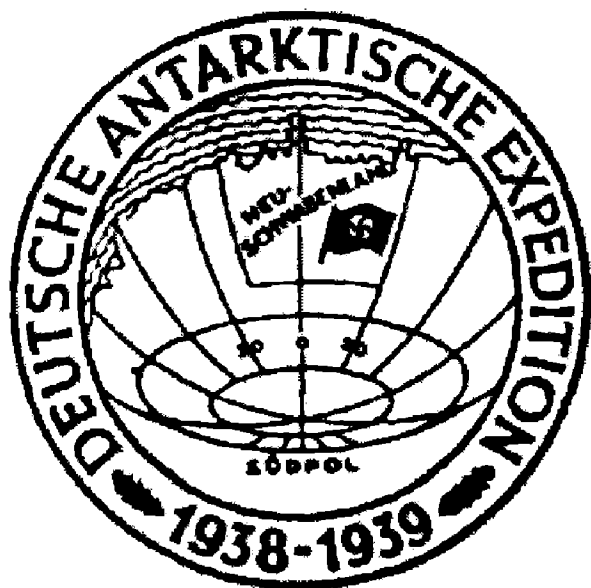
জেসন কি বোর্ড চেপে জার্মান টিমের একটা মনোগ্রাম বের করে নিয়ে আসে।

"একটি whaling station স্থাপন করাকে এই অভিযানের অফিসিয়াল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সেখানে জার্মান নেভাল বেইস গড়ে তোলাকেই বেশিরভাগ মানুষ আসল উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, তাদের দল হামবার্গ ছাড়ার পূর্বে, দলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য তারা বিখ্যাত আমেরিকান পোলার এক্সপ্লোরার রিচার্ড ই. বেয়ার্ডকে নিযুক্ত করে। আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"কেন?" গ্রে জিজ্ঞেস করলো।

"নাজিরা শেষ পর্যন্ত কুইন মড ল্যান্ড নামের এন্টার্কটিকার একটা অংশ দখল করে বসলো যেটা তখন নরওয়ের অংশ ছিলো। দখল করার পর জার্মানরা এর নাম দিলো Neuschwabenland। কার্যত এই ঘটনাই আমেরিকাকে, তাদের নিজস্ব অভিযান চালাতে ইন্ধন যোগালো। রিচার্ড ই. বেয়ার্ডও একটা পরিচালনা করেছিলেন। এই অভিযানগুলো ছিলো আরো রহস্যজনক। বেয়ার্ডকে নির্দেশ দেয়া হলো একটি দানবাকৃতির স্নো ক্রুজার তৈরি করতে। পঞ্চান্ন ফুটের ওই ক্রুজারের পোলার

মাউন্টেইনে উঠার কিংবা বিশাল ফাটল তৈরি করার সমর্থ ছিলো। এর টপ ডেক একটা ছোট এক্সপ্লোর্যাটোরি প্লেইন অনায়াসে ধারণ করতে পারে। ওটা এন্টার্কটিকায় ল্যান্ড করার সময়কার একটা ছবি এখানে আছে।"

সে ক্লিক করে ক্রুজারের ছবিটা সবাইকে দেখালো।

"চমৎকার একটা দানব।" গ্রে স্বীকার করলো।
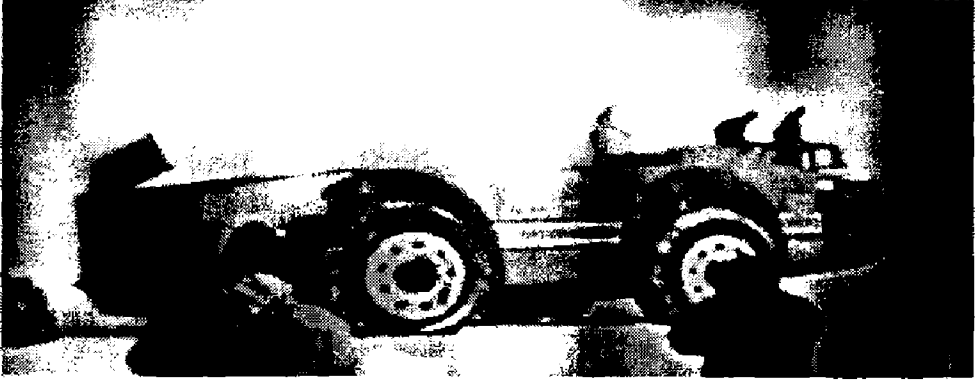
"এটাকে তৈরি করা হয়েছিলো যেন এটা পুরো বছরের জন্য টিমের রসদ আর যন্ত্রপাতি ধারণ করতে পারে। এটা স্বাধীনভাবে কাজ করতো, ঠিক একটা মোবাইল বেইসের মতো।"

"এর উদ্দেশ্য কি ছিলো?"

"আহ, এখানেই আসল মজা। যানটি বানানোর ও পরিবহণের সময় চারদিকে বিশাল হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু ওটা এন্টার্কটিকা পৌছামাত্র সব চুপ। অভিযানের জন্য দেয়া বায়ার্ডের সকল নির্দেশ যে শুধু গোপনই ছিলো তাই নয় বরং সেগুলোর অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র কয়েক বছর পরে, বায়ার্ড স্বীকার করে যে ওই স্নো ক্রুজারটি অজানা একটা কোস্ট লাইন ধরে নয়শ মাইল ভ্রমণ করে, সে জায়গাটিকে ফ্যান্টম জোন বলে সে উল্লেখ করে। আর ওই অভিযান চালানোর জন্য ঊনষাট জন ক্রুকে ফেলে রেখে চলে যায়।"

"তারা আসলে কি খুঁজছিলো?" কেট জিজ্ঞেস করলো।

জেসন মাথা ঝাকালো। অনেক ধরনের থিওরি প্রচলিত আছে এ সম্পর্কে, কিছু বাস্তব আর কিছু কল্পনা ছাড়া কিছুই না। কিন্তু প্রফেসর হ্যারিংটনের কাছে ওই সময়ের প্রচুর নোট আর সামঞ্জস্যপূর্ণ হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে ওই সময়ে জার্মানরা বরফের নিচে দারুণ কিছু একটা আবিষ্কার করেছিলো।

"কি?" গ্রের কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর। "UFO-এর মতো কিছু একটা?"

"না, তবে আপনার অনুমান খুব একটা খারাপ না। কিছু প্রাচীন সূত্র সমর্থন করে যে, জার্মানরা সেখানে বরফের নিচে উষ্ণ লেক, বিস্তৃত ফাটল আর অসংখ্য টানেল সমৃদ্ধ গুহা খুঁজে পায়।"

গ্রের চেহারায় সংশয় ফুটে উঠলো।

জেসন ক্যাটের দিকে তাকালে, কেট মাথা নেড়ে তাকে নির্ভয়ে কথা বলতে ইঙ্গিত দিলো। "এর স্বপক্ষে কিছু প্রমাণও রয়েছে।" জেসন টেনে টেনে এমনভাবে কথাগুলো বললো যেন বিষয়টাতে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

গ্রে বিস্তারিত জানতে চাইছিলো কিন্তু কেট হাত নেড়ে তাকে চালিয়ে যেতে বললো।

জেসন গলা পরিষ্কার করে আবার শুরু করলো। "আসলে সাম্প্রতিক কালের কিছু ভূ তাত্ত্বিক জরিপ জার্মানদের এই দাবিকেই কিছুটা সমর্থন দেয়। বিগত কয়েক বছরের গবেষণায়, ওই বরফের নিচেরকার অনেক কিছুই প্রকাশ পেয়েছে যেগুলো অবাক করে দেয়ার মতো। সেখানকার সুপ্রাচীন হ্রদ, প্রবাহমান নদী–যেগুলো হয়তো বিভিন্ন রকমের প্রাণীতে পরিপূর্ণ–আর সুগভির খাতগুলোর তুলনায় গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কিছুই না। এমনকি সেখানে আগ্নেয়গিরি পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। বরফের নিচে লাভা, মাইলের পর মাইলব্যাপি বরফ গলিয়ে তার পথ করে নিয়েছে।"

গ্রে এরকম অদ্ভুত একটা জায়গা কল্পনা করার চেষ্টা করলো।

"সুতরাং সব দিক বিবেচনা করেই" জেসন বলে চললো, "সেখানে নাজি বেইস থাকার বিষয়টা আমাদের জাতীয় পর্যায়ে নজর কাড়লো। ১৯৪৫ সালে, নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটা আর্টিকেল এখানে আছে।"

গ্রে একটু ঝুঁকে গিয়ে আর্টিকেলটার হেড লাইন পড়ার চেষ্টা করলো "Antarctic Haven Reported।"

কেট যেন একটু অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। "ঠিক আছে, কিন্তু এগুলোর সাথে ড. হেস কিংবা দ্য ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভের সম্পর্ক কি?"

"সব দিক থেকেই সম্পর্ক আছে। পূর্বের এইসব অভিযানের বিষয়ে প্রফেসর হ্যারিংটনের ভান্ডার বিশাল। দেখাই যাচ্ছে এন্টার্কটিকায় অভিযানের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা অনেক আগে থেকেই সক্রিয়। তারাই প্রথম ওখানে বেইস স্থাপন করেছিলো, সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নামও তাদের দেয়া। আর যুদ্ধের পরের দশ বছরে, তারা অন্ততপক্ষে ডজন খানেক অভিযান পরিচালনা করেছে ওই মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে। এগুলোর বেশিরভাগই হয়েছে The Falkland Islands Dependencies এর তত্ত্বাবধানে। ১৯৬২ সালে এই গ্রুপেরই নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভে।"

"তো ওই একই গ্রুপ প্রায় এক দশক ধরে সেখানে কাজ করছে," কেট তথ্যগুলো যাচাই করতে করতে ভাবনায় ডুবে গেলো। "কিন্তু তারা কেন এতোগুলো অভিযানে গেলো বিশেষ করে দ্বিতীয় মহা বিশ্ব যুদ্ধের পরে?"

"আপনাকে বুঝতে হবে যে নাজি জার্মানির বেশিরভাগ হর্তা-কর্তারই খেলা শেষ হয়েছে ব্রিটিশদের হাতে। রুডলফ হেস, হেইনরিক হিমলার কিংবা জার্মান নেভির প্রধান গ্র্যান্ড এডমিরাল কার্ল ডোনিজ। এইসব নেতা ও তাদের মিত্রদের জেরা করার অবাধ সুযোগ পেয়ে যায় ব্রিটিশরা, আমরা আর সোভিয়েটরা তা পাওয়ার আগেই।"

গ্রে এই আলোচনার তাৎপর্য বুঝতে পারছে এখন। আর ওই সর্ব দক্ষিণের মহাদেশটিতে কার্যক্রম চালানো ইউ-বোট সম্পর্কে, একজন নেভি কমান্ডার হিসেবে ডোনিজ নিশ্চয়ই আদ্যোপান্ত জানতো।

হ্যা, তিনি জানতেন। তিনি জানতেন Neuschwabenland বেইসটি কোথায় আর জার্মানরা ওই মহাদেশে কি খুঁজে পেয়েছিলো। হয়তো দারুণ কিছু। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের সময় দেয়া এডমিরাল ডোনিজের ভাষণের কিছু অংশ এখানে আছে। বেচারা এন্টার্কটিকায় নাজিদের আবিষ্কার নিয়ে বেশ গর্বিত ছিলো। তিনি বলেছেন সেখানে তারা একটি অভেদ্য দূর্গ খুঁজে পেয়েছেন, অন্তহীন বরফের মাঝে তা যেন স্বর্গোদ্যানের মতো।

জেসন আর অতিরিক্ত বর্ণনায় গেলো না। "সবচেয়ে অস্বাভাবিক ব্যাপার হলো, নাজিদের চেইন অফ কমান্ডে অনেক উঁচুতে থাকা সত্ত্বেও, এই এডমিরালের মাত্র দশ বছরের সাজা হয় বার্লিনের 'স্প্যান্ডো' জেলে। অন্যান্যদের বেলায় দেয়া হয়েছিলো মৃত্যুদন্ড। আর এডমিরাল প্রায় খালি হাতেই পালিয়ে যায় জেল থেকে। এইসব ঘটনার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে, আপনাদের কি মনে হয়?"

"আমার মনে হয়," গ্রে বললো, "সে কোন ধরনের চুক্তি করে ফেলেছিলো। তথ্যের বিনিময়ে কম শাস্তি এ ধরনের কিছু।"

জেসন মাথা নাড়লো। প্রফেসর হ্যারিংটনও ড. হেসের সাথে এরকম একটা বিনিময় চান।

"আর এই ব্রিটিশ দলটি প্রায় একদশক ধরে হারানো গুহাটি খুঁজে বেড়াচ্ছে?" কেট বললো, "কেন ওটা এতো গুরুত্বপূর্ণ?"

জেসন লম্বা করে শ্বাস নিলো। "ইতিহাস সম্পর্কিত ফাইলগুলোতে এই পর্যন্তই আছে। কিন্তু প্রফেসর হ্যারিংটনের ব্যক্তিগত নোটগুলো কিছু গোপন দলিলের ইঙ্গিত দেয়–হতে পারে একটা ম্যাপ–কিছু একটা যা এক সময় ডারউইনের দখলে ছিলো।"

গ্রে খানিকটা চমকে উঠলো। "মানে, চার্লস ডারউইন?"

"হ্যা।"

গ্রে কম্পিউটার স্ক্রিনে ফাইলটার নামের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

D.A.R.W.I.N.

"এজন্যই কি এর সার্ভার থেকে আমরা যে ফোল্ডারগুলো কপি করছিলাম সেগুলোর এমন নাম ছিলো?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"হতে পারে, কিন্তু এটা হ্যারিংটন আর হেসের প্রধান ফলোসফির সংক্ষিপ্ত রূপও হতে পারে। তারা অনেক ই-মেইলে এ ব্যাপারে কথা বলেছেন। এর মানে হলো Develop and Revolutionize Without Injuring Nature। এই দুই গবেষক পৃথিবীর এই বর্তমান মহা বিলুপ্তিটি ঠেকাতে একযোগে কাজ করছিলেন।"

The sixth extinction...মানে, ষষ্ঠ বিলুপ্তি।

গ্রেরমনে পড়লো ড. রাফি, হেসের মিশন বর্ণনা করছিলেন : যে কোন কিছু তৈরি করে এই গণ বিলুপ্তিটি যদি ঠেকানো যায়।

"কিন্তু ড. হেসের কৃত্রিম বায়োলজি প্রোজেক্টের সাথে এই অতীত ইতিহাসের কি সম্পর্ক?"

আমি ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয় এগুলোর সূত্রপাত ১৯৯৯ সালে।

"কেন, ওই সালে কেন?"

"উভয় বিজ্ঞানীই ওই বছরের অক্টোবরে একটা আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা সেটাকে তাদের গবেষণায় একটা যুগান্তকারি আবিষ্কার বলে মানছেন। হ্যারিংটনতো আরেক ধাপ এগিয়ে এটার নাম দিয়ে দিলেন *The key to opening Hell's gate* বা নরকের দরজা খোলার চাবি।"

এই নামটা গ্রের মোটেও ভালো লাগে নি।

'এটা সম্পর্কে কিছু লেখার বেলায় দুজনেই খুব সাবধানী। কিন্তু চাবির ব্যাপারটা তারা খোলাসা করেছেন।" জেসন তাদের দিকে ফিরে বললো।

"এজন্যই আমি আপনাদের এখানে ডেকেছি। আমার মনে হয় ক্যালিফোর্নিয়ার দূর্ঘটনায় এর একটা গুরুত্ব রয়েছে।"

"কি সেটা?" গ্রে জিজ্ঞেস করলো।

"একটা আলাদা সূত্র নিশ্চিত করেছে, এই ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে সত্য। ১৯৯৯ সালে, একদল গবেষক এন্টার্কটিকায় এক ধরণের ভাইরাসের সন্ধান পান। এটার বিরুদ্ধে কোন প্রাণী কিংবা মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো এই অণুজীবটা পাওয়া গেছে জনশূন্য বরফের মাঝে যেখানে কোন কিছুরই জীবন ধারণ সম্ভব নয়। সেই সময় কিছু বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো ভাইরাসটি হয়তো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণের কোন নিদর্শন, বরফ গলে হয়তো বেরিয়ে পড়েছে কিংবা হতে পারে কোন প্রকার প্রাচীন জীবাণু অস্ত্রের অংশ বিশেষ। উভয় ক্ষেত্রেই, এই আবিষ্কারে হ্যারিংটন আর হেস উভয়ই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।"

গ্রে বুঝলো কেন জেসন এই ইতিহাসে উৎসাহিত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার

ব্যাপারটা মাথায় রাখলে, এই সবকিছুরই গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়।

আলোচনা আর সামনে এগোনোর পূর্বেই ক্যাটের ডেস্কে ফোন বেজে উঠলো। কেট ফোন উঠালো। গ্রে ভাবলো থেকে হয়তো আরো তথ্য এসেছে। সে ঘড়ি দেখলো, ইতোমধ্যে এক্সপেডিশন টিম হট জোন থেকে ফিরে আসার কথা–আশাব্যঞ্জক কোন তথ্য নিয়ে।

কেট গ্রের দিকে তাকিয়ে বললো। "ফোনটা প্রফেসর হ্যারিংটনের কাছ থেকে এসেছে।"

গ্রে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। "এটা হয়তো আরো ভালো হলো।"

কেট কলটি স্পিকারে দিয়ে দিলো।

"হ্যালো, হ্যালো।" সংযোগটা খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না। "আমি অ্যালেক্স হ্যারিংটন বলছি, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?"

"আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, প্রফেসর। আমি..."

"আমি জানি," কেটকে বাঁধা দিয়ে প্রফেসর বলে উঠলেন, "তুমি সিগম্যায় কাজ কর।"

কেট জেসনের দিকে তাকালো।

জেসন সাথে সাথে বললো, "আমি এ ব্যাপারে একটা শব্দও বলি নি।"

"শন ম্যাকনাইট আমার ভালো বন্ধু ছিলো।" হ্যারিংটন ব্যাখ্যা করলেন।

গ্রে আর কেট বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলো। শন ম্যাকনাইট সিগমা ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা। আসলে তিনিই এক দশকেরও বেশি সময় আগে পেইন্টারকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কর্তব্যরত অবস্থায়, এই চার দেয়ালের মাঝেই মারা যান।

"স্যার, কেট বললো, আমরা আপনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। জানি না আপনি ক্যালিফোর্নিয়ায় ড. হেসের ল্যাব দূর্ঘটনার কথা শুনেছেন কি না।"

বেশ কিছু সময় পর্যন্ত ওপাশ থেকে কিছু শোনা গেলো না। বিরতিটা এতোই বড় যে গ্রে ভেবেছে সংযোগ হয়তো বিচ্ছিন্নই হয়ে গেছে।

কিন্তু হ্যারিংটন আবার কথা বললেন। তার কণ্ঠস্বরে এখন ক্রোধ। "ওই বোকাটাকে আমি সতর্ক করেছিলাম।"

"আমরা আপনার সাহায্য কামনা করছি।" কেট একটু দাবি করেই যেন বললো। "ড. হেসব ঠিক কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন আমরা সেটা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইছি।"

"ফোনে বলা যাবে না। যদি কিছু জানতেই চাও তবে আমার কাছে আসতে হবে।"

"আপনি কোথায় আছেন।"

এন্টার্কটিকায়...কুইন মড ল্যান্ড।

"আরেকটু নির্দিষ্ট করে কি বলা যাবে?"

"না। ব্রান্ট আইস শেলফের হ্যালি রিসার্চ স্টেশনের কাছে পৌছাও। আমি কাউকে পাঠাবো, আমি বিশ্বাস করি এমন কাউকে তারা তোমাদের সেখান থেকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

প্রফেসর কেট যেন একটু চেপে ধরতে চাইলো। "বিষয়টা টাইম ক্রিটিক্যাল।"

"তাহলে তো তোমাদের তাড়াতাড়ি রওয়ানা দিতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাকে বলো ড. হেস কি মারা গেছেন নাকি নিখোঁজ?"

কেট ঠোঁট টিপে চিন্তা করছে ঠিক কতোটুকু বলা উচিত হবে। শেষে সত্য বলারই সিদ্ধান্ত নিলো। "আমাদের বিশ্বাস তাকে অপহরণ করা হয়েছে।"

আলোচনায় আবার একটা বিরতি। এখন প্রফেসরের কণ্ঠে ক্রোধের বদলে আতঙ্ক। "তাহলে তোমাদের এখনই চলা আসা উচিত।"

ক্লিক শব্দে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

তাদের পেছন থেকে নতুন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

"মনে হচ্ছে একটা দীর্ঘ ভ্রমণ আসন্ন।"

গ্রে মঙ্ককে দেখার জন্য প্রবেশপথের দিকে ঘুরলো। মঙ্কের পরনে সোয়েটপ্যান্ট আর ঘামে ভেজা টি শার্ট, হাতের নিচে একটা বাস্কেটবলও দেখা যাচ্ছে।

"আমার সাথে একদান খেলবে কিনা খবর নিতে এসেছিলাম," মঙ্ক বললো। "কিন্তু মনে হচ্ছে অপেক্ষা করতে হবে।"

"সত্যিই তাই," কেট বললো। "কাউকে এখনই ওখানে যেতে হবে আর হ্যারিংটনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।"

গ্রে মঙ্কের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। "আমরা দুজনেই ব্যাপারটা হ্যান্ডল করতে পারবো। আর কাউকে দরকার নেই।"

"হয়তো ঠিক বলেছো," মঙ্ক বললো, "কিন্তু এই ভ্রমণটা ঠিক আমার জন্য নয় বন্ধু। অন্তত এই বার নয়। তোমার পাশে এমন কাউকে দরকার যার এন্টার্কটিকার সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে।"

"কে সেটা?"

মঙ্ক দেখালো, "সে কেমন হবে?"

গ্রে জেসনের দিকে তাকালো

এই বাচ্চা ছেলে?

জেসনও যেন বিস্মিত।

"মঙ্ক ঠিকই বলেছে।" কেট বললো। "জেসন ইতোমধ্যেই বেশ পড়াশোনা করে ফেলেছে আর পূর্বেও সে সেখানে ছিলো। সেখানে তার অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগতে পারে।"

গ্রে আর তর্ক করলো না। সে ক্যাটের অপারেশনাল এসেসম্যান্ট পেইন্টারের মতোই বিশ্বাস করে। তাহলে আমরা কখন রওয়ানা হচ্ছি।

এখনই। প্রফেসর সাহায্যের ব্যাপারে মত পরিবর্তনের আগেই। তার এখনকার ব্যবহারে বোঝা গেছে যে সে কোন একটা কিছুকে কিংবা কাউকে প্রচন্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

গ্রের স্বীকার করলো ব্যাপারটা।

কিন্তু সে কে হতে পারে?

অধ্যায় ১০

এপ্রিল ২৮, রাত ১০.১৭ এএমটি
রোরাইমা, ব্রাজিল

এই জঙ্গলে নেমে আসা রাত তার সব সময়ই ভালো লাগে। যখন দিনের আলো, তার নিরাপত্তার চাদর গুটিয়ে নিয়ে বিলীন হয়ে যেতে থাকে, পেছনে রেখে যায় শুধুই অন্ধকার, ছায়ারা দীর্ঘ হতে থাকে আর বাড়তে থাকে নিশাচরদের আনাগোনা। সূর্যের আলো ছাড়া পুরো বনভূমি ঢেকে যায় আদিম অন্ধকারে, যেখানে মানুষের কোন স্থান নেই।

কাটার এলয়েস ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিচে কমাম্পাউন্ডের লেক আর দূরের রেইন ফরেস্টের দিকে তাকিয়ে আছেন। রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের দি জাঙ্গল বুক থেকে কিছু লাইন তার মনে পড়লো। তার ছেলেটিকে প্রায়ই সে এটা পড়ে শোনান। কিপলিং যেভাবে আবেগের বাড়াবাড়ি না করে প্রকৃতির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে কাটার মুগ্ধ।

Now Chil the Kite brings home the night
That Mang the Bat sets freeÍ
The herds are shut in byre and hut,
For loosed till dawn are we.
This is the hour of pride and power,
Talon and tush and claw.
O hear the call! Í Good Hunting, All
That keep the Jungle Law!

সে চোখ বুজে পতঙ্গের গুঞ্জন, ফানেলের মতো কানের বাদুড়ের পাখা ঝাপটানো আর স্পাইডার বানরের কিচিরমিচিরের শব্দ শুনছে। ওই উঁচু কাপোক গাছের পাতাগুলিতে মৃদু বাতাসের শিরশিরানি, টিয়া পাখির ডানা থেকে ভেসে আসা ফিসফিস বাতাসের শব্দ তার কানে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে কাঁদামাটির সোঁদা গন্ধ, পচে যাওয়া পাতা লতা আর রাতে ফোটা জেসমিনের সৌরভ মিলে এক অদ্ভুত ঘ্রাণের সমন্বয় তৈরি করেছে।

পেছনের খোলা দরজা দিয়ে কিছু শব্দ ভেসে এলো, "Viens ici , mon

mari (come here, my husband)"

সে মুচকি হাসলো, আশু তার সাথে ফ্রেঞ্চ বলার জন্য কি কষ্টটাই না করছে। সে ব্যালকনির রেলিংয়ে হেলান দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। আশুর নগ্ন শরীর, গাঢ় বর্ণের ত্বক, সুডৌল স্তন আর পেছন বেয়ে নেমে যাওয়া কালো ঢেউয়ের দিকে কাটার একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। যে ট্রাইব থেকে আশু এসেছে তার নাম ম্যাকুক্সি। তার নামের অর্থ হলো ছোট কিন্তু আশ্চর্যজনক কিছু বোঝাতেও এটা ব্যবহৃত হয়।

কাটার এগিয়ে গিয়ে, খানিকটা উঁচু হয়ে থাকা আশুর তল পেটে হাত বুলালেন। তার সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার চলছে।

আসলেই চমৎকার।

আশুর আঙুলগুলো কাটারের কাঁধ থেকে পিঠ অব্দি ছড়িয়ে থাকা ক্ষত চিহ্নের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে জানে এতে কাটার কি রকম উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এই চিহ্নগুলোর জন্য সে গর্ব বোধ করে। তার মনে পড়ে যায় আফ্রিকান সিংহ থাবা বসিয়ে দিচ্ছে তার মাংসের গভিরে, চিহ্ন রেখে যাচ্ছে চিরদিনের জন্য। এখনো কোন কোন রাতে সে রক্ত, মাংস আর ক্ষুধা মেশানো সেই নিশ্বাসের দুর্গন্ধ টের পায়।

আশু কাটারকে হাত ধরে টেনে তাদের বেড রুমের দিকে নিয়ে গেলো।

তার পেছনে বনভূমি পড়ে আছে, সাথে রয়েছে তার সৃষ্টি যারা এখনো ওই অন্ধকারে কিপলিংয়ের ল অফ জাঙ্গল শিখছে। সে জানে কোন কিছুই তাকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে নাঃ এই গ্রহের জন্য একটা নতুন জেনেসিস তৈরি হবে। যেটা প্রভুর ইচ্ছায় নয় বরং পরিচালিত হবে মানুষের দ্বারা।

কাটার আশুর আঙুলগুলো চেপে ধরলেন।

আমার নিজের হাতেই এর সূত্রপাত হবে।

সে নিজের মধ্যে যতই তার স্ত্রীকে অনুভব করে, ওই অন্ধকার জঙ্গলের ডাক সে ততই টের পায়, তার কাঁধ থেকে পিঠ অব্দি ছড়িয়ে থাকা পুরনো ক্ষতের জ্বালা তাকে সবসময় জঙ্গলের আইনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তার মায়ের দিকের দুঃসম্পর্কের আত্মীয় লর্ড টেনিসনের লেখা কবিতা In Memoriam A.H.H-এর কয়েকটি লাইনও তার এখন মনে পড়ে যায়। এতে *survival of the fittest* মতবাদের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে চমৎকার এবং নিষ্ঠুর বিবর্তনের কথা, প্রকৃতির সত্যিকারের ধর্মতত্ত্ব যেমন...

...red in tooth and claw

এরকম সত্যি কথা আর কখনো লেখা হয়নি।

And I will make it my Law.

অধ্যায় ১১

এপ্রিল ২৯, সন্ধ্যা ৭.০৫ পিডিটি
লি ভাইনিং, ক্যালিফোর্নিয়া

এই পাহাড়গুলোতে আরেকটি ঘোস্ট টাউন কেন?

জেনা নিকোকে নিয়ে মিলিটারি ভেহিকেলে চড়ে বসলো। বাড়িতে ফেরার উত্তেজনায় নিকো জেনার পাশে বসে বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। যে দুজন তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা সামনে বসেছে : প্যাসেঞ্জার সিটে রয়েছে ড্রেইক আর চালকের আসনে যথারীতি ল্যান্স কর্পোরাল স্মিট। তারা হেলিকপ্টারে করে লি ভাইনিংয়ের ছোট্ট এয়ারপোর্টটি হয়ে জনশূন্য করে ফেলা শহরটির রেঞ্জার স্টেশনের দিকে যাচ্ছে।

সাধারণত এই ভোর বেলাতেই, পাশের ইয়োসেমিটি কিংবা হাইওয়ে ৩৯৫ অব্দি ছড়ানো অসংখ্য মোটেল থেকে ট্যুরিস্টরা এসে, এই ছোট লেক সাইড টাউনটাকে কোলাহল মুখর করে তোলে। কিন্তু আজ, এই এলাকাটিতে কোন পদচারণা নেই, শুধু একটা টাম্বলউইডকে বাতাস গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওই ইয়েলো লাইনের সেন্টারের দিকে।

সূর্য যখন পুর্ব দিকে আলো ছড়াচ্ছিলো, সিয়েরা নেভাদা রেইঞ্জের পশ্চিম আকাশে তখন কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। যে কোন মুহূর্তে তা এই বেসিনের দিকে চলে আসতে পারে। প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ ও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। জেনা ভাবতে চেষ্টা করলো ভারি বর্ষণের ফলে ওই প্রাণঘাতি ধ্বংস স্তুপ ধুয়ে, পানি পাহাড় চূড়া থেকে লেক লেভেল কিংবা আরো দূর ছড়িয়ে পড়ছে।

কিন্তু আকাশে যা দেখা যাচ্ছে তা ভি এক্স গ্যাস নয়। সর্বশেষ পাওয়া টক্সিকোলজি রিপোর্টে দেখা যায় যে মাটির সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই নার্ভ গ্যাসের কার্যকারিতা কমতে শুরু করে।

জেনা ওই কালো হয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপটি এবং সেখানে যা লালিত হচ্ছে তার কথা ভাবতে লাগলো।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই টাউন থেকে সবাইকে সরিয়ে নৈয়া হয়েছে।

লি ভাইনিংয়ের ট্যুরিস্ট বাদে কম বেশি দুইশত অধিবাসিকে সরিয়ে নিতে তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি। জেনা তাকিয়ে আছে নাইসলি রেষ্টুরেন্টের হলুদ সাইনের দিকে, সেখানে তাদের স্পেশাল ব্রেকফাস্টের বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে যা আর কখনো পরিবেশন করা হবে না। খানিকটা দূরে, দ্য মনো লেক কমিটি ইনফর্মেশন সেন্টার এন্ড বুক স্টোরের সামনে এখনো আমেরিকার পতাকা উড়ছে, কিন্তু সব কিছুই নিরব, নিথর।

কাউকে কি আর কখনো এখানে ফেরার অনুমতি দেয়া হবে?

অবশেষে তাদের ভেহিকলটি হাইওয়ে ছেড়ে ভিজিটর সেন্টার ড্রাইভের সামনে চলে এলো। সামনের রাস্তা সোজা উঠে গেছে রেঞ্জার স্টেশনে আর এখান থেকে মনো লেকটি দেখা যায়। তারা পার্কিং লটে না থেমে সরাসরি উঁচু গ্লাস এন্ট্রান্সে চলে এলো। এই বিল্ডিংয়ের আয়তন ভিজিটর সেন্টারের প্রায় দ্বিগুণ। এতে কিছু ইন্টারপ্রেটিভ ডিসপ্লে, দুইটা আর্ট গ্যালারি আর ছোট একটা থিয়েটার আছে।

তারা একটা জায়গায় থামতেই অতি পরিচিত একজন দরজা খুলে দিলো। বিল হাওয়ার্ড সম্ভাষণের জন্য হাত তুললো। তার পরনে নীল রঙয়ের জিন্স, রেঞ্জারদের ব্রাউন শার্ট আর তার উপরে রয়েছে জ্যাকেট। এই মধ্য ষাটের বয়সেও সে চমৎকার স্বাস্থ্য ধরে রেখেছে। পাতলা হয়ে আসা চুল আর চোখের কোনের ভাঁজের ফলে তার বয়স কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

জেনা বিলকে দেখে সত্যি খুব খুশি হয়েছে। কিন্তু দেখা গেলো সে একাই নয় বরং নিকোও এগিয়ে গিয়ে বিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

জেনাও বিলকে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করলো। "তোমাকে দেখে কি যে ভালো লাগছে।"

"আমারো বাছা। মনে হচ্ছে কয়েকটা দিন তোমার খুব উত্তেজনায় কেটেছে।"

ড্রেইক বেরিয়ে এসে তাদের সাথে যোগ দিলো। "স্যার, ডিরেক্টার ক্রো পাঠানো তথ্য কি আপনি পেয়েছেন?

বিল সোজা হয়ে দাঁড়ালো। "হ্যা, পেয়েছি। সব ট্রাফিক ক্যামেরা আর ওয়েব ক্যামেরার ভিডিও আমি প্রস্তুত রেখেছি, এসো আমার সাথে।

তারা ভিজিটর সেন্টার পার হয়ে রেঞ্জার স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলো। মূল অফিস ঘরটা ছোট, সেখানে কয়েকটা মাত্র ডেস্ক, এক সারিতে রাখা কিছু কম্পিউটার আর একটা বড় হোয়াইট বোর্ড রয়েছে। জেনা দেখলো সেখানে লাইসেন্স নাম্বার সহ বত্রিশটা যান বাহনের একটা বড় তালিকা রয়েছে।

গত ষোল ঘন্টা ধরে, পেইন্টার ওই মাউন্টেইন রিসার্চ সেন্টারে যারা কাজ করতো তাদের সম্পূর্ণ তালিকা জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া সে তাদের গাড়ির রেজিস্ট্রেশন এবং ভাড়া করা কিনা তারও বিস্তারিত বর্ণনা বের করেছে। বেশ কয়েকটা সরকারি সংস্থা আর উঁচু স্তরের নিরাপত্তার বিষয়টি এতে জড়িত থাকায়, এতো বিরক্তিকর লম্বা সময় লেগেছে এগুলো পেতে। কিন্তু দেরি হওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হলো গতকাল ছিলো রবি বার।

কে জানতো যে সপ্তাহের ওই ছুটির দিনটিতেই জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে যাবে?

বিল হাওয়ার্ড তিনটা কম্পিউটারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। "আমি ক্যামেরাগুলোকে এখানে থেকে মনো লেক এই ক্রমানুসারে সাজিয়েছি, আমাদের

টার্গেট যদি এগুলোতেও ধরা না পড়ে, সে ক্ষেত্রে আমি টিওগা পাস থেকে ইয়োসেমিটি হয়ে ৩৯৫ পর্যন্ত্য ওয়েব ক্যামের ফিড গুলিও জোগাড় করেছি।"

"এগুলো লেকের দক্ষিণের সব কিছুই কাভার করার কথা," জেনা ড্রেইককে বুঝিয়ে বললো।

গানারি সার্জেন্ট মাথা নেড়ে সন্তুষ্টি জানালো।

উত্তর দিকটা খুঁজে দেখতে ক্রো ব্রিজপোর্টের শেরিফের ডিপার্টমেন্টকে কাজে লাগিয়েছেন। যদি ওই বেইসে কোন চক্রান্তকারী থেকে থাকে আর সে যদি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হয়তো একটা একটা করে কার চেক করে, রেজিস্ট্রেশন ডিটেইল থেকে তার পরিচয় জানা যাবে।

জেনা রিসার্চ স্টেশনের খোলা গেটের কথা ভাবলো। প্রতিটি কারের বিবরণ বোর্ডের লিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখার কাজটা যথেষ্ট কষ্ট সাধ্য, কিন্তু করতেই হবে। এটাই তাদের হাতে থাকা সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সূত্র। যদিও তার চক্রান্তকারীর পালিয়ে যাওয়ার থিওরিটা শতভাগ পোক্ত নয়।

হয়তো কেউ গেটটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলো।

একটাই উপায় আছে সেটা খুঁজে বের করার।

"চলো কাজে লেগে যাই," জেনা বললো।

সকাল ৭.৩২

"সে এখন কেমন আছে?" পেইন্টার নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন।

এই তরুণ মেরিন মেয়েটি MWTC-এর একজন মেডিকেল স্টাফ। সে তার হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ডের এয়ার লক থেকে বেরিয়ে এসেছে। নাইট শিফটের পর একটা লম্বা সময় ধরে চলা ডিকন্টামিনেশন প্রসেসের ফলে তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

সে ঘুরে গিয়ে অস্থায়ি রিকভারি রুমের কাঁচের জানালার দিকে তাকালো। এই সেলফ কন্টেইন্ড BSL4 পেশেন্ট কন্টেইনমেন্ট বড় হ্যাঙ্গারের একটা কোনা দখল করে আছে। এই বিচ্ছিন্ন সুবিধাটি ফোর্ট ডেট্রিকের *U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases* হতে আকাশ পথে নিয়ে এসে এখানে খুব তাড়াহুড়ো করে স্থাপন করা হয়েছে।

এটাতে একটাই বেড আর একজন পেশেন্ট আছে এখন।

জশ এখানে শুয়ে আছে। বিভিন্ন মেডিকেল ইকুইপমেন্ট থেকে অসংখ্য টিউব ও তার বেরিয়ে গিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে লেগেছে। তার চামড়া বিবর্ণ, সে হাল্কা নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার বাঁ পা-যেটুকুই বাকি আছে উপর থেকে অর্ধেকটা ঝোলানো অবস্থায় আছে। একটা পাতলা কম্বল তার নিম্নাঙ্গে জড়ানো।

আরো দুজন ভেতরে ঢুকলেন–একজন ডাক্তার আর নার্স–উভয়েই বায়োহ্যাজার্ড স্যুট পরে আছেন যা সাথে অক্সিজেন টিউব লাগানো।

যেমনটি আশা করা হয়েছিলো স তেমনই আছে। নার্সটি জবাব দিলো। তার সার্জিক্যাল ক্যাপটি খুলে ফেললে তার শর্ট বব ষ্টাইলের লালচে বাদামি চুলগুলো বেরিয়ে পড়লো। নার্সটি দেখতে সুন্দর কিন্তু দুশ্চিন্তা তার চেহারাকে মলিন করে রেখেছে। ডাক্তারের ভাষ্যমতে তার হয়তো আরো কয়েকটা সার্জারির দরকার হতে পারে।

পেইন্টার চোখ বন্ধ করে লম্বা নিঃশ্বাস নিলেন। তার সামনে ভেসে উঠলো, একটি কুড়াল নেমে আসছে আর রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। জশকে অতি দ্রুত নিরাপত্তার সাথে স্টেইজিং এরিয়া থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। সার্জারির সময়ও একই ধরণের নিরাপত্তা বজায় রাখতে হয়েছে। বায়োহ্যাজার্ড স্যুট আর মোটা গ্লাভস পরে রীতিমতো তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে সার্জারি করতে। লিসা আর তার ভাইয়ের রক্তের গ্রুপ একই। সে দুই পাইন্ট রক্ত দিয়েছে–স্বাভাবিকের তুলনায় বেশিই বলা যায় আর পুরোটা সময় সে কেঁদেই কাটিয়েছে।

পেইন্টার জানে লিসার জন্য ফিল্ডে এরকম একটা স্বিদ্ধান্ত নেয়া কি রকম কঠিন ছিলো। প্রথম দিকে, তাকে বেশ সাহসি হতে হয়েছিলো, কারণ জশের তখন বোনের চেয়ে বরং একজন মেডিকেল ডাক্তারের বেশি দরকার ছিলো। কিন্তু এখানে আনার পর জশকে যখন সার্জারিতে নিয়ে যাওয়া হলো, লিসা একবারে ভেঙে পড়লো।

পেইন্টার লিসাকে কিছু সেড্যাটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলো, কিন্তু সে রাজি হয়নি।

একটা মাত্র কারণে সে এখনো শান্ত আছে, নড়াচড়া করতে পারছে।

পেইন্টার হ্যাঙ্গারের অপর প্রান্তে সাদা দেয়ালের আরেকটি স্থাপনার দিকে তাকালেন। এটা একটা লেভেল ৪ বায়োল্যাব যা সিডিসি টিম কর্তৃক স্থাপিত। লিসা ওই গ্রুপের সাথে সারা রাত কাটিয়েছে। পা হারানোটা দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ নয়।

"তার কি সংক্রমণের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে?" পেইন্টার নার্সকে চেপে ধরলো।

নার্সটি সামান্য মাথা ঝাঁকালো। "আমরা নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করছি, তার তাপমাত্রা মনিটর করা হচ্ছে, লক্ষ্য রাখছি যদি সংক্রমণের কোন লক্ষণ দেখা যায়। প্রতি আধা ঘন্টা অন্তর আমরা দেখছি তার শরীরে আর কোন চিহ্ন ফুটে উঠে কিনা। আপাতত এটকুই করার আছে। আমরা এখনো জানি না, আমরা কি খুঁজছি কিংবা কি সেটা কি যার বিরুদ্ধে আমাদের এ লড়াই।"

নার্সটি হ্যাঙ্গারের মধ্যে দূরের বিএসএল৪ ল্যাবের অপেক্ষাকৃত বড় স্যুটটির দিকে চেয়ে আছে।

প্রত্যেকেই আরো তথ্যের জন্য অপেক্ষা করছে।

বিশ মিনিট আগে, পেইন্টার একটা বিষয় জেনেছেন ডেড জোনের কাছাকাছি অবস্থান করা একটা টিমের কাছ থেকে। এক প্রকারের গাছের রোগ–কিংবা যাই হোক

না কেন–এটা ছড়িয়ে পড়ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে, কয়েক ঘন্টায় বেশ কয়েক একর গ্রাস করে ফেলেছে।

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে?

সে নার্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে এমন একটা জায়গার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো যেখানে হয়তো তার উত্তর খুঁজে পেতে পারে।

বিগত চব্বিশ ঘন্টায়, অনেক ব্যক্তিকে এখানে আনা হয়েছে। বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের বিশেষজ্ঞদের যেমন এপিডেমিওলজিস্ট, ভাইরোলজিস্ট, ব্যাকটেরিওলজিস্ট, জেনেটিসিস্ট, বায়োইঞ্জিনিয়ার আর এমন কোন ব্যক্তি যে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে, এখানে পাঠানো হচ্ছে। গ্রাউন্ড জিরো থেকে পঞ্চাশ মাইল দূর অব্দি কোয়ারেন্টাইন করে ফেলা হয়েছে। নিউজ ক্রুরা ওই সীমানার বাইরে ক্যাম্প বসিয়ে খবর সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে।

জায়গাটা যেন একটা চিড়িয়াখানা হয়ে গেছে।

দূরে পাহাড়ের চূড়ায় বজ্রপাতের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। হ্যাঙ্গারের স্টিলের ছাদেও চিড়চিড় শব্দ হচ্ছে এর ফলে।

মনে হচ্ছে প্রকৃতিও যেন পরিস্থিতিকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প।

পেইন্টার দ্রুত পায়ে বিএসএল৪ কমপ্লেক্সের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন।

আমাদের কিছু একটা খুঁজে পেতেই হবে...অন্তত তুচ্ছ কিছু একটা হলেও।

সকাল ৭.৫৬

জেনা তার কম্পিউটারের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, এদিকে দেখো।

ড্রেইক তার ওয়ার্ক স্টেশন থেকে চেয়ারসহ এগিয়ে এলো। সাথে করে নিয়ে এলো কেমন যেন একটা পুরুষালী গন্ধ। বিলও একটু ঝুঁকে গিয়ে তাদের সাথে যোগ দিলো। এমনকি নিকোও ফ্লোর থেকে তার কান দুটো খাড়া করলো। নিকো একটা নাইলাবোন নিয়ে খেলছিলো। জেনা এটা রেখেছে নিকোকে ভুলিয়ে রাখতে যখন সে কাজে ডুবে থাকে।

স্ক্রিনে একটা সাদা টয়োটা ক্যামরির স্থির ছবি দেখা যাচ্ছে। ফুটেজটা পাওয়া গেছে শহরের দক্ষিণে হাইওয়ে ৩৯৫ এর ওয়েদার ক্যামেরা থেকে। কিন্তু ক্যামেরার রেজোল্যুশন খুব একটা সুবিধার না।

সে পেছনের দেয়ালে টাঙানো সাদা বোর্ডের দিকে দেখালো, যেখানে তালিকায় একটা সাদা ক্যামরিও রয়েছে। লাইসেন্স প্লেইটটি দেখা যাচ্ছে না কারণ ওটা খুব দ্রুত যাচ্ছিলো।

সে প্লে বাটন চাপতেই গাড়িটিকে বড় করে দেখা গেলো হাইওয়েতে।

বিল হিসাব করে দেখলো, "ওটার গতি ঘন্টায় প্রায় সত্তর থেকে আশি মাইল।"

"এই গাড়িটার মডেল খুবই কমন।" ড্রেইক সন্দেহ ভরা কণ্ঠে বললো, "হয়তো কেউ তার বাড়ি ফিরছিলো।"

"হতে পারে, কিন্তু খেয়াল করে দেখো এটা পাশের লেইনের একটা গাড়িকে কিভাবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।"

জেনা ফুটেজটা আবার প্রথম থেকে চালালো। এবার অনেকটা ধীরে ধীরে চলছে সেটা, ফ্রেইম বাই ফ্রেইম। একবার দেখা গেলো ওটা বিপরীত দিক থেকে আসা একটা মিনিভ্যানকে ক্রস করছে। মিনিভ্যানের হেডল্যাম্পের আলো ক্যামরির ড্রাইভারকে আলোকিত করে তুললো। কিন্তু বাজে রেজোল্যুশনের জন্য ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

ড্রেইক বাঁকা চোখে চেয়ে বললো, "হয়তো ডার্ক ব্লন্ড, মিডিয়াম কিংবা লম্বা চুল। কিন্তু অস্পষ্ট।"

"হ্যা, কিন্তু লক্ষ্য করুন সে কি পরে আছে।"

বিল শিস দিলো, "হয় সে সাদা স্যুট শখ করে পরেছে, না-হলে ওটা একটা ল্যাব কোট।"

জেনা সাদা বোর্ডের দিকে তাকালো, "তালিকার কোন রিসার্চার সাদা ক্যামরি চালায়।"

ড্রেইক তার ট্যাবলেট কম্পিউটারটা নিয়ে এলো। সে সরকারি এমপ্লয়িদের ফাইলটা খুঁজছে। "দেখা যাচ্ছে তার নাম এমি সারপ্রি, একজন বায়োলজিস্ট, বোস্টন থেকে এসেছে, খুব বেশিদিন হয়নি। মাত্র পাঁচ মাস আগে যোগ দিয়েছে।"

"কোন ছবি আছে?"

ড্রেইক স্ক্রিনে ট্যাপ করে তাদের সামনে তুলে ধরলো। ব্লন্ড, ছোট বেণী করা চুল। কিন্তু লম্বাই মনে হচ্ছে। মেরিনটি জেনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো যেটা জেনাকে আরো উষ্ণ করে দিলো। "আমার মনে হয় একে আমরা একটা জ্যাকপট বলতে পারি।"

কিন্তু জেনা আরো নিশ্চিত হতে চাইছিলো। *আমরা তার সম্পর্কে কি জানি?*

পেইন্টারের পক্ষে প্রত্যেক রিসার্চার সম্পর্কে যতটুকু তথ্য তাদের রেকর্ড, ইভাল্যুইয়েশন, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক, এমনকি যদি কোথাও তাদের সম্পর্কে কিছু লেখা হয়ে থাকে সেগুলোও, দেয়া সম্ভব তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

ড্রেইক মহিলাটির জীবনীর হাইলাইট করা অংশটুকুতে মনোযোগ দিলো। "এই মহিলা ফ্রান্স থেকে এসেছে, সাত বছর আগে পেয়েছে আমেরিকার নাগরিকত্ব, অক্সফোর্ড আর নর্থওয়েস্টার্ণে পোস্ট ডক্টোরাল প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছে।"

বোঝা যাচ্ছে কেন ড. হেস তাকে নিয়েছিলেন। উপরন্তু, ছবিতে এই মহিলাকে দেখাচ্ছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়া, এমন একজন যার একদল পুরুষ বিজ্ঞানীদের ভিড়ে

জায়গা করে নিতে কোন সমস্যাই হবার কথা নয়।

সবাই যখন চুপ করে শুনছে, ড্রেইক তার পড়া চালিয়ে গেলো, সে আরো শক্ত কিছু খুঁজছে। সবশেষে, সে বললো, "বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবাধ প্রাপ্তির লক্ষ্যে যেসব আন্দোলন রয়েছে, সেরকমই একটা কিছুর বেশ উপরের দিকেই এই মহিলার অবস্থান। তারা আরো স্বচ্ছতা চায়। এমনকি সে একজন ডাচ ভাইরোলজিস্টের সমর্থনে একটা অপ-এডও লিখেছে যে কিনা H5N1 বার্ড-ফ্লুকে কিভাবে অধিক সংক্রমনোপযোগি ও প্রাণঘাতি করা যায় তার কিছু জেনেটিক ট্রিক অনলাইনে পোস্ট করেছে।"

"এই মহিলা কি মনে করে যে সেটা পোস্ট করা ঠিক ছিলো?" বিল জিজ্ঞেস করলো।

ড্রেইক আরো খানিকটা পড়ে শোনালো, "নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সে এর বিপক্ষে ছিলো না।"

জেনা লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলো। আমাদের উচিত এই তথ্যগুলো শেরিফের ডিপার্টমেন্ট আর ডিরেকটার ক্রোকে জানানো। ক্যামরিটা '০৯ মডেলের। সম্ভবত এতে জিপিএস ইউনিট আছে।

আর একটা VIN নম্বর দিয়ে, বিল বললো, "আমরা ওর অবস্থান জানতে পারবো।"

"মনে হয় সেটাই ভালো হবে।" জেনাও সমর্থন দিলো।

ড্রেইক উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঈশারায় জেনাকে অনুসরণ করতে বললো। "এর মাঝে, আমরা হেলিকপ্টারে ফিরে যাই। যদি অবস্থান জানা যায় সাথে সাথেই যেন রওয়ানা হওয়া যায়।"

সাথে থাকতে পেরে জেনা খানিকটা গর্ববোধ করলো।

যাও বিল ফোনের দিকে এগিয়ে গেলো। "আমি লক্ষ্য রাখবো আর যদি তেমন কিছু পাই সাথে সাথে তোমাদের জানাবো।"

নিকোকে সাথে নিয়ে জেনা আর ড্রেইক অফিস থেকে ভিজিটর সেন্টার হয়ে সামনের দরজার দিকে যাচ্ছে। বাইরে বের হতেই কয়েক ফোটা বৃষ্টি তার মুখে পড়লো।

সে আকাশের দিকে তাকালো, "অবস্থা সুবিধার মনে হচ্ছে না।"

কালো মেঘের ভিতর বজ্রের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে।

ড্রেইক ভ্রুকুটি করলো, "আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।"

সে ঠিকই বলেছে।

জেনা অপেক্ষারত যানটির দিকে দৌড়ে এগিয়ে গেলো।

কাউকে কিছু একটা খুঁজে পেতেই হবে এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সকাল ৮.০৪

লিসা খাঁচায় রাখা ইঁদুরটাকে পরীক্ষা করে দেখছে, একটা কাঠের আঁশ নিয়ে এর গোলাপি নাক নেড়েচেড়ে পর্যবেক্ষণ করছে। তার অনুভূতিও এ মুহূর্তে এই ক্ষুদ্র প্রাণীটার মতো ফাঁদে আটকে পড়া আর বিপন্ন।

এই পরীক্ষার সাবজেক্টগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করে খাঁচায় রাখা হয়েছে, এর মাঝখানটা HEPA ফিল্টার দ্বারা পৃথক করা। বিপরীত দিকে রাখা আছে কালো ধুলার স্তূপ–মরে যাওয়া গাছগাছালির ধ্বংসাবশেষ।

সে কম্পিউটারে একটা নোট লিখলো, এই বিএসএল৪ স্যুটের মোটা গ্লাভস পরে কিছু লেখাটা বেশ কষ্টসাধ্য।

পাঁচ ঘন্টা কেটে গেছে এবং সংক্রমণের কোন চিহ্ন নেই।

তারা ফিল্টারের বিভিন্ন ঘনত্ব ও ভিন্ন ভিন্ন সাইজের গর্ত করে বেশ কয়েকটা ট্রায়াল করেছে যাতে ইনফেকশাস এজেন্টের সাইজটা বের করা যায়। এখন পর্যন্ত এই একটা মাত্র ইঁদুর পাওয়া গেছে যাতে সংক্রমণের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বাকিগুলো মাল্টি-অর্গান ফেইলুরে মারা গেছে।

সে অনেক চেষ্টা করতে তার ভাইয়ের ব্যাপারটা ভুলে থাকতে যে এখন হ্যাঙ্গারে পেশেন্ট কন্টেইনমেন্ট ইউনিটে মৃতবৎ শুয়ে আছে।

ঘন্টা খানেক আগে, সে একজন হিস্টোপ্যাথোলজিস্টকে নিয়ে, সংক্রমনের প্রাথমিক পর্যায়ের একটা ইঁদুরের নেক্রপসি করেছে। এর হৃদপিণ্ড আর ফুসফুসের অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো, রক্তক্ষরণের চিহ্ন পাওয়া গেছে আলভিওলাই'তে আর কার্ডিয়াক মাসল ফাইবারও ছিলো ক্ষতিগ্রস্ত। আক্ষরিক অর্থেই এর হৃদপিন্ড বিগলিত হয়ে গিয়েছিলো। বাহ্যিকভাবে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হলো এর বুকের আকৃতির নাটকিয় পরিবর্তন। আর এ থেকে বোঝা যায় যে সংক্রমণের মাধ্যম বায়ুবাহিত।

এ কারণেই তারা ধারাবাহিকভাবে ফিল্টার টেস্টগুলো করতে শুরু করে।

লিসা লিখে চলছে।

মূল্যায়ন : ইনফেকশাস পার্টিকেলের সাইজ অবশ্যই ১৫ ন্যানোমিটারের কম।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা কোন ব্যাকটেরিয়া নয়।

ব্যাকটেরিয়ার সবচেয়ে ছোট যে প্রজাতি দেখা যায় তার নাম *Mycoplasma genitalium*, সেটাও ২০০ থেকে ৩০০ ন্যানোমিটারের হয়ে থাকে।

এটা সম্ভবত একটা ভাইরাস সে বিড়বিড় করলো।

কিন্তু মানুষের জানা মতে সর্ব ক্ষুদ্র ভাইরাসটি হলো *porcine circovirus*, যার আয়তন ১৭ ন্যানোমিটার। এখানে সংক্রমিত পার্টিকেলটি দেখা যাচ্ছে তারচেয়েও ছোট। এজন্যই এটাকে খুঁজে পেতে এতো ঝক্কি পোহাতে হয়েছে।

ঘন্টা দুয়েক আগে, সিডিসি'র একজন টেকনিশিয়ান পাশের হ্যাঙ্গারে একটি স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ স্থাপন ও ক্যালিব্রেটিংয়ের কাজ শেষ করেছে। আশা করা যাচ্ছে এখন তারা ওই জিনিসটার মোকাবিলা করতে পারবে।

লিসা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। প্রচন্ড মাথা ব্যথা অথচ কপালের দুপাশে একটু হাত বুলাতেও পারছে না। একগোছা চুল মুখের সামনে চলে এসে নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, সেগুলোও সরানো যাচ্ছে না স্যুট পরে থাকায়। হাল ছেড়ে দিয়ে চুলের গোছাটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছে। সে জানে এই বিরক্তিকর অবস্থাটা তাকে ভালোভাবে তার কাজ করতে দিচ্ছে না। কিন্তু কোন কারণেই সে এই বিএসএল৪ ল্যাবের স্যুট খুলে ফেলা যাবে না, যেখানে কয়েক ধাপের গবেষণায় সে এখন ব্যস্ত।

কানের মধ্যে রেডিওর কর্কশ আওয়াজ ভেসে এলো, প্রধান এপিডেমিওলজিস্ট ড. গ্র্যান্ট পার্সনের কণ্ঠ। "একটা সামারি মিটিংয়ের জন্য সকল গবেষকদের সেন্ট্রাল কনফারেন্স রুমে মিলিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।"

লিসা তার রাবারের গ্লাভস সহ একটা হাত একটা প্লাস্টিকের খাঁচার উপর রাখলো। "ছোট্ট বন্ধু, দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাও।"

সে দাঁড়ালো, অক্সিজেন হৌসটা দেয়াল থেকে খুলে তার সাথে নিয়ে নিলো। তারপর এয়ার লক পেরিয়ে বের হয়ে গেলো তার ভিভো এনিমেল-টেস্টিং ল্যাব থেকে। প্রতিটা ল্যাবই আলাদা করে তৈরি ও গবেষণা অনুযায়ি বিন্যাস করা হয়েছে যেন কোন প্রকার সংক্রমণ ছড়াতে না পারে।

সে সেন্ট্রাল হাবের দিকে পা বাড়ালো। প্রতি ঘন্টায়, ল্যাবের বিজ্ঞানীরা এখানে এসে তাদের অগ্রগতি ও বিভিন্ন বিষয় একে অন্যের সাথে শেয়ার করেন। এই মিটিংয়ের জন্য লম্বা টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউনাইটেড স্টেইটসের বিভিন্ন গবেষকদের সাথে এখান থেকেই টেলিকনফারেন্স করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে অতিরিক্ত মনিটর। বাইরের অন্ধকার হ্যাঙ্গার দেখা যাচ্ছে টেবিলের পেছন দিকের একটা জানালা দিয়ে।

গ্লাসের মধ্য দিয়ে বাইরে পরিচিত একটা মুখ দেখা গেলো।

সে পেইন্টারের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো আর নিজের কানের দিকে নির্দেশ করলো। পেইন্টারের কানে একটা রেডিও হেডপিস আছে, প্রাইভেট চ্যানেল ডায়াল করলেন।

"কেমন চলছে?" জানালায় হাত রেখে পেইন্টারের জিজ্ঞাসা।

"আমাদের কাজ ধীর গতিতে এগোচ্ছে।" লিসা জবাব দিলো, যদিও সে জানতো পেইন্টার রিসার্চের অগ্রগতি নয় বরং তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। লিসা ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত জরুরি বিষয়ে প্রশ্ন করলো। "জশ কেমন আছে?"

মেডিকেল স্টাফের কাছ থেকে সে তার ভাইয়ের নিয়মিত আপডেট পাচ্ছে।

তবুও সে এমন একজনের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছিলো যে তার ভাইকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে।

"এখনো ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু সে লড়ে যাচ্ছে। জশ শক্ত সামর্থ্য...সে একজন যোদ্ধা।"

পেইন্টার ঠিকই বলেছেন। তার ভাই পর্বত ডিঙ্গিয়েছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কিভাবে সম্ভব যাকে দেখাই যায় না।

"আশার কথা হলো সার্জনরা তার হাঁটুর জয়েন্টটা বাঁচাতে পেরেছে।" পেইন্টার আরো বললেন, "এটা পরে তার দ্রুত রিকভারি ও ফিজিওথেরাপিতে সাহায্য করবে।"

লিসা প্রার্থনা করছে এই 'পরে' সময়টা যেন জশ পায়। "ওই ব্যাপারটা...ইনফেকশনের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে?"

"উহু, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে।"

এই খবরে লিসা কিছুটা আশ্বস্ত হলো। জশের সংক্রমণটা শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে নয় বরং ত্বকে ছিদ্রের ফলে হয়েছে। কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ এখনো দেখা না যাওয়ার কারণ হতে পারে সংক্রমিত স্থান হতে জীবাণুর বিস্তার ততোটা দ্রুত নয়।

একটা ভয় তাকে এখনো তাড়া করে ফিরছে।

আমি কি ঠিক সময়েই তার পা টা বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলাম।

তার পেছন থেকে ড. পার্সনের কণ্ঠ শোনা গেলো। "তাহলে মিটিং শুরু করা যাক।"

লিসা তার গ্লাভস পরা হাত গ্লাসের ওপারের পেইন্টারের হাতের উপর রাখলো। "ওর দিকে খেয়াল রেখো।"

পেইন্টার মাথা নাড়লো।

লিসা ঘুরে অন্যদের সাথে যোগ দিলো। কয়েকজন বসে আছেন, বাকিরা দাঁড়িয়ে, সবার পরনেই BSL4 স্যুট। প্রায় পরবর্তি পনেরো মিনিট, প্রতিটা ল্যাবের হেড তাদের নিজ নিজ মডিউলের আপডেট সবাইকে জানালেন।

একজন এডাফোলজিস্ট–মৃত্তিকা বিজ্ঞানী যিনি বিভিন্ন অণুজীব, ফানজাই বা ছত্রাক এবং মাটির নিচে থাকা অন্যান্য প্রাণ সম্পর্কে গবেষণা করে থাকেন–প্রথমে রিপোর্ট করছিলেন। তার কণ্ঠে উত্তেজনা।

ওই ডেড জোন থেকে আনা মাটি আমি পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখেছি। শুধু যে গাছপালা আর বন্যপ্রাণী মারা গেছে তাই নয়। আমি দেখেছি, মাটির দুই ফুট গভির পর্যন্ত যে কোন জীব ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যাকটেরিয়া, স্পোর, কীটপতঙ্গ, ওয়ার্ম সব শেষ। ওই মাটি পুরোপুরি স্টেরিলাইজ হয়ে গেছে।

পার্সন তার শক লুকানোর চেষ্টা করলেন না। "এই মাত্রার প্রলয়ের কথা...আমি কখনো শুনিনি।"

ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন, কালো পাহাড়গুলোর ছবি লিসার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কালো একটা ছায়া মাটির গভির পর্যন্ত ছেয়ে যাচ্ছে। এটা সামনে এগোতে এগোতে তার সম্মুখে আসা সব কিছুকে ধ্বংস করে ফেলছে। সে শুনেছে যে মনো লেকের দিকে আবহাওয়াজনিত দূর্যোগও ধেয়ে আসছে। সব মিলিয়ে বাস্তুসংস্থানের উপর এটা এমন এক আঘাত যার পরিমাপ করাও দুঃসাধ্য।

একজন ব্যাকটেরিয়োলজিস্ট তারপর কথা বলা শুরু করলেন। "প্যাথোজেনেসিটির কথা যদি বলা হয়, আমাদের টিম হরেক রকম লিকুইড ডিসইনফেকশন ট্র্যাপ নিয়ে কাজ করছে, যাতে সেখান থেকে নিয়ে আসা স্যাম্পলগুলো স্টেরিলাইজ করার কোন উপায় বের করা যায়। আমরা উচ্চমাত্রার অ্যালক্যালিনিটি ও এসিডিটি প্রয়োগ করে দেখেছি। লাই বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, বিভিন্ন রকমের ব্লিচ ইত্যাদি। কিন্তু স্যাম্পল ইনফেকশাসই রয়ে গেছে।"

"উচ্চ তাপ প্রয়োগ করে কি দেখা হয়েছিলো?" লিসা জিজ্ঞেস করলো, তার মনে পড়েছে, পেইন্টারের ধারণা যে পুরো পাহাড়কে ঝলসে দিলে হয়তো এর বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে।

গবেষক মাথা ঝাঁকালেন। "আমরা এই ব্যাপারটাও ভেবেছি। প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্যও পাওয়া গিয়েছিলো। আমরা একটা সংক্রমিত গাছকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেললাম। প্রথমে মনে হলো হয়তো কাজ হয়েছে। কিন্তু ওটা ঠান্ডা হবার পরের দেখা গেলো আগের মতোই সংক্রমিত। আমাদের বিশ্বাস, তাপ ওই অনুজীবটাকে কেবলমাত্র স্পোর বা সিস্টের মতো একটা দশায় নিয়ে যায়।"

"হয়তো আরো অধিক তাপের প্রয়োজন।" লিসা বললো।

"হতে পারে। কিন্তু কতটুকু তাপ এর জন্য যথেষ্ট হবে? আমরা নিউক্লিয়ার লেভেলের তাপের ব্যাপারে কথা বলছি। কিন্তু এটমিক বোমার সৃষ্ট তাপেও যদি এটা টিকে থাকে, তাহলে এরকম একটা বিস্ফোরণের ফলে এটা অন্তত আরো কয়েকশত মাইল বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

এটা হতে দেয়া যায় না।

"আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি।" পার্সন আশ্বস্ত করতে চাইলেন।

"ভালো হতো, যদি জানা যেতো যে আমরা কিসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।" ব্যাকটেরিয়োলজিস্ট তার কথা শেষ করলে, সকলেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

এবার লিসা তার কাজের ব্যাখ্যা শুরু করলো, নিশ্চিত করলো যে তারা যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করছে সেটা ভাইরাস গোছের কিছু একটা।

"কিন্তু এটা অতিক্ষুদ্র," লিসা বললো, "পরিচিত যে কোন ভাইরাসের চেয়ে এটা আকারে অনেক ছোট। আমরা জানি ড. হেস পৃথিবীব্যাপি এক্সট্রিমোফিল নিয়ে গবেষণা করছিলেন, যা অ্যালক্যালাইন ও এসিডিক পরিবেশে দিব্যি বেঁচে থাকতে

পারে, এমনকি এদের মধ্যে কিছু কিছু আগ্নেয়গিরির নির্গমন মুখেও বেঁচে থাকে।"

লিসা ব্যাকটেরিয়োলজিস্টের দিকে তাকালো। "তারপর এটাকে আরো মারাত্মক করে তোলার জন্য, আমরা জানি ড. হেস সিনথেটিক বায়োলজির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার প্রজেক্ট, নিওজেনেসিসের উদ্দেশ্য ছিলো বিপন্ন প্রজাতির ডিএনএ জেনেটিক্যালি ম্যানিপুলেট করে তাদের সাহায্য করা, তাদের অধিক শক্তিশালি করে তোলা যেন পরিবর্তিত পরিবেশে তারা খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই যাত্রায় কে জানে কোন ঘাতক তিনি তার ল্যাবে তৈরি করেছিলেন?"

সিডিসি'র একজন ভাইরোলজিস্ট ড. এডমান্ড ডেন্ট উঠে দাঁড়ালেন। "আমার মনে হয় এই ঘাতকের একটা ঝলক আমরা দেখতে পেয়েছি, নতুন স্থাপন করা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে।"

সবার দৃষ্টি এখন তার উপর।

"প্রথমে আমরা ভেবেছি এটা কোন টেকনিক্যাল গ্লিচ। আমরা দেখলাম সেটা খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির–কল্পনাতীত ছোট–কিন্তু ইনফেকশাস পার্টিকেলের সাইজ সম্পর্কে যদি ড. কামিংসের এসেসমেন্ট সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আমরাও মনে হয় ঠিক জিনিসটাই খুঁজে পেয়েছি।"

ডেন্ট লিসার দিকে তাকালেন। "যদি আপনি তা দেখতে চান..."

"অবশ্যই। আমার মনে হয় আমাদের একজন জেনেটিসিস্ট আর একজন বায়োইঞ্জিনিয়ার দরকার, যদি আমরা..."

জোরালো একটি শব্দ ভেসে আসায় সবার দৃষ্টি জানালার দিকে চলে গেলো। বাইরের অন্ধকারে শব্দের সাথে সাথে একটা নীল আলোর ঘূর্ণনও দেখা যাচ্ছে। এটা পেশেন্ট কন্টেইনমেন্ট ইউনিট থেকে আসছে।

একটা আতঙ্কের স্রোত লিসার পায়ের দিকে বয়ে গেলো।

অধ্যায় ১২

এপ্রিল ২৯, বিকাল ৩.০৫ জিএমটি
ব্রান্ট আইস শেল্ফ, এন্টার্কটিকা

"শক্ত করে ধরে বসুন!" পাইলট ঘোষণা করলো।

হিমশৈলে ভরা ওয়েডেল সাগরের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ছোট টুইন ওটার প্লেইনটি যেন পোষ না মানা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠলো। তীরে পৌঁছার সাথে সাথে বাতাসও হয়ে উঠেছে আরো উত্তাল।

"এই নিন্মমুখি বায়ু তো আমার গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো হয়ে উঠছে।" পাইলট ব্যাখ্যা করলো, যদি বমি ভাব হয়, পেছনের দিকে এয়ারসিকনেস ব্যাগ আছে, আমার প্লেনের সাথে কোন নোংরামি চলবে না।"

গ্রে তার জাম্প সিটের স্ট্র্যাপ শক্ত করে ধরে আছে। কেবিনের একপাশের সাথে তার কোমর বেল্ট দিয়ে আটকানো। পেছনে রাখা যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে বিকট শব্দ আসছে। মোশন সিকনেস গ্রেকে কাবু করতে পারে না, কিন্তু এই ফ্লাইটের রোলার কোস্টার যেন তার চূড়ান্ত পরীক্ষা নিচ্ছে।

জেসন বসেছে ক্যাবিনের সামনা সামনি। তার মাথা প্রচণ্ড দুলছে, আধো জাগরণে আছে সে, এই টার্বুলেন্সে তার কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। হয়তো এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ মহাদেশ সম্পর্কে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিংবা বেচারা পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে সফররত এই চব্বিশ ঘন্টাব্যাপি ফ্লাইটের ধকলে একটু বেশিই কাহিল হয়ে গেছে।

অবশেষে তারা তাদের ভ্রমণের শেষ অংশে এসে পৌঁছেছে।

পূর্বে, আজ সূর্যোদয়ের কিছু পরে পরেই, পৃথিবীর এই প্রান্তে যখন দুপুর, অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতকালের শুরু, তারা ফকল্যান্ড থেকে এন্টার্কটিক পেনিনসুলায় এসেছে। তারা ল্যান্ড করেছে এডিলেইড আইল্যান্ডের পাথুরে সৈকতে, যেখানে রয়েছে ব্রিটিশদের রোথেরা স্টেশন। ওই ফ্লাইটটা একটা বড়, উজ্জ্বল লাল রঙের ড্যাশ ৭ এয়ারক্রাফটের মধ্যে রয়েছে। এর একপাশে ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভের ছাপ মারা। রোথেরায় তারা এখনকার এই ছোট টুইন ওটার প্লেইনে চড়েছে। এর রঙ একই রকম আর তারপর তারা ব্রান্ট আইস শেল্ফের উদ্দেশ্যে ওয়েডেল সাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলছে। একশত মিটার পুরু একটা ভাসমান আস্তরণ যা পূর্ব এন্টার্কটিকার দূরের কোস্ট লাইন পর্যন্ত ছেয়ে আছে, যা কোটস ল্যান্ড নামে পরিচিত।

যখন তারা প্রায় পৌছে গেছে, তাদের এয়ারক্রাফটের টুইন প্রপগুলো পোলার এয়ারস্ট্রিম, মানে, কাটাবাটিক উইন্ড ভেদ করে এগোতে লাগলো। এই বাতাস আভ্যন্তরীণ মাউন্টেইন রেইঞ্জের চূড়া হতে ঘূর্ণিসহ শোঁ শোঁ শব্দে সাগরের দিকে নেমে আসে।

তাদের পাইলট বারস্টো নামের একজন ইউকে এয়ারম্যান, আর্কটিক অভিজ্ঞতায় যার ঝুলি সমৃদ্ধ বলা যায়। সে তার ধারাভাষ্য চালিয়ে যাচ্ছে। "এই হাওয়ার নাম এসেছে গ্রিক শব্দ *katabaino* থেকে, যার অর্থ হলো নিচের দিকে নেমে যাওয়া।"

"আশা করছি আমাদের সাথে এমন কিছু ঘটবে না।" তার পেছন থেকে একটি গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

জো কোয়ালস্কি পেছনে গাদাগাদি করে বসে আছে। তার বিশাল দেহ, এই ছোট জায়গায় সংকুলান করানোর জন্য সে নিজেকে গুটিয়ে আকারে প্রায় অর্ধেকে নিয়ে এসেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা ন্যাড়া মাথার একটা গরিলা সুয়ারেজ পাইপে ঢুকে বসে আছে।সে তার মাথা নিচু করে রেখেছে নিচু ছাদের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে। তারপরেও ওয়েডেল সাগরের উপর টার্বুলেন্সের সময় সে তার মাথা বাঁচাতে পারে নি।

কেট তাকে এই মিশনে পাঠিয়েছে অতিরিক্ত সাহায্য ও তার পেশি শক্তির জন্য, যদিও আরেকটা কারণও শোনা গেছে। তাকে কিছুদিনের জন্য পরিস্থিতি থেকে একটু সরিয়ে দেয়া। এলিজাবেথ পোকের সাথে তার ব্রেক আপের পর, সারাক্ষণ উদাস হয়ে বসে থাকা ছাড়া যেন তার আর কোন কাজ ছিলো না।

গ্রে অবাক হয়ে ভাবে, কেট কিভাবে পার্থক্যটা ধরতে পারে। কোয়ালস্কি তার কাজে কখনোই তেমন দীপ্তিময় ছিলো না, এমনকি তার সেরা সময়েও।

তবুও গ্রে কোন অভিযোগ করেনি। দেখতে-শুনতে হয়তো লোকটিকে তেমন একটা কিছু মনে হয় না, কিন্তু একজন প্রাক্তন নেভি সেইলর হিসেবে তারও রয়েছে কিছু নিজস্ব দক্ষতা, যার বেশিরভাগই পেশির শক্তির মধেই সীমাবদ্ধ। সে সিগমার ডেমোলিশন এক্সপার্ট আর অতীতে নিজেকে প্রমাণও করেছে অনেকবার। সাথে আছে তার বদমেজাজি স্বভাব, অনেকটা ব্রেডের উপর ছত্রাকের মতো। একটু মানিয়ে নিলে, সঙ্গি হিসেবে সে ততোটা খারাপ না।

কিন্তু ব্যাপারটা এমনও না যে আমি চিৎকার করে কখনো তা স্বীকার করতে যাবো।

"ওই যে হ্যালি স্টেশন দেখা যাচ্ছে," বারস্টো চেঁচিয়ে পেছনে জানালো। "ওই যে বড় নীল কেন্নোর মতো বরফের উপর বসে আছে।"

টুইন ওটার ল্যান্ডিংয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকায়, গ্রে ঘুরে জালানার দিকে তাকালো। ঠিক নিচে ব্লাক সীর বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে নীল বরফের সুউচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীর চল্লিশ তলা বিল্ডিংয়ের সমান উঁচু। যখন ব্রান্ট আইস শেল্ফ বন্ধুর কোস্টলাইন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, এটা আসলে সাগরের বুক ফুঁড়ে উঠা বরফের জিহ্বার মতো ছিলো, ষাট মাইল অব্দি বিস্তৃত, কুইন মড ল্যান্ডের গ্রেসিয়ার হতে পূর্ব দিকে ভেসে বেড়াচ্ছিলো ধীরে ধীরে। এই সরে যাওয়ার হার বছরে প্রায় দশটা ফুটবল মাঠের সমান, ওয়েডেল সাগরের উষ্ণ জল আর স্রোতের গতির জন্য অবশেষে টুকরো হয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু যে জিনিসটা গ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটা হলো ওই ক্লিফগুলোর উপরের স্থাপনা। আসলেই ওটা দেখতে কেন্নোর মতো। *দ্য হ্যালি সিক্স রিসার্চ স্টেশন* ২০১২ সালে স্থাপিত হয়েছে। এর প্রতিটা স্টিল মডিউলের ডিজাইন অনন্য আর রঙ নীল, এর প্রতিটা অংশ হাটা-পথ দিয়ে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেকটা অংশ দাঁড়িয়ে আছে রণ পায়ের মতো স্কিয়ের উপর যার উচ্চতা হাইড্রোলিকস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

"এটা হ্যালির ষষ্ঠ সংস্করণ," তাদের যানটিকে হাওয়ায় ভাসাতে ভাসাতে বারস্টো বললো, "আগের পাঁচটির কোনটি তুষারে চাপা পড়েছে, কোনটি বা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে আবার কয়েকটি সাগরেও তলিয়েছে। তাই এখন আমাদের সবকিছুই স্কিতে। এখন আমরা এই স্টেশনকে বরফের স্তূপ থেকে বের করে আনতে পারি কিংবা তুষারপাত থেকেও একে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

কোয়ালস্কি তা নাক জানালায় *ঠেকিয়ে* রেখেছে।

"তাহলে এটা এখন খাদের এতো কাছে কেন?"

সে *ঠিকই* বলছে। আটটি সংযুক্ত মডিউল, সবগুলো একসারিতে সারিবদ্ধ, ক্লিফের শেষ প্রান্ত হতে মাত্র একশত ইয়ার্ড দূরে।

"বেশি দিন ওখানে থাকবে না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরো ভেতরের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। একদল আবহাওয়বিদ এখানে বছরব্যাপি গ্রেসিয়ারের বিগলন, বরফ পাতের গতি পর্যবেক্ষণের কাজ করছে। এখানে তাদের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তারপর পুরো দল এন্টার্কটিকার অন্য পাশে চলে যাবে।" পাইলট পেছন ফিরে তাদের দিকে তাকালো—ব্যাপারটা গ্রের পছন্দ হলো না কারণ টুইন ওটার ল্যান্ডিংয়ের জন্য মিড-ডাইভ পর্যায়ে আছে। "পুরো দল, তারপর রস আইস শেল্ফের দিকে যাবে। ম্যাক মারডো স্টেশনে। তোমাদের একটা বেইসে।"

"দৃষ্টি রাস্তার উপর," কোয়ালস্কি পেছন থেকে গর্জে *উঠলো*, সামনের দিকে নির্দেশ করলো আরো মনোযোগি হওয়ার জন্য।

পাইলট যখন তার ডিউটিতে মনোনিবেশ করলো, গ্রে জেসনকে দেখলো, এই কোলাহলে সে পুরোপুরি জেগে উঠেছে। "ম্যাক মারডো? সেখানে এখনো তোমার পরিবার আছে, তাই না?"

"কাছাকাছি," জেসন বললো।

"কে এখানে থাকতে চায়? কোয়ালস্কির আওয়াজ পাওয়া গেলো। "এমনকি প্রসাব করতে গেলেও তোমার বিশেষ অঙ্গ জমে বরফ হয়ে যাবে।"

বারস্টো খুব মজা পেয়েছে এ কথায়। সে খেঁক খেঁক হেসে *উঠলো*। "বিশেষ করে মিড উইন্টারে, দোস্ত। শীত কালে একবার এসো বন্ধু, একেবারে বানর বেরিয়ে পড়ে।"

"বানর?" কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করলো।

"সে বোঝাচ্ছে তখন প্রচণ্ড *ঠান্ডা* থাকে।" গ্রে বুঝিয়ে দিলো।

জেসন নিচের দিকে দেখালো। "কেন ওই স্টেশনের শুধু মাঝখানের একটা অংশের রঙ লাল আর বাকিগুলোর রঙ নীল?"

"নিচের ওটা আমাদের রেড-লাইট ডিসট্রিক্ট," বারস্টো উত্তর দিলো। মাঝে মাঝে বরফের উঁচু স্তম্ভের কারণের প্লেইনটাকে একই উচ্চতায় রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। "ওই অংশে আমাদের বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা সেখানে খাওয়া দাওয়া করি, কদাচিৎ পান উৎসবও হয়, স্নুকার খেলি আর একটা টেলিভিশন রয়েছে মুভি দেখার জন্য।"

টুইন ওটার অবতরণ করলো আর তুষারাবৃত সমতলে মাঝে পিছলে যেতে লাগলো যা স্বাভাবিক রানওয়ের প্রায় দ্বিগুণ। পুরো যানটি যেন স্কি করতে করতে এগিয়ে চলছে, অবশেষে স্টেশনের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে থামলো।

সবাই বাইরে চলে এলো। যদিও সবাই মোটা পোলার জ্যাকেটে আবৃত, তবুও বাতাস দ্রুতই তাদের প্রতিটি ফাঁকা জায়গা আর ছিদ্র আবিষ্কার করে ফেললো। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে যেন লিকুইড নাইট্রোজেন তারা টেনে নিচ্ছে, অপরদিকে বরফে সূর্য রশ্মির প্রতিফলন তাদের অন্ধ করে দিচ্ছে। সূর্যাস্তের আর মাত্র আধ ঘন্টার মতো বাকি ছিলো। পরবর্তি কয়েকদিন আর সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের বালাই থাকবে না।

পাইলট তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার কোটের জিপ খোলা, তার হুডও নিচে নামানো। সে আকাশের দিকে তাকালো, যেন সূর্যের শেষ আলো টুকু গায়ে মেখে নিচ্ছে। "এরকম উষ্ণতা আর বেশিক্ষণ থাকবে না।"

"উষ্ণতা?"

ঠান্ডায় এমনকি গ্রের দাঁত ব্যথাও শুরু হয়ে গেছে।

"যখন সুযোগ থাকে তোমার চামড়া ট্যান করে নাও," এ কথা বলতে বলতে বারস্টো তাদের একটা সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সিঁড়িটা বিশাল মডিউলগুলোর একটায় চলে গেছে।

নিচ থেকে স্টেশনের আয়তন চমৎকার মনে হয়। প্রতিটি অংশ একেকটা দোতলা ঘরের মতো আর চারটা বিশাল হাইড্রোলিক স্কির সাহায্যে নিচ থেকে প্রায় পনেরো ইয়ার্ড উঁচুতে উঠানো। বড়সড় একটা ট্রাকটর অনায়াসেই এর নিচ দিয়ে চলে যেতে পারবে। মনে হয় পার্ক করা জন ডিয়ার ট্রাক্টরগুলো কদাচিৎ নড়াচড়া করে।

"হয়তো এভাবেই তারা মডিউলগুলোকে দাঁড় করিয়ে রাখে।" জেসন অবাক চোখে আমেরিকায় তৈরি যন্ত্রপাতি দেখছে। তারপর সে তেরছা চোখে তুষারাবৃত বিশাল স্টেশনের দিকে তাকালো। "মনে হচ্ছে এসব কিছুই যেন স্টার ওয়ার্স মুভির অংশ।"

"ঠিক" কোয়ালস্কি যেন তার সাথে একমত হলো, "মনে হচ্ছে বরফের উপর দাঁড়িয়ে থাকা প্লানেট হোথ।"

গ্রে আর জেসন তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

কোয়ালস্কি তার সবসময় গোমড়া করে রাখা মুখ আরো গোমড়া করে ফেললো। "আমিও মুভি দেখি।"

"এই দিকে ভদ্রমহোদয়গণ," বারস্টো সিড়ির দিকে নির্দেশ করলো উপরে ওঠার জন্য।

জুতা থেকে বরফ সরাতে সরাতে তারা উপরে উঠতেই একটা দরজা খুলে গেলো। খোলা জিপের একটি লাল পারকা পরিহিত একজন মহিলাকে দেখা গেলো সিড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে, তাদের স্বাগতম জানানোর জন্য।

তার কালো চুল পেছনের দিকে আঁচড়ানো। এই রুক্ষ পরিবেশের জন্য বেশ কার্যকর কিন্তু তারপরেও মেয়েলিধাঁচে বিনুনি করা। তার ভংগিমা ক্ষিপ্র আর দেহ পেশিবহুল। গালের পাশটা দেখে মনে হয় বাতাসে ঝলসানো আর ট্যান করা। মনে এই মহিলা নিজেকে এখানকার চার দেয়ালে আটকে রাখার পক্ষপাতি নয়।

"পৃথিবীর সর্বনিম্ন তলে আপনাদের স্বাগতম।" সে তাদের সম্বোধন করলো। "আমি ক্যারেন ভন ডার ব্রুয়েগ।"

গ্রে আরো খানিকটা উঠে গিয়ে করমর্দন করলো। "অনেক ধন্যবাদ এখানে আমাদের স্বাগতম জানানোর জন্য ড. ভন ডার ব্রুয়েগ।"

"আমায় ক্যারেন ডাকলেই হবে। এখানে আমরা ফর্মালিটির এতোটা ধার ধারি না।"

এই মহিলা সম্পর্কে গ্রেকে আগেই জানানো হয়েছিলো। সে এখানে একই সাথে প্রধান বিজ্ঞানী আর বেইস কমান্ডার হিসেবে কাজ করে। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সেই, বলা চলে একজন সুপরিচিত আর্কটিক বায়োলজিস্ট, ট্রেইনিং নিয়েছে ক্যামব্রিজ থেকে। এই মিশনের ডকুমেন্টে গ্রে তার সুদূর উত্তরের পোলার বিয়ারের ছবি দেখেছে। এখন সে পৃথিবীর এই অপর পাশে, এম্পেরর পেঙ্গুইন যারা এখানে আস্তানা গেড়েছে, তাদের উপনিবেশের উপর গবেষণা করছে।

"ভেতরে আসুন। আমরা আপনাদের সব কিছু বুঝিয়ে দেব।" সে ঘুরে তাদের হ্যাচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। "এটা হলো কমান্ড মডিউল, এখানে বুট রুম রয়েছে, রয়েছে কমিউনিকেশন স্টেশন, সার্জারি আর আমার অফিস। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের বিনোদন কক্ষটা আপনাদের বেশি ভালো লাগবে।"

গ্রে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে, একটা অপারেশন থিয়েটার সমৃদ্ধ ছোট্ট একটা সার্জিক্যাল স্যুট। কমিউনিকেশন রুমের সামনের দরজার এসে সে খানিকটা দাঁড়ালো।

"ড. ভন ডার ব্রুয়েগ...ক্যারেন, আমরা যখন অ্যাডিলেইডের রোথেরা স্টেশনে পৌছেছিলাম তখন থেকে আমি এখানে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু আমি পর্যাপ্ত সিগন্যাল না পাওয়ায় সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।"

তার ভ্রু কুঁচকে গেলো। "আপনার স্যাটেলাইট ফোন...মনে হয় সেটা জিওসিঙ্ক্রোনাস সংযোগ ব্যবহার করে।"

"হ্যা, তাই।"

আপনি যখন ইকুয়েটর থেকে সত্তর ডিগ্রি দক্ষিণে যাবেন ওই ধরণের ফোন তখন কাজ করে না বললেই চলে। যার মানে হলো প্রায় পুরো এন্টার্কটিকায়। আমরা এখানে এলইও স্যাটেলাইট সিস্টেম ব্যবহার করি। লো আর্থ অরবিট।"

ক্যারেন কক্ষের দিকে দেখিয়ে বললো, "কল করতে কোন সংকোচ করবেন না। আপনাকে একা কথা বলার ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে। কিন্তু জানিয়ে রাখি, একটা সৌর ঝড় বয়ে চলছে। এটা আমাদের সিস্টেমকেও আক্রমণ করেছে। খুবই ঝামেলার জিনিস, কিন্তু এটা অরোরা অস্ট্রালিস তৈরি করে—আমাদের এই দক্ষিণের আলো—দেখতে খুবই চমৎকার।"

গ্রে কক্ষে প্রবেশ করলো। "ধন্যবাদ।"

ক্যারেন অন্যদের দিকে তাকালো। আমি এখন আপনাদের কমিউনাল রুমে নিয়ে যাচ্ছি। সেখান থেকে হয়তো আপনারা গরম কফি আর কিছু খাবারও খেয়ে নিতে পারেন।"

"মাগনা খাবার সুযোগ আমি কখনোই ছাড়ি না?" কোয়ালস্কি বললো, তার চেহারা এখন একটু কম গোমড়া দেখা যাচ্ছে।

হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে তারা দুই মডিউলের মাঝামাঝি একটা ব্রিজে চলে এসেছে। গ্রে দরজা বন্ধ করে কমিউনিকেশন রুমের স্যাটেলাইট ফোনের দিকে এগিয়ে গেলো। সিগমার কমান্ডের জন্য একটা সিকিউর নাম্বার ডায়াল করলো। স্ক্রাম্বলড লাইনটায় সংযোগ পেতেই একটা যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেলো।

সাথে সাথেই কেট উত্তর দিলো। "হ্যালি স্টেশনে পৌঁছে গেছো?" সে কোন সময় নষ্ট করতে চাইছে না।

"আমার ভেতরের দিকের কয়েকটা দাঁতের ফিলিং মনে হয় নড়ে চড়ে গেছে, যাইহোক আমরা সবাই নিরাপদে পৌঁছেছি আর ভালো আছি। প্রফেসর হ্যারিংটন যাকেই পাঠান না কেন সে ব্যক্তির জন্য আমরা এখনো অপেক্ষা করছি। তারপর হয়তো আমরা কিছু জানতে পারবো।"

"আশা করছি শীঘ্রই হবে। শেষ কয়েক ঘন্টায় ক্যালিফোর্নিয়ায় আরো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ওই এলাকায় একটা ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। সাথে নিয়ে আসছে বৃষ্টিপাত আর বন্যার সম্ভাবনা।"

গ্রে বিপদের মাত্রা বুঝতে পারলো। কোয়ারেন্টাইন জোনকে নিরাপদ রাখা অসম্ভব হয়ে যাবে।

সংযোগের অবস্থা তেমন একটা সুবিধার না হওয়ায়, ক্যাটের কিছু কিছু কথা বোঝা গেলো না। "এদিকে লিসার ভাইয়েরও...সংক্রমণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বিশ মিনিট আগে তার খিঁচুনির মতো হয়েছিলো। এটা কি তার সংক্রমণের জন্য নাকি সার্জিক্যাল জটিলতা, সেটা বের করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের...হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসতে হবে যত দ্রুত সম্ভব আর ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ার আগেই।"

"লিসার অবস্থা কি?"

"সে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তার ভাইকে রক্ষা করার উপায় খুঁজছে, হন্যে হয়ে। তবুও পেইন্টার তাকে নিয়ে চিন্তিত। একমাত্র ভালো খবর হচ্ছে চক্রান্তকারির কাছাকাছি পৌঁছানোর ভালো একটা সূত্র আমাদের হাতে এসেছে। আমরা এখন সেটা নিয়েই আজ করছি।"

"গুড। আমি এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি যা কিছু করা সম্ভব, করবো। কিন্তু হ্যারিংটনের কাছ থেকে সে লোকটা আসার কথা আমাদের তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তার আসতে এখনো ঘন্টা খানেক বাকি আছে।"

পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে ক্যাটের অধৈর্য্য গলা শোনা গেলো। "যদি সে প্যারানয়েড না হয়ে যেতো..."

গ্রে তার হতাশাটা বুঝতে পারলো, কিন্তু তার মনে অন্য চিন্তাঃ হ্যারিংটনের প্যারানয়েড হবার পেছনে যদি সত্যিই যুক্তি সংগত কারণ থেকে থাকে, তাহলে?

বিকাল ৩.৩২

বাড়ি ফিরে এসেছি...

অস্ত যাওয়া সূর্যের দিকে জেসন তাকিয়ে রয়েছে। দোতলায় ট্রিপল-গ্লেইজড জানালার পাশের একটা টেবিলে সে বসে আছে আর এখন তার দৃষ্টি বাইরের তুষারাবৃত, বিস্তৃত ওয়েডেল সাগরের দিকে। জাহাজের মতো বিশাল বরফের স্তূপ ওই ঘন নীল জলে ছড়িয়ে আছে, বাতাস আর ঢেউয়ের ধাক্কায় সেগুলো যেন কোন অশরীরির আকৃতিতে কখনো পর্বত চূড়ার মতো, কখনো বা তোরণের মতো ভেসে বেড়ায়।

ভালো কিছু একটা করতেই তার সিগমায় যোগ দেয়া, তার দেশকে নিরাপদ রাখতে, কিন্তু এই পৃথিবীর আরো অনেক কিছুই সে দেখতে চেয়েছিলো। তার বদলে, সে সময় কাটিয়েছে সিগমা কমান্ডের ভূগর্ভস্থে আর এখন সে তার প্রথম ফিল্ড অ্যাসাইনমেন্টে...

আমাকে আমার বাড়িতেই পাঠানো হয়েছে।

এই এন্টার্কটিকায় সে তার শৈশব কাটিয়েছে তার মায়ের সাথে, তার সৎ বাবার সাথের যিনি এখনো ম্যাক মারডো স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও কাজ করেন।

এখন বৃত্তের মতো ঘুরে আমি ঠিক আগের জায়গাই ফিরে এসেছি।

সে গরম চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিলো। বিনোদন কেন্দ্রে বেইসের লোকজনের কোলাহল কানে আসছে। লাল মডিউলটা দুই ভাগে বিভক্ত। নিচের ভাগে রয়েছে ডাইনিং ফ্যাসিলিটি আর একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে যেখানে ছোট একটা লাইব্রেরি, কিছু কম্পিউটার এবং একটা কনফারেন্স এরিয়া আছে। সেখানে, দুই ফ্লোরের মাঝে একটা রক-ক্লাইম্বিং ওয়ালও দেখা যাচ্ছে।

তার ঠিক পেছনে তিন জন লোক পুল খেলছে, তাদের ভাষা শুনে নরওয়েজিয়ান বলে মনে হচ্ছে। যদিও এটা ইউকে'র স্টেশন, তবুও আন্তর্জাতিক গবেষকদের একটা দল এখানে কাজ করছে।

ড. ভন ডার ব্রুয়েগের কথা মতো, এখানে সাধারণত পঞ্চাশ থেকে ষাট জন বিজ্ঞানী কাজ করেন, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতকাল চলে আসায় তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনা হচ্ছে। তাদের সংখ্যা এখন বিশ। কিন্তু যখন অন্তহীন রাত শুরু হবে তখন হয়তো সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াবে বারো কিংবা তার আশে পাশে।

এই পরিবর্তনের কারণে বেইসের ভেতরে ও বাইরে কর্ম চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যায়। জানালার বাইরে একজোড়া ঝহড়-ঈধঃ এই স্টেশন থেকে স্তূপ করা বাক্স টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে মজাদার দৃশ্য হলো একটা সবুজ জন ডিয়ার ট্র্যাক্টর একটা খোলা নীল মডিউল নিয়ে হেলে দুলে বরফের মধ্য দিয়ে চলছে। সেটা যেন শেল্ফের কাছাকাছি জমে থাকা ঘন কুয়াশার মধ্যে ভুতের মতো অদৃশ্য হয়ে গেলো। এই সূর্যাস্ত প্রবল বায়ু প্রবাহকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

কমান্ডার বলেছেন যে আগামি সপ্তাহের মধ্যে—দিনরাত কাজ করলে—স্টেশনটিকে ডিসএসেম্বল করে খণ্ড খন্ড রূপে আরেকটু ভেতরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর সেখানে এটাকে শীতকালীন অবস্থানের জন্য রিএসেম্বল করা হবে।

আকাশে আরেকটা টুইন ওটার একেবারে নিচু হয়ে, আইস শেল্ফের প্রান্ত ভাগ ছুঁয়ে উড়ে চলছে। শেষ বিকেলের আলো যেন তার গায়ে মেখে নিচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে এটা রাতটুকু কাটাবার জন্য একটা আশ্রয় খুঁজছে। এর রং ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভে স্কোয়াড্রনের মতো চেরি রেড নয় বরং চক হোয়াইট। আর্কটিক অঞ্চলে এই রংটার প্রচলন নেই বললেই চলে, কারণ এখানে সাধারণত উজ্জ্বল রংকেই প্রাধান্য দেয়া হয় যা বরফ আর তুষারের বিপরীতে ভালোভাবে চোখে পড়ে।

হয়তো এটাকে হ্যারিংটনই পাঠিয়েছেন।

জেসন উঠে পড়ছে, গ্রেকে জানাতে হবে। ঠিক তার উল্টা দিকে, কোয়ালস্কি বুফে কর্ণারে ব্যস্ত, সে তার দ্বিতীয় প্লেট সামলাচ্ছে, যেখানে তাকালে বেশির ভাগ পাইয়ের স্লাইসই খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্লেইনটি ততক্ষণে আরো উঁচুতে উঠে গেছে। কোন রকমে বানানো এয়ারস্ট্রিপ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ফিরেই যাবে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এটা তাদের জন্য পাঠানো হয়নি, হয়তো ঘুরে বেড়াতে বেরিয়েছে। যাই হোক, ব্যাপারটা ফল্স এলার্মের মতো হয়ে গেলো।

জেসন আবার বসে পড়লো।

সে প্লেইনের উইংটিপের দিকে চেয়ে আছে। একপাশের দরজা খুলে গেলো। ভেতরে একটা কিছুর নড়াচড়া চোখে পড়ছে—পরক্ষণেই সন্দেহজনক একজোড়া কালো নল সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ হলো আর ধোঁয়া বেরুতে থাকলো।

বেশ কয়েকটা রকেট লঞ্চার।

প্রথম বিস্ফোরণেই বরফে দাঁড় করিয়ে রাখা টুইন ওটারটি ধ্বংস হয়ে গেলো। প্লেইনটি তারপর এগোতে থাকলো স্টেশনের দিকে।

জেসনের মনে হলো কেউ তার হাত ধরে রেখেছে।

কোয়ালস্কি হ্যাঁচকা টানে তাকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে নিয়ে এলো।

"এখন যেতে হবে বাছা।"

বিকাল ৩.৪৯

কমান্ড মডিউল আর রেক্রিয়েশন পডের সংযোগকারী এলিভেটেড ব্রিজ বরাবর গ্রে নিচু হয়ে ছুট লাগালো। তার মাথার মধ্যে এখনো বিস্ফোরণের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ক্যাটের সাথে কথা শেষ করে সে কেবল মাত্রই সামনে পা বাড়িয়েছে আর তখনই প্রথম রকেট বিস্ফোরিত হলো। ব্রিজের সাথের জানালা দিয়ে সে টুইন ওটারটা গুঁড়িয়ে যেতে দেখেছে।

প্যাসেজওয়েতে আরেকজনকে দেখা গেলো হামাগুড়ি দিতে।

গ্রে তার দিকে এগিয়ে গেলো। "ক্যারেন আপনি ঠিক আছেন তো?"

ঘটনার আকস্মিকতা বেইস কমান্ডারকে হতভম্ব করে দিয়েছে। কিন্তু তার নীল চোখে আতঙ্কের বদলে ক্রোধ দেখা গেলো।

"হচ্ছেটা কি এখানে?" সে চিৎকার করে উঠলো।

"আমাদের আক্রমণ করা হয়েছে।"

ক্যারেন গ্রেকে ছাড়িয়ে খানিকটা সামনে এগিয়ে গেলো। "আমাদের একটা মে ডে পাঠাতে হবে।"

গ্রে তাকে থামিয়ে দিলো। এয়ার ক্রাফটের ইঞ্জিনের শব্দ আরো জোরালো হচ্ছে। সে ক্যারেনকে রেক্রিয়েশন মডিউলের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

"সময় নেই," সে সতর্ক করে দিলো।

"কিন্তু–"

"আমার উপর ভরসা রাখো।"

ব্যাখ্যা করার মতো সময় গ্রের কাছে নেই, তাই সে ক্যারেনকে প্রায় শূন্যে তুলে ব্রিজের একেবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে এলো। দরজার কাছাকাছি পৌছাতেই সেটা খুলে গেলো। কোয়ালস্কিকে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে জেসনকেও সে একইভাবে তুলে এনেছে।

"ভেতরে ঢুকে পড়ো!" গ্রে চিৎকার করলো।

কোয়ালস্কি এক পাশে সরে দাঁড়াতেই গ্রে ভেতরে ঢুকে গেলো আর ক্যারেনকে

তার সঙ্গিদের দিকে এগিয়ে দিলো। সে সশব্দে দরজা বন্ধ করার সাথে সাথেই আরেকটা জোড়া বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিলো পুরো মডিউলটাকে। পুরো ডাইনিং এরিয়ায় শেল্ফ থেকে পড়ে যাওয়া কাঁচের জিনিস পত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জানালার ত্রিভূজাকৃতির প্যানগুলোও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বিস্ফোরণের ফলে।

গ্রে দরজার পোর্টহোল দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। সংযোগকারী ব্রিজের একটা অংশ বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। কমান্ড মডিউলের একটা পাশে গর্ত হয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেখান থেকে।

আর ঠিক সেখানেই কমিউনিকেশন রুমটা ছিলো।

ক্যারেনও তার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে এই দৃশ্য।

"তারা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে," গ্রে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো। "প্রথমেই তারা প্লেইনটাকে গুঁড়িয়ে দিলো, যা ছিলোএই বরফের রাজ্য থেকে ফিরে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন। তারপর যখন আমি শুনলাম প্লেইনটি আবার এদিকে ফিরে আসছে, আমি জানতাম তারা এবার কমিউনিশনে আক্রমণ করবে, যাতে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"

"এরা কারা?"

গ্রের মনে পড়লো যে একটি দল ডারপার হেড কোয়ার্টারে আক্রমণ করেছিলো। আকাশের টুইন ওটারটি সাদা রঙের আর আর্কটিক কম্ব্যাট অপারেশনে এটা খুবই কমন। এবার ভূমি থেকে সরাসরি একটি আক্রমণ আসন্ন, গ্রে ভাবলো।

"এখানে কি কোন ধরণের অস্ত্র আছে?" গ্রে জিজ্ঞেস করলো।

ক্যারেন বিপরীত দিকে ঘুরে গেলো।

"রান্না ঘরে আছে। এই স্টেশনের একেবারে শেষ মডিউলে। কিন্তু সংখ্যায় খুব বেশি নয়।"

এখন নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

এতক্ষণে বাকিরা এসে জমায়েত হয়েছে, বারস্টোকেও দেখা যাচ্ছে। তার সাথে আছে ভীত চেহারার গবেষকদের একটা দল।

তাদের সবাইকে ডাইনিং হল বরাবর এগিয়ে নিতে নিতে গ্রে জানতে চাইলো, "স্টেশনের মধ্যে আর কতো জন রয়েছে?"

ক্যারেন মাথা গোনা শুরু করলো। "বছরের এই সময়ে, যারা এই মুহূর্তে বাইরে আছে তারা ছাড়া, বড় জোর পাঁচ ছয় জন হবে।"

গ্রে একেবারে শেষ প্রান্তের দরজা খুলে সংযোগকারি ব্রিজে পৌঁছে গেছে। "সবাই এগিয়ে যাও! এক মডিউল থেকে আরেক মডিউলে! একেবারে শেষ প্রান্তে!" সে হাত নেড়ে সবাইকে এগোতে বলে ক্যারেনের পাশাপাশি হাটছে। "এখানে কি কোন ইন্টারকম সিস্টেম আছে, যা থেকে একটা সতর্ক সংকেত পাঠানো যেতে পারে?"

সে মাথা নাড়লো। "অবশ্যই এটা দিয়ে স্টেশনের বাইরে থাকা যে কারো সাথেই যোগাযোগ করা যাবে।"

"দারুণ। তাহলে যখন আমরা শেষ মডিউলে পৌঁছাবো, তখন এই জায়গা খালি করার নির্দেশ দিতে হবে।"

ক্যারেন উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে তার দিকে তাকালো। "সূর্যাস্তের পর, তাপমাত্রা মারাত্মক হারে নামতে শুরু করবে।"

"আমাদের আর কোন উপায় নেই।"

এখন বাইরের দিকটা শান্ত মনে হচ্ছে। আর কোন বিস্ফোরণ ঘটানো হয়নি। গ্রে ভাবলো টুইন ওটারটা নিশ্চয়ই নামার জন্য পাঁক খেতে শুরু করেছে। কোন সন্দেহ নেই যে একটা অ্যাসল্ট টিম শীঘ্রই ওটা থেকে নেমে আসবে। যোগাযোগের সব রাস্তা বন্ধ থাকায় বাইরে থেকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ পাঠানোরও কোন আশা নেই। হয়তো আক্রমণ সারা রাত ধরে চলবে, মডিউলগুলোতে তাদের খোঁজা হতে পারে অথবা প্রতিটা মডিউল উড়িয়ে দেয়া হতে পারে বোমা মেরে।

গ্রে যখন পরিকল্পনা করছিলো, তার পলায়নপর দল তখন পরবর্তি মডিউলে ঢুকে গেছে। এই মডিউলটা হলো স্টেশনের লিভিং কোয়ার্টার। এতে উজ্জ্বল রং করা, সারিবদ্ধ বেশ কিছু বেড রুম রয়েছে। সেখানে আরেকজন স্টেশন মেম্বারকে পাওয়া গেলো। চশমা পরা ছোটখাট এক যুবক, তার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। তারা আরো দুটি রিসার্চ মডিউল পার হয়ে গেলো যেগুলো শীতকালের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

অবশেষে, তারা শেষ মডিউলে এসে থামলো। এটা নিশ্চয়ই স্টোরেজ স্পেইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "অস্ত্রগুলো কোথায়?"

"পেছনের দরজার কাছে," ক্যারেন উত্তর দিয়ে বারস্টোর দিকে একটা চাবির গোছা দিলো, "অস্ত্রগুলো দেখিয়ে দাও।"

বারস্টো তাদের সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে আর এই ফাঁকে ক্যারেন দেয়ালের ইন্টারকমের দিকে এগোলো, সে দ্রুত কোড চাপছে। গ্রে বারস্টোর সাথে অস্ত্রের সন্ধানে আর ক্যারেন একটা জেনারেল এলার্ট জারি করলো যে ভেতরে যারা আছে তারা যেন দ্রুত স্টেশন ছেড়ে বাইরে চলে যায় আর যারা বাইরে অবস্থান করছে তারা যেন স্টেশন থেকে যত দূরে সম্ভব অবস্থান করে।

বারস্টো তাদের একেবারে পেছনের দিকের দেয়ালে নিয়ে এসে ক্যারেনের দেয়া চাবিতে ডাবল ডোর খুলে ফেললো। গ্রে রাইফেল আর হ্যান্ডগানের সারির দিকে তাকিয়ে আছে, অস্ত্রের নমুনা দেখে সে তার হতাশা লুকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এই জায়গায় ভারি অস্ত্রশস্ত্র রাখার মতো হুমকিই বা কোথায়। ভূমি থেকে কোন প্রাণীর হামলার আশঙ্কা নেই, প্রাণী বলতেও যা আছে তা শুধু পেঙ্গুইন আর সিলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই গোটা কয়েক রাইফেল আর বন্দুক কোন বিশৃঙ্খল অতিথির জন্যই হয়তো বা রাখা হয়েছে –কোন সংঘবদ্ধ আক্রমণ ঠেকানোর জন্য নিশ্চয়ই নয়।

গ্রে গোটা ছয়েক গ্লক১৭ পিস্তল তুলে নিয়ে বিলিয়ে দিলো আর তিনটা অ্যাসল্ট রাইফেলের একটা রাখলো তার কাঁধে। এটা একটা খ৮৬অ২ লাইট সাপোর্ট ওয়েপন। তারপর কোয়ালস্কি আর বারস্টোর দিকে বাকি দুইটা রাইফেল বাড়িয়ে দিলো। এক পাশে দাঁড়িয়ে জেসনও তার গ্লক পিস্তলটা লোড করে নিলো অভিজ্ঞ হাতে।

"কোয়ালস্কি এবং বারস্টো শোন, আমরা মাটিতে নেমে পড়লেই, চেষ্টা করবো যেন প্লেইনটা ল্যান্ডিং করতে না পারে। যদি তাতে ব্যর্থ হই, তখন আমরা আত্মরক্ষামূলক কৌশলে সরে আসবো।" গ্রে জেসনের দিকে তাকালো। "তুমি বাকি সবাইকে নিয়ে দ্রুত অন্য দিকে চলে যাবে। এই স্টেশন থেকে যতটা দূরে সম্ভব।"

ছেলেটা মাথা নাড়লো। তার দৃষ্টিতে সতর্কতা, আতঙ্কে যেন জমে গেছে, কিন্তু লড়ার জন্য প্রস্তুত।

ক্যারেন ফিরলো হাত ভর্তি হ্যান্ড হ্যান্ড রেডিও নিয়ে। "এগুলোও সাথে নিন।"

গ্রে সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা নেড়ে সেখান থেকে একটা সেট নিয়ে নিলো তার নিজের জন্য। তারপর টান দিয়ে হ্যাচটা খুলে ফেললো, বাইরে অন্ধকার, হিমশীতল রাত। ঠান্ডার প্রথম ঝাপটা তার চেহারায় লাগতেই সে তার পরিকল্পনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। বাইরে এই ঠান্ডায় নিশ্চিত মৃত্যু আবার ভেতরে থাকলেও মৃত্যু অনিবার্য। যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে–এই জায়গাটা ছাড়া অন্য কোথাও।

কিন্তু কোথায়?

স্টেশন কাঁপিয়ে দিয়ে আরেকটি বিস্ফোরণ টের পাওয়া গেলো। ধপ করে চারদিক ফর্সা হয়েই আবার অন্ধকারে ছেয়ে গেলো।

তার পেছন থেকে ক্যারেনের কণ্ঠ। "তারা নিশ্চয়ই জেনারেটরটিও উড়িয়ে দিয়েছে।"

ভ্রু কুঁচকে গেলো গ্রের। শত্রুরা কি ক্যারেনের এলার্ট কোনভাবে শুনে ফেলেছে? তার জন্যই কি আবার এই আক্রমণ? নাকি মাটিতে নেমে আসার আগে এটা অপর পক্ষকে দূর্বল আর ভীত করে দেয়ার করে দেয়ার একটা প্রচেষ্টা মাত্র?

টুইন ওটারটির নিরবচ্ছিন্ন গর্জনই বলে দিচ্ছে এখানে থেমে থাকলে বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লে পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে। এ কথা ভাবার সাথে সাথেই সে হাতে গ্লাভস পড়ে, এই ঠান্ডার মধ্যে, সিঁড়ির দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সিঁড়ির বেশিরভাগ অংশই সে স্লাইড করে নেমে গেছে আর বাকিদেরও নেমে যেতে ঈশারা করলো।

অস্ত্রের হাতলের দিকটা তার কাঁধের সাথে লাগানো, গ্রে সেটার স্কোপ দিয়ে সন্ধ্যার আকাশে টুইন ওটারের আলো খুঁজছে। প্লেইনটা স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে অবস্থান করছে। তখনই সেটা থেকে আলোর হালকা ঝলকানি দেখা গেলো। তারপর আরেকটা বিস্ফোরণ। ছোট এই দ্বীপটা আবার পুরোপুরি অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

"মনে হচ্ছে এবার আমাদের স্নো-ক্যাটগুলোর একটা হারালাম।" ক্যারেনের কণ্ঠ

অপরাধীর মতো শোনালো। "তাদেরকে স্নো-ক্যাটের আলো নিভিয়ে দেয়ার কথাটা বলা উচিত ছিলো।"

গ্রে লক্ষ্য করলো স্টেশনের ডান দিকে আরেকটা স্নো-ক্যাট গোটা তিনেক স্কি-ডুয়ের সাথে পার্ক করা আছে। "তুমি কি দ্রুত ওই স্নো মেশিনগুলো চালু করতে পারবে? লাইট অফ করে নিলে, পায়ে হাটার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা যাওয়া যাবে।"

ক্যারেন মাথা নাড়লো।

"যদি ওদের কাছে নাইট ভিশন থাকে, তাহলে?" জেসন তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো।

"যদি তা থেকেই থাকে, তাহলে পায়ে হেটে চললেও সহজেই তারা সহজে আমাদের সনাক্ত করে ফেলতে পারবে।" আইস শেল্ফের কাছাকাছি জমতে থাকা ঘন কুয়াশার দিকে দেখিয়ে বললো, "যখন চলতে শুরু করবে, চেষ্টা করবে যত দ্রুত সম্ভব যেন ওখানে পৌঁছানো যায়। এটাই এখন সবচেয়ে ভালো উপায়।"

জেসন সন্দেহ ভরা চোখ নিয়ে গন্তব্যের দিকে তাকিয়ে রইলো।

পরিস্থিতিকে একটু ভালো করার জন্য, গ্রে কোয়ালস্কি ও বারস্টোর দিকে ঘুরে গিয়ে বললো, "আমরা যত বেশি সম্ভব সুযোগ সবাইকে তৈরি করে দেব।" তারপর পার্ক করা বাহনগুলোর দিকে ইশারা করলো, "আমরা যদি ওখান থেকে গুলি ছুড়ি, তাহলে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আমাদের দিকে রাখতে সক্ষম হবো।"

কোয়ালস্কি রাগত স্বরে বললো, "আমার মনে হয় এই ঠান্ডায় মরে যাওয়ার চেয়ে সেটা বরং ভালো হবে।" বারস্টোও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

পরিকল্পনা মত গ্রে নির্দেশ দিলো দুই দলকে দুই দিকে ভাগ হয়ে যেতে।

জেসন তার বাহিনী নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েও আবার পিছনে তাকালো। "একটা স্কি-ডু দেখা যাচ্ছে তিন আসনবিশিষ্ট।" সে গ্রের দলের দিকে চেয়ে দেখলো। "ইঞ্জিন চালু করে এটাকে এখানেই রেখে যাবো। যদি সুযোগ হয়।"

গ্রের সম্মতিও পাওয়া গেলো তাতে, ছেলেটার উপস্থিত বুদ্ধিতে সে মুগ্ধ।

সবকিছু পরিকল্পনামাফিক শুরু হয়ে গেলে, গ্রে কোয়ালস্কি আর বারস্টোকে নিয়ে স্টেশনের রান্না ঘরের নিচে ঢুকে পড়লো। অপর দিক থেকে ইঞ্জিন চালুর শব্দ ভেসে আসছে।

গ্রে ধীরে ধীরে গ্রুপটাকে চলে যেতে দেখছে, কুয়াশায় হারিয়ে যাচ্ছে, একে একে।

গ্রে সন্তুষ্ট, তারপর সে স্টেশনের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো, তার কাঁধে অস্ত্র। তার দৃষ্টি টুইন ওটারের দিকে, সেটা এখন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। প্লেইনটা খানিকটা উপরে উঠে গেলো যেন সে নিচে গুপ্ত স্নাইপারের গন্ধ পেয়ে গেছে।

এই অদ্ভুত আচরণ গ্রেকে ভাবনায় ফেলে দিলো। তার ভেতরে সন্দেহ জাগছে। ওটা এখনো নিচে নামছে না কেন?

প্লেইনটা মাঠের উপর উড়তে থাকা বাজপাখির মতো ধীরে বৃত্তাকারে ঘুরছে। যত দূর মনে হয় অ্যাসল্ট বেইসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চেয়েছে যেন এর বাসিন্দাদের ঘায়েল করে ফেলা যায়।

কিন্তু আর কত? তারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছে?

এর উত্তর পাওয়া গেলো এক পলক পরেই।

একটা ব্যাপক বিস্ফোরণ পূর্বের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালি–পুরো দুনিয়া কাঁপিয়ে দিলো। স্টেশনের দূরবর্তি স্থানে, বিস্ফোরণের ফলে আগুন আর বরফ একসাথে উপরে উঠে গেছে, তারপর আরেকটা বিকট বিস্ফোরণ, কাছাকাছি কোথাও, অতপর আরেকটা।

গ্রে আর তার সঙ্গিরা হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েছে। বরফের গভিরে নিশ্চয়ই ওগুলো পুঁতে রাখা হয়েছিলো। এর পরিকল্পনাও সম্ভবত করা হয়েছে অনেক আগে।

স্টেশনের সুদূরে ধারাবাহিকভাবে বিস্ফোরণ চলছে, একের পর এক, একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

ঘন কুয়াশা ঘেরা ওই বিস্ফোরণ স্থলের দিকে গ্রে তাকিয়ে আছে।

যাক, অন্ততপক্ষে বাকিরা ঠিক সময়েই এখান থেকে চলে যেতে পেরেছে...

গ্রের দৃষ্টি যখন বিস্ফোরিত লাইনের দিকে, সেখানে তখন ফাটলের শব্দ, বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট গর্তগুলো একে অপরের সাথে জুড়ে যাচ্ছে, এমনকি দ্রুত বেড়ে চলছে সেই ফাটলের আকার। গ্রে ভাবছে নিচের দিকের বরফও সরে যাচ্ছে আর এই ভাসমান বরফের শেল্ফ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

অকস্মাৎ গ্রে শত্রুর পরিকল্পনাটা ধরতে পারলো।

তার হৃদপিণ্ড পাঁক খেয়ে উঠলো।

তার আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণিত করতেই যেন ভাঙনের বিকট শব্দ ছড়িয়ে পড়লো, মনে হচ্ছে তাদের পায়ের নিচের পৃথিবী গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

তার হাঁটুর নিচে, বরফ সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, নতুন নতুন ফাটল একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ওই অন্ধকার সাগরের দিকে। পুঁতে রাখা বোমা ব্রান্ট আইস শেল্ফের বেশ বড় একটা অংশ সফলভাবেই আলাদা করে ফেলেছে, নতুন একটা হিমশৈল তৈরি হয়েছে যার উপরে রয়েছে হ্যালি সিক্স।

পুরো স্টেশনটাই কেঁপে উঠলো আর দৈত্যাকার ক্লিফের উপর দাঁড়িয়ে থাকায় আস্তে আস্তে পিছলে যেতে শুরু করলো ঢালু অংশের দিকে।

গ্রে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে উপরের দিকে চেয়ে আছে।

কোয়ালস্কিও এসব ঘটনার সাক্ষি, "মনে হচ্ছে এরপর আমার প্রাক্তন প্রেমিকার সাথে মিটমাটের আর কোন আশাই নেই।"

অধ্যায় ১৩

এপ্রিল ২৯, সকাল ৮.৪৫ পিডিটি
ইয়োসেমিটি ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া

"তুমি যদি লুকিয়ে থাকতে চাও," ড্রেইক বললো, "তাহলে এই জায়গাটা খারাপ না।"

"আশা করছি সে এখনো এখানেই আছে।" সকালের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে জেনা এসইউভি থেকে বেরিয়ে এলো। গোর-টেক্স জ্যাকেটের হুডিটা উপরে টেনে দিয়ে বিখ্যাত আহওয়ানি হোটেলের সৌন্দর্য উপভোগ করলো। এটাকে ইয়সমাইট ন্যাশনাল পার্কের মুকুট রত্ন বলা হয়।

চালু হয় ১৯২৭ সালে। এই গ্রাম্য মাউন্টেন লজটিতে রয়েছে শিল্প কলা আর নেটিভ আমেরিকান ডিজাইনের অপূর্ব সংমিশ্রণ। এটা বিখ্যাত এর বিরাট স্যান্ডস্টোন ফায়ারপ্লেসের জন্য, এর বিমগুলো হাতে খোদাই করা কাঠের তৈরি, এতে আছে অসংখ্য স্টেইনড গ্লাস উইন্ডো। জেনার যা মাইনে তাতে সেখানে একরাত থাকার কথা ভাবাই যায় না, তবুও কদাচিৎ সে ওই ঝকঝকে ডাইনিং রুমে খেতে যায়। জায়গাটা তিন তলা সমান উঁচু আর বিরাট সুগার পাইনের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু এই সকাল বেলায় তাদের গন্তব্য প্রধান লজ নয়।

চার জনের একটা মেরিন টিম তাদের দো-আঁশলা বাহনটি পেছনের দিকে পার্ক করে রেখেছে। ড্রেইকের নেতৃত্বে তারা হোটেলের বর্ডার ঘেঁষে জঙ্গলের দিকে এগোচ্ছে। সাথে রয়েছে জেনা আর নিকো। সবার পরনে সাধারণ পোশাক। নিচে কেভলার বডি আর্মার থাকায় কিছুটা ভারি দেখাচ্ছে আর অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারেও তারা সাবধান, যেন দেখা না যায়।

জেনা কোমরের বেল্টে ঝুলিয়ে নিয়েছে তার .৪০ ক্যালিবারের স্মিথ এন্ড ওয়েসন এম এন্ড পি, তার জ্যাকেটের নিচের অংশ দিয়ে অস্ত্রটি ঢাকা। এক জোড়া হাতকড়াও রয়েছে তার সাথে।

মিনিট দশেক আগে তারা এখানে এসেছে, সিয়েরা নেভাদা রেইঞ্জের উপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টারে করে। এই ইয়োসেমিটি ভ্যালিতে পৌঁছাতে বিরূপ আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আহওয়ানীর পাশের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিটাকেই সাধারণত রেস্কিউ চপারগুলোর কমন ল্যান্ডিং ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ড্রেইক ভাবছে এতে তাদের টার্গেট সতর্ক হয়ে যেতে পারে, তাই স্টোনম্যানের পাশের সমতল জায়গাটিকেই বেছে নিলো।

"কার।" ল্যান্স কর্পোরাল স্মিট বললো।

ম্যাসাচুসেটসের প্লেইট সংবলিত একটা সাদা টয়োটা ক্যামরির দিকে সে দৃষ্টি

আকর্ষণ করলো। লাইসেন্স নাম্বারের মিল খুঁজে পাওয়া গেলো। কারটির মালিকের নাম এমি সারপ্রি।

এক ঘন্টা পূর্বে, পেইন্টার এই বাহনটার ভিআইএন নাম্বার দিয়ে জিপিএস সার্চ চালিয়েছিলো। অবশেষে তারা এটাকে এখানে খুঁজে পায়, এই ইয়োসেমিটি ভ্যালিতে, জনশূন্য আর কোয়ারেন্টাইন করে ফেলা ওই পাহাড়গুলো থেকে খুব একটা দূরে নয়।

প্রথমে সবাই ভেবেছে ওই মহিলা বোধহয় গাড়িটি এখানে ফেলে গেছে, কিংবা হয়তো গাড়ি বদল করেছে। হোটেলে অনুসন্ধান করেও এমি সেপ্রি নামের কারো কোন হদিস পাওয়া যায় নি। কিন্তু হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্কে একটা ছবি পাঠানো হয়েছিলো। মনে হচ্ছে ছবির সাথে চেহারায় মিল আছে এমন একজন মহিলা ভিন্ন নামে একটা রুম বুকিং দিয়েছে, তার পরিচয় আর ক্রেডিট কার্ড দুটোই ভুয়া।

অপরাধের চিহ্ন স্পষ্ট।

কিন্তু সন্দেহভাজন এখানে, এই কোয়ারেন্টাইন জোনের এতো কাছে কি করছে? সে কি তার নিজ হাতে ঘটানো ধ্বংসলীলার পরবর্তি নাটক দেখার জন্য এখানে রয়ে গেছে?

ওই ধ্বংসযজ্ঞ আর মৃত বন্যপ্রাণীদের কথা মনে হতেই জেনার প্রচন্ড রাগ হলো। একটা কুড়াল নেমে আসছে আর সাথে সাথে প্রচন্ড চিৎকার। ড্রেইক যখন কাজটি করছিলো, জেনা তখন জশের কাঁধ চেপে ধরে রেখেছিলো। ফেরার পথে গানারি সার্জেন্ট আর কোন কথাই বলেনি। সারাটা পথ ওই পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়েছিলো।

"ওই মহিলা নিশ্চিতভাবেই এখানে আছে," কারটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে স্মিট বললো। "যদি না সে এখান থেকে তার গাড়ি বদল করে থাকে।"

তেমনটি যেন না হয়। অনেক প্রশ্নের উত্তরই এখনো আমাদের জানতে বাকি আছে।

ড্রেইক সবার সামনে। তার মুখভঙ্গি কঠোর আর নির্বিকার। নিশ্চিতভাবেই সে প্রশ্নোত্তরের চেয়ে বেশি কিছু চায়। সে প্রতিশোধ নিতে চায়।

একটা ছোট পথের কাছাকাছি তারা টয়োটা পার্ক করলো যে পথটা পন্ডেরোসা পাইন সারির মধ্য দিয়ে চলে গেছে। আহওয়ানী হোটেলের চব্বিশটা ভাড়াটে কেবিন এখানে রয়েছে, সবগুলোই এই বনের মধ্যে লুকানো। এমি নিশ্চয়ই লুকানোর জন্য এগুলর কোন একটা ভাড়া করে থাকতে পারে।

ওই পথ ধরে তারা চলতে শুরু করলো। সারা বন জুড়ে পাইনের গন্ধ। একটা মোড়ে এসে ড্রেইকের দুজন লোক ডান দিকে চলে গেলো আর গানারি সার্জেন্ট আরেকজন মেরিনকে নিয়ে বাঁ দিকটাতে বনের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলো। তারা চেষ্টা করছে জায়গাটাকে ঘিরে ফেলতে।

মেরিনরা অদৃশ্য হয়ে যেতেই জেনা আর নিকো কটেজের দিকে এগোতে

লাগলো। পরিকল্পনাটা এমন যে জেনা প্রথমে গিয়ে বিষয়টা খতিয়ে দেখবে। সাধারণ পোশাক আর একটা কুকুরসহ জেনাকে পুরোদস্তুর একজন ট্যুরিস্টের মতোই লাগছে। লক্ষ্য হলো এমিকে অসতর্ক অবস্থায় পাকড়াও করা, যে কিনা পথ হারিয়ে ফেলা একজন হাইকারের জন্য হয়তো দরজাও খুলে দিতে পারে।

মোড় ঘুরতেই পাইন গাছের আড়ালে থাকা দেবদারু বৃক্ষের মনোরম একটা কটেজ নজরে এলো। বনের সাথে মিশিয়ে দিতে এটাতে সবুজ রঙ করা হয়েছে। বন্ধ দরজার দুপাশে সাইডলাইট রয়েছে। জানালাগুলোও ভালোভাবে আটকানো।

মনে কেউ একজন তার প্রাইভেসি নিয়ে বেশ চিন্তিত।

জেনা জানে মেরিনরা তার পেছনে রয়েছে তাই বিনা সংকোচে সে এগিয়ে চলছে। তবুও সে তার ভেস্টটা ভালভাবে আটকে নিলো দেহের সাথে। নিকো তার হাঁটু ঘেঁষে রয়েছে, যেন জেনার উত্তেজনা টের পাচ্ছে সেও।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছাতেই, বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও সে মাথার হুড ফেলে দিয়ে চেহারায় দিকভ্রান্ত ভাব ফুঁটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। দরজায় নক করে খানিকটা পিছিয়ে এলো।

"হ্যালো," জেনা ডাকলো। "আমাকে কি দয়া করে আহওয়ানী হোটেলে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারেন?"

একটা মৃদু শব্দ শোনা গেলো।

কেউ একজন ভেতরে আছে।

সে খানিকটা ঝুঁকে দরজায় কান পাতলো। হ্যালো একটু জোরে আবার ডাকলো।

ভেতর থেকে ফোনের চাপা রিংটোন শোনা যাচ্ছে। টোন শুনে মনে হচ্ছে ওটা একটা সেল ফোন।

আরেকবার ডাকার পর অত্যন্ত ক্ষীণ একটা উত্তর শোনা ভেসে এলো ভেতর থেকে।

"...আমায় সাহায্য করুন..."

সাহায্যের এই আকুতিতে জেনা সহজাত প্রতিক্রিয়ায়ই তার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা বের করে এর গোড়ালি দিয়ে দরজার পাশের জানালাটিতে আঘাত করলো। জানালার কাঁচ ভেঙে পড়তেই সে তার জ্যাকেটের হাতা খানিকটা টেনে নিয়ে ভাঙা টুকরোগুলো সরিয়ে দিলো আর হাত ঢুকিয়ে দরজার তালা খুলে দিলো।

তার পেছন থেকে বুটের ভারি আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

পেছনে তাকাতেই দেখতে পেলো ড্রেইক তার দিকে দৌড়ে এগিয়ে আসছে। "দাঁড়াও।"

ততোক্ষণে তালা খুলে দেয়া দরজাটা নিজ থেকেই হাট করে খুলে গেছে।

জেনা একটু আড়ালে গিয়ে দুহাতে তার পিস্তল উঁচিয়ে ধরলো। ড্রেইকও চলে এসেছে তার পাশে।

আলো আঁধারি কক্ষটিতে একটা বেডসাইড ল্যাম্প জ্বলছে। বিছানায় কেউ একজন শুয়ে আছে, তার অর্ধেকটা শরীর কমফোর্টার দিয়ে ঢাকা। সোনালি চুল দেখে মনে হচ্ছে এই সেই এমি সেপ্রি। কিন্তু মহিলার পুরো চেহারা ফুলে গেছে, সারা গায়ে ফোস্কা আর ঠোঁট দুটো কালো বর্ণের দেখাচ্ছে। লেপের উপর বমির দাগ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা দুমড়ানো মোচড়ানো যেন মহিলা ওটার সাথে যুদ্ধ করেছে।

জশের ব্যাপারটা জেনা আগেই শুনেছে।

তার মনে হচ্ছে এমিও একই রকমভাবে আক্রান্ত।

এই মহিলা যে বেশি দূর পালাতে পারে নি এতে অবাক হবার কিছু নেই। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে সে অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখানেই লুকাতে বাধ্য হয়েছে।

সামান্য সহমর্মিতা যেন জেগে উঠলো তার মাঝে, যদিও সে জানে এই মহিলার জন্য কত প্রাণহানি হয়েছে।

এমির মাথাটা দরজা বরাবর একটা বালিশে রাখা। তারা চোখ জোড়া অন্ধের মতো দেখাচ্ছে, অস্বচ্ছ আর সাদা। মুখ খানিকটা খুললো যেন আবার সাহায্য চাইছে।

তার পরিবর্তে মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে এসে বালিশে গড়িয়ে পড়লো আর কিছুটা শুষে নিলো ম্যাট্রেস। দেহটা বিছানায় নেতিয়ে পড়ে আছে।

জেনা তার সাহায্যে এগিয়ে যেতে চাইলে ড্রেইক হাত ধরে থামিয়ে দিলো।

"গালিচার দিকটা দেখো," সে সতর্ক করে দিলো।

গালিচার উপর ছোট কিছু একটা পড়ে আছে, প্রথমে জেনা ঠিক বুঝতে পারে নি। পরে তার মাথায় এলো সে কি দেখছে।

ইঁদুর...মরা ইঁদুর।

এই কটেজগুলোতে ইঁদুরের উৎপাতের কথা সে আগেই শুনেছে। তার কলেজের এক বন্ধু গত বছর এই ক্যাবিনগুলোর একটায় থেকেছে। পরে তার গল্পে শুধুই ঘুরে ফিরে এসেছে কিভাবে ইঁদুর তার বিছানায় পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলো, আস্তানা বেঁধেছে তার লাগেজে, এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বেঁছে নিয়েছিলো তার শখের জুতো জোড়া।

এই সংকট মোকাবেলায় হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের সব রকম চেষ্টা জারি রেখেছে, বিশেষ করে এই উপত্যকায় ইঁদুর বাহিত হ্যান্টা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর তো তারা রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এই কটেজের মধ্যে যুদ্ধ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

অথবা প্রায় শেষ পর্যায়ে।

একটা ইঁদুর কাঁপতে কাঁপতে কার্পেটের উপর দিয়ে হেটে চলছে।

নিকো দ্রুত জেনাকে পাশ কাটিয়ে গেলো। তার শিকারি প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে।

"নিকো দাঁড়াও।"

কুকুরটা তার নির্দেশে থেমে গেলো, কিন্তু ততোক্ষণে তার দাঁতের মাঝে

ইদুরটাকে দেখা যাচ্ছে। কুকুরটা ঘুরে দাঁড়ালো লেজ ঝুলিয়ে দিয়ে, যেন বুঝতে পেরেছে যে সে কিছু একটা ভুল করে ফেলছে।

"নিকো..."

সে ইঁদুরটা ফেলে দিয়ে বিহ্বলভাবে, মাথা নিচু করে জেনার কাছে ফিরে এলো।

এই কক্ষে যা ছড়িয়ে পড়েছে তা হ্যান্টা ভাইরাস থেকেও অতিমাত্রায় বিপজ্জনক।

দরজার ভেতর থেকে এখন নিকোর গোঙানি শোনা যাচ্ছে, এটা তাকে বাইরে আসতে দেয়ার অনুরোধ হয়তো বা।

সকাল ৯.১০

ল্যাব কমপ্লেক্সে যাওয়ার যে ভেতরের দরজা সেটা খোলার আগে লিসা এয়ার লকের ভেতর অপেক্ষা করছে যেন প্রেশারটা স্থির হতে পারে। গুহার মতো হ্যাঙ্গারটার ধাতব দেয়াল থেকে বৃষ্টির মৃদু শব্দ ভেসে আসছে।

এর মানে হলো হাতে খুব বেশি একটা সময় নেই।

স্থানীয় আবহাওয়াবিদদের মতে একটা বিশাল ঝড় ধেয়ে আসছে। এখন পর্যন্ত জিরো গ্রাউন্ডের আশে পাশের এলাকাটা শুষ্ক রয়েছে, কিন্তু ঝড় শুরু হওয়াটা এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। একদল পরিসংখ্যানবিদ কাজ করে চলছে এটা জানতে যে এই মহামারি কতদূর অব্দি ছড়িয়ে পড়তে পারে। এখানকার ভূসংস্থান ও ভূতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তারা একটা কম্পিউটার মডেল নিয়ে কাজ করে চলছেন।

তাদের প্রাথমিক ফলাফল যথেষ্টই আশংকাজনক।

পেইন্টার বিভিন্ন ষ্টেইট ও ফেডারেল অফিসিয়ালদের সাথে টেলিকনফারেন্স করে চলছেন যদি এই পরিস্থিতিতেও কিছুটা এগিয়ে থাকা যায়। দূর্ভাগ্যবশত, এই মধ্যরাতের অনাকাংখিত অতিথি এখন তার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্য ডিটিসি–দ্য ইউএস আর্মি ডেভেলপমেন্ট টেস্ট কমান্ড এর দ্য টেকনিক্যাল ডিরেক্টার উটাহর ডাগওয়ে প্রোভিং গ্রাউন্ড থেকে উড়ে এসেছেন এখানে। এই সংস্থাটি জাতীয় পর্যায়ের আণবিক, রাসায়নিক ও জৈবিক হুমকিগুলোর তদারকি করে থাকে। মাত্র কিছুক্ষণ হলো এসেছে আর ইতোমধ্যেই সে পেইন্টারের কাছে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতোই হয়ে উঠেছে।

ভেতরের দরজায় সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো, প্রেশারের জন্য একটু শব্দ করে দরজার ম্যাগনেটিক লক খুলে যেতেই ভেতরে পা রাখলো লিসা। রাজনৈতিক ঝামেলাগুলো পেইন্টারের কাঁধে ফেলে দিয়ে আসতে পারায় সে খানিকটা স্বস্তিতে আছে। এখানে তাকে আরো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য তার অখন্ড মনোযোগ দরকার।

হ্যাঙ্গারের দূরে পেশেন্ট কন্টেইনমেন্ট ইউনিটের দিকে সে তাকালো। ডায়াজিপাম

দিয়ে জশকে আবার ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। তার হটাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু লিসার আশংকা যে সংক্রমণ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমেও ছড়িয়ে পড়ছে এটা হয়তো তারই লক্ষণ।

আশা করছি আমার আশংকা অমূলক।

কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সে কাজ চালিয়ে যাবে।

"ড. কামিংস, আপনি ফিরে এসেছেন। চমৎকার।"

তার রেডিওর এয়ারপিসে কণ্ঠস্বরটি ভেসে এলো। ঘুরেই দেখতে পেলো সিডিসির ভাইরোলজিস্ট দূরে ল্যাবের মধ্যে জানালার পাশে দাঁড়ানো। সে হাত নেড়ে লিসাকে ভেতরে যেতে বলছে।

"আপনার কাজের জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আমরা ইনফেকশাস পার্টিকেল আলাদা করার ব্যাপারে বেশ খানিকটা এগিয়েছি। যখনই আমরা জেনেছি যে আমরা অতি ক্ষুদ্র কিছুর সন্ধানে আছি, আমরা দ্রুতই এগোতে শুরু করেছি। কিন্তু আমি আপনার মতামত চাইছি।"
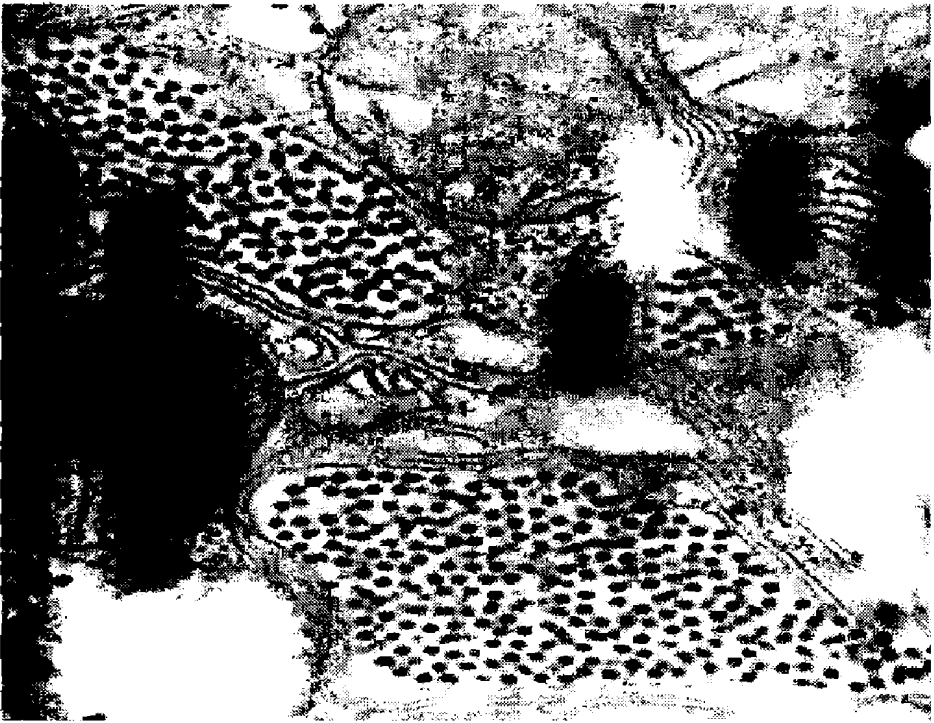
"অবশ্যই।" লিসা বললো।

লিসা উত্তেজিতভাবে ছোট এয়ার লকটি পার হলো ল্যাবে যাওয়ার জন্য।

বিএসএল চার ল্যাবের যে অংশটায় গবেষক কাজ করেন সেখানে সবকিছুই স্টিলের, চকচকে: হাই স্পিড কন্ট্রিফিউজ, একটা মাস স্পেক্ট্রোমিটার, একটা লেইসা

আলট্রামাইক্রোটোম আর ক্রায়োচেম্বার। সাথে আছে একজোড়া মাইক্রোস্কোপ।

কম্পিউটার স্টেশনে আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে মনিটরে মুখ গুজে বসে আছেন। ফিরে তাকানোর আগ পর্যন্ত তাকে চেনা গেলো না। তারপর বিস্ময় গোপন করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলো লিসা।

লোকটি হলেন ড. রেমন্ড লিনডাল, ইউ এস আর্মি ডেভেলপমেন্টাল টেস্ট কমান্ডের দ্য টেকনিক্যাল ডিরেক্টর। তার ফেইস শিল্ডের ফাকে দেখা গেলো পঞ্চাশোর্ধ বয়সের ব্যক্তিটিকে। রং করা কালো চুল সাথে মানানসই ছাগ দাড়ি। এখানে আসার পর থেকেই তিনি তার লম্বা নাক খানা পেইন্টারের প্রতিটি কাজে গলিয়েই চলেছেন, কখনো তার সুচিন্তিত মতামত দিচ্ছেন, আবার কখনো বা বিশেষ ক্ষমতাবলে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের হুকুম দিচ্ছেন।

এখন মনে হচ্ছে পেইন্টারের মতো যন্ত্রণা এবার তার পোহানোর পালা।

অবশ্য এই লোকটার এখানে থাকাটা যথাযথই বলতে হবে। লিসা তার ব্যাকগ্রাউন্ড জানে। একজন জেনেটিসিস্ট ও বায়োইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সে যথেষ্ট দক্ষ। এজন্য তার অহংকারও কম নয়।

"ড. ডেন্ট," লিনডাল দৃঢ়ভাবে ডাকলো। "আমার মনে হয় না এখানে এই মেডিসিন আর ফিজিওলজিতে ড. কামিংসের মতামতের আমাদের কোন প্রয়োজন আছে। ক্লিনিক্যাল কাজই তার জন্য ভালো হবে। তিনি প্রাণী অনুশীলনেই মনোযোগ দিতে পারেন, এই লেভেলের গবেষণায় নয়।"

ভাইরোলজিস্ট পিছু হঠলো না, ব্যাপারটা ভালো লাগলো লিসার। এডমান্ড লিনডালের চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোট। তার স্বভাবে কুচ পরোয়া নেহি একটা ভাব আছে। বার্কলি আর ষ্ট্যানফোর্ডে থাকার কারণে হয়তো এমন হয়ে থাকতে পারে।

"লিসার কারণেই এখানে আমাদের এই অগ্রগতি।" এডমান্ড লিনডালকে স্মরণ করিয়ে দিলো। "আর তিনি এখানে সাহায্য করলে আমরা কেউ আশা করি ব্যথা পাবো না, তাছাড়া মৌচাকে একটা মাত্র মৌমাছি কবেই বা সব মধু জমা করতে পেরেছিলো?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিনডাল ব্যাপারটা এখানেই ক্ষান্ত দিলো।

এডমান্ড ডিটিসি ডিরেক্টরের পাশে একটা চেয়ার টানলো। "লিসা আমি আগের মিটিংয়ে বলেছিলাম যে আমি হয়তো এই দানবের কর্মকান্ড কিছুটা ধরতে পেরেছি। একটা সংক্রমিত ইঁদুরের ফুসফুস থেকে এলভিওলাই এর ক্রস সেকশান করা হয়েছে আর এই দেখুন এর ইলেক্ট্রন মাইক্রোগ্রাফের ট্রান্সমিশন।"

লিসা একটু ঝুঁকে দেখলো ফুসফুসের ছোট এয়ার সেলগুলোতে সন্নিবেশিত অতিক্ষুদ্র পার্টিকেলের বেশ কিছ পকেট নজরে আসছে।

"ওগুলো অবশ্যই ভাইরাল পার্টিকেল।" লিসা স্বীকার করলো। "কিন্তু এতো ছোট আকারের কিছু আগে আমি দেখিনি।"

এডমান্ড মাথা নাড়লো। "সংক্রমিত কার্ডিয়াক মাসল ফাইবারে লেগে থাকা পার্টিকেলের একটার আকৃতি পরিমাপ করেছিলাম আমি। এই থ্রিডি ভিউতে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের একটা স্ক্যানিং দেখা যাচ্ছে।"

নতুন ছবিটাতে নার্ভ ও মাসল বান্ডিলে আটকে থাকা ভাইরাসগুলো প্রতিটা আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে।
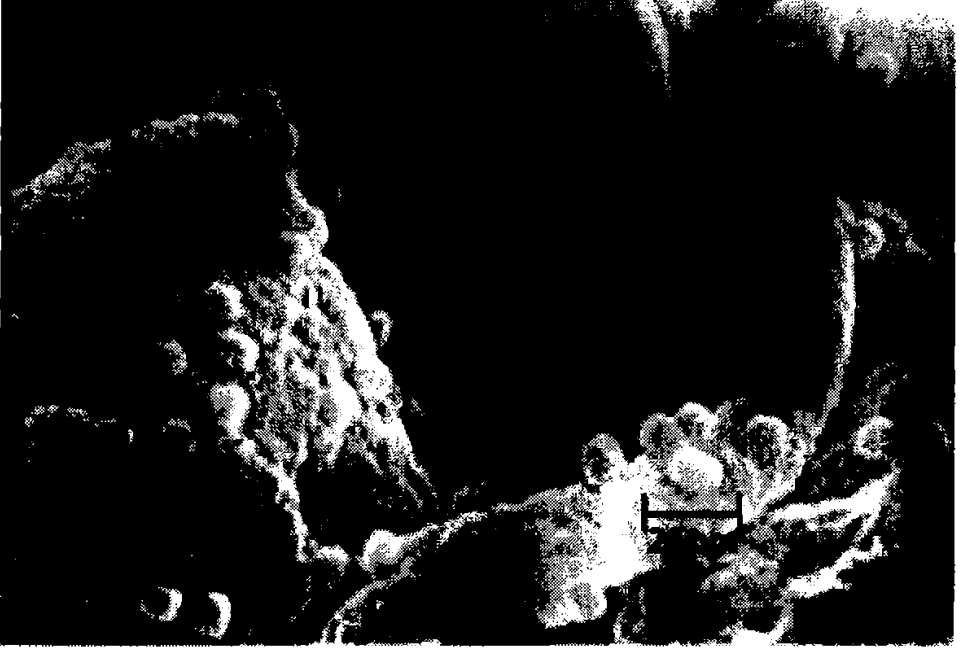
"দেখো, ওগুলো আকারে দশ ন্যানোমিটারের চেয়ে কম।" লিসা মন্তব্য করলো। "চেনা জানা সবচেয়ে ছোট ভাইরাসের চেয়েও আকারে প্রায় অর্ধেক।"

"ঠিক এ কারণেই আমার এখানে সাহায্য করতে আসা।" লিনডাল কনুই দিয়ে এডমান্ডকে সরিয়ে দিলো। "পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য আমি টিমের মলিকুলার বায়োলজিস্টদের থেকে পাওয়া প্রোটিন ডাটা মিলিয়ে দেখছিলাম। ওই ডাটা আর আমার নিজের পেটেন্ট করা প্রোগ্রাম ব্যবহার করে আমি ভাইরাসটির বাইরের খোলসের একটা থ্রিডি রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি।"
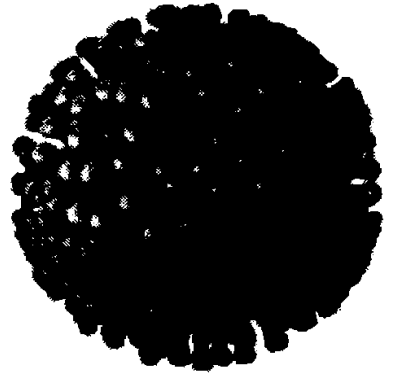
লিসা ইনফেকশাস পার্টিকেলের একটা গোলাকার মডেল পর্যবেক্ষণ করছে। লিনডালের দক্ষতায় সে অভিভূত। তার অহংকার ক্ষমা করে দেয়া যায়।

"আমাদের দৈত্যটা বাইরে থেকে দেখতে এমনই দেখায়।" এডমান্ড বললো, "হেনরি জেনেটিক বিশ্লেষণ করে দেখছে এর ভেতরে কি আছে।" ড. হেনরি জেনকিন্স হার্ভার্ডের একজন জেনেটিসিস্ট।

"কিন্তু এই বাইরের খোলস থেকেই আরো অনেক কিছু জানা সম্ভব।" লিনডাল বললো। "এটা বলা যায় যে ভাইরাসটি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রোটিন প্রলেপের নিচেই আমরা কার্বন গ্রাফিন ফাইবার দেখতে পাবো। প্রতিটা দুই পরমাণুর সাইজের আর ষড়ভুজাকৃতির নক্সায় রয়েছে।" সে আরেকটা ছবি দেখালো। এতে প্রোটিনের প্রলেপ নেই, বরং হিজিবিজি জালের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে সেখানে।

"এটা অবশ্যই কৃত্রিমভাবে তৈরি করা।" লিসা এই তৈরি করা তন্তুগুলো নিয়ে ভাবলো। গ্রাফিন অত্যন্ত মজবুত একটা বস্তু, এমনকি স্পাইডার সিল্ক থেকেও শক্তিশালি। "দেখে মনে হচ্ছে।" লিসা বললো, "যেন হেস এই খোলসের নিচে কেভলার লেয়ার জাতীয় কিছু একটা তৈরির চেষ্টায় ছিলেন।"
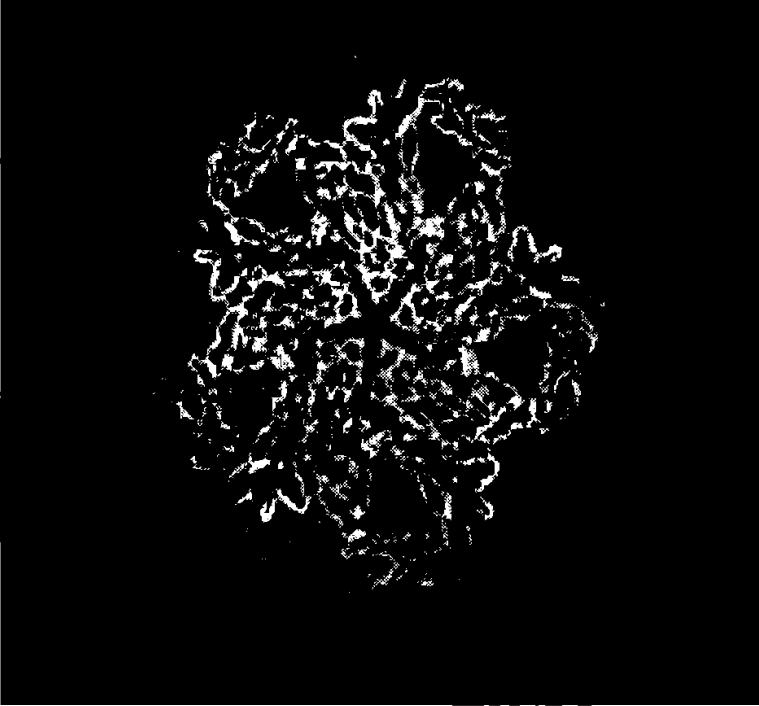
লিনডাল লিসার দিকে ঘুরলো, "ঠিক তাই। দারুণ বলেছেন। এই অতিরিক্ত খোলসটা ভাইরাসকে দারুণ টেকসই করে দেয়। এ কারণেই এটা ব্লিচ, এসিড এমনকি আগুনেও টিকে থাকতে পারে।"

কিন্তু কিছুতেই আসল প্রশ্নের উত্তরটা পাওয়া যাচ্ছে না। এই খোলসের আড়ালে কি আছে?

লিনডালের বক্তৃতা চলছে "মনে হচ্ছে ড. হেস একটা নিখুঁত খোলস তৈরি করেছেন, যা কিনা যে কোন টিস্যুতে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারবে। যে কোন প্রাণী, উদ্ভিদ, ফাংগাস। এই বিরল আকৃতি আর স্বভাবই বলে দেয় কেন এটা সার্বিকভাবে ভয়ংকর।"

লিসা মাথা নাড়লো। তার মনে আছে এই অর্গানিজম দুই ফুট গভির পর্যন্ত মাটিকে কিভাবে জীবাণু মুক্ত করে ফেলেছিলো।

"কিন্তু হেস এটা কেন তৈরি করেছিলেন?" সে জিজ্ঞেস করলো, "তার উদ্দেশ্য কি ছিলো?"

"আপনি কি ইভিএলপিএস এর সাথে পরিচিত?" লিনডাল প্রশ্ন করলো। উত্তরে মাথা নাড়লো লিসা।

"আপনি আসার আগে আমরা এ বিষয়েই কথা বলেছিলাম।" এডমান্ড ব্যাখ্যা করলো ব্যাপারটা। "এর মানে হলো এম্পটি ভাইরাস-লাইক পার্টিকেলস। গবেষণার বিষয় হিসেবে এটা অপেক্ষাকৃত নতুন। এতে শুধু খোলসটা পড়ে থাকার আগ পর্যন্ত একটা ভাইরাস থেকে এর ডিএনএ সরিয়ে নেয়া হতে থাকে। ভ্যাক্সিন উৎপাদনে এটা বেশ কাজে লাগে।"

লিসা ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। এই এম্পটি পার্টিকেলগুলো কোন ব্যক্তিকে অসুস্থ না করে এক ধরণের শক্তিশালি অ্যান্টিজেনিক কিংবা প্রোটেক্টিভ রেসপন্স উদ্দীপিত করতে পারে।

"কিন্তু এর ক্ষমতা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়।" লিনডাল বললো, "আপনার হাতে যদি খালি খোলস থাকে, তাহলে সেটা থেকেই শুরু করা যেতে পারে। এতে জৈবিক, অজৈবিক যে কোন কিছুই যোগ পারেন, ওই গ্রাফিন ফাইবারের মতো।"

"একবার শেলটা তৈরি হয়ে গেলে," এডমান্ড যোগ করলো, "এতে যে কোন কিছুই, হতে পারে তা বিস্ময়কর কিংবা আতঙ্কজনক পুরে দেয়া যেতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় একটা নিখুঁত শেল একটা নিখুঁত ডেলিভারি সিস্টেমের মতোই।"

লিসার দানবটার দিকে তাকালো।

কি লুকিয়ে আছে ওটাতে

"তুমি কি মনে কর এটা তৈরি করে ড. হেসের কোন লাভ হয়েছে" লিসা জিজ্ঞেস করলো।

লিন্ডাল পেছনে হেলান দিয়ে একটু আয়েশ করে বসলো। "এই প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বিগত ২০০২ সালে, ষ্টোনি ব্রুকে একদল বিজ্ঞানী একটা জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট আর ক্যামিকেল থেকে একটা জীবন্ত পোলিও ভাইরাস তৈরি করেছিলেন।"

এডমান্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললো, "ওই প্রোজেক্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলো পেন্টাগন।"

লিসা তার কণ্ঠস্বরে অভিযোগের আভাসটা স্পষ্ট টের পেলো। ড. হেসের এই কর্মকান্ডের টাকাও এসেছে মিলিটারি থেকে।

লিভাল ব্যাপারটা তেমন পাত্তা দিলো না। "এবং ২০০৫ সালে আরেকটি ল্যাবে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস তৈরি করা হয়েছিলো। ২০০৬ এ তৈরি করা হলো এপস্টেইন-বার ভাইরাস যার বেইস পেয়ার আর স্মল পক্সের বেইস পেয়ার একই। কিন্তু বর্তমানের অগ্রগতির তুলনায় ওগুলো ছিলো স্রেফ ছেলেখেলা। এখন ওই খরচের এক ভগ্নাংশেই আরো বিশাল পরিসরে অনুজীব উৎপাদন সম্ভব। এমনকি ই-বে থেকে এখন একটা ডিএনএ সিন্থেসাইজারও সহজেই কিনে ফেলা যায়।"

"তো ড. হেস ওটাতে ঠিক কি পুরেছেন?" লিসা জিজ্ঞেস করলো।

কেউ কিছু বলার আগেই রেডিওতে গুঞ্জন শোনা গেলো। অপর দুজনের প্রতিক্রিয়াতে মনে হলো তারাও শুনতে পেয়েছে।

রেডিওর অপর পাশে পেইন্টার। তার কথা বলার ভঙ্গি লিসার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিচ্ছে। "ইয়োসেমিটি থেকে আমরা খবর পেয়েছি যে সন্দেহভাজন চক্রান্তকারী মারা গেছে।

মারা গেছে...

লিসা তার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো। জশের কথা মনে পড়ছে। এমি সেপ্রি ছিলো তাদের একমাত্র আশা। ড. হেসের কাজ সম্পর্কে জানার একমাত্র উপায়।

প্রাথমিক বিবরণ অনুযায়ি, "পেইন্টার বলে চলছে সে একই কারণে মারা গেছে যার জন্য আমাদের এই লড়াই। ন্যাশনাল গার্ড আর অউটব্রেক রেসপন্স টিম রওয়ানা হয়ে গেছে আহওয়ানীর চারপাশটা বন্ধ করে দিতে। আক্রান্তের সংখ্যা মনে হয় আরো বাড়তে চলেছে। রেঞ্জার বেক আর গানারি সার্জেন্ট ড্রেইক। রেঞ্জারের কুকুরটাও রয়েছে তালিকায়।"

ওহ নো।

পেইন্টার অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য নির্দেশ দিলো। হ্যাঙ্গারের মধ্যে সিডিসি আরেকটা কোয়ারান্টাইন এরিয়া স্থাপন করেছে যাতে আক্রান্তদের জায়গা দেয়া যায়।

তার নির্দেশ দেয়া শেষ হলে লিসা প্রাইভেট চ্যানেল চালু করলো।

"তাদের সংক্রমণের মাত্রা কতটুকু?" লিসা জিজ্ঞেস করলো।

"জেনা আর ড্রেইক কখনো কেবিনের ভেতরে যায় নি। ড্রেইক বলছিলো তাদের পেছনে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হচ্ছিলো। সুতরাং তারা আক্রান্ত নাও হতে পারে।"

আর কুকুরটার কি অবস্থা?

"ওটা কেবিনের ভেতর থেকে একটা ইঁদুর তুলে এনেছিলো, আর ইঁদুরটা সম্ভবত সংক্রমিত ছিলো।"

লিসা আবারো স্ক্রিনের দানবটার দিকে তাকালো।

বেচারা কুকুর।

অধ্যায় ১৪

এপ্রিল ২৯, বিকাল ৪.০৪ জিএমটি
ব্রান্ট আইস শেল্ফ, এন্টার্কটিকা

পায়ের নিচে যখন বরফ শব্দ করে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, গ্রে তখন হাঁ করে তাকিয়ে আছে মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে থাকা গোটা হ্যালি স্টেশনের দিকে। এর দৈত্যাকার স্কিগুলো বরফের মধ্য দিয়ে স্লাইড করে নেমে যাচ্ছে ওয়েডেল সাগরের দিকে।

স্টেশন থেকে দূরে, যেখানে বিস্ফোরকগুলো পোঁতা ছিলো সেখানে এখনো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। বরফের যে বিশাল চাইয়ের উপর স্টেশনটা দাঁড়িয়ে ছিলো সেটা ব্রান্ট শেল্ফ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

গ্রে ব্রিটিশ পাইলটকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললো, দুজনেই সরে যাও এখান থেকে।

কোয়ালস্কি দোদুল্যমান পায়ে চারপাশে তাকালো কোথায়

আমার পিছু পিছু এসো।

গ্রে ঘুরে দাঁড়িয়ে তুষারাবৃত ওই ঢালু জায়গাটা বেয়ে চূড়ায় পৌঁছাতে চাইছে, তার পেছনে স্টেশনটা পিছলে নেমে আসছে। সারফেসটা অমসৃণ হওয়াতে চলতে কিছুটা সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মাঝে মাঝেই তার হাত আর কনুই পিছলে যেতে লাগলো। তার এসল্ট রাইফেলে ভর দিয়ে সে একটু দ্রুত চলতে চাইছে। তাদের হাতে কয়েক মুহূর্ত সময় আছে। চারপাশটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এমনকি এক হাত দূরের কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।

সে আশা করছে যা সে ঠিক পথেই যাচ্ছে।

আরো কিছু দূর গিয়ে গ্রে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো- কিন্তু ছোট করে।

একটা স্কি-ডুর অবয়ব দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। কাছে যেতেই এর ইঞ্জিনের স্পষ্ট শব্দ শোনা গেলো।

থ্যানক গড, জেসন বুদ্ধি করে এটা চালু রেখেছিলো।

গ্রে তিন আসনের স্কি ডুয়ের কাছাকাছি এসে সেটাতে উঠতে যাবে কিন্তু বারস্টো বলে উঠলো এখানে দক্ষতায় কে এগিয়ে, অ্যা? আমি চালাবো। তুমি আর তোমার সঙ্গি শটগান সামলাও।

এই আর্কটিক পাইলটের উপর ভরসা করা যায়, সে এই স্নো মেশিন সম্পর্কে তার চেয়ে ভালো জানে তাই গ্রে তর্ক করলো না। কোয়ালস্কি উঠে পড়ার পর গ্রে সামনের দিকে দেখালো, ফাটল আরো বড় হচ্ছে।

আমাদের এক্ষুনি...

"বুঝতে পেরেছি" একথা বলে বারস্টো ইঞ্জিনের দিকে হাত বাড়ালো। স্কি-ডু চলতে শুরু করলে বরফের কুচিগুলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। যদি তারা এই গিরিসঙ্কট ছেড়ে দূরে অখন্ড বরফের মধ্যে চলে যেতে তাহলে হয়তো বাঁচার আশা আছে। গাদাগাদি করে বাহনটিতে তারা বসে আছে, কিন্তু এখানে থেকে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

গ্রে খানিকটা ঝুঁকে বসে আছে।

কোয়ালস্কি সমানে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে।

বারস্টো বাহনটাকে এমনভাবে ঘুরালো যে গ্রে প্রায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলো।

গ্রে ধমকে উঠলো, "তুমি কি?"

"পুরুষ মানুষের মতো চালাতে দাও।"

বারস্টো হ্যান্ডলবারের দিকে ঝুঁকে গিয়ে আরো গতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। বসে থাকা ছাড়া গ্রের আর কিছুই করার নেই।

কিন্তু সেখানে তারা একা ছিলো না।

অন্ধকার আকাশে মিটিমিটি জ্বলতে থাকা নেভিগেশন লাইট তাদের চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে। টুইন ওটারটা দ্রুত তাদের পেরিয়ে যাওয়ার পরপরই সামনে রকেট ফায়ারের বিকট বিস্ফারণ হলো।

"ব্লাডি হেল।" বারস্টো চিৎকার করে উঠলো। "ভদ্র মহোদয় গণ শুধু আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন।"

পাইলট দ্রুতই বিস্ফোরণের ধোঁয়ার কাছাকাছি ফিরে এলো, এবার একমাত্র আশ্রয় স্থলের দিকে এগোচ্ছে।

কোয়ালস্কি গোঙানিরর স্বরে বললো, "শুধু আমাকে বলো এই যজ্ঞ কখন শেষ হবে।"

কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

বারস্টোর গতি এখন কিছুটা কম। সে হ্যালি VI স্টেশনের নিচ দিয়ে ছুটছে। দক্ষভাবে নিজেদের টুইন ওটারটার লক্ষ্যের বাইরে রাখছে। স্টেশনসহ গোটা শেল্ফটা কাঁত হয়ে থাকায় স্কি ডু তে খানিকটা গতির সঞ্চার হচ্ছে।

বারস্টো কেন আগে এতো জোরে ছুটেছিলো এখন বোঝা গেলো। এই ওভারলোডেড স্কি-ডু নিয়ে ১৮০ কি.মি তে না ছোটালে এই উঁচু জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব ছিলো না। কিন্তু এখন নিচের দিকে নামতে থাকায় বারস্টো যেন রকেটের গতিতে ছুটে চলছে।

কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে...

বরফাবৃত অংশ দ্রুত শেষ হয়ে আসছে।

অদূরে পুরো মডিউলটির একাংশ খাদের কিনারা থেকে ধীরে ধীরে সাগরে ডুবে যেতে শুরু করেছে।

"যাওয়ার সময় হয়েছে, সাথিরা!"

বারস্টো কাঁত হয়ে বাহনটাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলছে দুই উঁচু স্কির মাঝখান দিয়ে। স্টেশনটা একটু একটু করে ওয়েডেল সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে আর তারাও স্টেশন থেকে দূরে সরে আসতে পেরেছে।

দূরে ব্রান্ট আইস শেল্ফ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। দুই অংশের মধ্যে সবচেয়ে কম দূরবর্তি স্থান বেঁছে নিয়ে সে লাফানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কিন্তু উপরে এক নাছোড়বান্দা বাজ পাখি যেন কিছুতেই তার শিকার হাত ছাড়া করতে চাইছে না। তাদের সামনে আবারো বিস্ফোরণ হলো। এবার আক্রমণকারীর দেখা পাওয়া গেলো, তার কাঁধে আরপিজি লঞ্চার রয়েছে।

তারা কোন সুযোগই হাতছাড়া করতে চাইছে না।

পরের শটটা হবে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেইঞ্জের কাছাকাছি।

গ্রে বসে থেকেই খানিকটা ঘুরে গিয়ে কনুই দিয়ে কোয়ালস্কি কে খোঁচা দিলো। রাইফেল বের করে এক হাতেই ট্রিগার চাপলো ফুল অটোম্যাটিক মোডে। তিন সেকেন্ডেই পুরো ত্রিশ রাউন্ড খালি হয়ে গেলো। একটা চিৎকারের সাথে সাথে কেউ একজন খোলা দরজা দিয়ে গড়িয়ে নিচে পরে গেলো। প্লেইনটা দূরে উড়ে যেতে শুরু করতেই গ্রে রাইফেলের বাকি গুলিগুলোও ছুঁড়ে দিলো সেটার দিকে।

"হোল্ড অন!" বারস্টো চেঁচিয়ে উঠলো।

কোয়ালস্কি গ্রেকে সিটে চেপে ধরে রাখলো।

বরফে ঢাকা শেষ অংশ পার হবার পর স্কি-ডু শূন্যে উঠে গেলো।

শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে শেষমেশ গিয়ে পড়লো বিচ্ছিন্ন বরফের চাইয়ের উপর। উপরে থাকার সময় গ্রে মাঝ খানের ফাটলটা স্পষ্ট দেখতে পেলো।

স্নো মেশিনটা আছড়ে পড়লো একবারে খাদের কিনারে, আর ছিটকে পড়লো তারা সবাই। গ্রে বরফের মাঝে গড়িয়ে গেলো খানিকটা তার অস্ত্র ছিটকে গিয়ে অনেক দূরে পড়েছে। স্কি-ডু আরো বার কয়েক ডিগবাজি খেয়ে স্থির হলো। এবার বাকি দুজনও মুখ তুলেছে বরফের মধ্য থেকে।

কোয়ালস্কি নিজেকে চিমটি কেটে দেখছে যে আসলেই সে জীবিত আছেকিনা। ল্যান্ডিংটা আসলে যুতসই হলো না।

বারস্টো এক হাত ঝুলিয়ে তাদের সাথে যোগ দিলো। তার মুখ রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। তার দৃষ্টি স্কি-ডুয়ের ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে। "বলা হয়ে থাকে, কোন ল্যান্ডিংই..."

"কথাটা বলা হয় এরোপ্লেনের ক্ষেত্রে।" কোয়ালস্কি ধমকে উঠলো, "এই স্নো মোবাইলের জন্য নয়।"

পাইলট কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "খানিক ক্ষণের জন্য হলেও আমরাও তো উড়ছিলাম। সুতরাং এক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য।"

গ্রে এদের কথায় কান না দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজছে। একটা আলোর ঝলকানি ক্লিফের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। টুইন ওটারটাকে ভূপাতিত করার মতো আক্রমণ করা গেছে কিনা এ ব্যাপারে গ্রে নিশ্চিত নয়, কিংবা ওটা হয়তো সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মাত্র।

যাই হোক উভয় ক্ষেত্রেই তারা হয়তো অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য রেডিওতে যোগাযোগ করেছে।

কিন্তু এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না।

গ্রে স্কি-ডুয়ের দিকে ফিরলো।

বারস্টো মনে হয় তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে। "দুঃখিত বন্ধু ওটার দশা ধ্বজভঙ্গ। মনে হচ্ছে এখান থেকে হেটেই যেতে হবে।"

গ্রে তার হুড টেনে দিলো।

"এখান থেকে কোন চুলায় যাবো?" কোয়ালস্কি স্বগতোক্তির মতোই একটা প্রশ্নটা করলো।

বিকাল ৪.১৮

"শেষ...সব শেষ।"

জেসন স্টেশন কমান্ডারের, বলা ভালো প্রাক্তন স্টেশন কমান্ডারের হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। সে আর ক্যারেন একটা বরফের ঢিবির চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে প্রায় পুরো উপকূলটা দেখা যায়। শেল্ফের গুড়িয়ে যাওয়া অংশটুকু যদিও কুয়াশা ঘেরা, কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে সেখান থেকে একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

দ্য হ্যালি VI রিসার্চ স্টেশন ধ্বংস হয়ে গেছে।

আগের বিস্ফোরণের শব্দে জেসনের মাথা এখনো বোঁবোঁ করছে। স্কি-ডু তে করে পালানোর সময় সে কোস্ট লাইন গুড়িয়ে যেতে দেখেছে। বিস্ফোরণের শক ওয়েভ এক কিলোমিটার দূর অব্দি সে টের পেয়েছে।

এখন তারা জানে...সব শেষ।

ক্যারেন এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠার জন্য একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলো। "আমাদের চলতে থাকা উচিত।" সে সতর্ক করে দিলো সবাইকে।

তাপমাত্রা মনে হচ্ছে প্রতি মিনিটে দশ ডিগ্রি করে কমছে।

কিংবা হয়তো হাইপোথার্মিয়া দেখা দিয়েছে, কিংবা হাইপারথার্মিয়া মনে হয় চেপে বসতে শুরু করেছে। জেসন ভাবলো।

ত্রিশ ইয়ার্ড দূরে তাদের স্নো-ক্যাটটি অলস দাঁড়িয়ে আছে অন্যান্য স্নো মোবাইলগুলোর ভিড়ে। প্রায় জন বারো স্টেশন সদস্যকে তারা উদ্ধার করতে পেরেছিলো, কিন্তু এখানে এই খোলা জায়গায় তারা টিকে থাকবে কিভাবে? তাদের

কোন প্রস্তুতি ছিলো না, বেশির ভাগেরই এই ঠান্ডার উপযুক্ত কাপড় নেই। স্নো মোবাইলের গ্রুপটি তাদের ট্যাঙ্কে থাকা গ্যাস নিয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবে না। স্নো-ক্যাটের হিটারটিও কাজ করছে না। এ কারণেই স্নো-ক্যাটটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিলো।

ক্যারেন বললো, "আমাদের একটা শেল্টার খুঁজে বের করতে হবে। আমরা এখনো কোন বেইস কিংবা ক্যাম্প থেকে কম পক্ষে একশ' মাইল দূরে আছি। সবচেয়ে ভালো হয় এখানে অপেক্ষা করলে, কেউ হয়তো বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আমাদের খোঁজে আসতে পারে। কিন্তু এটাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।"

"কোন সাহায্য ছাড়া আমরা কত সময় টিকে থাকতে পারবো?"

ক্যারেন গম্ভীরভাবে বললো, "আজকে রাতটুকুও যদি টিকে যাই তাহলে আমরা খুবই ভাগ্যবান। সূর্যোদয়ের এখনো আঠারো ঘন্টা বাকি। আর আগামিকাল দিনটুকু হবে মাত্র দুই ঘণ্টা লম্বা।"

জেসন তাদের বিকল্পগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলো। "যদি আমাদের সাহায্যে কেউ আসে, তাহলে এই অন্ধকারে আমাদের খুঁজে বের করাইতো তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।"

"আমরা কোন সঙ্কেতের ব্যবস্থা করতে পারি। একটা যান থেকে পেট্রোল নিয়ে আগুন জ্বালাতে পারি, যদি কোন প্লেইনের শব্দ শোনা যায়।"

কিন্তু এই পরিকল্পনায় একটা খটকা জেসনের চোখে পড়লো। "যদি উদ্ধারকারীরা না হয়ে অন্য কেউ চলে আসে তাহলে?"

ক্যারেন হাত গুটিয়ে নিয়ে বললো, "ঠিক বলেছো। তাহলে এখন কি করা যাবে?"

"আমার মনে হয় আমি জানি আমাদের ঠিক কোথায় যেতে হবে।"

ক্যারেন ভ্রু কুঁচকে তাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে এমন সময় তার কোটের ভেতর থেকে চিঁচিঁ শব্দ ভেসে এলো। এই আচমকা শব্দে সে-ও খানিকটা অবাক। পারকার চেইন খুলে রেডিও বের করে আনলো।

"...শুনতে পাচ্ছেন? কেউ শুনতে পাচ্ছেন?"

"ওটা গ্রে!" জেসন বললো। তার কাছে বিষয়টা অসম্ভব ঠেকছিলো।

ক্যারেন জেসনের দিকে রেডিও বাড়িয়ে দিলো।

সে বোতাম চাপলো, "কমান্ডার পিয়ার্স?"

"জেসন তুমি কোথায়? তুমি কি ঠিক আছো?"

সে তার অবস্থা ব্যাখ্যা করলো, আর গ্রের কাছ থেকেও শুনলো কিভাবে তারা ঐ আইসবার্গ থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু গ্রের দল এখনো সেখানেই রয়ে গেছে আর জেসনের মতো তারাও আশংকা করছে যে হামলাকারিরা আবার ফিরে আসতে পারে শীঘ্রই।

"আমি গোটা দুই স্কি-ডু সঙ্গে নিয়ে তাদের এখানে নিয়ে আসতে পারি।" ক্যারেন প্রস্তাব দিলো।

জেসন মাথা নাড়লো।

ক্যারেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছুটা সংশয় নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "জেসন তুমি কি সত্যি একটা শেল্টার খুঁজে বের করতে পারবে।"

সে ওই অন্ধকারে সাদামাটা বরফের দিকে তাকিয়ে আছে।

আশা করছি পারবো।

বিকাল ৫.২২

গ্রে তার জ্যাকেটের ভেতরে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। সে তার স্কি-ডুয়ের হ্যান্ডলবারের দিকে ঝুঁকে আছে। মোটা একটা উলের স্কার্ফ তার চেহারার নিচের অংশে জমে আছে। আর তার আঙুলগুলো জমে আছে গ্লাভসের ভেতর।

মুখটা একপাশে সরিয়ে রেখেছে বাতাসের ঝাপটা থেকে রক্ষা পেতে। তার দৃষ্টি সামনের স্নো মেশিনটার দিকে যেটা চালাচ্ছে ক্যারেন ফন ব্রুয়েগ। প্রায় ঘন্টাখানেক পূর্বে পেছনে আরেকটা স্কি-ডু টানতে টানতে এখানে এসে হাজির হয়েছে স্টেশন কমান্ডার। আহত বারস্টো তার সাথে রয়েছে আর কোয়ালস্কি উঠেছে গ্রের সাথে।

গ্রে আশা করছে যে ক্যারেন জানে তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে। মনে হচ্ছে সে জেসনের দলের আগের দাগ দেখে দেখে এগোচ্ছে। জেসন অন্যান্যদের ব্রান্ট আইস শেল্ফের আরো ভেতরের দিকে, কুয়াশাচ্ছন্ন এবং ওয়েডেল সাগর থেকে দূরে এক জায়গায় নিয়ে গেছে। আশা করা যায় তারা শত্রু থেকে নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে।

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে যদি তারা মনে করে যে আমাদের সবাইকে তারা মেরে ফেলেছে।

সামনের স্কি-ডু হঠাৎ থেমে গেলে ভাবনায় ছেদ পড়লো। গ্রে সেটার একেবারে পেছনে গিয়ে ব্রেক চাপলো।

একটা বিশাল ছায়া তাদের সামনের পৃথিবী আড়াল করে রেখেছে। মনে হচ্ছে যেন বরফ ভেদ করে সোজা এক পাহাড় দেয়ালের মতো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি যেতেই বিস্তারিত দেখা গেলোঃ বিশাল স্কি, নীল মডিউল আর একটা জন ডিয়ার ট্র্যাক্টর।

ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্টেশনের বিচ্ছিন্ন অংশ।

জেসন আজকের আক্রমনের আগেই দেখেছে যে এই মডিউলটা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। জেসনের মনে হয়েছে যে হয়তো এটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সময় হামলাকারীরা খেয়াল করে নি।

মনে হচ্ছে ছেলেটা ঠিকই ভেবেছিলো।

অন্ধকার সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে যে মডিউলটা অক্ষত আছে। একটা স্নো-ক্যাট আর কয়েকটা স্নো মেশিন কাছেই পার্ক করা আছে। ক্যারেন আর গ্রে তাদের বাহনগুলোও সেখানে পার্ক করলো।

মডিউলের উপরের দিক থেকে একটা হ্যাচ খুলে জেসন একটা মই নিচে নামিয়ে দিলো। তারপর সবাইকে ঈশারা করলো উঠে আসতে।

দলটা দ্রুত তাদের উষ্ণ আশ্রয় স্থলের দিকে এগিয়ে গেলো। তাপমাত্রা এখন মাইনাস ত্রিশে নেমে গেছে। রাত যতো গভির হচ্ছে কাটাবাটিকও অস্থির হয়ে উঠছে, আর ঠান্ডা হাওয়া শরীরের হাড় পর্যন্ত জমিয়ে দিচ্ছে।

গ্রে মই বেয়ে উঠতে বারস্টোকে সাহায্য করলো। পাইলটসাহেবের হাত ভেঙে গেছে স্কি-ডু বিধ্বস্ত হবার সময়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই ভেতরে ঢুকে গেলো।

গ্রে সশব্দে দরজা বন্ধ করতেই তার চেহারাতে যেন জ্বলুনি শুরু হয়ে গেলো। ফ্রস্ট বাইট খুবই ভয়ানক জিনিস, কিন্তু যাক সে তার নাকের ডগাটা অন্তত অনুভব করতে পারছে।

গ্রে মডিউলের মাঝামাঝি পৌঁছাতেই অন্য সকলের সাথে দেখা হলো। এটা আবাসিক অংশ ছিলো। এর মাঝে বেড রুম, একটা কম্যিউনাল বাথরুম আর একটা জিমনেশিয়াম রয়েছে। এই বরফ রাজ্যের একঘেয়েমি কাটাতে সব কিছুই বাহারি রঙে রাঙানো হয়। নাসারন্ধ্রে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে আসতেই সিডারের ঘ্রাণ ভেসে এলো দেয়ালের কাঠগুলো থেকে। সবুজের অভাব লাঘবের জন্য আরেকটা মানসিক কৌশল।

তারা সবাই সমবেত হয়েছে মাঝের ছোট্ট কমন রুমটিতে। সেখানে একটা টেবিল আর কয়েকটি চেয়ার রয়েছে। উদ্ধারকৃত বেশ কয়েকজন গবেষক বাঙ্করুমে রয়েছেন, তারা শকড, ক্লান্ত। বাকিরা কেউ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ বসে, উদ্বিগ্ন চেহারায়।

তাদের এমন অবস্থা অস্বাভাবিক কিছু না।

জেসন মুখ খুললো, আমরা একটা জন ডিয়ারের পিছু নিয়েছিলাম। তার পিছু পিছু সোজা এখানে এসে পৌঁছাই। মডিউলে ঢোকার পর জেনারেটর চালু করা হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের কাছে রেডিও বার্তা পাঠানোর কোন ব্যবস্থা নেই।

কোয়ালস্কি জেসনের পিঠ চাপড়ে দিলো। "এই জায়গা তুমি খুঁজে বের করেছো। আর এই কাজের জন্য তোমার অবশ্যই একটা সিগার প্রাপ্য।" সে যে এক কথার মানুষ এর প্রমাণ স্বরুপ সে তার পারকার ভেতর থেকে সেলোফেনে মোড়ানো একটা স্টগী বের করে জেসনের হাতে দিলো। তারপর চারদিকে তাকিয়ে বললো, "এখানে ধূমপান করতে কোন সমস্যা নেই তো। তাই না?"

"সাধারণত করা যায় না।" ক্যারেন বললো। "কিন্তু এই পরিস্থিতিতে করতে পারো।"

“তাহলে এই জায়গায় মানিয়ে নিতে খানিকটা সুবিধা হবে।” একথা বলে কোয়ালস্কি একটু নিরিবিলি কোন খুঁজতে লাগলো ধূমপান করার জন্য।

গ্রে খানিকটা বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলো। এখানে খাবার আর পানি কি পরিমাণ আছে?

এই মডিউলে কোন খাবার নেই। জেম্ন উত্তর দিলো। সামান্য কিছু যা ট্র্যাক্টর ড্রাইভার এনেছিলো সেগুলো ছাড়া। কিন্তু সেগুলো আমাদের জন্য কোনভাবেই পর্যাপ্ত বলা যাবে না। পানির কোন সমস্যা হবে না। আমরা বরফ গলিয়ে নিতে পারি দরকার হলে।

তাহলে খাদ্য আমাদের রেশন করে নিতে হবে। গ্রে ক্যারেনের দিকে ঘুরলো, সে একটা সিটে বসে আছে, তার চেহারায় অবসন্ন ভাব। “যা ঘটেছে...মানে বরফের বিশাল অংশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা ওই বিস্ফোরকগুলো সেখানে পোঁতা ছিলো অনেক আগে থেকে।”

“তা কিভাবে সম্ভব?”

“ধারণা করা যেতে পারে বোমাগুলো সেখানে পোঁতা হয়েছিলো সেখানে স্টেশন স্থাপনেরও আগে।”

“সেটা কি সম্ভব?”

“মনে হয় না অসম্ভব কিছু। প্রায় তিন মাস আগে আমরা হ্যালি VI রিসার্চ স্টেশন সাগরের কাছাকাছি নিয়ে আসি যেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এই মহাদেশের বরফ গলনের হার নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। আমরা কোথায় কোথায় ঘাঁটি স্থাপন করবো সেটা আগেই ম্যাপ করে নেই আর পুরো এক বছরের পরিকল্পনা একসাথেই করা হয় সাধারণত।”

“তাহলে পূর্বে ধারণা থাকলে যে কেউই এরকম একটা ফাঁদ পাততে পারে স্টেশনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য।”

“ঠিক আছে, কিন্তু কারনটা তো বোঝা গেলো না।”

“হতে পারে প্রফেসর হ্যারিংটনের গবেষণার সাথে এর কোন সম্পর্কে আছে। এই স্টেশনটা কুইন মড ল্যান্ডের প্রবেশ দ্বারের মতোই, যেখানে প্রফেসর তার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ যদি এই গোপন গবেষণা কেন্দ্রটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায় তো প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে হ্যালি VI রিসার্চ স্টেশনের পতন খারাপ নয়।”

ক্যারেনের চেহারা আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, “কোন ধারণা আছে যে হ্যারিংটন এখানে কিসের উপর কাজ করছেন?”

ক্যারেন মাথা নাড়লো। “না, জানা নেই কিন্তু কিছু কিছু গুজব তো রয়েছেই এ ব্যাপারে। এসব কাহিনীতে নাৎসিদের হারিয়ে যাওয়া বেইস আবিষ্কার থেকে শুরু করে গোপনে নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষা পর্যন্ত সব কিছুই রয়েছে, এগুলোর সাথে তোমার

দেশই জড়িত, সেই ১৯৫৮ সাল থেকে যদি নির্দিষ্ট করে বলতে হয়। কিন্তু এসবই অনুমান মাত্র, কোন শক্ত ভিত্তি নেই।"

কিন্তু সত্য যাই হোক না কেন তার জন্য মনে হয় খুন পর্যন্ত করা জায়েজ ছিলো।

মনে হয় এখনো জায়েজ আছে।

ত্রিভূজাকৃতির জানালা দিয়ে গ্রে বাইরে তাকালো। "মডিউলের চারপাশটা নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে। অন্ততপক্ষে একজনকে বাইরে পাহারায় রাখা প্রয়োজন, আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য।"

ক্যারেন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ,"আমি শিফট তৈরি করে ফেলি।"

সে চলে যাওয়ার আগে জেসন বললো, "আরেকটা ব্যাপার।" সে তেল চিটচিটে কিছু একটা দিয়ে ঢাকা দেয়া ট্র্যাক্টরটা দেখালো, "কার্ল বলেছে সে ওখানে থাকতে পারবে।"

লোকটি মাথা নাড়লো, সে মনে হচ্ছে ট্র্যাক্টর চালক।

"এর ক্যাবিনটা যথেষ্ট উষ্ণ," জেসন বললো, "কার্ল এই ঘন কুয়াশায় আমাদের লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করতে পারে।"

গ্রে স্বীকার করলো যে পরিকল্পনাটি নিখাদ। কিন্তু কতোক্ষণ এভাবে লুকিয়ে থাকা যাবে।

আরো চিন্তার বিষয় হলোঃ তাদেরকে প্রথমে কে খুঁজে পাবে?

রাত ১১.৪৩

মধ্যরাত হওয়ায় জেসন তার পারকা আর গ্লাভস হাতে তুলে নিলো। পরের দিনের প্রথম শিফটের দ্বায়িত্ব তার। এই ঠান্ডার মধ্যে কারুরই যেন বেশিক্ষণ বাইরে থাকা না লাগে তাই শিফটগুলো করা হয়েছে একঘন্টার করে। শিফটের আগে যখন সে শুয়েছিলো, তখন বিশ্রাম মোটেই হয়নি বরং রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে ভর করেছিলো।

সামনের হাড় কাঁপানো ষাট মিনিট পার করাই তো মুশকিল হয়ে যাবে।

কাপড়চোপড় পরার পর সে হ্যাচের দিকে পা বাড়ালো। জো কোয়ালস্কি ফ্রেইমে হেলান দিয়ে আছে। সে একটা সিগার তার দুই দাঁতে চেপে রেখেছে। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরেই সে এটাকে চিবুচ্ছে।

"খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে ভালো হতো না?" জেসন জিজ্ঞেস করলো। সিগমার এই ডেমোলিশন এক্সপার্ট রাত একটা থেকে পাহারার দায়িত্ব নেয়ার কথা।

"ঘুম আসছে না।" সিগারটা মুখ থেকে বের করে জেসনের দিকে তাকিয়ে বললো, "সাবধানে থেকো। আমি শুনেছি তোমার উপর ক্রোর অনেক আশা ভরসা। মারা টারা যেও না যেন।"

"আপাতত তেমন কোন পরিকল্পনা নেই।"

"এতে পরিকল্পনার কোন ব্যাপার স্যাপার নেই। অনাকাঙ্খিতভাবেই বিপদ সামনে চলে আসে। একেবারে হতভম্ব করে দেবে।"

জেসন মাথা নাড়লো, এই মোটা দাগের কথার আড়ালে তার শুভ কামনা স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। কোয়ালস্কিকে পেরিয়ে যাবার সময় জেসন লক্ষ্য করলো এক মহিলার ছোট্ট একটা ছবি তার আঙুলে ধরে রেখেছে। জেসন আরো ভালোভাবে দেখতে পারতো কিন্তু তার আগেই কোয়ালস্কি লুকিয়ে ফেলে।

জেসন দরজা খুলে বেরিয়ে আসলো। হঠাৎ জেসনে মনে হলো কোয়ালস্কির সাবধান বাণী আসলে যতোটা না এই বিপজ্জনক মিশনের সম্পর্কে ছিলো তারচেয়ে বরং বেশি ছিলো রোমান্টিক লাইফের ফাঁদের ব্যাপারে।

কিন্তু ঠান্ডার আক্রমণে তার চিন্তা ভাবনা সব উবে গেলো। সিঁড়ি বেয়ে জেসন নিচে নেমে এলো। একজন গবেষককে দেখা গেলো ঠান্ডার হাওয়া থেকে রক্ষা পেতে বিশাল স্কি টাওয়ারের পাশে আশ্রয় নিয়েছে।

লোকটা জেসনের কাঁধে হালকা চাপড় মারলো। "সব কিছু ঠিক আছে। যদি বেশি ঠান্ডা লাগে তাহলে কার্লের ক্যাবে কিছুক্ষণ থেকে গরম হয়ে আসতে পারো।"

এ কথাগুলো বলেই গবেষক সিঁড়ির দিকে এগোলেন। জেসন তার ঘড়ি দেখলো।

মাত্র ঊনষাট মিনিট বাকি।

বাতাস থেকে যতোটা পারা যায় নিজেকে রক্ষা করে স্টেশনের চারপাশে হাঁটছে। আকাশের দিকে তাকালো যদি কোন প্লেইনের আলো দেখা যায়। কিন্তু চারদিকে শুধুই অন্ধকার, এমনকি এই ঘন কুয়াশার কারণে তারাও ঠিক মতো নজরে আসে না। দক্ষিণ দিক থেকে একমাত্র আলোটা আসছে, সেখানে জন ডিয়ারটা রয়েছে। সেটার অবস্থানকে কম্পাসের মতো ব্যবহার করে সে তার রাউন্ড দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর বাতাসের গর্জন মনে হয় তার মাথার ভেতর ঢুকে গিয়ে সবকিছু জমিয়ে দিচ্ছে। চোখেও মনে হয় ভুলভাল দেখছে, ভৌতিক আলো টাইপের কিছু। সে চোখ ঘষলে সব আবার পরিস্কার হয়ে গেলো।

জেসন ভাবলো ট্র্যাক্টরের কেবিনে যাবে কিছুক্ষণের জন্য, গরম হওয়ার জন্য নয় বরং একঘেয়েমি আর এই কাটাবাটিক বাতাসের গর্জন থেকে রক্ষা পেতে। সে মডিউলের নিচ থেকে বের হয়ে হলুদ আলোর উদ্দেশ্যে সামনে এগোলো। দূরে পশ্চিম দিক থেকে ভোঁতা এক ধরনের আলো দেখা যাচ্ছে।

জেসন চোখ পিটপিট করে চেষ্টা করছে এই আলোর বিভ্রম দূর করতে। তার মাথার মধ্যে বাতাসের গর্জনের মাঝেও হালকা গরগর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মুহূর্ত পরেই এর সাথে যোগ হলো বরফের কড়কড় শব্দ।

এক সেকেন্ড সময় লাগলো জেসনের বুঝতে যে ওটা আসলে রাত্রির বিভ্রম নয় বরং অতিকায় কিছু একটা মডিউলের দিকে এগিয়ে আসছে।

জেসন রেডিও তুলে নিলো হাতে। "বরফের উপর কিছু একটার মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিম দিক থেকে বড় একটা যান এগিয়ে আসছে।"

"শুনতে পেয়েছি।" ভেতরের পাহারায়রত কেউ একজন বললো। লোকটি স্টেশনের অন্যদের দিকে চিৎকার করে বললো, "আমিও দেখতে পাচ্ছি এখন।" জেসন স্কি সাপোর্টের আড়ালে চলে গেলো। "কার্লকে বলো যে তার লাইট নিভিয়ে ফেলতে।"

পরবর্তি কয়েক সেকেন্ডে উষ্ণ আলো নিভে গেলো। একমাত্র আলোর উৎস এখন ওই জোড়া বিমগুলো যেগুলো দ্রুতই বড় আর উজ্জ্বল হচ্ছে। জেসন হিসাব কষে দেখলো ওটা আকার একটা ট্যাংকের সমান হবে। বরফ যেভাবে গুঁড়িয়ে আসছে তাতে এই ধারনাই করা যায়।

উপরে হ্যাচ বন্ধ করে দেয়ার শব্দ পাওয়া গেলো। এবার পিস্তল হাতে গ্রে আর কোয়ালস্কি নিচে নেমে এলো। তাদের দেখাদেখি জেসনও পারকার ভেতর থেকে তার অস্ত্রটি বের করে আনলো।

"এদিকে।" জেসন তাদের ডাকলো।

দুজনেই জেসনের দিকে এগিয়ে গেলো।

গ্রে আরেকটা হাইড্রোলিক টাওয়ারের দিকে দেখালো। "ছড়িয়ে পরো, লুকিয়ে থাকো, আর তাদের কাছে আসতে দাও। এমনকি তারা যদি বাইরে বেরিয়েও আসে, তো আসতে দাও। যদি বিপজ্জনক মনে হয়, তাহলে এই অন্ধকারে গেরিলা আক্রমণে যাবো। বারস্টো, ক্যারেনের সাথে ছাদে রয়েছে শেষ সম্বল রাইফেল দুটি নিয়ে আমাদের উপর থেকে কাভার দেয়ার জন্য।"

পরিকল্পনায় জেসনের স্বীকৃতি পাবার পর, গ্রে আর কোয়ালস্কি দুই পিলারের আড়ালে দুজনে লুকিয়ে গেলো।

এগিয়ে আসা যানটার গতি কমে এলো। সেটা থামলো প্রায় চল্লিশ ইয়ার্ড সামনে।

বাতাসের কারণে কুয়াশা সরে গিয়েছিলো। ওই আর্কটিক মেশিন আকারে ও দেখতে বিশাল ট্যাংকের মতো। দুইপাশে অতিকায় দুই বেল্ট ঘুরছে। উচ্চতায় একেকটা হাতির সমান। এর উপরেই যা রয়েছে সেটা দেখতে অনেকটা ভারি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত বাসের মতো। এর উপরেও আবার টাগবোটের হুইলহাউস সদৃশ কিছু একটা দেখা যাচ্ছে।

উপরে আলোর সাথে সাথে ছায়া মূর্তির নড়াচড়াও চোখে পড়ছে।

হুইলহাউসের দরজা খুলে গেলে সেখান থেকে কেউ একজন এসে দাঁড়ালো খোলা ডেকে। একটা চিৎকার বাতাসের গর্জন ভেদ করেও শোনা গেলো। কিন্তু কিছুই বোঝা গেলো না।

আরেকজন এসে ডেকে দাঁড়ানো ব্যক্তিটিকে কিছু একটা দিলো।

হঠাৎ করেই বেশ উচ্চ গ্রামে শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওটা অবশ্যই বুলহর্ণ জাতীয় কিছু একটা হবে।

"হ্যালো, আমরা পূর্বে আপনাদের রেডিও বার্তা ধরতে পেরেছি। আমরা আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে জেনেছি।"

পরিষ্কার ওটা একজন মহিলা কণ্ঠস্বর, ব্রিটিশ উচ্চারণ। গ্রে পূর্বে ক্যারেনকে যে রেডিও বার্তা পাঠিয়েছে তারা নিশ্চয়ই তা ধরতে পেরেছে।

"আমরা আপনাদের চিহ্ন অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছি সাহায্য করার জন্য।"

গ্রে লুকিয়ে থেকেই এতো জোরে চিৎকার করলো যে তার বুলহর্ণের দরকার পড়লো না। "আপনারা কারা?"

"আমরা প্রফেসর এলেক্স হ্যারিংটনের লোক। আমরা একদল আমেরিকানদের রিসিভ করতে যাচ্ছিলাম তখনই আক্রমণের শব্দ শুনি।"

জেসন শকটা একটু সামলিয়ে নিয়ে ভাবছে এর সম্ভাবনা নিয়ে। পেইন্টার তাদের বলেছিলেন যে হ্যারিংটনের লোকেরা হ্যালির উপর দিয়ে আকাশ পথে আসবে। কিন্তু আক্রমণের খবর পেয়ে কি তারা ফিরে গিয়ে আবার স্থল পথে এসেছে?

"আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। আমেরিকানরা যদি এখানে থেকে থাকেন তাহলে এখনই আমাদের সাথে চলে আসুন।"

"তো আপনি আসলে কে?" গ্রে আরো প্রমাণ চাইছে। "আপনার নাম কি?"

"আমি স্টেলা...স্টেলা হ্যারিংটন।"

জেসন একটা নিঃশ্বাস ফেললো। নামটা সে মিশনের ফাইলে দেখেছে। পরের কথায়ই বক্তা সেটা পরিষ্কার করে দিলো।

"প্রফেসর আমার বাবা আর তিনি মারাত্মক বিপদে আছেন।"

অধ্যায় ১৫

এপ্রিল ২৯, রাত ৭.৫৫ পিডিটি
সিয়েরা নেভাদা মাউন্টেইনস, ক্যালিফোর্নিয়া

আর একবার যদি আমার দেহে সূচ ফোটানো হয় তাহলে...

জেনা পেশেন্ট কন্টেইনমেন্ট ইউনিটে দ্রুত পায়চারি করছে। এই অংশটি নতুন সংযোজন করা হয়েছে। বিগত বারো ঘন্টা যাবত সে এখানে কোয়ারেন্টাইন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঙ্গারের মাঝে এই কোয়ারেন্টাইন হাসপাতালে সিডিসি টিম নতুন কয়েকটা পড যোগ করেছে। একপাশের জানালা দিয়ে সে জশকে দেখতে পাচ্ছে। সে তার বিছানায় অচেতন। তার আরো দু-বার খিঁচুনি দেখা দিয়েছে বিকাল থেকে এই পর্যন্ত।

জেনার পড থেকে দেখা যাচ্ছে আরেকজন যুবককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। একজন নার্স তাকে একপাশে চেপে ধরে রেখেছে আর ডাক্তার তার স্পাইনাল টেপ করছে। কোন সন্দেহই নেই যে বাইরে যাই ছড়িয়ে থাকুক না কেন সেটা জশের রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে বলা হয়েছে যে তার রক্ত কিংবা টিস্যু থেকে সেগুলো এখনো অব্দি আলাদা করা যায়নি।

তারা জেনার কাছ থেকেও নমুনা নিচ্ছে।

তার পড়ের অপরপ্রান্তে-আমার সেল, তার রাগ হচ্ছে–আরেকটা জানালাতে দেখা যাচ্ছে স্যাম ড্রেইককে। জেনার মতো তার গায়েও হাসপাতালের গাউন রয়েছে, গোমড়া মুখে বিছানায় বসে রয়েছে। এখানে আনার পরই তাদের দুজনকে ঘষে পরিস্কার করা হয়েছে, এটা একটা বিরক্তিকর প্রক্রিয়া, প্রেশারাইজড নেবুলাইজারে শ্বাস নিতে হয়েছে যা মধ্যে ছিলো একটা পাওয়ারফুল ব্রড-স্পেকট্রাম মাইক্রোবায়ালের একটা এরোসোলাইজড ডোজ। তারা যদি ওই ইয়োসেমিটি কেবিন থেকে কিছু একটা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে থাকে তার জন্য ওই পূর্ব সতর্কতা নেয়া হয়েছে-কিন্তু এখনও পর্যন্ত ড্রাগটাকে কাজের কিছু বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু কিছু না করার চেয়ে বরং এটাই ভালো মনে হয়।

তখন থেকেই তাকে আর ড্রেইককে কখনো মোছা হচ্ছে, কখনো ঘষা হচ্ছে, আবার কখনো ইঞ্জেকশন দেয়া হচ্ছে, আর তাদের সকল প্রকার দৈহিক তরল সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রথম বারো ঘন্টায় তাদের কারোর মধ্যেই তেমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নি যেমনটা জশের বেলায় দেখা গেছে : প্রচন্ড জ্বর কিংবা মাংসের খিঁচুনি। এজন্য ডাক্তারদের ধারণা তারা হয়তো ওই কেবিন থেকে কোন সংক্রমণের শিকার হয়নি। তারপরও অতিরিক্ত সতর্কতা স্বরূপ তাদেরকে আরেকটা দিন এখানে

কাটাতে হবে। যদি কোন লক্ষণ দেখা না যায় ওই সময়ের মধ্যে তাহলে হয়তো তাদের যেতে দেয়া হবে।

'হয়তো' টা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

এই মুহূর্তে নিশ্চয়তা খুবই কম।

একটা মাত্র ব্যতিক্রম...

সে তার সেলে আরেকবার চক্কর কাটলো। দুশ্চিন্তায় সে শুয়ে, বসে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। ইয়োসেমিটি টিমের আরেকজন সদস্যের ভাগ্য ততোটা নিশ্চিত নয়।

নিকো।

জেনার সঙ্গিকে অন্ধকার হ্যাঙ্গারের রিসার্চ ল্যাবে নেয়া হয়েছে। লিসা তাকে আশ্বস্ত করেছে যে নিকোর ঠিক মতো যত্ন নেয়া হবে। তার নিজের রিসার্চ ল্যাবে নিকোকে রাখবে। ইতোমধ্যেই নিকোর বমিসহ প্রচন্ড জ্বর আর ডায়রিয়া দেখা দিয়েছে।

জেনা এখান থেকে বেরিয়ে নিকোর কাছে যেতে চাচ্ছে। নিকোর পাশে থাকতে চাইছে যেন সে বুঝতে পারে যে জেনা তার পাশে আছে। জেনা নিকোকে হারানোর কথা কল্পনাও করতে পারছে না।

ড্রেইককে দেখার জন্য সে জানালার দিকে ঘুরলো, ড্রেইকের আঙুল ইন্টারকমের বাটনে। তার মৃদু হাসিতেও কেমন একটা বিষাদ মাখানো। ড্রেইক জানে জেনা কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

জেনাও ইন্টারকমের টক বাটন চাপলো। আমি যদি নিকোর কাছে থাকতে পারতাম।

আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু লিসার পক্ষে যতোটুকু করা সম্ভব সে করবে। ড্রেইক জেনার কাঁধের উপর দিয়ে অপর দিকের জানালা দেখার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে লিসা ব্যাপারটায় ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে গেছে।

জেনার খানিকটা অপরাধবোধ জেগে উঠলো। ভাই হারানোর কষ্টের চেয়ে কই কুকুর হারানোর কষ্ট বড়? পুরো বিষয়টা নিয়ে তাকে নতুন করে ভাবতে হবে, পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে হবে। নিকো শুধুই একটা কুকুর।

কিন্তু জেনা কিছুতেই এভাবে ভাবতে পারছে না।

নিকো তার কাছে ভাইয়ের মতোই।

আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিইবা করার আছে যখন। গলার স্বর নিচু করে ড্রেইক বললো, বের করার চেষ্টা চলছে কিসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। যদি জানা যেতো ওই ল্যাবে কি তৈরি করা হয়েছে তাহলে হয়তো নিকো আর জশের বেঁচে যাওয়ার আরো ভালো সুযোগ থাকতো।

মাথার উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, হ্যাঙ্গারে কেমন চড়চড় শব্দ হচ্ছে। জেনার মনে পড়লো শুধু নিকো আর জশই ঝুঁকিতে নয়। অবশেষে মনো বেসিনেও ঝড় শুরু

হয়েছে এই বৃষ্টি ছড়িয়ে পড়বে ওই উঁচু থেকে সমতল ভূমিতে। ডাইরেক্টর ক্রো জানিয়েছিলেন যে ইমার্জেন্সি ক্রুরা বিভিন্ন নিচু জলাভূমিতে বালির বস্তা ফেলে সংক্রমণের হার কমানোর একটা চেষ্টা চলছে। এটায় যে পুরোপুরি পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে এমনটা কেউই ভাবছে না।

প্রথমদিকের বালির বস্তাগুলোর কারণে বেশ কাজ হচ্ছিলো, কিন্তু কতক্ষন? মাটির নিচের পানির সাথে যদি মিশে গিয়ে থাকে তাহলে পুরো এলাকায় সেটা ছড়িয়ে পড়বে, তখন কি হবে?

ড্রেইক ঠিক বলেছিলো।

জেনা টক বাটনে তার বুড়ো আঙুল রাখলো। কিন্তু জীবাণু খুঁজে বের করার জন্য আমরা কি করতে পারি। বিশেষ করে যখন আমরা এখানে আটকে আছি। আমাদের হাতে শেষ যে প্রত্যক্ষ সূত্র ছিলো, চক্রান্তকারী, সে-ও মারা গেছে।

তাহলে পরোক্ষ সূত্র কাজে লাগানো যাক ? ড্রেইক প্রস্তাব করলো।

জেনা একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে তার হতাশা ও উদ্বিগ্নতা ঝেড়ে ফেলতে চাইলো। বেইসে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, হেসকে অপহরণ করা হয়েছে, এখনো তার কোন হদিস মেলেনি, যাবতীয় সূত্রগুলোও ততোটা কার্যকর নেই। হেসের কাছের সবাই বিস্ফোরণের সময় সেখানে ছিলো। এমি সারপ্রি তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিলো।

হাতে একটু বেশি সময় থাকলে হয়তো অন্য কোন ক্লু খুঁজে পাওয়া যেত।

কিন্তু তাদের হাতে সময়ই নেই।

আমরা কি কিছু এড়িয়ে গেছি ভুলবশত? ড্রেইক জিজ্ঞেস করলো, যেন নিজেকে প্রশ্ন করছে।

জেনা সবকিছু আবার ঝালিয়ে নিলো মনে মনেঃ সেই বিল হাওয়ার্ডের ঝঙঝ পাওয়া থেকে শুরু করে এমি সারপ্রির মৃত দেহটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। হ্যাঙ্গারের ল্যাবে ইঝখ৪ তার মৃতদেহটাই মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো।

জেনা চোখ বন্ধ করে সেই আতঙ্কজনক আটচল্লিশ ঘন্টা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। বিশ্বাসই হয় না যে বিল হাওয়ার্ডের কল পাওয়ার পর দুই দিন কেটে গেছে।

ওই কলটা...

জেনা চমকে উঠে তার চোখ খুললো।

জেনা? ড্রেইক ডাকলো তাকে।

পেইন্টার ক্রোর কাছে যেতে হবে আমাকে এক্ষুনি!

রাত ৮.১২

এই সময়ের জন্য পেইন্টার কর্নেল বোজম্যানের অফিসটা ব্যবহার করছেন। এখন এই অফিসটাই জরুরি অপারেশনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। বিগত দুই দিনে,

রাজনৈতিক, মিলিটারি আর আইন প্রয়োগকারি সংস্থাগুলোর ঝড় এই এলাকায় বয়ে চলছে। আর এই ঝড়ের বেশির ভাগই বয়ে গেছে পেইন্টারের মাথার উপর দিয়ে। মনে হচ্ছে সব সংস্থাই এখানে চলে এসেছে।

অধিক সন্ন্যাসিতে গাঁজন একেবারে নষ্ট হবার জোগাড়। ভাগ্য ভালো যে সিগামার চেষ্টায় প্রসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি তদারকি করছেন আর পেইন্টারকে আপৎকালীন সময়ের জন্য প্রধান ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু খেয়াল রেখো যে তুমি কি বিশাল ঝুঁকি নিতে চলেছ।

বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে, একযোগে সবাইকে কাজ করাতেই পেইন্টারের ঘাম ছুটে যাচ্ছে। এতে করে সে চিন্তা ভাবনা করার কোন সময়ই পাচ্ছে না। অথচ কাজ করে যেতে হবে তাকে।

কিছুক্ষণের জন্য বিরতি পেয়ে পেইন্টার সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চাইলো।

লিসার সাথে একবার দেখা করা প্রয়োজন।

লিসার সাথে তার শেষ দেখা প্রায় ঘন্টা খানেক আগে। জানালার ফাঁক দিয়ে কথা বলা আর তাকে জড়িয়ে ধরা তো আর এক কথা নয়। সে পাগলের মতো কাজ করে চলছে। কেন সে এতোটা মরিয়া সেটাও পেইন্টারের অজানা নয়। জশের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। কোন চিকিৎসাই কাজে আসছে না।

সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, লিসার কাছে যাওয়ার জন্য-আর তখনই দরজা খুলে গেলো। একজন মেরিনকে দেখা গেলো, তার সাহায্যের জন্যই একে রাখা হয়েছে। ঋজু দেহের এক তরুণী, নাম জেসাপ।

ডাইরেক্টর ক্রো সে বললো রেঞ্জার বেক লাইনে আছেন। বলছেন ব্যাপারটা নাকি জরুরি।

সংযোগ দিয়ে দাও।

ইয়োসেমিটি থেকে ফেরার পর সামান্য আলাপ হয়েছে জেনা আর ড্রেইকের সাথে। যত দূর জানা গেছে এই জুটি সংক্রমণের শিকার হয়নি। ওরা দিনের মধ্যে এটাই মনে হয় একমাত্র ভালো খবর ছিলো। বিশেষ করে ব্রিটিশ আইস স্টেশনে যাওয়ার পৌঁছানোর পর থেকে গ্রের কাছ থেকেও কোন খবর পাওয়া যায়নি। কেট মনে হচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত না, কারণ বিশাল একটা সৌর ঝড় দক্ষিণের ওই অঞ্চলে বয়ে চলছে যা যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে।

আশা করা যায় গ্রের কাছ থেকে শীঘ্রই কোন খবর পাওয়া যাবে।

সে ফোন তুললো, "ডাইরেক্টর ক্রো বলছি।"

স্যার! জেনার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। "কিছুক্ষণ আগে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে পড়েছে।"

পেইন্টার সোজা হয়ে বসলেন, "কি সেটা।"

"আমি যখন ওই ক্যাবিনে প্রবেশ করি, এমির শেষ কথাগুলো শোনার আগে আমি

সেলফোন বাজার আওয়াজ পেয়েছিলাম। পরে এতো ঘটনা ঘটে গেছে যে ব্যাপারটা আমার মনেই ছিলো না।"

"তুমি কি নিশ্চিত ওটা একটা সেল ফোনই ছিলো, ক্যাবিনের টেলিফোন নয়?"

"আমি নিশ্চিত। মনে হয় কেউ তার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিলো। হয়তো সেই ব্যক্তিই যে তাকে নিয়োগ দিয়েছিলো। ঠিক জানি না।"

"তোমার কথায় যুক্তি আছে। আমরা ক্যাবিন থেকে এমি সারপ্রির সেল ফোন ও তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র উদ্ধার করেছি তা সিল করে দেয়ার আগে। প্রতিটি জিনিসই নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তার ফোন থেকে পাওয়া আমি নিজে দেখেছি, যদি বাইরের কারো সাথে কোন সংযোগ বের করা যায়।"

"তারপর?"

"তারপর গুরুত্বপূর্ণ কিছুই পাওয়া যায়নি। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে কিছু কল করা হয়েছে। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো সেখানে বিগত চব্বিশ ঘন্টায় কোন ইনকামিং ও আউটগোয়িং কল নেই। তার পক্ষে যদিও আর কল রিসিভ করা সম্ভব নয় কিন্তু রেকর্ড তো থাকবে।"

অনেকক্ষণ উভয়েই কোন কথা বললো না। "আমি নিশ্চিত যে সেটা এমির সেলফোনই ছিলো," জেনা দৃঢ়ভাবে বললো। "কেউ একজন তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলো।"

পেইন্টার রেঞ্জারের কথা মূল্যায়ন করলো। "আমি টেকনিশিয়ান দিয়ে ফোনটা আমার পরীক্ষা করাবো।"

যদি জেনার কথা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে যেকোনভাবে হয়তো কল রেকর্ড মুছে গেছে কিংবা নষ্ট হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো শেষ কলটা এসেছিলো তার সঙ্গীদের কারো কাছ থেকে, হয়তো সে তাকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলো।

"মনে হচ্ছে তুমি আমাদের একটা নতুন সূত্র দিতে পেরেছো।" পেইন্টার স্বীকার করলো।

"দারুণ। তাহলে এটা থেকে যদি কোন কিছু বেরিয়ে আসে তাহলে আর পরবর্তি কর্মকান্ডে আমি যুক্ত থাকতে চাই।"

পেছন থেকে গানারি সার্জেন্ট ড্রেইকের আবেগী গলাও শোনা গেলো, "আমিও থাকতে চাই।"

পেইন্টার জানে এরা কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বিশেষ করে রেঞ্জারের কুকুরটা আক্রান্ত হওয়ায়।

দেখা যাক এই সূত্র কোথায় নিয়ে যায়। সে কোন প্রতিজ্ঞায় যেতে চাইলো না।

পেছন থেকে ড্রেইক বললো, "আমরা অসুস্থ নই। আমরা সাথে আছি। যে কোন মূল্যে।"

পেইন্টার তাদের অবস্থা বুঝতে পারছে। লিসার অবস্থাও অনেকটা এদের মতো। কিন্তু কখনো কখনো এই পৃথিবীতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। কখনো কখনো শুধু মাত্র একটি পথই খোলা থাকে।

মাঝে মাঝে কঠিন আর অসম্ভব সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

রাত ৮.২২

"ড. কামিংস আমার মনে হয় আপাতত কুকুরটার ব্যাপারে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।"

লিসা ড. রেমন্ড লিন্ডালের দিকে ঘুরলো। তিনি ইউএস আর্মি ডেভেলপমেন্ট টেস্ট কমান্ডের ডাইরেক্টর আর এখন দাঁড়িয়ে আছেন একটা স্টেইনলেস স্টিলের খাঁচার সামনে যেখানে কুকুরটাকে রাখা হয়েছে, লিন্ডালের পরনে বায়োসেইফটি স্যুট।

নিকো একপাশে পড়ে আছে, হালকা নিঃশ্বাস নিচ্ছে একটা আইভি চলছে। তাকে হালকা সিডেটিভ দিয়ে শান্ত করে রাখা হয়েছে।

বিভিন্ন রকমের ঔষধ দেয়া সত্ত্বেও তার অবস্থার কোন উন্নতি নেই।

"কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে" লিসার দিকে তাকিয়ে লিন্ডাল বললো, "এতে তার কষ্ট লাগব হবে। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে একে নেক্রপ্সি করা গেলে পুরো ব্যাপারটা আমাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে। এমন সযোগ সহজে পাওয়া যাবে না।"

লিসা তার কণ্ঠস্বর শান্ত রাখলো যদিও সে ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়ছে। "আমরা এর ক্লিনিক্যাল সাইন পর্যবেক্ষণ করে শিখতে পারি, বিভিন্ন থেরাপিতে সে কি রকম সাড়া দিচ্ছে সেগুলো মনিটর করতে পারি।"

লোকটি চোখ ঘুরালো, "যতোক্ষণ না জানা যাচ্ছে আমরা কিসের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছি ততোক্ষণ থেরাপি দেয়া মানে হলো অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। এটা সময় আর সম্পদ উভয়েরই অপচয়।"

লিসা লিন্ডাল আর নিকোর খাঁচার মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাইরেক্টর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ড. কামিংস আমি আপনাকে আদেশ করতে চাইনা। আমি ভেবেছিলাম আপনি যুক্তি দিয়ে কাজ করবেন।"

"আমি আপনার নির্দেশ মানতে বাধ্য নই।"

লিন্ডাল তার দিকে তাকিয়ে রইলো, "মিলিটারি কমান্ড থেকে এই ল্যাবের পুরো দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম মানবিকতার খাতিরে আপনার ভাইয়ের জন্য যা করা প্রয়োজন তা আপনি করবেন।"

এই অভিযোগ লিসাকে আরো রাগান্বিত করে তুললো। "যে প্রস্তাবটা আপনি দিয়েছেন তাতে মানবিকতা বা মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও নেই।"

"আপনার আবেগ আপনার পেশাদারিত্বকে খাটো করে ফেলছে।" লিন্ডাল তর্ক করছে। "বিজ্ঞানে আবেগের কোন স্থান নেই।"

"যতক্ষণ না এই ল্যাবের সিকিউরিটি আমাকে বাইরে বের করে দিচ্ছে, ততোক্ষণ আমার রোগিদের কোন ক্ষতি আমি হতে দেব না।"

কিন্তু নিকোর অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়ায় তারা উভয়েই ভাইরোলজিস্ট এডমান্ড ডেন্টকে খুঁজতে লাগলো। ডেন্ট ঠিক তখনই একদল জেনেটিসিস্টদের নিয়ে ল্যাবে ঢুকছিলো। ড. হেনরি জেঙ্কিন্স পঁচিশ বছরের এক বিস্ময়কর তরুণ সায়েন্টিস্ট।

ফেইস শিল্ডের আড়ালে থাকা এডমুন্ডের মুখের ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খারাপ খবর আছে। "আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টা আপনাকে জানাতে চাচ্ছিলাম। আমরা আপনার ভাইয়ের উপর শেষ একটা পরীক্ষা করেছিলাম।"

লিসার মনে হচ্ছে সে ডুবে যাচ্ছে। সে ধারণা করতে পারছে এডমান্ড কি বলতে এসেছে। এরকম একটা খবরের আশংকা সে অনেকক্ষণ থেকেই করছে।

"আমরা এখনো জশের রক্তে কোন ভাইরাসের উপস্থিতি পাইনি–যেটা একটা ভালো লক্ষণ-আমরা তার সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের নমুনাও পরীক্ষা করে দেখেছি।" হেনরি লিসার কম্পিউটার স্টেশনে লগ ইন করে জশের মেডিকেল ফাইলটা বের করলো। জশের একটা ছবি স্ক্রিনে ভেসে উঠলো। ছবিটা দেখে লিসার বুকে মোচড় দিয়ে উঠলো।

ছবির জায়গায় দ্রুতই একটা ইলেক্ট্রন মাইক্রোগ্রাফ ভেসে উঠলো।

জশের সিএসএফ ল্যাবের আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজে চালানোর পর যে তলানি পাওয়া গেছে সেখানে এই গাদাগাদি করে থাকা ভাইরাসগুলো দেখা গেছে। ভাইরাসের আকৃতি সম্পর্কে এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এই ভয়ানক ভাইরাসের পাশাপাশি তার ভাইয়ের হাসি মুখের ছবিটা লিসার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠলো। অশ্রু আটকাতে পারলোনা লিসা। একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে।

এডমান্ড তার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে। "আমরা মনে করি জশের রোগটা ছড়িয়ে পড়তে এতো সময় লাগছে কারণ ভাইরাসটি তার পায়ের নার্ভ বান্ডিল দিয়ে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। রেবিস ভাইরাসও একই পথ ব্যবহার করে। এতে বোঝা যাচ্ছে কেন এটা রক্তে খুঁজে পাওয়া যায় নি আর কেনই বা এতো দীর্ঘ সময় লাগলো এটা খুঁজে বের করতে।

হেনরি ব্যাপারটা পরিষ্কার করলো, যখন পা কেটে ফেলা হয়েছিলো, সাথে সাথে প্রচুর রক্তপাত হয়ে ভাইরাসটাকে একরকম পরিষ্কার করে ফেলে যা দেহের সার্কুলেটরি আর লিম্ফেটিক সিস্টেমে ছড়িয়ে পড়তে পারতো।"

"কিন্তু পেরিফেরাল নার্ভে ভাইরাসটা থেকে যায়।" এডমান্ড যোগ করলো। "কিছু পার্টিকেল হয়তো বা টিবিয়াতে কিংবা কমন পেরোনিয়াল নার্ভে ছড়িয়ে পড়েছিলো পা কাটার পূর্বেই। পরে সেগুলো তার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে ছড়িয়ে পড়ে।"

লিসা অসুস্থ বোধ করছে।

এডমান্ড তার হাত ধরলো। "তবুও ফিল্ডে দ্রুত একশন নেয়াতে আপনার ভাইয়ের কিছুটা হলেও লাভ হয়েছে।"

লিসা জানে এডমান্ড তাকে সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু আসল সত্যটাও যা অজানা নয়।

পুরো পাটাই কেটে বাদ দেয়া উচিত ছিলো।

তার বদলে সে তার ভাইয়ের হাঁটুর জয়েন্টটা রেখে দিয়েছে কাটার সময়, যেটা হয়তো কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে তাকে তুলনামূলকভাবে একটু ভালোভাবে চলাফেরা করতে সাহায্য করবে। সে তার ভাইকে যতোটা সম্ভব একটা স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলো।

যদি আমি তখন লিন্ডালের দর্শন মেনে চলতাম।

সেখানে তার আবেগের বাড়াবাড়ি তার পেশাদারিত্বকে ছাপিয়ে গেছিলো। আর এখন সে কারণে হয়তো জশ তার জীবন খুইয়ে বসতে পারে।

হয়তো তার মনোযোগ অন্য দিকে ফেরাবার জন্য এডমান্ড কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে নির্দেশ করলো। "আপনি হয়তো জানেন না হেনরি কিছুটা ধারণা পেয়েছে যে এই ভাইরাসটা কোন কৌশলে কাজ করে।"

মনোযোগ দিতে লিসার কষ্ট হচ্ছে। সে জানে এগুলোর কিছুই জশের কোন কাজে আসবে না।
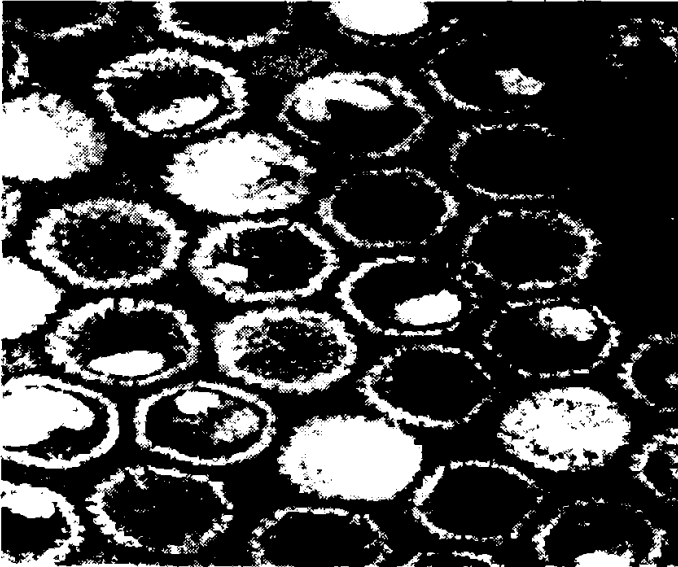
হেনরি ব্যাখ্যা করলো, "এই ভাইরাসের কৃত্রিম খোলসের মধ্যে কি আছে তা জানার জন্য আমি একদল মলিক্যুলার বায়োলিজিস্টেরর জেনেটিক অ্যানালাইসিস করেছি।"

লিসা চোখে সেই স্ফেরিক্যাল প্রোটিন শেলটা ভেসে উঠলো, যেটাকে নিচ থেকে সাপোর্ট করছে কঠিন গ্রাফিন ফাইবার। তখনই সে ভেবেছিলো যে এর ভেতরে কি রয়েছে।

"ভাইরাসের স্যাম্পলটাকে আমরা ম্যাসেরেইট আর সেন্ট্রিফিউজ করে এর নিউক্লিয়িক এসিড আলাদা করছিলাম যেটা তৈরি করেছে এর জেনেটিক..."

লিন্ডাল এগিয়ে এসে অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো। "সসেজ কিভাবে বানাতে হয় সেটা আমাদের জানার দরকার নেই ড. জেঙ্কিন্স। আমরা বায়োলজি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র না। শুধু আপনি কি খুঁজে পেয়েছেন সেটা বলুন।"

এডমান্ড এবার ডাইরেক্টরকে কিছু কথা শুনিয়ে দিলো। "হেনরি শুধু বলার চেষ্টা করছিলো যে এটা খুঁজে পাওয়াটা কি রকম কঠিন ছিলো। যা সে খুঁজে পেয়েছে তার সাথে এই বর্ণনা পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।"

হেনরি লিসার দিকে তাকালো, কালো চমশার আড়ালে একেবারে শিশু সুলভ একটা চেহারা। "আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা ছিলো ডিএনএ আলাদা করা, কিন্তু আমরা ব্যর্থ। সত্যি বলতে কি একটা ডাইফেনিল্যামাইন ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে আমরা ব্যর্থ হয়েছি কোন ডিএনএ খুঁজে পেতে। আমরা অন্যভাবে চেষ্টা করেও দেখেছি। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।"

"কিন্তু আরএনএ পাওয়া কি গেছে?" লিসা জিজ্ঞেস করলো।

সে জানে ভাইরাস সাধারণত দুই ভাগে বিভক্তঃ এক প্রকার হলো যেগুলো তাদের জেনেটিক বেইস হিসেবে ডিএনএ ব্যাবহার করে আর অপরটি ব্যবহার করে রাইবোনিউক্লিয়িক এসিড বা আরএনএ।

"আমরা কোন আরএনএও খুঁজে পাইনি।"

"অসম্ভব" লিন্ডাল বিরক্তি প্রকাশ করলো। "তাহলে কি পাওয়া গেছে?"

হেনরি এডমুন্ডের দিকে তাকালো। এডমান্ড বললো সে আর মলিক্যুলার বায়োলজিস্টের একটা দল এক ধরণের এক্সএনএ খুঁজে পেয়েছে।

লিসা কিছুই বুঝতে পারেনি।

"এক্স এর মানে এখানে হলো জেনো" হেনরি বললো। "অর্থাৎ এলিয়েন।"

এডমান্ড সাথে সাথেই বললো, "কিন্তু সে এখানে এলিয়েন মানে অন্য গ্রহের প্রাণী বোঝায় নি। মনে হচ্ছে এই জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা তৈরি করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা পুরো দশকব্যাপিই চেষ্টা করে চলছেন এক্সোটিক টাইপের এক্সএনএ তৈরি করতে। ল্যাবে তারা দেখিয়েছেন যে এটা আমাদের ডিএনএর মতো বিস্তার লাভ করতে পারে।"

"কিন্তু এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমটা কি?" লিসা জিজ্ঞেস করলো। "এই জেনেটিক মলিক্যুলে ডিঅক্সিরাইবোস কিংবা রাইবোসের বদলে কি ব্যবহার করা হয়েছে?"

হেনরি নিচের ঠোঁট কামড়ালো, "আমরা এখনো কাজ করছি এটা নিয়ে। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা আর্সেনিক আর অস্বাভাবিক উচ্চমাত্রার আয়রন ফসফেটের উপস্থিতি পেয়েছি।"

আর্সেনিক আর আয়রন।

লিসার ভ্রু কুঁচকে গেলো। মনে পড়ছে ড. হেস মনো লেকের মাটিতে আর্সেনিক প্রিয় ব্যাকটেরিয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে কি কোন সংযোগ আছে?

"কিন্তু হেস এগুলো দিয়ে কি তৈরি করতে চেয়েছিলেন?" লিন্ডাল জিজ্ঞেস করলো। "তার প্রজেক্টের উদ্দেশ্য কি ছিলো?"

এডমান্ড কাঁধ ঝাঁকালো। "শুধুই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলোর ব্যাপারে একটা কথা বলা যায় যে এগুলো তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন ল্যাবে। এদের সবারই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে এরা বিরূপ পরিবেশে আরো প্রতিরোধি হয়ে ওঠে।"

অন্যভাবে বলা যায় আরো কঠিন হয়ে যায়।

"ঠিক এদের বাইরের খোলসের মতো?" লিন্ডাল জিজ্ঞেস করলো। "এ জন্যই এই চিজটাকে ধ্বংস করা যাচ্ছে না।"

"অন্তত এখন পর্যন্ত নয়," হেনরি বললো। "কিন্তু আমরা যদি কোনভাবে জানতে পারি যে এদের এক্সএনএতে এক্স এর মানেটা কি তাহলে হয়তো একে ধ্বংস করার জন্য কোন ভাইরাসাইডই শুধু নয় আক্রান্তদের জন্য একটা ভালো চিকিৎসা পদ্ধতিও বের করে ফেলা যাবে।"

হ্যাঙ্গারে থাকা জশের কথা ভাবলো লিসা, আশার আলো দেখা যাচ্ছে—হয়তো খুব একটা বড় কিছু নয়।

"এই এক্সএনএর ব্যাপারে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলা যেতে পারে, এডমান্ড যোগ করলো, "জীবনের সূত্রপাতের সাথে এদের একটা সম্পর্ক আছে। ইদানিংকালের এক্সএনএর বিস্তার ও বিবর্ধনের গবেষণায় দেখা যে এই গ্রহে হয়তো একটা অধিকতর প্রাচীন জেনেটিক সিস্টেম বিদ্যমান ছিলো, এমন একটা জেনেটিক সিস্টেম যা কিনা ডিএনএ বা আরএনএ এর চেয়েও পুরনো।"

লিসা এই তত্ত্বের সম্ভাবনা আর ফলাফল সম্পর্কে ভাবলো। "এই সিন্থেটিক লাইফ নিয়ো গবেষণা কি কোনভাবে সেটার সাথে সম্পর্কিত? সে কি এক্সএনএ বেইসড কিংবা সাপোর্টেড আরেকটা অধিকতর টেকসই ইকোসিস্টেমের সন্ধানে ছিলো যা দূষিত পরিবেশে অথবা এই গ্রহের উষ্ণতা বেড়ে গেলেও টিকে থাকতে পারবে?"

"কে জানে?" এডমান্ড বললো। "যদি কখনো খুঁজে পাওয়া যায় তাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। কিন্তু হ্যানরি এই সমস্যাটার আরেকটা দিক নিয়ে ভাবছে।"

"কি সেটা?" লিন্ডাল জিজ্ঞেস করলো।

হেনরি তাদের দিকে ফিরলো, "আমার মনে হয় না এই ভাইরাসটা কৃত্রিমভাবে তৈরি...অন্তত এর পুরোটা নয়।"

লিসা জিজ্ঞেস করলো, "কেন এমন মনে হয়?"

"আজ পর্যন্ত কেউই এক্সএনএবিশিষ্ট পুরোপুরি কার্যক্ষম একটা প্রাণ তৈরি করতে পারেনি। এটা তৈরি করতে যা যা লাগবে সেগুলোর পরিমাণ অকল্পনীয়ভাবে বেশি। যদিও তিনি ড. হেস তবুও বলা যায় মনে হচ্ছে বিজ্ঞান যেন এক লাফে একটু বেশিই এগিয়ে গিয়েছে।"

মনিটরে তখনো মাইক্রোগ্রাফটা দেখা যাচ্ছিলো, লিন্ডাল সেটার দিকে নির্দেশ করে বললো, "কিন্তু তিনি সফল হয়েছেন বলাই যায়, এই তার প্রমাণ।"

হেনরি মৃদু মাথা নাড়লো।

"মনে হয় না। আমার মনে হয় একটা টেম্পলেট ব্যবহার করে তিনি এই লাফটা দিয়েছেন। তিনি হয়তো এক্সোটিক কিছু একটা খুঁজে পেয়েছেন।একটা জীবন্ত এক্সএনএ অর্গানিজম–এবং সেটা থেকেই এই প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সংকর দানবটাকে তৈরি করেছেন।"

লিসাও সায় দিলো মাথা নেড়ে। "হয়তো তুমি ঠিক বলেছো। এক্সট্রিমোফাইল নিয়ে হেসের বেশ উৎসাহ ছিলো। তিনি সারা পৃথিবীতে উদ্ভটসব জিনিস খুঁজে বেরিয়েছেন। হয়তো কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিলেন।"

এজন্যই কি তাকে অপহরণ করা হয়েছিল?

"আর আমরা যদি সেটা খুঁজে পাই," এডমান্ড যোগ করলো, "তাহলে হয়তো এক্স এর মানেটাও বের করা যাবে আর এই জঞ্জালও পরিষ্কার করা যাবে।"

লিসার রেডিওতে গুঞ্জন উঠলো, প্রাইভেট চ্যানেলে পেইন্টারের কণ্ঠ। এইমাত্র যে আলোচনা চলছিলো সেগুলোর ভালো-মন্দ উভয়ই পেইন্টারকে না বলা পর্যন্ত সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিলো না।

"আমার মনে হয় আমরা আরেকটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি।" সে কিছু বলার আগেই পেইন্টার বলে দিলো। "জেনার পরামর্শে আমরা এমি সেপ্রির সেল ফোনটা আবার পরীক্ষা করি। মনে হচ্ছে এমি সেপ্রির সাথে তাদের যোগাযোগের সব তথ্য মুছে ফেলতে তারা জোর চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু মনে হয় সবটুকু মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।"

তা কি খুঁজে পাওয়া গেলো? লিসা জিজ্ঞেস করলো, অন্যদের কাছ থেকে খানিকটা সামনে এগিয়ে গিয়ে।

পেইন্টার ব্যাখ্যা করলো, "জানা গেছে যে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তার কাছে একটা কল করা হয়েছিলো। কলটি করা করা হয়েছে উত্তর ব্রাজিলিয়ান স্টেইট রোরাইমার রাজধানী বোয়া ভিস্তা থেকে।"

লিসা নিকোর খাঁচার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসলো। কুকুরটা মাথা তুলে তাকানোর

চেষ্টা করলো, কাঁচের মতো স্বচ্ছ চোখে তার দিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে। একবার লেজ নাড়লো।

লক্ষী ছেলে।

"এই সূত্রটি হাতছাড়া হওয়ার আগেই," পেইন্টার বললো, "আমি একটা দল নিয়ে সেখানে যাচ্ছি ব্যাপারটা তদন্ত করতে। আমি কর্নেল বোজম্যানের সাথে যোগাযোগ করবো, তিনি আমার অবর্তমানে এখানকার দায়িত্বে থাকবেন।"

"পেইন্টারের সাথে যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো লিসার কিন্তু কুকুরটার ওই দৃষ্টি দেখার পর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখানেই থাকবে। তাছাড়া লিভালের ওয়ার্নিংটাও মনে পড়লো : *তোমার আবেগ যেন তোমার পেশাগত সিদ্ধান্তকে ছাপিয়ে না যায়।*

একই ভুল সে আবার করতে চায় না। কিন্তু দুশ্চিন্তাও দূর করা যাচ্ছে না। পেইন্টার বিদায় নেবার পর একটা প্রশ্ন তার মাথায় এলো।

কে জানে কি বা কারা ব্রাজিলে ওঁত পেতে বসে আছে?

অধ্যায় ১৬

এপ্রিল ২৯, রাত ১১.৩৫ এএমটি
ব্রাজিলের আকাশ পথে

ঘন কালো মেঘের পেট চিরে যখন আরেকটি বজ্রপাত হলো, ড. কেন্ডাল হেস তখন তার সিটে মাথা নিচু করে বসে আছেন। বজ্রপাতের ফলে হেলিকপ্টারটি দুলে উঠলো, এদিকে জানালায় বৃষ্টির ঝাপটা।

সামনের দিকে পাইলট স্প্যানিশ ভাষায় গালি গালাজ করে ঝড়ের মোকাবিলা করছে। কেন্ডালের অতিকায় পাহারাদার অবিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকের জানালায় তাকিয়ে আছে।

কেন্ডালও আতঙ্ক ভুলে থাকতে একই পদ্ধতি বেছে নিলেন। জানালার কাঁচে তিনি তার কপাল চেপে ধরে বসে আছেন। বিদ্যুৎ চমকানিতে নিচের অন্তহীন সবুজ বনের একটা ঝলক দেখা যায়। তারা এই রেইন ফরেস্টের উপর দিয়ে দক্ষিন-পশ্চিমে উড়ে চলেছেন। মাঝে একবার বিরতি দেয়া হয়েছিলো রিফুয়েলিংয়ের জন্য। ওই জায়গাটা ক্যামোফ্লেজ জাল দিয়ে ঢাকা।

তারা যেখানেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, জায়গাটা যে অতিমাত্রায় দুর্গম তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তিনি হয়তো আর কোন দিনই বাইরের খোলা পৃথিবী দেখতে পাবেন না।

তারা নিশ্চয়ই এই সাউথ আমেরিকার কোথাও আছে। সম্ভবত ইকুয়েটরের উত্তর দিকে কোন জায়গায়। তিনি আরো খানিকটা ধরতে পেরেছেন। গত রাতে অপহরণকারীরা তাদের সেসনা আকাশযানটি শেষ বারের মতো একটা ছোট্ট শহরে ল্যান্ড করেছিলো। করুগেটেড টিনের ছাদওয়ালা একটা জীর্ণ কুটিরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, সেখানে কোন পানি ছিলো না আর তাকে ঘুমাতে হয়েছিলো ধুলাস্তীর্ণ মেঝের উপর একটা মেট্রেসে। প্লেইন থেকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার সময় তার চোখ ঢেকে দেয়া হয়েছিলো যেন তারা কোথায় আছে এর কোন ধারণা তিনি করতে না পারেন। তবুও রাস্তা থেকে ভেসে আসা কিছু কথা তার কানে গেছে। ওগুলো স্প্যানিশ, কিছু ইংলিশ কিন্তু বেশিরভাগই পর্তুগিজ।

সেখান থেকে হেসের ধারণা হয় তারা হয়তো ব্রাজিলে আছেন, সম্ভবত এর উত্তরের দিকের কোন ষ্টেইটে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে অপেক্ষা না করায় আর বেশি কিছু বোঝা যায়নি। পরেরদিন ভোরে, তারা তাকে এই হেলিকপ্টারে স্থানান্তর করেছে, যেটাকে দেখে মনে হয়নি এর উড়ার ক্ষমতা আছে।

কিন্তু সেই হেলিকপ্টারই তাদের এতোদূর নিয়ে এসেছে।

আকাশ আবার গর্জে উঠলো। দিগন্তের দিকে একটা স্থাপনার অবয়ব আবছাভাবে ফুটে উঠলো। মনে হচ্ছে যেন সবুজ সাগরে একটা কালো যুদ্ধ জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। কেন্ডাল খানিকটা উঁচু হয়ে একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করছেন–কারণ ম্যাটিও মেজে থেকে ব্যাগ কুড়ানো শুরু করেছে।

এই কি তাদের গন্তব্য?

হেলিকপ্টার যতই সামনে এগোচ্ছে বৃষ্টির ঝাপটা ততোই কমে আসছে কিন্তু বজ্রপাত হচ্ছে এখনো। বিদ্যুৎ চমকানির কারণে সামনের পর্বত আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

পর্বতটা দেখে মনে হয় এটা যেন বনের ভেতর থেকে একেবারে খাড়া হাজার খানেক ফুট উপরে উঠে গেছে। এর উপরের অংশ সমতল আর ঘন কুয়াশায় ঢাকা, মেঘের সর্বনিম্ন স্তরকে ভেদ করে সোজা উপরে উঠে গেছে।

এরকম বিরল ভৌগলিক গঠন কেন্ডালের চিনতে অসুবিধা হলো না। দক্ষিণ আমেরিকার এই অঞ্চলে এরকম বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয়টি আর চোখে পড়ে না। এরকম সুপ্রাচীন স্যান্ডস্টোনের উঁচু ব্লক-যেগুলোকে টেপুই বলা হয়ে থাকে। উত্তর ব্রাজিলের রেইন ফরেস্ট আর জলাভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভেনেজুয়েলা আর গায়ানা অব্দি এদের বিস্তৃতি। এগুলোর সংখ্যা প্রায় শ'য়ের উপরে হবে। সবচেয়ে বিখ্যাত হলো মাউন্ট রোরাইমা, এটা বনভূমি থেকে প্রায় দুই মাইল উঁচুতে উঠে গেছে। এর উপরের দিকটা সমতল আর আয়তনে প্রায় দশ বর্গ মাইলের মতো।

তবে সামনের টেপুইটা বেশ ছোট, মাউন্ট রোরাইমার প্রায় চার ভাগের একভাগ হবে।

কিন্তু অনেক আগে, এই শতাধিক মালভূমিগুলো একত্রে সংযুক্ত ছিলো গোটা একটা বিরাট স্যান্ডস্টোনের মতো। মহাদেশগুলো যতই দূরে সরে আলাদা হয়ে গেছে, ততোই এই অতিকায় স্যান্ডস্টোনও টুকরো টুকরো হয়ে আলাদা হয়ে গেছে। বৃষ্টি আর বাতাস জনিত ক্ষয়, ভেঙে যাওয়া টুকরোগুলোকে আজকের এই ছড়ানো ছিটানো চেহারা দিয়েছে, যেন অতীতের নিঃসঙ্গ প্রহরি।

কেন্ডাল যদিও এই টেপুইগুলোতে কখনো আসেন নি, কিন্তু বিরল প্রাণীদের নিয়ে গবেষণার কারনে এগুলো সম্পর্কে জেনেছেন। এই টেপুইগুলো পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন প্রাকৃতিক নিদর্শন, প্রায় প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান কালের, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন ফসিলগুলোর চেয়েও প্রাচীন। ওই মালভূমিগুলো প্রাচীন কাল থেকেই বিচ্ছিন্ন, সেখানকার প্রাণীগুলোও বৈশিষ্ট্যে আলাদা। দূর্গম আর একেবারে খাড়া হওয়ায় অনেকগুলোতে এখনো কোন মানুষের পা পড়ে নি। পৃথিবীতে এমনও স্থান আছে

যেখানে মানুষের বিচরণ নেই, এই জায়গাটা যেন তারই প্রতিনিধিত্ব করছে, একেবারে দূষণহীন আর অকৃত্রিম।

হেলিকপ্টারটি খানিকটা উপরে উঠে গেলো। দমকা বাতাস যেন সেটাকে টেনে পর্বতগুলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। উপর দেখে সেগুলোকে মনে হচ্ছে অন্ধকার, অপ্রবেশ্য আর জনমানবহীন।

মালভূমিতে কাছাকাছি আসতেই দেখা গেলো এর উপরিতল ততোটা সমতল নয় যতোটা দূর থেকে দেখে মনে হয়।

মাঝখানে বেশ বড় একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে যার চারপাশে রয়েছে নেভিগেশন লাইট। এর দক্ষিণ দিক থেকে ঝড় বৃষ্টির জমে থাকা পানি গড়িয়ে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত নিচু দিকটায় যেখানে ঘন জংগল বেড়ে উঠেছে। পুকুরের উত্তর পাশে ছড়ানো ছিটানো পাথরের গোলকধাঁধা। ঝড় ঝাপটার কারণে এগুলোর কোনটাতে গভির ফাটল আবার কোনটাতে গুহার মতো তৈরি হয়েছে সব মিলিয়ে যেন অপার্থিব পিলারের এক অরণ্য। ওই পিলারগুলোকে ঢেকে আছে স্পঞ্জের মতো গাঢ় সবুজ রঙের মস বা জেলাটিনের মতো দেখতে একধরনের শেওলা। কিন্তু ফাটলের মধ্যে কেন্ডালের নজরে পড়লো অর্কিড, ব্রোমেলিয়া ফুটে আছে যেন কুয়াশায় ঢাকা এক জাদুর উদ্যান।

হেলিকপ্টারটি পুকুরের পাশে অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেবল মাত্র তখনই মানব কর্মকান্ডের কিছু নমুনা দেখা গেলো। একটা বড়সড় গুহায় স্থাপনাটি গড়ে তোলা হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন কোন রত্ন ভান্ডার উপচে পড়ছে। ব্যালকনি, গ্যাবল, এমনকি একটা হটহাউস কনজাভেটরিও রয়েছে এই চমৎকার পাথর বাড়িটিতে। আশে পাশের প্রকৃতির সাথে মিল রেখে সেটিকে সবুজ রঙ করা হয়েছে।

পাশের খোঁয়াড়ে কেন্ডাল দেখতে পেলেন একজোড়া এরাবিয়ান ঘোড়া বাঁধা রয়েছে, তারপাশে সারি করে রাখা আছে গলফ কার্ট। সবুজ রং ব্যবহার করা হয়েছে কার্টগুলোতেও। বাড়ির পেছনের দিকে পাথরের পিলারগুলোর মাঝে মিশে আছে গোটা কয়েক উইন্ডমিল।

কেউ একজন নিশ্চিতভাবেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

আর ওই কেউ একজন অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ছাতা হাতে।

হেলিকপ্টারের স্কিড ভূমি স্পর্শ করার সাথে সাথে কেন্ডালের পাহারাদার কেবিনের দরজা খুললো। বেশ কয়েকজনকে দেখা গেলো ক্যামোফ্লেজ নেট হাতে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, হেলিকপ্টারটিকে লুকিয়ে রাখার জন্য। এদের সবারই গার্ড আর পাইলটের মতো গায়ের রঙ কালো আর চেহারা গোলাকার। মনে হচ্ছে সবাই একই গোত্রের।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই কেন্ডাল বাইরে বেরিয়ে এলেন, এছাড়া তার কোন উপায়ও নেই অবশ্য। এই উচ্চতায় ঠাণ্ডার কারণে কিছুটা কেঁপে উঠলেন তিনি। এখানকার আবহাওয়াটা নিচের রেইনফরেস্টের হাঁসফাঁস করা গরমের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। তিনি সেই মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলেন, সারা পৃথিবী জানে যে এগারো বছর পূর্বে মারা গেছে।

"কাটার এলয়েস। তোমার তো মৃত থাকার কথা।"

আসলে দুজনার যখন শেষ বার কথা হয় সে তুলনায় কাটারকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। সে অনেক আগের কথা, দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের নাইসে সিন্থেটিক বায়োলজির উপর একটা কনফারেন্স। কাটার তখন উন্মত্ত যুবক, কেন্ডালের সহকর্মিরা তার পেপারে তেমন একটা আগ্রহ না দেখানোয় সে ক্রুদ্ধ।

কি আশা করেছিলো সে?

এখন সে অনেকটাই পরিপাটি, আয়েশি ভাবভঙ্গি আর তার ঘন কালো চুলের নিচে চোখ জোড়া অবিচল আর উদ্দেশ্যপূর্ণ। তার পরনে নিভাঁজ লিনেন প্যান্ট আর গায়ে সাদা শার্ট তার উপর হালকা ধূসর রঙের সাফারি ভেস্ট।

"আর তোমাকে, বন্ধু আমার, দেখাচ্ছে ক্লান্ত...আর ভেজা।" কাটার নিজের ছাতাটা এগিয়ে দিলেন। সে ঘুরে দাঁড়ালে কেন্ডালও তাকে অনুসরণ করলেন।

আবার কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে?

"আমি বুঝতে পারছি, এখানে আসার পথে যাত্রাটা খুব একটা সুবিধার হয়নি।" কাটার বললেন, "বেশ রাত হয়ে গেছে, ম্যাটিও তোমাকে তোমার শোবার জায়গাটা দেখিয়ে দেবে। ডিনারটা হয়তো ঠান্ডা হয়ে গেছে কিন্তু ডিক্যাফেইনেটেড গরম কফি রাখা আছে নাইটস্ট্যান্ডে। আগামিকাল আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।"

"কেন্ডাল কয়েক পা এগিয়ে কাটারের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তুমি অজস্র লোককে হত্যা করেছো। আমার বন্ধু, সহকর্মি ছিলো ওরা। যদি তুমি আশা করো এসবের পরেও তোমাকে আমি সাহায্য করবো তাহলে..."

কাটার হাত নেড়ে অভিযোগটা উড়িয়ে দিলেন। "এ ব্যাপারে আমরা আগামিকাল বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করবো।"

তারা চার তলা ভবনের নিচে পৌছালো। তারপর দুই স্তরের দরজা পেরিয়ে অনেকটা গুহার মতো একটা অ্যান্ট্রি হল দেখা গেলো। এর ফ্লোরটা হাতে চেরা ব্রাজিলিয়ান মেহগনি কাঠের তৈরি আর ছাদটা বেশ উঁচু, দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ফ্রেঞ্চ ট্র্যাপেস্ট্রি। এলওয়েস পরিবারের সম্পত্তি সম্পর্কে কেন্ডালের যদি কোন ধারণা না থাকতো তাহলে কেন্ডালের হয়তো এই গোপন আবাসটির পেছনে ব্যয়কৃত বেশ কয়েক মিলিয়নের উৎস সম্পর্কে সন্দেহ হতো।

কেন্ডাল চারপাশে চোখ বুলালেন। এখানে নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। টাকা পয়সা কিংবা ধন সম্পদ জমানোর বাতিক কাটারের কখনোই ছিলো না। বরং এই পৃথিবীই সবসময় তার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। তার যাত্রা শুরু হয়েছিলো একজন নিবেদিত প্রাণ পরিবেশবিদ হিসেবে, সে তার পারিবারিক সম্পত্তি ব্যয় করতো পরিবেশ রক্ষার কাজে। একই সাথে সে অসম্ভব মেধাবিও ছিলো, অন্তত মেনসা স্কোর অনুযায়ি সে তো জিনিয়াসদেরও উপরে। বাবার দিক থেকে ফরাসি হলেও সে ক্যামব্রিজ আর অক্সফোর্ড উভয় প্রতিষ্ঠানেই পড়াশোনা করেছে। তার মা ও অক্সফোর্ড থেকে শিক্ষা লাভ করেন আর এখানেই কেন্ডালের সাথে তার প্রথম সাক্ষাত হয়।

গ্র্যাজুয়েশনের পর সে তার মেধা আর অফুরন্ত সম্পদ নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপি টিচিং ল্যাব গড়ে তোলার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে গণতান্ত্রিক করতে তৃণমূল পর্যায়ের একটা আন্দোলন শুরু করে। এতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিএনএ সিন্থেসিসের ভিন্ন মতাদর্শী কিছু দল যোগ দেয়। দ্রুতই সে বায়োপাঙ্ক গোত্র যারা জেনেটিক কোড হ্যাকিংয়ে বেপরোয়াভাবে আগ্রহী ছিলো তাদের প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়।

কিছুদিন পর, আর্থ লিবারেশন আর্মি এবং আর্থ ফার্স্টের মতো কট্টরপন্থি দল গড়ে তোলে। দল দুটোকে তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীলই বলা যায়। লোকজন তার ব্যক্তিত্বে, তার আপোসহীন লক্ষ্যে আকৃষ্ট হতে শুরু করলো। সমাজবিরোধি ও নাটকিয় প্রতিবাদগুলোতে সে-ও সমর্থন দিতে লাগলো।

কিন্তু তারপর হঠাৎ সব কিছু বদলে যায়।

তিনি কাটারের অতীত সম্পর্কে কিছুটা জেনেছেন। তাঞ্জানিয়ার সেরেনজিটিতে পাচারকারীদের প্রতিরোধ করতে একটা মিশনে সে ছিলো, তখন একটা আফ্রিকান সিংহ কাটারকে আক্রমণ করে বসে। যেসব সে প্রাণীদের রক্ষা করার জন্য মরিয়া ছিলো এই সিংহ ছিলো সেগুলোর অন্যতম। প্রায় মরতে বসেছিলো তখন-বলা যায় অপারেশন টেবিলে মরেই গিয়েছিলো এক মিনিটের জন্য। তার সেরে উঠার প্রক্রিয়াটা ছিলো দীর্ঘ আর যন্ত্রণাদায়ক।

বেশিরভাগ লোকজনই হয়তো এরকম একটা অভিজ্ঞতার পর তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। কিন্তু কাটারের বেলায় দেখা গেলো সে আরো বেশি নিবেদিত হয়ে গেছে তার লক্ষ্যে। ওই থাবা আর দাঁতগুলো যেন সেই সিংহের ছিলো না বরং সেগুলো ছিলো বাঁচার জন্য মরিয়া আমাদের এই প্রকৃতির। যে কোনভাবেই হোক সে আরো অনুরক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু একই সাথে তার ভেতরে একটা পরিবর্তনও এসেছিলো। একজন পরিবেশবিদ হওয়া সত্ত্বেও তার দর্শন কিছুটা নিহিলিস্ট ধারাতে চলে গেলো। সম মনা ব্যক্তিদের নিয়ে সে ডার্ক ইডেন নামে নতুন একটা দল তৈরি করলো। প্রাণী রক্ষা যার লক্ষ্য ছিলো না বরং তারা মেনেই নিয়েছিলো যে এই গ্রহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে

সুতরাং এর জন্য তৈরি হতে হবে। সম্ভব হলে এই ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করা। তাদের উদ্দেশ্য হলো বর্তমানে চলতে থাকা এই গণবিলুপ্তির পর একটা নতুন জেনেসিস, একটা নতুন ইডেন তৈরি করা।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, তার কর্মকান্ড মৌলবাদী ভাব ধারার হয়ে গেলো, তার অনুসারীরা আরো কট্টর হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো দেশ তাকে বিভিন্ন অপরাধে তার অনুপস্থিতিতেই দোষী সাব্যস্ত করলে পরিস্থিতি তার এতোটাই প্রতিকূলে চলে যায় যে সে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়। তারপর খবর পাওয়া যায় যে সে বিমান দূর্ঘটনায় মারা গেছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই বিমান দূর্ঘটনাটি ছিলো আসলে ডার্ক ইডেন তৈরি করার জন্য একটা বড় পরিকল্পনার অংশ মাত্র।

কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্যটা কি?

কাটার তাকে একটা চমৎকার পাথরের সিঁড়ির গোড়ায় নিয়ে গেলেন। একজন মহিলাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। তার পরনের সাদা পোশাক সত্ত্বেও তার রোদ ঝলসানো চামড়ার সৌন্দর্য ও দেহের ভাঁজ ফুটে উঠেছে।

কাটার কোমল কণ্ঠে বললেন, "ওহ কেন্ডাল, চলো তোমাকে আমার সন্তানদের মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।" সে হাত বাড়িয়ে মহিলাকে সিঁড়ির শেষ ধাপটি নামতে সাহায্য করলো। "এই হলো আশু।"

মহিলাটি একটু মাথা নুয়ে তাকে অভিবাদন জানালো, তারপর তার সব মনোযোগ গিয়ে পড়লো কাটারের উপর। তার কালো চোখ দুটো যেন প্রদীপের মত জ্বলছে। মোলায়েম কণ্ঠে আশু ফিসফিস করে বললো, "*Tu fait une promesse à ton fils !*"

কেন্ডাল মনে মনে এই ফরাসি বাক্যটি অনুবাদ করে নিলেন।

তুমি তোমার ছেলের কাছে কিছু একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলে।

আশু তার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আলতো করে কাটারের গাল স্পর্শ করলো, তারপর মাথা নেড়ে ম্যাটিওকে বললো, "বুয়েভেনু মঁ ফ্রেরে।" *স্বাগতম, ভাই।*

আশু ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

কেন্ডাল এবার ম্যাটিওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

ফ্রেরে!

ভাই।

কেন্ডাল ক্ষত চিহ্নময় মুখটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এই রকম রূপবতি একজন মহিলার সাথে যে এর ভাই বোনের সম্পর্ক হতে পারে এটা কারো দূরতম কল্পনায়ও আসবে না। কিন্তু এখন জানার পর কিছুটা মিল যেন পাওয়া যাচ্ছে।

কাটার কেন্ডালের কনুই ধরে হলের মধ্যে নিয়ে এলেন আবার। "ম্যাটিও তোমাকে তোমার রুমে নিয়ে যাবে। সকালে কথা হবে আমাদের। অবসরে যাওয়ার আগে আমার নিজস্ব কিছু কাজ আছে যেগুলো আমি করে যেতে চাই।"

সে তার স্বভাব সুলভ চতুর হাসি দিলো।

"আর আমার প্রিয়তমা স্ত্রী আমাকে মনে করিয়ে দিলো...*উনে প্রসিসে এন্তে উনে প্রমিসে।*"

একটি প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই অর্থাৎ কোন কথা দিলে সেটা রাখতে হয়।

কাটার আগুর কাছে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

ম্যাটিও যখন তার কাঁধ খাবলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি কাটারের পেছনের দিকে তাকিয়ে ক্ষত চিহ্নগুলো কল্পনা করার চেষ্টা করছেন যেটা তাকে এমনভাবে কট্টরভাবে ভিতর-বাহির উভয় দিক থেকে বদলে দিয়েছে।

আমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তর তিনি মনে মনে ভেবেছেন আর ভাবতে গিয়ে ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

রাত ১১.৫৬

সে যখন টানেলের ভেতরে স্যান্ডস্টোনের ফ্লোরে পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে নামছে, ছোট আঙুলগুলো কাটারের হাত জড়িয়েছে ধরে আছে।

বাবা আমাদের দ্রুত এগোতে হবে।

তার ছেলে সামনের দিকে তাকে টানতে থাকায় কাটার মুচকি হাসছেন। কেবল ছোট্ট বেলাতেই এরকম উদ্দামতা দেখা যায়। এই দশ বছর বয়সে, সব কিছুতেই জরির বিস্ময়। বিস্ময়ে তার চেহারা ঝলমল করছে। সে দেখতে অনেকটা তার মায়ের মতো, একই রকম মকা কফির মতো গায়ের ত্বক। কিন্তু তার চোখ জোড়া তার বাবার মতো, উজ্জ্বল নীল। স্থানীয় উইচ ডাক্তারেরা তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ম্যাকুক্সির একজন জ্যেষ্ঠ তো ঘোষণাই দিয়ে দিলেন যে এই ছেলের জন্ম হয়েছে মেঘহীন আকাশ ভেদ করে পৃথিবীকে দেখার জন্য।

এই হলো জরি।

তার নীল চোখ জোড়া যেন সবসময়ই বিস্ময় খুঁজতে থাকে।

আর বিস্ময়ের খোঁজেই তাদের এই মধ্যরাতে ভূগর্ভস্থ টানেলে অভিযান। তারা একটা জীবন্ত বায়োস্ফিয়ার বা জীবমণ্ডলের দিকে এগোচ্ছে যা কিনা কাটার এই টেইপুইতে- বলা ভালো টেপুইয়ের ভেতর গড়ে তুলেছে।

বেশিরভাগ বেলেপাথর বা স্যান্ডস্টোনের চূড়াগুলোতে প্রাচীন গুহা আর টানেল রয়েছে। এগুলো তৈরি হয়েছে নরম পাথরে বহুকাল ধরে বৃষ্টিপাত আর পানি প্রবাহের ফলে। বলা হয়ে থাকে এই গুহাগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গুহা।

ছাদের উপর লাগানো খোলা বাল্বের আলোয় সামনের স্টিলের দরজাটি দেখা গেলো। কাটার এগিয়ে গিয়ে তার গলায় ঝোলানো কি কার্ড দিয়ে ডেড বোল্টটা আনলক করলেন। মৃদু কিছু একটা ঘূর্ণনের শব্দ হতেই কব্জির সমান মোটা তিনটা বোল্টের একটা দন্ড ডোরফ্রেম থেকে বেরিয়ে এলো।

"তৈরি?" তিনি প্রশ্ন করে হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন।

মধ্যরাত হতে আরো তিন মিনিট বাকি।

দারুণ।

জরি মাথা নেড়ে তার লাফিয়ে উঠলো উল্লাসে।

অন্য এক পৃথিবী তথা এক আগামি পৃথিবীর দরজা খুললেন কাটার।

কাটার তার ছেলেকে হ্যাচের সামনের জায়গাটায় নিয়ে এলেন। মাথার উপরে কুয়াশার মতো গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি আর নিচে তার সামনে অতিকায় সিঙ্কহোল। এখান থেকে পনের ফুট নিচে সিলিন্ডারের মতো হোলটির একটা প্রান্ত দেখা যায়। সিঙ্কহোলের গা বেয়ে পেঁচানো সিঁড়ি নেমে গেছে একেবারে টেপুইয়ের নিচে। এই গর্তটা বেশ বড়, প্রায় তিনশ' মিটার জুড়ে। কিন্তু বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজালে এর অবস্থান তৃতীয়। এটা পাশের ভেনেজুয়েলার ঝধৎরংধৎরশ্ছধসধ ঃবঢ়ঁর থেকে ছোট।

তারপরেও এতে বেশ ভালোভাবেই গোটা একটা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা গেছে।

এই সিঙ্কহোলটা যেন গর্তের দ্বীপের ভেতরে আরেকটা দ্বীপ।

এই টেপুইগুলোতে অনুপ্রাণিত হয়েই স্যার আর্থার কোনান ডয়েল দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড লেখেন। যেখানে দেখানো হয় এর প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসিরা মেঘের উপরে বাস করে, ডাইনোসর আর টেরোডাকটাইলদের এক সহিংস পৃথিবী।

কিন্তু কোন ভিক্টোরিয়ান যুগের ফ্যান্টাসির চেয়ে বরং কাটারের বাস্তবতা আরো বেশি রোমাঞ্চকর। কাটারের কাছে এই মালভূমিগুলো আকাশের একটা গ্যালাপাগোসের মতো, যেন একটা বিবর্তনের প্রেশার কুকার যেখানে প্রতিটি প্রজাতি তাদের নিজস্ব অনন্য উপায়ে বাঁচার জন্য লড়াই করে।

তিনি দেয়াল ধরে নামতে লাগলেন, বিভিন্ন ধরণের আগাছায় দেয়াল ছেয়ে গেছে, কোথাও কোথাও চুয়ে পানি পড়ছে আর গোটা দেয়ালটা কুয়াশার কারণে ভেজা। সে একটা সাদা ফুলের দিকে নজর দিলো। এর পাতাগুলো ছোট্ট বৃন্ত দ্বার আবৃত, আর প্রতিটা পাতায় এক ধরনের উজ্জ্বল আঠালো বিন্দু রয়েছে।

"এটার নাম বলতে পারবে, জরি।"

জরি একটা বড় শ্বাস ছাড়লো। "এটার নাম খুবই সোজা বাবা, এটা হলো একটা সানডিউ। ড্রো...ড্রো... "

কাটার হাসলেন "ড্রোসেরা।"

"এগুলো পিঁপড়া আর পোকামাকড় ধরে খায়, তাই না?"

"হ্যাঁ, ঠিক।"

এখানে এই বিবর্তনের যুদ্ধে এই গাছগুলো পদাতিক বাহিনীর মতো, প্রয়োজনীয় পুষ্টি আর মাটির অভাবে এই উচ্চতায় বেঁচে থাকার জন্য নিজের মতো করে বিবর্তিত হচ্ছে, বেঁচে থাকার জন্য মাংসাশী হয়ে উঠছে। শুধু এই সানডিউই নয়, বরং ব্লাডারওয়ার্ট, পিচার প্লান্ট এমনকি কিছু ব্রমলিয়া প্রজাতিও পোকামাকড়ের স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

"প্রকৃতিই হলো সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক।" কাটার বিড়বিড় করলেন।

কিন্তু কখনো কখনো তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

ঠিক মধ্যরাত হতেই দেয়ালে এক ধরণের আভা ফুটে উঠলো একেবারে সিঙ্কহোলের উপর থেকে ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিচ পর্যন্ত।

জরি হাততালি দিয়ে উঠলো। এই দৃশ্য দেখতেই তার ছেলে এখানে এসেছে।

কাটার এই টেপুইতে জন্মানো একধরনের সাধারণ অর্কিডের ডিএনএতে গ্লোয়িং জেলিফিশের জিন প্রতিস্থাপন করেছেন আর এর গ্লো সাইকেলে একটা সারকাডিয়ান রিদম দেয়া হয়েছে ধীরে ধীরে। এখন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের পাশাপাশি এখানে যারা কাজ করে তারা এর দ্যুতিও দেখতে পান।

"বাবা দেখো, একটা ব্যাঙ!"

জরি ওই কালো চামড়ার ব্যাঙটিকে ধরতে গেলো, উভচরটি একটা ডালে বসে ছিলো।

"না...না," কাটার তার হাত ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

তার ছেলে পাশের সিঙ্কহোলগুলোর মতোই এটাকে ভাবছে। কিন্তু এই সিঙ্কহোলের ব্যাঙও আলাদা। উপরে যে স্থানীয় প্রজাতি পাওয়া যায় সেটা হলো Oreophrynella। এটা লাফাতে বা সাতার কাটতে পারে না। কিন্তু এর পায়ের আঙুল গড়ে উঠেছে প্রতিরোধযোগ্যভাবে যেন এটা পিচ্ছিল পাথরও আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে।

কিন্তু এই প্রজাতি স্থানীয়গুলোর মতো নয়।

"মনে রাখবে," কাটার তার ছেলেকে সতর্ক করে দিলেন "এখানে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।"

এই ব্যাঙ তার চামড়ার নিচের গ্রন্থিতে নিউরোটক্সিন বিষ নিয়ে ঘুরছে। কাটার এর জীমের সিক্যুয়েন্স সংগ্রহ করেছে অস্ট্রেলিয়ান স্টোনফিস থেকে। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণী হিসেবে পরিচিত। এই বিষের একটু ছোঁয়ায় যন্ত্রণাময় মৃত্যু অবধারিত।

ব্যাঙের শত্রু সংখ্যা কম–অন্তত প্রকৃতিতে।

তাদের কণ্ঠস্বরে বিরক্ত হয়ে ব্যাঙটা ডালের উঁচুতে গিয়ে বসলো। এই নড়াচড়া আরেকটি প্রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পাতার নিচ থেকে একজোড়া স্বচ্ছ ডানা যেন দু'বাহু মেলে দিলো।

এটা *Phylliidae* পরিবারের অন্তর্ভূক্ত, একে ওয়াকিং লিভসও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রজাতিটা হাটছিলো না।

এটা কুয়াশায় ডানা ঝাপটিয়ে শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দে ব্যাঙটির সামনে গিয়ে বসলো।

"বাবা এটাকে থামাও।" জরি হয়তো বুঝতে পেরেছে যে এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে। প্রাণী হিসেবে ব্যাঙ জরির খুবই প্রিয়। তাছাড়া তার নিজেরও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীতে পূর্ণ একটা বড় টেরারিয়াম আছে তার বেড রুমে।

জরি ঝাপটানো ডানা দুটিকে থাপ্পড় মেরে সরিয়ে দিতে গেলে কাটার তার হাতের কব্জি ধরে ফেললো। ব্যাপারটা এমন নয় যে এই পরিবর্তন করা পতঙ্গটি হুল ফোটানো ছাড়া জরির আর কোন ক্ষতি করতে পারবে, কিন্তু সেখানে আরো শিক্ষণীয় ব্যাপার ছিলো।

"জরি জঙ্গলের আইন, শিকার আর শিকারির ব্যাপারে আমরা কি জেনেছি? এটাকে কি বলে?"

জরি মাথা নিচু করে বিড়বিড় করলো, "সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট।"

সে মৃদু হেসে তার ছেলের চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো। "লক্ষ্মী ছেলে।"

পতঙ্গটি ব্যাঙের পিঠে চেপে বসলো আর হুল ফুটিয়ে এর রক্ত পান করতে লাগলো। এর স্বচ্ছ ডানা ধীরে ধীরে গোলাপি হয়ে উঠতে লাগলো তাজা রক্তের কারণে।

"এটা খুব সুন্দর," জরি বললো।

না, এটা প্রকৃতি।

সৌন্দর্য হলো প্রকৃতি মাতার বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন, সেটা হতে পারে ফুলের অপূর্ব সুবাস যা মৌমাছিদের আকৃষ্ট করে কিংবা বর্ণিল পাখার প্রজাপতি যা শিকারিকে বিভ্রান্ত করে। প্রকৃতির সবকিছুরই একটা মাত্র লক্ষ্য, নিজের জীন পরবর্তি প্রজন্মে ছড়িয়ে দেয়া।

কাটার ল্যান্ডিংয়ের একেবারে কিনায় দাঁড়িয়ে প্রায় মাইল খানেক নিচু গর্তটিতে

তাকালো। প্রতি দশ মিটারে ইকোসিস্টেম বদলে গেছে। সিঙ্কহোলের একেবারে উপরের অংশ স্যাঁতস্যাঁতে আর ঠান্ডা কিন্তু একেবারে নিচের অংশ গরম আর ট্রপিক্যাল। এই পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন টেস্ট জোন জোরে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রত্যেক লেভেলকে একটা নির্দিষ্ট রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যতই উপর থেকে নিচের দিকে যাওয়া যায় রঙও হালকা থেকে গাঢ় হতে থাকে। প্রতিটা লেভেল বায়োলজিক্যাল আর ফিজিক্যাল বাঁধা দিয়ে আলাদা করা।

কালো রঙের স্তরটা হলো সবচেয়ে গভিরের আর সবচেয়ে মারাত্মক।

দ্যুতিময় অর্কিডগুলো থাকা সত্ত্বেও নিচের জঙ্গল নজরে আসে না। বৃষ্টির পানি উপর থেকে বিভিন্ন রাবিশ নিয়ে নিচের মাটিকে উর্বর করে তুলেছে। রেইন ফরেস্ট থেকে পৃথক এই হটহাউজে রয়েছে কাটারের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার, যা আরো শক্তিশালি হয়ে বেড়ে উঠছে, শিখছে কিভাবে নিজে নিজে বেঁচে থাকতে হয়।

স্থানীয় অধিবাসিরা এই কুয়াশাচ্ছন্ন টেপুইগুলোকে ভয় পায়। তারা মনে করে এখানে ভয়ানক আত্মাদের আনাগোনা রয়েছে।

সে কথা এখন সত্য।

শুধু মাত্র নতুন এই আত্মারা তার তৈরি করা, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য এগুলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সে কিনারে দাঁড়িয়ে সিঙ্কহোলের চারপাশটা দেখছে।

এখানে নতুন পৃথিবীর জন্য রয়েছে নতুন এক গালাপাগোস।

যা অত্যাচারি মানুষের নাগালের অনেক বাইরে।

অধ্যায় ১৭

৩০ শে এপ্রিল, সকাল ১০:৩৪, জিএমটি
কুইন মড ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা

কোয়ালস্কি রাগে চিৎকার করে বলল, "মড়ার সূর্যটা গেল কোথায়?"

গ্রে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল আকারের যানবাহন রাখা পাইলট ঘরে। জানালার ভিতর দিয়ে পরিবেশটা দেখছে। সকালের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেছে, তবুও বাহিরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাঁদ একটু আগেই ডুবে গেছে। মেঘহীন আকাশে এখন শুধু তারাগুলো মিটিমিটি জ্বলছে। এদের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল রঙের আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুটা নীলাভ-সবুজ কিছুটা লাল, মাঝে মাঝে নীলের ছিটা।

অরোরা অস্ট্রালিস–উত্তর মেরুর বিশেষ ধরনের আলো। এই কুইন মড এলাকার ভয়ঙ্কর শীতল বিস্তৃত প্রান্তরে সারা রাত এটা তাদের পিছু পিছু ছুটেছে। গনগনে সূর্যের তেজদীপ্ত একটা ছবি যেন মেলে ধরছে চোখের সামনে। এটা আবার স্যাটেলাইট যোগাযোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঝামেলা সৃষ্টি করে। প্রতিবার নাচের মত আলোর ঝলকানিতে গ্রের মনে পরে যাচ্ছে এখানে তারা কতটা বিচ্ছিন্ন কতটা অসহায়।

গ্রে চারপাশটা দেখে বুঝার চেষ্টা করছে তারা কোথায় যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন হ্যালি মডিউলে ক্যারেন ও তার দলকে ফেলে আসার পর তারা বড় একটা গাড়িতে করে পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। পাইলট স্টেশনের ডাইনামিক ম্যাপটা বলছে তারা সুদূর উপকূল সীমানার সমান্তরালে যাচ্ছে। কিন্তু জানালা দিয়ে সাগর মহাসাগরের কোনও ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু সাদা আর নীলের একটা বরফের রাজ্য। বৈচিত্র্যহীন এই পরিবেশে একটা জিনিসই শুধু ব্যতিক্রম, দক্ষিণ দিকে বরফের মধ্য দিয়ে পর্বতচূড়ার কালো একটা সারি। তীক্ষ্ম পর্বতচূড়াগুলোকে দেখে মনে হয় যেন লম্বা তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। একারণেই একে ডাকা হয় ফেনরিস শেফতেন বা ফেনরির চোয়াল বলে। ফেনরি হচ্ছে রূপকথার এক হিংস্র নেকড়ে।

গ্রের ভাবনায় ছেদ পড়ল। কন্ট্রোল ডেকে বেশ ভালো আলোচনা চলছে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে নিঃসঙ্গ প্রফেসরের কন্যা যার সাথে তাদের দেখা করার কথা ছিল, স্টেলা হ্যারিংটন। সে উৎসুক শ্রোতাদের কাছে ব্যাখ্যা করছে, "DARPA-র তৈরি নকশা অনুযায়ি আমাদের ক্যাট (CAAT) তৈরি করা হয়েছে..."

জেসন এই অদ্ভুত যানটার কিছু ব্যাপার স্যাপার মূল স্টেশন এ থাকতেই খেয়াল করেছিল। কিন্তু চলাচলের ক্ষেত্রে এর অনন্য বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তেমন কিছুই জানতে পারে নি। সে বলল, "DARPA-র তৈরি নকশার একটা ভিডিও আমি দেখেছি।

তবে সেটার আকৃতি ছোট ছিল। এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ হবে। আচ্ছা এই বিশাল যানটা কি পানির উপর দিয়ে যেতে পারে?"

স্টেলা একটু ঠাট্টা করে বলল, "তোমার কি মনে হয়, একে কেন Captive Air Amphibious Transport বলা হয়? এরকম একটা এলাকায় আমাদের এমন একটা যান দরকার যেটা জলে এবং স্থলে সমানে চলতে পারে। ক্যাট সেটা বেশ ভালোভাবেই পারে।

জেসন ভ্রু কুঁচকে বিশাল বরফ রাজ্যের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে উভচর হবার এত দরকার কেন?"

"কারণ ক্যাট দিয়ে আমরা..." বলতে গিয়েও সে হঠাৎ থেমে গেল। *এতটা ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলা কি ঠিক হচ্ছে?*

রওনা হবার পর থেকে এভাবেই তাদের আলোচনা চলছে। সব আলোচনাই ছাড়া ছাড়া। এখনও সে তাদের বলেনি তার বাবার কি ধরনের বিপদ। শুধু এটুকু বলেছে, তার বাবার তাদের সাহায্য খুব দরকার।

সে কিছুটা অনুতাপের স্বরে তার বাক্য শেষ করল, "তোমরা দেখতেই পাবে।"

জেসন ব্যাপারটাতে তেমন পাত্তা দিল না।

স্টেলা আবার বেশ আগ্রহ নিয়েই আলোচনা শুরু করলো, "বরফের মধ্যে দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রেও ক্যাট বেশ কাজের। সমতল এলাকায় ঘন্টায় প্রায় আশি মাইল পর্যন্ত চলতে পারে। আর সুবিধাজনক আকৃতির কারণে সহজেই ফাঁক ফোকর দিয়ে চলে যাওয়া যায়।"

জেসনের নাড়ী-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছে। সে বলল, "এটা দেখে অনেকটা এডমিরাল বার্ড এর স্নো ক্রুজারের কথা মনে পড়ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ঐ বিশাল পোলার ট্রাকটি তৈরি করা হয়। এ সম্পর্কে তুমি কি কিছু জানো?"

গ্রে পঞ্চাশ ফুট লম্বা এই পোলার ট্রাকের একটা ছবি দেখেছে। এর পেছনে মোটামুটি একটা ছোটখাটো প্লেইন রাখা যাবে। ছবিটা পাওয়া গিয়েছিল DARPA-র সার্ভার থেকে উদ্ধার করা হ্যারিংটন এর ফাইলগুলোর মধ্যে।

"আমি...আমি জানি," স্টেলা কিছুটা দ্বিধান্বিত স্বরে বলল। "বাবার কাছ থেকে শুনেছি—ক্যাটও একই ধরনের কাজ করতে পারে।"

জেসন মাথা নেড়ে বলল, "সেটাই।"

জেসন এক চিলতে গ্রের দিকে তাকালো। ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে। গ্রে হঠাত বুঝতে পারল জেসন আসলে তার বাবার তথ্য দিয়ে তাকে যাচাই করছে। যাচাই করছে সে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সাথে কথা বলছে।

জেসন বলল, "ক্যাটে কতজন মানুষের জায়গা হয়?"

স্টেলা বলল, "ব্রিজ ক্রুসহ মোটামুটি বারো জন ধরে। কিন্তু সংকটকালীন সময়, চাপাচাপি করে আরো ছয়-সাত জন আটানো যায়।"

এ কারণেই ক্যারেন ও তার দলবলকে ফেলে আসতে হয়েছে। পর্যাপ্ত জায়গার অভাব। তাছাড়া বিশাল ইঞ্জিন আর অন্যান্য কলকজাই বেশিরভাগ জায়গা দখল করে ফেলেছে। ক্রুদের জন্য অবশিষ্ট আছে অল্প জায়গা নিয়ে মেস হল আর বাঙ্করুম। আবার স্টেলা তার সাথে নিয়ে এসেছে পুরো এক ব্রিটিশ সৈন্যের দল। ফলে কোনো অবস্থায়ই ক্যারেন ও তার দলকে সাথে নেয়ার উপায় ছিল না।

স্টেলা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, শুধুমাত্র গ্রে এবং তার সাথের দুজনকে হ্যারিংটনের গোপন বেইসে নেয়া যাবে। আক্রমণের খবরটা মনে হয় হ্যারিংটনের ভয় আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রে যখন আক্রমণের পর বেইস থেকে বেরিয়ে এসে রেডিওতে বার্তা পাঠায়, স্টেলা আকাশপথে চলার সময় সেই বার্তা শুনতে পায়। সে ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেয় এবং ক্যাটের ব্যবস্থা করে। যদিও সে তখন ক্যাট নিয়ে অন্য আরেকটি অভিযানে ছিলো। সে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করে এবং ট্যাংক ও অন্যান্য জিনিসসহ উদ্ধার অভিযানে নেমে পড়ে।

অবশ্য ক্যারেন ও তার দলকে স্টেলা একা ফেলে আসে নি। তাদের সাহায্যের জন্য দুজন ব্রিটিশ সৈন্য রেখে এসেছে। তাদের সাথে আছে রকেট লঞ্চার ও ভারি অস্ত্র। ঐ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু করার সুযোগও ছিল না।

গ্রে জেসন এর পাশে গিয়ে বসলো ড্রাইভিং এরিয়ায়। সে বলল, "গন্তব্যে পৌঁছাতে আর কত সময় লাগবে?"

স্টেলা পাইলটের মাথার ঠিক উপরে রাখা ডাইনামিক পজিশনিং সিস্টেমের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে হিসাব নিকাশ করছে। চেষ্টা করছে সঠিক সময়টা বলার।

জেসন মাঝখান থেকে টিজ করে বাচ্চাদের মত বলে উঠলো, ...এমন না যে আমরা কাউকে বলে দেব।"

স্টেলা এখনো ম্যাপ এর দিকে তাকিয়ে আছে। ঐদিকে তাকিয়ে থেকেই মুচকি হেসে বলল, "ধরে নিচ্ছি কথাটা সত্যি। " তারপর সে ডিপিএস স্ক্রিনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো, "অর্ধ চন্দ্রাকৃতির এই উপদ্বীপটি দেখতে পাচ্ছো? প্রায় বিশ মাইল দূরে। এর নাম হেলস্কেপ।"

জেসন ভয়ংকর গলায় চিৎকার করে উঠলো, "হেলস্কেপ?"

স্টেলা এবার বড় করে একটা হাসি দিল, "তুমি বুঝতে ভুল করেছ। Hell scape না। *Hell's Cape*...অর্থাৎ কেইপ অব হেল।"

পাইলট রুম থেকে কোয়ালস্কি কঠিন গলায় বলল, "শুনতে প্রথমটার চেয়ে ভালো মনে হচ্ছে। আমরা নিশ্চয়ই এর নামকরণ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে সময় নষ্ট করব না।"

স্টেলা বলল, "এর নামকরণ আমরা করি নি।"

বলল গ্রে, "কে করেছে?"

স্টেলা প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করলো, তারপর ঝট করে বলে দিল, "চার্লস ডারউইন. ১৮৩২ সালে।"

এক মুহূর্ত সবাই নিশ্চুপ। কথাটা হজম করতে সবার একটু সময় লাগলো। তারপর প্রসঙ্গতই গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "এর নাম তিনি হেলস-কেইপ রাখলেন কেন?"

স্টেলা ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর মাথা দুলিয়ে ভীত গলায় বলল, "কেন তা দেখতেই পাবে।"

সকাল ১০:৫৫

নরক হিসেবে খারাপ না এটা।

কেইপটা আস্তে আস্তে গিয়ে মিশেছে দক্ষিণ মহাসাগরে। ক্যাট পথের বরফ চূর্ণ বিচূর্ণ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে বরফে ঢাকা কেইপের দিকে। জেসন সবকিছুই মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছে। আঁধারের মাঝেও এখন মোটামুটি ভালই দেখতে পাচ্ছে, তারার আলো আর অরোরা অস্ট্রালিসের কারণে।

কোয়ালস্কি জিজ্ঞাসা করলো, "বেইস টা ঠিক কোথায়?"

স্টেলা উঠে পাইলটের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিচু হয়ে তার কানে ফিসফিস করে কিছু বলল। পাইলট গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো। তারা তীরের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। এবার পথ আরো বিপজ্জনক। খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে হবে।

স্টেলা সবাইকে সতর্ক করে দিল, "যে যা পারো শক্ত করে ধরে বস।"

জেসন সাথে সাথে দেয়ালের লাগানো একটা লোহার অংশ আর গ্রে এবং কোয়ালস্কি একটা চার্ট টেবিলের প্রান্ত ধরে ফেলল।

ক্যাট আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে অর্ধেকটা চূড়ার বাইরে চলে গেল। তারপর খাড়া পাহাড়ের অপর পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। জেসন আরো শক্ত করে ধরে বসলো। সম্ভবত সোজা গিয়ে ধাক্কা খাবে পাথুরে তীরে। কিন্তু ধাক্কা খেল উঁচুনিচু ঢালের মাঝে অপেক্ষাকৃত কম ঢালু একটা জায়গায়। পেছনের অংশ শূন্যে উঠে গেল। তারপর টালমাটাল অবস্থায় চলতে লাগলো।

জেসন এই অবস্থায় নিজের জায়গা ছেড়ে চলে আসলো স্টেলার পাশে।

এই ঢালু জায়গাটা দেখে মনে হয় মানুষের তৈরি। বুলডোজার দিয়ে কিছুটা সমতল করা। তীরের আলগা পাথর বসানো। কিন্তু সাধারণভাবে এটা তেমন চোখে পরে না। খাড়া ঢালের মধ্যে লুকানো।

শেষমেশ ক্যাট গিয়ে ধাক্কা খেল ঢালের একেবারে নিচে। খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে। সামনে একটা গুহার প্রবেশমুখ। মুখটা দেখে মনে হয় কেউ কুড়াল দিয়ে এক কোপে সামনের অংশটা কেটে নিয়েছে। ক্যাট ধীরে ধীরে অন্ধকার খোলা মুখের

দিকে এগিয়ে গেল। হেড ল্যাম্পের আলো অন্ধকার ফুড়ে চলে গেল ভেতরে। যা দেখা গেল তা হচ্ছে, সরু পথটি প্রায় বিশ গজ গিয়ে শেষ। নীল রঙের স্টিলের ওয়াল দিয়ে বন্ধ করা। প্রায় পাঁচ তলা সমান উঁচু আর পাশে প্রায় একশ গজ। এর চারপাশে আবার সিমেন্ট ও কংক্রিট দিয়ে আটানো।

ক্যাট ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে দেয়ালের মধ্যে বিশাল দরজা খুলে গেল। ওপাশে তীব্র আলো। ওরা দীর্ঘক্ষণ অল্প আলোতে ছিল বলেই চোখে ধান্দা লেগে যাবার অবস্থা হল। যেন আলোর বন্যা।

স্টেলা বলল, "হেলস কেইপে স্বাগতম।"

দরজার ওপাশে গুহার মত বিশাল এক জায়গা। মেঝে স্টিলের আর দেয়াল ন্যাচারাল স্টোনের। তাদের ক্যাটের মতই আরেকটি ক্যাট রাখা, সাথে এর ছোট ভার্সন আরো ছয়টি। পাশে দুইটি প্রোপ-প্লেইনে মেরামত কাজ করা হচ্ছে। অন্যদিকে ফর্কলিফট বড় সাইজের বাক্স নাড়াচাড়া করছে আর মাথার উপরে ছাদের দিকে কপিকলের সাহায্যে বড় বড় শিপিং কন্টেইনার আনা নেওয়া করা হচ্ছে।

পাইলট তাদের ক্যাটটিকে ঐ জমজ ক্যাট এর পাশে নিয়ে গেল। সাথে সাথে পিছনের বিশাল দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভারি নিঃশ্বাস ফেলে ক্যাট তার দীর্ঘ যাত্রায় বিরতি দিল।

গাড়ি থামার সাথে সাথে স্টেলা তাদের নিচে নামার সিড়ি দেখিয়ে বলল, "এবার নামা যাক। বাবা তোমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।"

সে পুরো দলকে পেছনের দিকের একটা ঢালু পথের কাছে নিয়ে গেল। ভেতরের বাতাসটা অপেক্ষাকৃত গরম। বাতাসে তেল এবং কেমিক্যাল ক্লিনারের গন্ধ। জেসন এই স্থাপনার বিশালত্ব দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

হালকা পাতলা এক ব্রিটিশ অফিসার তাদের কাছে এগিয়ে আসলো। তার চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ। স্টেলা তার সাথে কিছু কথা বলল। তারপর স্টেলা তাদেরকে গুহার দিকে দেখিয়ে বলল, "তিনি উপরে অবজারভেশন ডেস্কে।"

বিস্তৃত এই গুহা এলাকার একেবারে শেষপ্রান্তে আছে বিশাল স্টিলের স্থাপনা। প্রায় আট তলা উঁচু। সিড়ি ও মইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশ যুক্ত। একেবারে উপরের তলায় সারিবদ্ধ কাঁচের জানালা দেখা যাচ্ছে।

পুরো কাঠামোটা পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছে। গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "এই সুপারস্ট্রাকচারটি কি কোন নৌ-জাহাজ থেকে নেয়া হয়েছে?"

স্টেলা মাথা নাড়ল, "হ্যা। একটা পরিত্যক্ত ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার থেকে। এটা খন্ড খন্ড করে এখানে এনে জোড়া দেয়া হয়েছে।"

স্টেলা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

মাথার উপরে শিপিং কন্টেইনারগুলো ট্রলি ট্র্যাকের সাথে উপরের দিকে সুপারস্ট্রাকচারের দিকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এবার কন্টেইনারগুলোর মধ্যে ছোট

জানালা নজরে পড়ল।

জেসন জোরে হেটে অন্যদের সাথে যোগ দিল।

এই জায়গাটা আসলে কি?

সকাল ১১:১৪

গ্রে স্টেলার পিছু পিছু সেই স্টিলের সুপারস্ট্রাকচারের একেবারে নিচ তলায় গিয়ে দাঁড়ালো। স্টেলা সবাইকে নিয়ে একটা এলিভেটরে ঢুকে গেল। চাপ দিল একেবারে উপরের তলার বাটনে।

এলিভেটর উঠতে শুরু করলে গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "এই জায়গাটা কবে তৈরি করা হয়েছে?"

হেটে আসার সময় পুরো এলাকাটা দেখে তার মনে হয়েছে এই ব্রিটিশ স্ট্রাকচারটাতে কিছুটা খাপছাড়া ব্যাপার আছে। যেন খুব তড়িঘড়ি করে এটা তৈরি করা হয়েছে।

স্টেলা বলল, "কাজ শুরু হয়েছে ছয় বছর আগে। আসলে কাজ চলছে ধীরে ধীরে। যখনি সুযোগ হয় এবং পর্যাপ্ত বাজেট থাকে তখন এতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস যোগ করা হয়। এই জায়গাটা খুঁজে পেতে শতাব্দির পর শতাব্দি সময় লেগেছে।"

"মানে, থথ?" এলিভেটরের দরজা খুলে যাওয়ায় গ্রের প্রশ্নে বাধা পড়ল।

স্টেলা বলল, "সময় থাকলে বাবা পুরো বিষয়টা ভেঙে বলবেন।"

তারা হেঁটে হেঁটে পরিত্যক্ত ডেস্ট্রয়ারের ব্রিজের জায়গায় চলে গেল। একসারি লম্বা লম্বা জানালা। জানালা দিয়ে নিচের ব্যস্ত এলাকাটা দেখা যায়। চারপাশে বইয়ে ঠাসা কাঠের বড় বড় শেলফ। এছাড়াও ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন টেবিল ও ডেস্কেও বইয়ের স্তুপ। চারপাশে বিভিন্ন ধরনের আর্টিফ্যাক্টস চোখে পড়ার মত। ফসিলের টুকরো, অদ্ভুত স্বচ্ছ পাথর, খোলা রাখা কিছু প্রাচীন পুস্তক, তাতে হাতে আঁকা বায়োলজিক্যাল চিত্র বা পশু-পাখির স্কেচ। সবচেয়ে বড় বইটিতে অনেকগুলো উদ্ভট ধরনের উজ্জ্বল রঙের ম্যাপ দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত শতাব্দি প্রাচীন। প্রতিটি পৃষ্ঠায় ধাতব কালি চকচক করছে।

পুরো পরিবেশটা দেখে মনে হয় যেন একটা মিউজিয়াম। যেন রয়াল ব্রিটিশ সোসাইটির ইতিহাসের কোন বিশেষ পাতা থেকে উঠে এসেছে।

রুমের একেবারে অন্য প্রান্তে হালকা পাতলা কাঁচা-পাকা চুলের একজন লোক দাঁড়িয়ে। যদিও দেখে বয়স ষাটের কোঠায় মনে হয়, কিন্তু তিনি বেশ দৃঢ় পদক্ষেপেই তাদের দিকে এগিয়ে আসলেন অভিবাদন জানানোর জন্য।

"আসার জন্য ধন্যবাদ, কমান্ডার পিয়ার্স।"

গ্রে প্রফেসর এলেক্স হ্যারিংটনকে চিনতে পেরেছে। মিশনের বিভিন্ন কাগজপত্রে

তার নাম ও ছবি দেখেছে। তার সাথে করমর্দন করলো। বুঝতে পারল প্রফেসর ক্লাসরুমের চেয়ে অভিযানেই বেশি সময় কাটান।

হ্যারিংটন বললেন, "হ্যালিতে হামলার ব্যাপারে স্টেলা আমাকে বলেছে। আমার মনে হয় এই একটা সমস্যা আমাদের উভয়ের। সেই সমস্যার নাম মেজর ডিলান রাইট। সাবেক স্কোয়াড্রন লিডার।"

DARPA-তে হামলাকারি দলের কমান্ডার বিশালাকার দেহের লোকটিকে মনে পরে গেল গ্রে'র।

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি তাকে কিভাবে চেনেন?"

প্রফেসর বললেন, "একসময় রাইট ও তার দল এখানকার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। তারপর সে অন্য কারো হয়ে কাজ করা শুরু করে বা সে আগে থেকে ছিল কোন পাতানো ফাঁদ। দ্বিতীয় কারণটির সম্ভাবনাই বেশি। যাই হোক, আমাদের এখানে বিভিন্ন ঝামেলা শুরু হয়। নানা ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব। ফাইল পত্র হারানো এমনকি কিছু স্যাম্পল চুরিও হয়। প্রায় দেড় বছর আগে, একবার সে সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়। কিন্তু তিনজন সৈন্য হত্যা করে পালিয়ে যায়।"

প্রফেসর আবার বললেন, "যেহেতু সে হ্যালীতে হামলা করেছে, সুতরাং সে এখানেও আক্রমন করবে। তাছাড়া আক্রমণ করার এখন একটা মোক্ষম সময়। পুরো মহাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অচল। এবং আরো আশঙ্কার ব্যাপার হচ্ছে পুরো ঐবষষ'ং ঈধহ্ঃব এলাকাটা তার ভালো করে চেনা।"

"আপনার কেন মনে হচ্ছে সে এখানে ফিরে আসবে, হামলা করবে? সে কি চায়?"

"হয়তো শুধু প্রতিশোধের জন্য। সে যথেষ্ট প্রতিহিংসাপরায়ণ। কিন্তু মনে হয় সে আরো খারাপ কিছু করতে চায়। আমাদের এখানকার কাজগুলো শুধুই স্পর্শকাতর ও গোপনই নয় সেই সাথে খুব বেশি বিপজ্জনকও। সে বিশাল কোন ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে।"

"আপনাদের এখানকার অনুসন্ধানের গতি-প্রকৃতি কি?"

হ্যারিংটন ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আসলে, প্রকৃতি নিজেই।" তার চোখে মুখে ভয় আর ক্লান্তি। "ভালো হয় একেবারে প্রথম থেকেই বলা শুরু করি।"

তিনি হেঁটে হেঁটে ডেস্কের কাছে চলে গেলেন। তার চারপাশে সবাই ঘিরে দাঁড়ালো। তিনি হাত দিয়ে ডেস্কটপের এক কোনায় একটি গ্লাসে চাপ দিতেই ৪০ ইঞ্চি এলসিডি মনিটরটি আলোকিত হয়ে উঠলো। এই রয়াল সোসাইটি মিউজিয়াম যেন একটু আধুনিকতার ছোঁয়া পেল।

হ্যারিংটন টাচস্ক্রিন মনিটরে নানা ধরনের ছবি দ্রুত নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

গ্রে'র নজর চলে গেল স্ক্রিনের উপরের দিকের একটা ফাইলের দিকে।

সে এটা আগে দেখেছে। এর পূর্ণরূপটা মনে পড়ে গেল Develop And Revolutionize Without Injuring Nature। হ্যারিংটন ও হেসের ফিলোসফির মূলকথা। গ্রে কোন কথা বলল না। প্রফেসর তার কথা চালিয়ে যাক।

"সেই এইচএমসি বিউগল ও চার্লস ডারউইনের অভিযানের সময়কার কথা। অভিযান ছিল এই অঞ্চলেই। একসময় টেরা ডেল ফুয়েগোর আদিবাসিদের আক্রমনের মুখে পড়ে তারা। এই যে এটা হচ্ছে ম্যাগেলান প্রণালীতে ঐ সময়ে প্রথমবার সাক্ষাতের একটা স্কেচ।"

তিনি একটি ছবি বড় করে দেখালেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে পুরনো একটা
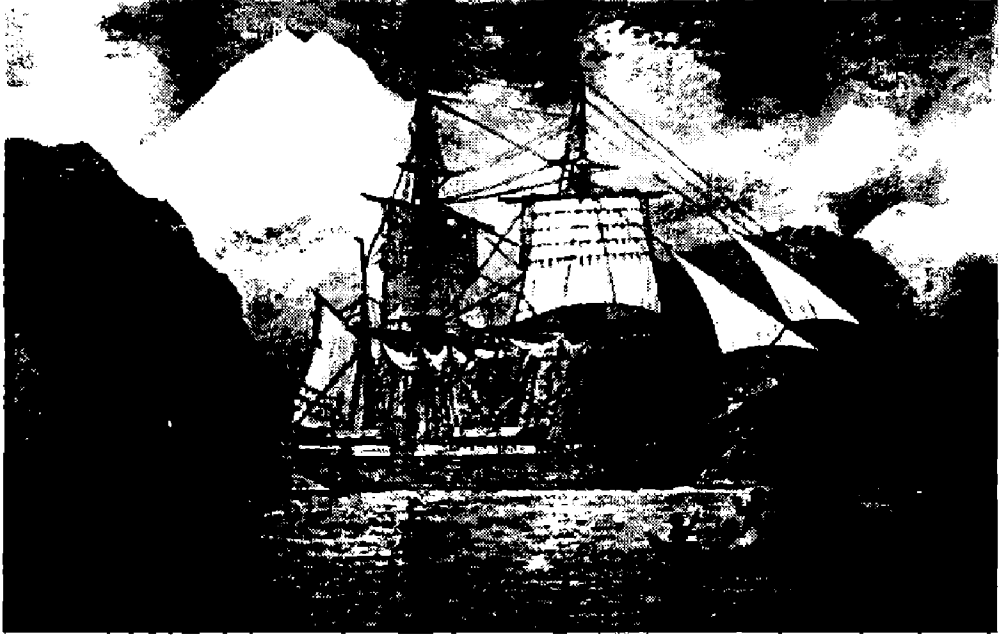
পালতোলা জাহাজ আর তার আশেপাশে ছোট ছোট কয়েকটি নৌকায় কিছু স্থানীয় মানুষ।

"ফুয়েজিয়ানরা ছিলো বেশ দক্ষ নাবিক এবং পেশায় জেলে। এরা একেবারে দক্ষিণ অ্যামেরিকা থেকে শুরু করে তার আশেপাশে নানা জায়গায় শিকার করে বেড়াতো। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ডারউইনের লেখা একটা গোপন জার্নাল থেকে জানা যায়, বিউগলের ক্যাপ্টেন একটা প্রাচীন মানচিত্র পায় যাতে এন্টাকর্টিক উপকূল সীমানার কিছু অংশের ছবি আঁকা। সাথে একটা বিশেষ এলাকার ব্যাপারে সম্ভাব্য দিক নির্দেশনা দেয়া ছিল। এলাকাটা বরফহীন। বিউগল সেই অবস্থান ঠিকঠাক মত বের করে ফেলেছিল। কিন্তু সেখানে তারা ভয়ঙ্কর একটা জিনিস আবিষ্কার করে এবং তারা সেটা অভিযানের পুরো বিবরণে গোপন রাখে।"

জেসন ছবিটা ভাল করে দেখে বলল, "তারা সেখানে কি পেয়েছিল?"

হ্যারিংটন বললেন, "ডারউইন কখনই চান নি ব্যাপারটা চাপা পড়ে পুরোপুরি হারিয়ে যাক। তিনি মানচিত্রটা তার গোপন জার্নালের সাথে সংরক্ষণ করে রাখেন। শুধুমাত্র নির্বাচিত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এটা দেখার সুযোগ পেয়েছে। অনেকেই মনে করে তার গল্পটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ এরকম কোন জায়গা পরবর্তি এক শতাব্দিতে আর পাওয়া যায় নি।"

গ্রে বলল, "হেলস কেইপ সেই জায়গা।"

"পরবর্তি শতাব্দিতে জায়গাটা পাতলা বরফের আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। অতি সাম্প্রতি বরফ গলে যাওয়ায় আমরা জায়াগাটা পুণরায় আবিষ্কার করতে পারি। তারপরও আমাদের বোমার সাহায্যে অবশিষ্ট বরফ সরাতে হয়। পরে বেইস স্থাপন করা হয়। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ডারউইনের পর আমরা নই, আর কেউ এখানে এসেছিল।"

হ্যারিংটন আরও কিছু মানচিত্র বের করলেন। গ্রে একটা মানচিত্র চিনতে পারল। তুর্কি অনুসন্ধানকারী পিরি রেইসের আঁকা। সাথে অরনশিয়াস ফিনেয়াস এর তৈরি করা একটা তালিকা।

"এই মানচিত্রগুলো বলছে যে, অতীতে কোন এক সময়, প্রায় ছয় হাজার বছর আগে, উপকূল সীমানার অনেকখানি অংশই বরফহীন ছিল। প্রথম মানচিত্রটা যিনি একেছিলেন সেই তুর্কি এডমিরাল বলেছিলেন যে তিনি তার মানচিত্র আরও প্রাচীন এক মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে এঁকেছেন। চতুর্থ শতাব্দির কোন এক মানচিত্র।"

জেসন বলল, "এত্ত আগের?"

প্রফেসর মাথা নাড়লেন। "ওই সময় মিনোয়ান ও ফনেশিয়ানরা ছিল দুর্দান্ত নাবিক। বড় বড় দাড়ের যুদ্ধজাহাজ তৈরি করত। ঘুরে বেড়াতো দূর-দূরান্তে। তাই এটা স্বাভাবিক যে ওরা হয়ত সর্ব-দক্ষিণের মহাদেশটিতে চলে গিয়েছিল এবং সেখানকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিল। কনস্টেন্টিনোপলের একটি লাইব্রেরিতে সুরক্ষিত কিছু মানচিত্র থেকে এডমিরাল পিরি রেইস তার মানচিত্রটি তৈরি করেছিলেন। তবে তার ধারণা ছিল মানচিত্রের সবচেয়ে প্রাচীন উৎসগুলো সম্ভবত বিখ্যাত অ্যালেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি ছিল। ধ্বংস হওয়ার আগে।"

"তার এমনটা ভাবার কারণ কি?"

"তিনি বলেছিলেন কনস্টেন্টিনোপলের মানচিত্রগুলোতে তিনি বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখেছিলেন। যেগুলো মূলত মিশরীয়। এবং প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, প্রাচীন মিশরীয়রা খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩৫০০ সাল থেকেই জলপথে যাতায়াত করত।"

গ্রে বলল, "সময়টা ছয় হাজার বছরের কাছাকাছি। হয়ত তখন উপকূল এলাকা বরফহীন ছিল। কিন্তু ডারউইনের সাথে এই মানচিত্রগুলোর সর্ম্পক কি?"

"ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর ডারউইন হেল'স কেইপে যা প্রত্যক্ষ করেছেন সে বিষয়ে আরও জানতে পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। খুঁজতে থাকেন, ঘাটতে থাকেন

প্রাচীন বিভিন্ন মানচিত্র। কোথাও এই জায়গার কোনও উল্লেখ আছে কিনা। সেই সাথে জায়গাটার অনন্য ভূ-তত্ত্ব জানার চেষ্টা করেন।"

কোয়ালস্কি প্রশ্ন করল, "এর মধ্যে অনন্য কি আছে? দেখতে তো শুধুমাত্র একটা বড় আকারের গুহা।"

"ব্যাপারটা তোমার কল্পনার চেয়েও বিশাল। পুরো জায়গাটা জিওথার্মাল একটিভিটির কারণে গরম ছিল। ডারউইন যখন প্রথম গুহার মুখটা দেখতে পান, সেটা গুহামুখ দিয়ে বাষ্পাকারে বেরিয়ে আসা আয়রণ অক্সাইডের কারণে রক্তের ন্যায় লাল ছিল। অনেক গভিরে আয়রণপূর্ণ লবণাক্ত আর ফুটন্ত এক নদী ছিল এর উৎস। মহাদেশটির অপর প্রান্তে তুমি ঠিক একইরকম ভূতাত্ত্বিক রূপান্তর দেখতে পাবে যার নাম- ব্লাড ফলস। এটা তোমাদের অ্যামেরিকান বেইসের কাছাকাছি ম্যাকমারডো ড্রাই ভ্যালিতে।"

গ্রে কল্পনা করতে পারছে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখার পর বিউগলের ভিকটোরিয়ান আমলের লোকগুলোর চেহারা কেমন হয়েছিল।

"ডারউইন এতোটাই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে এর কারণে বিবর্তনের উপর লেখা তার বিখ্যাত গ্রন্থ অন দা অরিজিন অফ স্পিশিস প্রকাশে বিলম্ব হয়ে যায়। তুমি কি জান যে বিউগল অভিযাত্রার পর তিনি প্রায় বিশ বছর সময় নিয়েছিলেন তার সেই যুগান্তকারী কাজ প্রকাশ করতে। আসলে বিতর্কের ভয়ে প্রকাশনায় বিলম্ব হয়নি। হয়েছে অন্য কোন কারণে।"

হ্যারিংটন কিছু ম্যাপে হাত দিলেন। বললেন, "এটাই সেই মোহের কারণ। তাছাড়া আমি মনে করি তিনি সেই গুহাগুলোতে যা আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলো তাকে তার থিওরি তৈরিতে সাহায্য করেঃ প্রাকৃতিক উপযুক্ত পরিবেশে প্রজাতির বিকশিত হওয়া। যোগ্যতমের টিকে থাকাই প্রকৃতির মূল কথা। আর এই থিওরির যথার্থ প্রমাণই পাওয়া যায় সেখানে।"

গ্রের কৌতুহল আরো বাড়তে থাকে এই ভেবে, সেখানে কি লুকানো আছে?

জেসন জিজ্ঞেস করলো, "এই গুহা এলাকাটা কতটুকু বড়?"

"আমরা আসলে নিশ্চিতভাবে কিছু জানি না। বিশাল বরফের আস্তরণের কারণে গ্রাউন্ড পেনেট্রেটিং রাডার এখানে অচল। অন্য কোনভাবে অনুসন্ধান করাও বেশ জটিল কাজ কারণ জায়গাটা উপকূল পর্বতের নিচ দিয়েও অনেকদূর বিস্তৃত।"

গ্রের ফেনরিস শেফে্তন এর আঁকাবাঁকা সুবিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর কথা মনে পড়ে গেল।

প্রফেসর বললেন, "তারপরও আমরা রাডার সরঞ্জামসহ ড্রোন পাঠিয়েছি, যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। হিসাব বলছে মহাদেশটির অনেকখানি জুড়েই আছে এই সুড়ঙ্গ এবং গুহা। সম্ভবত সুদূর ভস্টক লেক পর্যন্ত বা আরো দূর উইক ল্যান্ড গহ্বর পর্যন্ত। আর এতে আমরা যা পেয়েছি তার উৎপত্তির ব্যাপারেও একটা সম্ভাব্য কারণ জানা

যায়। এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন উৎস থেকে এর বিশালত্বেরও উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।”

জেসন জিজ্ঞেস করলো, “কোন ঐতিহাসিক উৎস?”

“নাৎসি...নির্দিষ্ট করে বললে ওই সময়ের জার্মান নেভির প্রধান।”

“এডমিরাল ডোনাটজ,” কথাটা বলেই জেসন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারা যে আগেই D.A.R.W.I.N ফাইলগুলো ঘেটেছে এই ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ার সন্দেহে।

হ্যারিংটন কোন কিছুই বললেন না। হয়তো তিনি ধরে নিয়েছেন তথ্যগুলো খুবই কমন। সবাই এগুলো জানে। শুধু স্টেলা একটু আড়চোখে তার দিকে একপলক চাইল।

হ্যারিংটন বলে চললেন, “ডোনাটজ দাবি করলেন নাৎসি বাহিনী পানির নিচে একটা খাদ আবিষ্কার করেছে যেটা এই মহাদেশের মাঝ দিয়ে সুড়ঙ্গাকারে চলে গেছে। মূলত অনেকগুলো আন্তঃসংযুক্ত হ্রদ, নদী, গুহা ও বরফের সুড়ঙ্গের মাধ্যমে এটা তৈরি হয়েছে।”

গ্রের মনে পড়ে গেল জেসন বলেছিল নুরেমবার্গ ট্রায়েলে জার্মান অ্যাডমিরাল নাৎসি বাহিনীর একটি আবিষ্কারের ব্যাপারে বলেছিল, অন্তহীন বরফের মাঝে স্বর্গের মত মনোরম এক জায়গা।

জেসন এবার একটু আস্তে করে বললো, “তোমার কি মনে হয় জার্মান বাহিনী যুদ্ধের সময় এই গুহা আবিষ্কার করে?”

“শুধু তারা একা না। তুমি কি জান ইউএস গভার্নমেন্ট এই এলাকাটাতে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ করেছিল? তারা বলেছিল যে ব্যাপারটা নিছক পারমাণবিক বোমার পরিক্ষণ। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হবে যদি তারা কোন কিছু ধ্বংস করার জন্য ওটা ফুটিয়ে থাকে। জরুরি ভিত্তিতে কোন একটা কিছু হত্যা করার জন্য। আবার ঠিক এই এলাকাটাতেই ১৯৯৯ সালে একটা অনন্য প্রকৃতির ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়, যেটা মোটামুটি সার্বজনীনভাবে সংক্রামক।”

গ্রের মনে পড়ে গেল এই আবিষ্কারটা হেস এবং হ্যারিংটনকে কেমন কৌতুহলি করে তুলেছিল। তারা এটাকে বর্ণনা করেছিলেন নরকের দরজার চাবি বলে।

হ্যারিংটন বললেন, “ড. হেস প্রথমে এই ভাইরাসটি মধ্যে অনন্য জেনেটিক কোড দেখতে পান। যেটা আমাদের পরিচিত জেনেটিক কোড থেকে অনেকটাই আলাদা। মূলত এটার কারণেই আমরা এখানটায় আসি। আমাদের মোটামুটি আট বছর সময় লাগে গুহা এলাকাটার প্রবেশমুখ খুঁজে বের করতে।”

গ্রে বললো, “যতক্ষণ না পর্যাপ্ত বরফ গলে গোপন জিনিসটি বেরিয়ে আসে।”

“ঠিক তাই।”

জেসন গলা ঝেড়ে বললো, “কিন্তু আপনারা কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে জার্মান আর অ্যামেরিকানরা এখানে এসেছিল?”

“নিশ্চিত হয়েছি কারণ...”

প্রচন্ড শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে উঠলো। জানালাগুলো থরথর করে কাঁপতে থাকলো। সবাই সাথে সাথে নিচু হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে। গ্রে নিচু হয়ে জানালাগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বড় হ্যাঙ্গারটার দিকে তাকালো। দেখতে পেল বিশাল স্টিলের দরজাটা ধপাস করে ভেঙে পড়ছে। তার নিচে চাপা পড়ে ছোট আকারের একটা প্লেন একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

পুরো হ্যাঙ্গার কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। ধোঁয়ায় মধ্য দিয়ে ধবধবে সাদা পোলার আর্মার পরা কিছু আকৃতি বেরিয়ে এলো।

নিশ্চিতভাবেই এটা মেজর রাইটের বাহিনী।

সাথে সাথেই প্রচন্ড গুলিবর্ষণ শুরু হলো।

কয়েকজন ব্রিটিশ সৈন্য গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো। একজন কোনমতে একটা মেশিনগান পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলো এবং শত্রুদের দিকে গুলি ছুড়তে লাগলো। একটা রকেট লাঞ্চার আঘাত হানার আগে পর্যন্ত সে গুলি চালিয়ে গেল। রকেট লাঞ্চারটি ভয়ঙ্কর শব্দে বিস্ফোরিত হলো।

হ্যারিংটন গ্রের শার্টের হাতা ধরে টান দিয়ে বললেন, “চলো, আমরা তাদের এই পৃথিবীটাকে নরক বানাতে দেব না।”

গ্রে তার পিছুপিছু ব্রিজের উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করলো। চারপাশে গোলাগুলির বিকট শব্দ। প্রফেসর নিচু হয়ে পেছনের দিকের দেয়ালে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন।

সবাইকে নিয়ে গ্রেও তার সাথে সাথে গেল।

পর্দার পেছনে সুপারস্ট্রাকচারের শেষ পর্যন্ত লম্বা করিডোর। তাদের পায়ের বুট স্টিলের মেঝেতে ধপধপ আওয়াজ করছে। সামনের টানেলটি স্টেশনের পেছনে গ্লাস-আবদ্ধ অবজারভেশন ডেস্কে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটা একেবারে গুহার ছাদের সাথে যুক্ত। উপরের গ্লাস-স্টিলের এই ডেস্কটি ওভারহেড ট্র্যাক সিস্টেমের ট্রলি স্টপ হিসেবেও কাজ করে।

গ্রে হ্যারিংটনের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

সামনের দৃশ্যটা যখন তার নজরে পড়লো, সে সাথে সাথে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কোয়ালস্কি বললো, “আচ্ছা। এখন এর নামকরণের কারণটা বুঝা গেল।”

অধ্যায় ১৮

৩০শে এপ্রিল, সকাল ৭:২০, এএমটি
বোয়া ভিসতা, ব্রাজিল

এ যেন অদৃশ্য কোন এক ভুতের পেছনে ছোটা...

জেনা বোয়া ভিসতার উত্তপ্ত রাস্তায় ড্রেইক আর পেইন্টারের পিছু পিছু চলেছে। বোয়া ভিসতা ব্রাজিলের রোরাইমা অঞ্চলের রাজধানী। তাপমাত্রা প্রায় নব্বই ডিগ্রির কাছাকাছি, কিন্তু আর্দ্রতা প্রায় একশর কাছাকাছি। ঘামে ভিজে তার জামা-কাপড় শরীরের সাথে এঁটে গেছে। রোদের কারণে মাথায় ক্যাপ। চুলগুলো পেছনে পনিটেইল করে বাঁধা।

ড্রেইক আর পেইন্টারের গায়েও সাধারণ পোশাক, তাদের সাথের দুই মেরিন-স্মিট ও মারলোও একইরূপ পোশাক পরা। তারা সাধারণ পর্যটকের মত হাঁটছে। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় পর্যটকদের কাছে বোয়া ভিসতা খুবই জনপ্রিয় জায়গা। তাদের বেশিরভাগেরই পছন্দ উত্তরের ব্রাজিলিয়ান রেইন ফরেস্ট বা প্রতিবেশি গায়ানা বা ভেনিজুয়েলার উঁচু মালভূমি।

বোয়া ভিসতাতে কিছু পাওয়ার আশা থাকলেও এমি সারপ্রির হদিশ খুঁজে বের করা মুশকিল। ঘাতকের মোবাইল ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় এই শহর থেকেই এমির কাছে একটি কল এসেছিল। জেনা নিজ কানেই সেই ফোনে রিং হবার আওয়াজ শুনেছিল। বিছানায় শোয়া মহিলার বিধ্বস্ত ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো...সেই সাথে নিকো।

সে জোর করে চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিলো। ক্যালিফোর্নিয়ায় তার বন্ধুকে রেখে আসার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। কিন্তু তাকে সাহায্য করার, তার সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে ভালো সুযোগ এই জায়গাতেই। এখান থেকেই সেই ভয়ঙ্কর রোগের ব্যাপারে কোন ক্লু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

তারা মোটামুটি এক ঘন্টা আগে ল্যান্ড করেছে। ঠিক সূর্যোদয়ের সময়। আকাশ থেকে শহরটাকে দেখতে মনে হয় চাকায় লাগানো স্পোক। প্রথমে ট্যাক্সিতে করে এবং এখন হেঁটে তারা মূল রাস্তার বাইরে একটি গেস্টহাউজের উদ্দেশ্যে চলেছে। সারি সারি গাছ ও শান্ত সুনিবিড় পরিবেশের মধ্যে গেস্টহাউসটি।

রাস্তার পাশে কাঠের তৈরি কলোনিয়াল স্টাইলের একটি অদ্ভুত ধরণের হোটেল দেখিয়ে পেইন্টার বললেন, "সম্ভবত এটাই।"

গেস্টহাউজের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, ড্রেইক দুই মেরিনকে রাস্তার দু'পাশে চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করলো যেন চারদিক থেকে নজর রাখা যায়।

ড্রেইক আর পেইন্টারের সাথে জেনা হোটেলের সিড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। সামনে কাঠের বারান্দা। ফুলদানীতে রাখা মনোরম ফুল। ধূসর-কমলা রংয়ের মোটা একটা বিড়াল ফুলগুলো নাড়ছিল। তাদের দেখামাত্রই এগিয়ে আসলো।

ড্রেইক বিড়ালটিকে আদর করতে করতে বললো, "মনে হচ্ছে এ-ই মালিক।"

জেনা হেসে ফেলল। পরক্ষণেই আবার নিজেকে সামলে নিল। টেনশনের একটা মুহূর্তে হেসে ফেলায় সে কিছুটা বিব্রত।

হোটেলটাই তাদের একমাত্র ভরসা। এই শহরের কোথাও থেকেই এমির কাছে কলটি এসেছিল। কিন্তু কলের ব্যাপারে আর বেশি কিছু জানা যাচ্ছে না। পেইন্টারের ধারণা কলদাতা বিশেষ ধরণের ক্রুড স্যাটেলাইট মিরোরিং সিস্টেম ব্যবহার করেছে নিজের অবস্থান গোপন করার জন্য।

তার মানে তাদেরকে পুরো ব্রাজিল চষে বেড়াতে হবে। প্রাচীন পদ্ধতিতে হেঁটে হেঁটে অপরাধী খুঁজতে হবে। মাঝে মাঝে প্রাচীন পদ্ধতিই ভালো কাজে দেয়। কথায় বলে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।

পেইন্টার যখন গেস্টহাউজের দরজা খুললেন, সে তার ব্যাকপ্যাকটা ঠিক করে নিল। তার একটা হাত হোলস্টারে রাখা গ্লক-২০ এর উপর। ল্যান্ড করার পরপরই পেইন্টার তাদের সবাইকে অস্ত্র সরবরাহ করেন। অস্ত্রগুলো একটা এয়ারপোর্ট স্টোরেজ লকারে লুকানো ছিল। পেইন্টার তাকে কখনও বলেননি যে তিনি কিভাবে এগুলোর ব্যবস্থা করেছেন। সে-ও কখনও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করেনি।

সাথে অস্ত্র থাকলেও নিজেকে খালি খালি মনে হচ্ছে নিকো সাথে নেই বলে।

জেনা পেইন্টারকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকলো। ড্রেইক বিড়ালটাকে নিয়ে বারান্দায় রইলো। তারা রিসিপশন ডেস্কের কাছে পৌঁছামাত্র, রিসিপশন ডেস্ক বলতে উঁচু একটা বেঞ্চ, পেইন্টার হাত দিয়ে তার দিকে ইশারা করলেন।

একজন বয়স্ক ব্রাজিলিয়ান মহিলা। পরনে হাউজকোট। মুখে সামান্য হাসি। ছোট্ট একটা টেলিভিশনের সামনে রাখা চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে তাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, "*Sejam bem-vindos!*"

পেইন্টার ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "*Obrigado*। আপনি কি ইংরেজি বলতে পারেন?"

মহিলা বড় করে হাসি দিয়ে বললেন, "হ্যা। অবশ্যই।"

পেইন্টার জেনাকে সামনে নিয়ে এসে বললেন, "এ আমার মেয়ে। সে তার এক বন্ধুকে খুঁজছে। এই শহরে তার সাথে দেখা করার কথা। কিন্তু তার কোন হদিশই নেই।"

মহিলার চেহারায় এবার সিরিয়াস ভাব চলে আসলো।

পেইন্টার তার পিঠে হালকা চাপ দিয়ে কথা শুরু করার জন্য ইঙ্গিত করলেন। সে বললো, "তার...তার নাম এমি সারপ্রি।"তার স্বরে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। "আমার বন্ধু গত মাসে এখানে এসেছিল। এখানে এসে সে প্রথমে আপনার হোটেলেই উঠেছিল।"

ফোন কলের ব্যাপারে কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে শেষমেশ পেইন্টার ঘাতকের লাস্ট স্টেপ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাংক রেকর্ড, মহিলার বোস্টন অ্যাপার্টমেন্টের ফোনকল লিস্ট, এমনকি তার টয়োটা ক্যামরি গাড়ির জিপিএস লগ ঘেটে যা পাওয়া গেল তাতে মনে হচ্ছে তারা এমন করোও সম্পর্কে তথ্য খুঁজছে যার কোন অস্তিত্বই নেই।

তদন্তে অবশ্য তারা মহিলার পোস্টডক্টরাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের আগে এবং ড. হেসের সাথে কাজ শুরু করার আগের অজানা অতীত জীবনের ব্যাপারে কিছু তথ্য জানতে পেরেছে। যেমন টিনএজের শেষদিকে সে একটি প্রগতিবাদী পরিবেশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল। আন্দোলনের নাম ছিল ডার্ক ইডেন। যার মূলকথা ছিল মানবজাতিবিহীন প্রাকৃতিক একটি বিশ্ব। নানা প্রকার ইকোটেরোরিজম জনসম্মুখে তুলে ধরা।

গতকাল রাত ২ টার কিছু পরে, ডি.সি থেকে পেইন্টারের কাছে একটি কল আসে। জেনা আর ড্রেইকও ঐ সময় পেইন্টারের অফিসে ছিল। তারা সবেমাত্র কোয়ারেনটাইন অবস্থা থেকে ছাড়া পেয়েছে। পেইন্টার তার ফোনটাকে লাউড স্পিকারে দেন। ফোনের অপরপ্রান্তে আছে ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট, সে এইমাত্র একটি ব্রেকথ্রু করতে পেরেছে। সে বললো : তার ইউএস পাসপোর্টে কোন প্রকার ছাপ না থাকায় আমরা ধরে নিয়েছিলাম সে সব সময় স্টেটসাইডেই ছিল, কিন্তু পরে দেখলাম সে তখনও তার ফ্রেঞ্চ পাসপোর্ট সাথে রাখতো।”

এমি সাত বছর আগে ইউএস সিটিজেনশিপ পেয়েছিল। তার জন্মস্থান ফ্রান্স হওয়ার সুবাদে তার একইসাথে দ্বৈত সিটিজেনশিপ ছিল। তার সেই আসল পাসপোর্ট তদন্ত করে দেখা গেলো এমি পাঁচ সপ্তাহ আগে লস এঞ্জেলেস থেকে বোয়া ভিসতার উদ্দেশ্যে একটি ফ্লাইটে উঠেছিল, বিল পে করেছে ক্যাশে। তার যাত্রার সময় এবং স্থানটা কাকতালীয় বলে মনে হচ্ছে না।

স্বল্প সময়েই বের করে ফেলা গেলো, এমি বোয়া ভিসতার হোটেলে ইন্টারনেট সার্ভিসের বিল দেয়ার জন্য একটি ফ্রেঞ্চ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছে, কার্ডটি *Crédit du Nord* থেকে ইস্যু করা।

সাম্প্রতিক পাওয়া তথ্যগুলো তাদেরকে এই জায়গাটাই নির্দেশ করে। এখানে আরো কিছু ক্লু খুঁজে পাওয়ার আশা করছে তারা যেটা সেই ঘাতকের পদাঙ্ক অনুসরণের কাজে দিবে।

জেনা বললো, “আমার কাছে তার একটা ছবি আছে।”

সে এমির ড্রাইভিং লাইসেন্সের একটি ছবি দেখালো। এখনও মহিলার ছবির দিকে তাকাতে তার অস্বস্তি হয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইয়োসেমিটি কেবিনে দেখা মহিলার শরীরের সেই ভয়ঙ্কর ছবি।

বৃদ্ধ মহিলা ছবিটি ভালো করে দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "চিনেছি। সেই অমায়িক চেহারা।"

জেনা জিজ্ঞেস করলো, "সে কি কারও সাথে এসেছিল বা এখানে কারও সাথে দেখা করেছে?"

পেইন্টার আরো যোগ করে বললেন, "হয়তো সে বলতে পারবে এমি এখন কোথায় আছে।"

মহিলা চোখ সরু করে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন, গভিরভাবে চিন্তা করছেন যদি কিছু মনে করা যায়। তারপর আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে বললেন-

"মনে পড়ছে। রাতে এক লোক এসেছিল। লোকটি ছিল খুবই..." মহিলা সঠিক শব্দটি খুঁজে পাচ্ছেন না। হাত দিয়ে ইশারা করেই বাকিটা বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন।

জেনা বললো, "উগ্র?"

মহিলা মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ। এবং ভয়ঙ্করও বটে। সিনর ক্রুজ তাকে পছন্দ করে নি। সে লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু গরগর করেছে।"

সিনর ক্রুজ নিশ্চয়ই বারান্দার সেই বিড়ালটি।

যদি রাত্রিকালীন সেই আগন্তুক এমির সহযোগি বা বস হয়ে থাকে, তবে বলা যায় বিড়ালের বিচক্ষণতা বেশ ভালো। তার দক্ষতা নিশ্চয়ই ড্রেইকের চোখেও পড়েছে।

পেইন্টার একগুচ্ছ ছবি হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনি তাকে হয়তো চিনতে পারেন। এগুলো এমির কিছু বন্ধুর ছবি।"

তিনি ছবিগুলো টেবিলে বিছিয়ে দিলেন। ছবিগুলোতে এমির কিছু সহকর্মি এবং পরিচিত জনের ছবি। ছবিগুলোর বেশিরভাগই এমির যৌবনকালের। বেশিরভাগই ডার্ক ইডেনের পুরনো ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা। সাইটিতে এখনও গ্রুপের প্রথম দিককার সদস্যদের ছবি রাখা আছে। একটি গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে টিনএজ বয়সের এমি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মহিলা রিডিং গ্লাস হাতে নিয়ে নিচু হয়ে ছবির দিকে ঝুঁকে গেলেন। তিনি গ্রুপ ছবির প্রত্যেককে ভালো করে দেখলেন। শেষমেশ একটি মুখের উপর আঙুল দিয়ে দেখালেন।

"ছবিতে লোকটি হাসি মুখে থাকলেও সে যখন এখানে এসেছিল তখন..." মহিলা জেনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "...গম্ভির ছিল।"

পেইন্টার ছবিটা নিয়ে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। জেনাও পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো। সন্দেহভাজনের চুল কালচে-বাদামি, সুদর্শন মলিন চেহারার সাথে তীক্ষ্ম নীল দুটি চোখ।

পেইন্টার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি তাদের কোন কথা শুনেছিলেন?"

“না। তারা তার রুমে চলে গিয়েছিল। পরে লোকটি চলে যায়। কিন্তু আমি তাকে যেতে দেখিনি।”

“তারপর আর কেউ আসে নি?”

“না।”

পেইন্টার মাথা নাড়লেন এবং বিল হিসেবে তাকে কিছু ব্রাজিলিয়ান মুদ্রা দিয়ে বললেন, “Obrigado।”

মহিলা মাথা নেড়ে বিল ফেরত দিয়ে বললেন, “আশা করি তুমি তোমার বন্ধুকে খুঁজে পাবে এবং সে ওই লোকটির সাথে না।”

জেনা জোর করে মহিলার হাত বিলের উপর রেখে বললো, “সেনর ক্রুজের জন্য হলেও এগুলো রাখুন। তাকে কিছু মাছ কিনে দেবেন।”

মহিলা মৃদু হেসে বললেন, “ধন্যবাদ।”

জেনা পেইন্টারের সাথে বারান্দায় চলে আসলো।

ড্রেইক জিজ্ঞেস করলো, “কিছু কি জানতে পেরেছো।” ফিট ও মারলোকে কাছে আসার জন্য ইশারা করলো।

পেইন্টার মাথা নেড়ে বললেন, “তার পূর্বপরিচিত কেউ একজন তার সাথে দেখা করতে এসেছিল, ডার্ক ইডেন থেকে।”

ড্রেইক কৌতুহলি হয়ে বললো, “নিশ্চয়ই আমরা যাকে খুঁজছি সে।”

জেনা জিজ্ঞেস করলো, “সে কে?”

পেইন্টার কিছুটা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, “সে ডার্ক ইডেনের প্রতিষ্ঠাতা। "তারপর তার চিন্তার কারণ ব্যাখ্যা করলো, “সকল রিপোর্ট অনুযায়ি সে এগারো বছর আগে মারা গেছে।”

জেনা ঘাড় ঘুরিয়ে গেস্টহাউজের দিকে তাকালো।

তো বোঝা যাচ্ছে আমরা এখনও ভুতের পিছনে ছুটছি।

সকাল ৭:৪৫

কাটার এলয়েস জিজ্ঞেস করলেন, “দৃশ্যটা কি সুন্দর না?”

কেন্ডাল কথা বলতে চাইলেও বললেন না, তাকিয়ে রইলেন সুদূর বারান্দার রট-আয়রণের রেইলের দিকে।

সূর্যোদয়ের আলোয় আলোকিত হচ্ছে টেপুই। রাতের ঝড়বৃষ্টিতে আকাশ এখন পরিস্কার, মাথার উপর ঝলমলে নীল আকাশ। তারপরও দূরে চারদিকে রহস্যময় কুয়াশার চাদরে মোড়া। দেখে মনে হয় যেন মেঘের মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপ। সকালের আলোয় কুয়াশা কিছুটা কেটে গেলেও দূর দিগন্তে এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আভা। পুরো

মালভূমিতেই যেন সতেজ একটা ভাব। মেঘহীন আকাশ প্রতিফলিত হচ্ছে পুকুরের জলে।

তিনি টেবিলের অপর পাশে তার হোস্টের সামনে বসে আছেন। সামনে সকালের নাস্তা হিসেবে ব্রেড, নানা জাতের ফলমূল ও ডিম রাখা।

কেন্ডাল অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাওয়া শুরু করলেন। তার পাকস্থলি খাদ্যের চেয়ে সামনের ঘটনাগুলো হজম করার প্রতি বেশি আগ্রহি। কাটার শুধু কেন্ডালের সহযোগিতা চায়, তিনি যেন তার জ্ঞান শেয়ার করেন, কিন্তু তিনি কোনরূপ সহযোগিতা করবেন না বলেই ঠিক করেছেন।

অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত পারা যায়।

অতীতে খুব কম লোকই কাটারের বিপক্ষে টিকে থাকতে পেরেছে এবং বর্তমানেও কেউ পারবে কিনা তাতে কেন্ডালের সন্দেহ আছে। রাতে নানা ধরনের নির্যাতনের কথা তার মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে এবং চিন্তার কারণে ঘুম হয়েছে অল্প। বারবার মনে হয়েছে এখান থেকে পালানোর কথা এমনকি পাহাড় থেকে ঝাপ মারার কথাও।

কিন্তু বারান্দার দরজার সামনে দৈত্যাকার ম্যাটিও দাঁড়িয়ে আছে।

এসব চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি সামনে কি হতে যাচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছেন। কেন্ডাল তার প্রতিরক্ষীর দিকে তাকালেন। "ম্যাটিও...সে এই জঙ্গলের অধিবাসি। তার বোনও। তারা কোন উপজাতির অর্ন্তভূক্ত? Akuntsu? নাকি Yanomami?"

নানা প্রকার রেইন ফরেস্ট ও জঙ্গলে এক্সট্রিমোফাইল খুঁজে বেড়ানোর সময় কেন্ডাল অনেকগুলো ব্রাজিলিয়ান স্থানীয় উপজাতির সাথে পরিচিত হয়েছিলেন।

কাটার ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, "তুমি একজন ওয়েস্টার্নারের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছো। তুমি যদি তাদের মাঝে থাকো তাহলে দেখতে পাবে প্রতিটা উপজাতিই স্বতন্ত্র। ম্যাটিও এবং আমার স্ত্রী Macuxi উপজাতির সদস্য। তাদের গোত্রটা এই অঞ্চলের স্থানীয়দের একটা সাবগ্রুপ। এখানকার প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ যেমন গাছপালা, ফুল বা গর্তজীবী সাপের মতই তারা হাজার হাজার বছর ধরে এখানে বাস করছে। অন্য আরেকটা দিক দিয়েও তারা স্বতন্ত্র।"

আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি প্রশ্ন করলেন, "কিভাবে?"

কাটার বললেন, "তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক সংখ্যক যমজ জন্মগ্রহনের একটা ব্যাপার আছে। হুবহু একই রকম এবং ভাই-বোন। আর আশু জন্মগ্রহন করেছে অতি অস্বাভাবিক ত্রৈত হিসেবে। অর্থাৎ তার একই রকম একটা বোন এবং একটা ভাই আছে, ম্যাটিও।"

কেন্ডাল ভ্রু কুঁচকে ভাবলেন। দুটি যমজ বোন ও একটি ভাই। তিনি এমন

অস্বাভাবিক ঘটনার খবর শুনেছেন। যেখানে একজন মহিলা দুটি যমজের সাথে আরও একটি তৃতীয় শিশুর জন্ম দিয়েছেন। যাকে বলা হয় সিঙ্গেলটন। এমন ঘটনাগুলো প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে, আর তার চাইতেও বেশি ঘটে ফার্টিলিটি ড্রাগস ব্যবহারের কারণে।

কেন্ডাল গলার স্বর নিচু করে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি মনে হয় ম্যাটিও সিঙ্গেলটন হিসেবে জন্মগ্রহন করেছে...তবে এটাই কি তার এমন অস্বাভাবিক আকৃতির কারণ?"

কাটার বললেন, "সম্ভবত। হতে পারে এটা কোন ধরণের জেনেটিক অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্ট ত্রৈত জন্মদানের কোন অজানা জটিলতা। কিন্তু আমার কাছে যে বিষয়টা সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হয়েছে তা হচ্ছে অত্যাধিক মাত্রায় এই ধরনের মাল্টিপল বার্থ। অদ্ভুত হলেও আমার মনে হয় স্থানীয় রেইন ফরেস্টে কোন প্রকার ফার্টিলিটি ড্রাগ জাতীয় কিছু আছে, অনাবিষ্কৃত কোন ঔষধি।"

তার মতামতটা যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং। রেইন ফরেস্টগুলো আসলেই নানা ধরনের নতুন নতুন ড্রাগসের উৎস। ম্যালেরিয়া থেকে শুরু করে অ্যান্টি-ক্যানসারের মত পাওয়ারফুল ড্রাগস তৈরির জন্য রেইন ফরেস্টগুলো বেশ ভালো মজুদ বলা যায়। অনেক কিছুই এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায় যদি রেইন ফরেস্টগুলো ঠিকমত বেড়ে উঠতে পারে আর যদি চাষের জন্য এদের নির্বিচারে কাটা ও জ্বালানো না হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে আরো একটা প্রশ্নের উদয় হয়।

কেন্ডাল বললেন, "তুমি এই উপজাতি সর্ম্পকে বেশ ভালোই জানো। এমনকি এদের দিয়ে কাজও করাচ্ছো। তুমি কিভাবে এদেরকে বশ করতে পারলে। বিশেষকরে আমার জানা মতে এমন একটা জায়গায় যেটাকে বেশিরভাগ স্থানীয় মানুষই ভয় পায়, টেপুই।"

"ঠিক, তবে Macuxi-রা খুব একটা না। তারা এই মালভূমিটাকে তাদের দেবতাদের ঘর বলে মানে, বিশ্বাস করে এইসব প্রাচীন সুড়ঙ্গ, গুহা ও সিঙ্কহোলগুলো পাতালে যাওয়ার রাস্তা, যেখানে বিশালাকারের দানবেরা শত শত বছরের জ্ঞান ধারণ করে আছে।" কাটার বারান্দা ছাড়িয়ে দূরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন বিশাল অন্ধকার একটি সিঙ্কহোলের দিকে যেটা শুধুমাত্র দিনের বেলায় দেখা যায়। "হয়তো তাদের ধারণা ঠিক।"

কেন্ডাল অনুমান করলেন কাটার নিজেকে সেইসব দেবতাতুল্য দানব মনে করছে, যার জ্ঞানের ভান্ডার বিশাল।

কাটার বলে চললেন, "তুমি কি জান আমার পূর্বপুরুষ, কাথবার্ট ক্যারি-এলয়েস, একজন জেসুইট পুরোহিত ছিলেন? তিনি Macuxi-দের মাঝে তেইশ বছর কাটিয়েছিলেন এবং তাদের কাছে বেশ জনপ্রিয়ও ছিলেন। তাদের মুখে মুখে এখনও

তার কথা শোনা যায়।"

কেন্ডাল অনুমান করলেন তার সামনে বসা এই হিসেবি ও চতুর লোকটি নিশ্চয়ই অতীতের সেই জনপ্রিয়তার ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়েছে তাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য, নিয়ন্ত্রন করার জন্য। এই কারণেই কি সে আগুকে বিয়ে করেছে যেন এই উপজাতির সাথে তার বন্ধনটা আরও মজবুত হয়? কেন্ডাল জানেন এরা পারিবারিক বন্ধন ও প্রাচীন রীতি-নীতি কতটা প্রবলভাবে মেনে চলে। এরকম বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে পরস্পরের কাছাকাছি থাকাটা আসলেই জরুরি।

কাটার হঠাৎ দাঁড়িয়ে তার হাত দুটো ঘষে বললেন, "তোমার খাওয়া যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমরা কাজে নেমে পড়তে পারি।"

কেন্ডাল মনে মনে এই জিনিসটার ভয়ই করছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি দাঁড়ালেন। আর কিছু না হোক, তিনি জানতে চান কাটারের পরিকল্পনাটা কি। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে তার বিপক্ষে লড়াই করার চেষ্টা করবেন।

কাটার তাকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। এলিভেটরের কাছে। কেন্ডাল এবং ম্যাটিও ভেতরে ঢোকার পর তিনি একেবারে নীচের বাটনটিতে প্রেস করলেন।

লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে কেন্ডাল দেখছেন তারা এক ফ্লোর করে করে নীচে নামছেন। একসময় বিশাল একটা লাইব্রেরি অতিক্রম করে গেলেন, তারপর বিরাট ফায়ারপ্লেসসহ একটা বৈঠকখানা। শেষমেশ তারা পৌছলেন গ্রাউন্ড ফ্লোরে যেখানে আছে গুহার মত প্রবেশপথ। কিন্তু এলিভেটর সেখানেও থামলো না।

এটা আরোও নীচে নামতে থাকলো।

তাদের চারপাশে পাথুরে দেয়াল। তারা টেপুইয়ের একেবারে কেন্দ্রে তলিয়ে যাচ্ছেন। Macuxi রূপকথায় বর্ণিত সেই গোলকধাঁধাঁর জগতে। পরবর্তি বিশ সেকেন্ড তারা নিচে নামতে থাকলেন। তারপর আলোকোজ্জ্বল এক জায়গায় স্থির হলেন।

যা দেখছেন তা বুঝে উঠতে কেন্ডালের ব্রেনকে অতিরিক্ত কিছু কাজ ও বাড়তি কিছু সময় ব্যয় করতে হলো। পাথুরে দেয়ালের কোন চিহ্নই নেই। তার বদলে তাদের সামনে বিশাল একটা ল্যাবরেটরি। স্টেইনলেস স্টিলে চারপাশ চকচক করছে। মসৃন ও দাগহীন মেঝে। বিভিন্ন স্টেশনে কিছু সংখ্যক সাদা ঢিলে পোশাক পরা কর্মি নিজেদের মধ্যে কিছু নিয়ে বেশ ব্যস্ত।

কাটার কেন্ডালকে বের হবার জন্য বললেন, "আমরা এসে গেছি। ডার্ক ইডেনের সত্যিকার ভুবনে।"

কেন্ডাল চারপাশে তাকালেন। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি রাখা। শেলফ, অটোক্লেভ, সেনট্রিফিউজ, পাইপেট, বিকার, গ্র্যাজুয়েটেড সিলিন্ডার ইত্যাদি। দেয়ালের একদিকে বিশাল স্টিলের দরজা। তার পেছনে রাখা বড় বড় রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার। কালো

গ্লাসের একটা দরজা চোখে পড়লো। নিশ্চয়ই ইনকিউবেটর।

মাঝের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে কয়েক সারি ওয়ার্কস্টেশন। সেখানে অনেকগুলো জেনেটিক অ্যানালাইজার, পলিমেরেজ চেইন রিঅ্যাকশনের জন্য থার্মাল সাইক্লার্স এবং উন্নতমানের ওলিগোনিউক্লিওটাইড তৈরির জন্য ডিএনএ সিনথেসাইজার রাখা আছে। ডিএনএ-কে ম্যানিপুলেট করার আধুনিক পদ্ধতি CRISPR-Cas9 পরিচালনা করার যন্ত্রপাতি চিনতে পারলেন।

শেষে দেখা জিনিসটি তাকে আতঙ্কিত করে তুললো। এটা অতি আধুনিক প্রযুক্তি। এই জিনিসটা একজন অদক্ষ লোকও চালাতে পারবে। কিন্তু ভয়ঙ্কর রকমের শক্তিশালি। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গবেষকদল ইতোমধ্যে এর মাধ্যমে মানব কোষের প্রতিটা জিনকে রূপান্তর করে ফেলেছে। কেউ কেউ এটাকে এখন বিবর্তন মেশিন বলে ডাকে। দুষ্টু লোকের হাতে এর কিরূপ অপব্যবহার হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলস্বরূপ ভয়ঙ্কর জিনিস বেরিয়ে আসতে পারে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে অথবা দূর্ঘটনাক্রমে।

কত সময় ধরে কাটার এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে?

কেন্ডালের কোন ধারণাই নেই। যেটা বুঝতে পারছেন তা হচ্ছে আকার-আকৃতি ও উৎকর্ষতায় এই ল্যাবের বিস্তৃতি ব্যাপক। এখান থেকে অনেকগুলো কক্ষ শুরু হয়ে দূরে কোন অজানায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

কেন্ডালের কণ্ঠ দিয়ে স্বর বের হচ্ছে না। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "তুমি করছো কি, কাটার?"

কাটার বললেন, "মজার মজার জিনিস...সরকারি আইন-কানুন থেকে মুক্ত এবং সবার দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে। এর মাধ্যমে আমি সম্ভাবনার একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। তবে সত্যি কথা বললে, আমি আসলে তোমার কিছু সহকর্মিদের চেয়ে পাঁচ থেকে ছয় বছর এগিয়ে আছি। ইতোমধ্যে আমি যা করতে পেরেছি...তৈরি করতে..." কাটার কেন্ডালের মুখোমুখি দাঁড়ালেন এবং বললেন, "প্রিয় বন্ধু, তুমি আমাকে আরো অনেক কিছু শেখাতে পারো।"

"আমার কাছ থেকে কি চাও তুমি?"

"তুমি তোমার ল্যাবে নিখুঁত বঠখচ তৈরি করেছো, স্বচ্ছ একটা শেল যেটা এতটাই ছোট যে সহজেই যে কোন জীবিত কোষের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। এটা অতি চমৎকার একটা কাজ, কেন্ডাল।" তিনি সম্মানার্থে মাথা নেড়ে বললেন, "এর জন্য তোমার গর্ববোধ করা উচিত।"

কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি গর্ব না, অনুভব করছেন অন্যকিছু।

কাটার বললেন, "তোমার সৃষ্টি করা জিনিসটা ভালো ট্রোজান হর্সের কাজ করবে। এর ভেতরে যে কোন কিছুই ঢুকিয়ে দেয়া যাবে। কোন কিছুই একে বাঁধা দিতে পারবে

না। এটা একটা নিশ্ছিদ্র জেনেটিক ডেলিভারি সিস্টেম। তুমি এই খালি খোলকটি তৈরি করেছো এক ভিন্ন জগতের জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট থেকে। এমন একটা জিনিস যেটা ডিএনএ না অন্যকিছু, ঠিক না?"

কেন্ডাল চেষ্ট করছেন কোন রকম প্রতিক্রিয়া না দেখাতে। এই শয়তানটা কি জেনে গেছে তিনি এবং হ্যারিংটন এন্টার্কটিকায় যে জিনিসটা আবিষ্কার করেছেন? এক্সএনএ এর উৎপত্তির ব্যাপারটা কি জেনে গেছে? যেটা দিয়ে সেই ভাইরাল খোলকটা তৈরি করা হয়েছে।

কেন্ডাল বুঝতে পারলেন কিছু একটা করার সময় হয়েছে। বললেন, "কাটার, আমি আমার কৌশল তোমার সাথে শেয়ার করবো না। সেই ভাইরাল খোলক তৈরির ফর্মূলা আমার সাথে সাথে মারা যাবে।"

কাটার বেশ জোরে হাসলেন। হাসির শব্দ যেন কেন্ডালের হাড়ে গিয়ে আঘাত করলো।

কাটার বললেন, "নাহ্, তার দরকার নেই, বন্ধু। তোমার এক তরুণ সহকর্মি পাঁচ মাস আগে অনুগ্রহ করে আমাকে একটি নমুনা পাঠিয়েছে। পরে আমি এটাকে রিভার্স-ইঞ্জিনিয়ার করেছি। তৈরি করেছি অসংখ্য যা অনেক বছর ব্যবহার করতে পারবো।"

কেন্ডাল বিচলিত হয়ে বললেন, "তাহলে...তাহলে কি চাও আমার কাছ থেকে?"

কাটার বললেন, "আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি বরং তোমার জন্য কিছু করতে।"

"মানে?"

"ক্যালিফোর্নিয়ায় ছড়িয়ে পড়া মহামারি বন্ধ করতে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। যতক্ষণ তুমি আমার এখানে আছো, ততক্ষণে তোমার সিনথেটিক অর্গানিজম ছড়িয়ে পড়েছে, বর্তমান বন্যায় তা আরো দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। অল্প সময়েই এটা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। পুরো দেশ এবং আরো দূরে।"

কেন্ডাল অনেক আগে থেকেই এরকম কিছুর সন্দেহ করছিলেন। আর এখন সত্যি হয়ে গেছে...

কেন্ডাল আতঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, "কোন কিছু দিয়েই একে মেরে ফেলা সম্ভব না। আমি সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছি।"

কাটার নিজের মাথায় টোকা মেরে বললেন, "আহ্, কারণ তোমার চিন্তা একটা বাক্সের মধ্যে বন্দি। মাঝে মাঝে এই বাক্স ভেঙে একমুখি চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। খুঁজে নিতে হয় নতুন ও সৃজনশীল সমাধান। আসলে আমি বিস্মিত যে তুমি এখনও এটা বের করতে পারনি। এটা সব সময় তোমার আর প্রফেসর হ্যারিংটনের চোখের সামনে ছিল।"

কাটারের কথায় তার সন্দেহ হলো যে সে মনে হয় হ্যারিংটনের কাজ সম্পর্কে

জানে। প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি কথায় তার ভেতরের আশাটা মিলিয়ে যাচ্ছে।

কেন্ডাল জিজ্ঞেস করলেন, "আর এই সমাধানের বদলে তুমি কি চাও?"

কাটার বললেন, "শুধু তোমার একটু সাহায্য, আর কিছু না। আমি তোমার ভাইরাল খোলক তৈরি করতে পেরেছি ঠিকই, কিন্তু সেটার ভেতরে কোন কিছু ঢোকাতে পারছি না। পারছি না খালি খোলকটাকে জীবন্ত অর্গানিজমে রূপান্তর করতে।"

কেন্ডাল তার হতাশার কারন বুঝতে পারছেন। এই কাজটা করতে তার দলকে বছরের পর বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নানা প্রকার ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। পরবর্তিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এটা ভর্তি করতে পেরেছেন, পদ্ধতিটা সবার কাছে গোপন রেখেছেন। কিন্তু এখন যে জিনিসটা তাকে খুব বেশি ভীত করে তুলেছে তা হচ্ছে কাটার আসলে ভাইরাল শেলের মধ্যে কি ঢুকাতে চাচ্ছে। সে পৃথিবীতে কোন জিনিসটা ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।

কাটার নিশ্চয়ই তার বিচলিত ভাবটা ধরতে পেরেছেন। বললেন, "আমি শপথ করে বলছি, আমি যা করতে যাচ্ছি তাতে এই গ্রহের একটা মানুষ এমনকি একটা জীবও মারা যাবে না।"

তার সততা নিয়ে কেন্ডালের সন্দেহ আছে। কিন্তু এটাও জানেন কাটার এক কথার মানুষ। তিনি কখনও তার বরখেলাপ করেন না।

"যদি তুমি আমাকে সাহায্য না করো তাহলে প্রতিটি মুহূর্তেই ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্থা আরো খারাপের দিকে যেতে থাকবে। সেটা তখন আমার প্রতিকারের বাইরে চলে যাবে। আমাকে সাহায্য করো তাহলে পুরো পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবে। আর না করলে তোমার চোখের সামনেই পৃথিবীটা ধ্বংস হবে, তোমারই তৈরি জিনিস দিয়ে।"

কেন্ডাল বললেন, "তুমি দিব্যি বলছো তোমার কাছে প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে।"

কাটার তার চোখে চোখ রেখে বললেন, "আছে, এবং আমি এটা পরীক্ষা করে দেখেছি। এটা কাজ করবে। কিন্তু আমি যা বললাম, কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আর তা হচ্ছে খুব বেশি দেরি করা যাবে না।"

"তাহলে আমি যদি সাহায্য করি তুমি আমাকে প্রতিকারের উপায় বলে দেবে এবং সেটা আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়ে দিতে পারবো।"

"হ্যাঁ, প্রতিকারের উপায় বলে দেবো। তোমার সৃষ্টিকে এভাবে ধ্বংস হতে দেবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। আমিও তোমার মতই এটাকে থামাতে চাই।"

কেন্ডাল তাকে বিশ্বাস করলেন। অন্ধকার একটা দিক থাকা সত্ত্বেও কাটার এখনও একজন পরিবেশবাদী। সে নিশ্চয়ই চাইবে না পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাক। যদিও...

"তাহলে কেন তুমি আমার ল্যাবে আক্রমণ করেছো? কেন সবাইকে মেরে ফেললে এবং অর্গানিজমটাকে বেরোতে দিলে?"

কাটার তার দিকে তাকালেন, যদিও উত্তরটা স্পষ্ট।

কেন্ডাল ঝটপট ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এবং ভীত হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন তার মিথ্যা সাজানো ব্যাপারটা ধরতে পেরে।

"তুমি তোমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এগুলো করেছো, ঠিক না? দেখার জন্য যে আমি আসলে কতটা জানি।"

কাটার ঘুরে বললেন, "দেখেছো, বন্ধু, এখন তোমার চিন্তা বাক্সের বাইরে চলে এসেছে। চলো কাজে নেমে পড়ি।"

কয়েক কদম যাওয়ার পরই কাটারের সাফারির ভেস্টের পকেটে একটা সেল ফোন বেজে উঠলো। তিনি ফোনটা তুলে নিলেন এবং সংক্ষেপে ম্যাকাক্সি ভাষায় কিছু বললেন। চিন্তার একটা চিহ্ন তার কপালে ভাঁজ আকারে ফুটে উঠলো।

কথা শেষ করে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "মনে হচ্ছে আরেকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তোমার পিছু পিছু কেউ এখানে এসেছে। কেউ একজন অনুসন্ধান করছে কিন্তু এখানে তার থাকার কথা না।"

কেন্ডাল একটু আশার আলো দেখতে পেলেন। কিন্তু তার পরবর্তি কথাতে আলো নিভে গেলো।

কাটার মাথা নেড়ে বললেন, "ব্যাপার না। একে সহজেই উপড়ে ফেলা যাবে।"

সকাল ৮:০৭

পেইন্টার ফোনে বললেন, "বোকাটা মোটেই সিরিয়াস হতে পারে না।"

তিনি বোয়া ভিসতার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের কাছে একটি ক্যাফের বাইরে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন। অন্য সবাই ভেতরে সকালের নাস্তা আর কফি খাচ্ছে। তিনি ইতোমধ্যেই কেটকে বলে দিয়েছেন ডার্ক ইডেনের প্রাক্তন স্থপতি মৃত ঘোষিত কাটার এলয়েসের ব্যাপারে যত বেশি পারা যায় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এখন তার কলের জন্য অপেক্ষা করছেন। এর মাঝে তিনি মাউনটেইন ওয়ারফেয়ার ট্রেইনিং সেন্টারে ফোন করেছেন আপডেট জানার জন্য।

লিসা বললো, "এদিককার অবস্থা খারাপ। গত রাতের ঝড়ে দূষণের মাত্রা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আরও দূরে চলে গেছে। নালা-নর্দমা দিয়ে তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে যা আমরা ঠিকভাবে বন্ধ করতে পারি নি।"

পেইন্টারের চোখে ভেসে উঠলো পাহাড়ের চারপাশ দিয়ে কালো কিছু দূষিত পদার্থ ক্যান্সার কোষের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

"তারা কোয়ারেনটিন এলাকা সবদিকে আরও পঁচিশ মাইল করে বাড়িয়ে নিয়েছে। ইয়োসেমিটি পুরোপুরি খালি করে ফেলা হয়েছে। এখানে সবেমাত্র ভোর

পাঁচটা, সকাল হবার সাথে সাথে আরোও গভির অনুসন্ধান শুরু হবে। তারা যা পাবে তার ভিত্তিতে কোন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর গোদের উপর বিষফোঁড়া হিসেবে পরবর্তি তিন দিন আরো বেশি ঝড়ো আবহাওয়া হবার সম্ভাবনা। ঝড়ের পর ঝড়।"

পেইন্টার একটু বিরতি নেবার আশা করেছিলেন। কিন্তু সেই ফুরসত হবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রকৃতি মাতা তার আশায় গুড়ে-বালি করে দিচ্ছে।

লিসা বলে চললো, "ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে সংক্রমণ আরো বৃহৎ আকার ধারণ করবে এবং ক্যালিফোর্নিয়ার নিরাপদ স্থানগুলোতেও ছড়িয়ে পড়বে। লিন্ডাল নিউক্লিয়ার অপশনটাকে সমাধান হিসেবে দেখছে। সে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সিরিয়াস।"

পেইন্টার হঠাৎ এখানে আসার জন্য অনুতপ্ত বোধ করলেন।

আমার বোঝা উচিত ছিল লিন্ডাল এরকম গাধার মতো কিছু একটা করার চেষ্টা করবে।

"এই অপশনটা কতটা সিরিয়াসলি বিবেচনা করা হচ্ছে?"

"পুরোপুরি সিরিয়ার। যে দলটা অর্গানিজমটাকে মারার উপায় খুঁজছে লিন্ডাল তাদের পুরোপুরি সমর্থন পেয়ে গেছে। তাদের মতবাদ হচ্ছে যে মধ্যম-মানের একটা বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত অগ্নিশিখা ও রেডিয়েশন ভালো কাজ করবে। মডেল টেস্টিং করা হচ্ছে আর এটা কতটুকু খারাপ অবস্থায় যেতে পারে তা হিসেব করে দেখা হচ্ছে।"

"তোমার কি মনে হয়?"

লিসা উত্তর দিতে অনেকটা সময় নিল। বললো, "আমি জানি না, পেইন্টার। কিছু দিক বিবেচনা করলে, লিন্ডাল সঠিক। কিছু একটা এখনই করতে হবে নতুবা তা শোচনীয় অবস্থায় চলে যাবে। সবকিছুই হারাবো আমরা। যদি বিস্ফোরণটাকে নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখা যায় তাহলে এমন ঝুঁকি নেয়া স্বার্থক হবে। যদি তাও না হয় অন্তত এটা অর্গানিজমটাকে দূর্বল করে দেবে, ধীর করে দেবে এর ছড়িয়ে পড়ার হার। আর ততটুকু সময়ে আমরা নতুন কোন কৌশল বের করতে পারবো।"

পেইন্টার এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না এই একটাই পথ তাদের সামনে খোলা।

লিসা আরো যোগ করলো, "অথবা হতে পারে ক্লান্ত বলে আমি সোজাসুজি চিন্তা করতে পারছি না। জশের অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। ডাক্তাররা তাকে মেডিক্যালি কোমা অবস্থায় রেখেছে যেন তার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রন করা যায়। এবং নিকোর অবস্থাও সুবিধার নয়। তো যা বললাম, কিছু একটা করতেই হবে।"

পেইন্টারের তাকে অভয় দেয়ার কথা, আশ্বস্ত করার কথা। তার পরিবর্তে তিনি তাকে আরো চাপের মধ্যে ফেললেন, "লিসা, আমাদেরকে আরেকটু সময় করে দিতে হবে। কমপক্ষে পরবর্তি চব্বিশ ঘন্টার জন্য লিন্ডালকে যেভাবেই হোক আটকাও।"

"যদি এই সময়টা পাওয়া যায় তাহলে..."

পেইন্টার প্রতিজ্ঞার স্বরে বললেন, "আমরা কিছু একটা উপায় বের করবো।" কিন্তু তার স্বর ততটা আশাব্যঞ্জক নয়। "আমরা যদি নাও পারি গ্রের দল পারবে।"

"কেট কি অন্যদের কাছ থেকে কিছু জানতে পেরেছে?"

"এখনো পর্যন্ত না। কিন্তু সে বলেছে সৌরঝড়ের মাত্রা কমে যাচ্ছে, দিনশেষে স্যাটেলাইট যোগাযোগ আবার চালু করা যাবে। তাহলে আপাতত নিউক্লিয়ার অপশনটা গ্রের সাথে যোগাযোগ হবার আগ পর্যন্ত স্থগিত রাখার চেষ্টা করো।"

"আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।"

আমিও।

তিনি বিদায় জানিয়ে ক্যাফের দিকে হাঁটা ধরলেন। এমন সময় একটা বুলেট তার হাত ছুঁয়ে চলে গেলো। বুলেটটা রেস্টুরেন্টের জানালা টুকরো টুকরো করে দিলো।

ক্যাফের সামনের দিকে আরো কিছু বুলেট ছুটে গেলো। পেইন্টার হাঁটুতে নুয়ে পড়লেন। আবর্জনার বিনের পেছনে আড়াল নেয়ার জন্য যখন তিনি গড়িয়ে যাচ্ছিলেন তখন কিছু ভাঙা কাঁচ তার উপর এসে পড়লো।

তিনি ক্যাফের ভেতরে তার দলের দিকে একপলক চাইলেন। তারা আড়াল নিয়েছে। কালো ক্যামোফ্লেজ পরা তিনজন লোক তাদের পিছনের রান্নাঘরের দিক থেকে গুলি করছে। সকালের খাবারের উপর দিয়ে গুলির ঝরণা বয়ে চলেছে। রাস্তার দিক থেকে আক্রমণকারীদের আরেকটা তিন সদস্যের দল এগিয়ে আসছে গুলি করতে করতে।

আড়াল থেকে আক্রমণের ভয়াবহতা দেখে পেইন্টারের মনে একটা চিন্তাই আসলো।

গ্রে, তোমার ভাগ্য এরচেয়ে অন্তত একটু হলেও যেন ভালো হয়।

অধ্যায় ১৯

৩০শে এপ্রিল, দুপুর ১২:০৯, জিএমটি
কুইন মড ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা

হ্যারিংটন চিৎকার করে বললেন, "সবাই এখনই গিয়ে লিফটে ওঠো।" তিনি দ্রুত গন্ডোলার দিকে ছুটে যাচ্ছেন।

গ্রে নিতান্ত অনিচ্ছায় হাঁটা ধরলো। সে তাকিয়ে আছে নিচের অন্ধকার এলাকার দিকে। ফ্লাডলাইটের আলোয় সুপারস্ট্রাকচারের কিছু অংশ চকচক করে উঠছে। আর তাতে তার নিচের কিছু অংশ আলোকিত হয়ে উঠছে। কিন্তু শক্তিশালি জেনন ল্যাম্পের তীব্র আলোও এই গাঢ় অন্ধকারের সাথে পেরে উঠছে না।

প্রায় পঞ্চাশ ইয়ার্ড চলার পর, পাথুরে ভূমি অদৃশ্য হয়ে সেখানে একটা বিরাট লেক দেখা দিলো। কালো পানি থেকে বুদবুদ আকারে হলুদাভ বাষ্প বের হয়ে আসছে। তাতে পানির উপর তৈরি হচ্ছে কুয়াশার মত বিষাক্ত এক আবরণ। লেকের ডান পাশে উঁচু ভেজা পাথরের একটা শেলফ দেখা যাচ্ছে। সুপারস্ট্রাকচারের বেইস থেকে এই ন্যাচারাল ব্রিজ পর্যন্ত কর্দমাক্ত পায়ে হাঁটা পথ চোখে পড়লো।

হ্যাঙ্গারে পার্ক করে রাখা ক্যাটগুলোর কথা গ্রের মনে পড়লো। এবার সে বুঝতে পারলো এই বরফাচ্ছাদিত ভূখন্ডে উভচর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই যান কেন প্রয়োজন।

হ্যারিংটন তাড়া দিয়ে বললেন, "জলদি করো।"

প্রফেসর ডাবলডোর খুললেন। এখান দিয়ে গন্ডোলায় যাওয়া যায়। তিনি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ভেতরে দেয়ালের পাশে একটা প্যানেলের সামনে গিয়ে বড় একটা লাল বাটনে চাপ দিলেন। প্রচন্ড শব্দে সাইরেন বেজে উঠলো। শব্দ সুপারস্ট্রাকচরের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো।

গ্রে কোয়ালস্কির দিকে তাকিয়ে বললো, "তাড়াতাড়ি যাও!"

জেসন ও স্টেলা তাদের অনুসরণ করে গেলো।

গ্রে বললো, "প্রফেসর, আপনি করছেনটা কি? আপনার প্ল্যান কি?"

"নিরাপদ কোন স্থানে যাওয়া।"

হ্যারিংটন একটা লিভার ধরে টান দিলেন। সাথে সাথে খাঁচাসদৃশ লিফটটা চলতে শুরু করলো। কিন্তু গন্ডোলা উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করলো না। সেটা গুহার ভেতরের দিকে চলতে থাকলো।

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

হ্যারিংটন একহাত দিয়ে সামনে ঝুঁকে অপর হাত দিয়ে লিভার ধরে রেখেছেন। বললেন, "ব্যাক ডোরের দিকে। চার মাইল দূরে একটা সাবস্টেশন আছে। সেটা দিয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর যাওয়া যায়। একেবারে পাহাড়গুলোর পেছনে।"

গ্রের উপকূলের কাছে উঁচুনিচু পর্বতচূড়াগুলোর কথা মনে পড়লো।

স্টেলা বললো, "সেখানে একটা রেডিও এবং গ্যারেজে একটা ক্যাট রাখা আছে।"

কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করলো, "তো আমরা পালিয়ে যাচ্ছি?"

প্রফেসর বললেন, "না। আমি এই জায়গা খালি করার জন্য এলার্ম বাজিয়ে দিয়েছি। ব্রিটিশ সৈন্যরা ডিলান রাইটের বাহিনীকে যতক্ষণ পারা যায় আটকে রাখবে। তাদের জানা আছে ত্রিশ মিনিট পর এখান থেকে চলে যেতে হবে। খালি করে ফেলতে হবে পুরো এলাকা।"

গ্রে বললো, "কেন?"

"কারণ এই স্টেশনের পেছনের পুরো দিকটা বাঙ্কার বিধ্বংসী বোমায় পূর্ণ। সেই সাথে আছে অ্যামেরিকার তৈরি ত্রিশ হাজার পাউন্ডের বিশাল অর্ডন্যান্স পেনেট্রেটর। এতে পুরো বেইসটা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং গুহার মুখটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। চাপা পড়বে ভেতরের সবকিছু।"

"ঠিক কতক্ষণ পর এটা বিস্ফোরিত হবে?"

হ্যারিংটনের চোখে-মুখে ভীত ভাব।

স্টেলা উত্তর দিল, "সেটা ব্যাক ডোর থেকে ঠিক করে দেয়া হবে। "কোডটা শুধু বাবার জানা আছে।"

গ্রে ভ্রু কুঁচকে তাকালো। তাহলে ব্রিটিশ সৈন্যরা সামনের দিকটা দিয়ে বের হয়ে যাবে আর তারা বেরুবে পেছন দিয়ে। পেছনের সবকিছু পরিণত হবে ধ্বংসস্তুপে। কি ধরণের জিনিস এটা যার এরকম ভয়ঙ্কর নিরাপত্তা প্রয়োজন?

কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই প্রচন্ড যন্ত্রনায় যেন গ্রের মাথাটা ফেটে যাবার উপক্রম হলো। শুধু তার একার না, সবারই একই রকম অনুভূতি।

জেসন হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। বমি করার লক্ষণ।

দাঁত-মুখ শক্ত করে হ্যারিংটন বললেন, "আরো কয়েক সেকেন্ড আমাদের এই নরক যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।"

গ্রে গভিরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সকালের নাস্তা উগড়ে দেবার উপক্রম। তারপর আস্তে আস্তে যন্ত্রনা কমে আসলো। দাঁতে দাঁতে ঠকাঠুকি বন্ধ হলো। এখন গ্রে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া বিভীষিকার কারণ ধরতে পারলো।

সে জিজ্ঞেস করলো, "LRAD?"

"লং রেঞ্জ অ্যাকুস্টিক ডিভাইস।"

হ্যারিংটন মাথা নেড়ে বললেন, "স্টেশনের চারপাশে গুহার মধ্য দিকে তাক করা একসারি সনিক ক্যানন লাগানো আছে। যেন সবকিছুকে এ জায়গা থেকে দূরে রাখা যায়। আল্ট্রাসনিক এবং ইনফ্রাসনিক ফ্রিকুয়েন্সির একটা কম্বিনেশন এক্ষেত্রে বেশ ভালো কাজে দেয়। যে কোন আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়েও।"

জেসন মেঝের ফাঁকা জায়গার দুপাশে দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁক দিয়ে নিচে একটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে। কনিক্যাল ডিশযুক্ত একটি অস্ত্র চেয়ারের সামনে তাকে ঝুলিয়ে রাখা।

সে জিজ্ঞেস করলো, "এটা আরেকটা খজঅউ ক্যানন, তাই না?"

স্টেলা মাথা নেড়ে সায় দিলো। "তুমি কোন মেশিনগানের পরিবর্তে এটা ব্যবহার করতে পারো।"

হ্যারিংটন সতর্ক করে বললেন, "আমরা যখন বাফার জোনের বাইরে চলে যাব, এ দুটোই আমাদের প্রয়োজন পড়বে যদি কোন বড় বিপদে পড়ি।"

তাদের সামনের দুনিয়া এখন ঘন কালো অন্ধকারপূর্ণ। গন্ডোলার পেছনে আলো ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। এবার তাদের চলার পথ একটা বাঁকের দিকে চলে গেলো। বাঁক পেরিয়েই পেছনের শেষ আলোটুকুও অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হ্যারিংটন একটা ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে একটা দরজা খুললেন। ভেতরে একটা হুকে অনেকগুলো নাইট ভিশন গগলস ঝুলানো। "এগুলো পরে নাও, আমি ক্যাবিনের বাতিগুলো নিভিয়ে দেবো যেন আমরা কারও নজরে না পড়ি। তারপর বাইরের ইনফ্রারেড ল্যাম্পগুলো জ্বালিয়ে দেবো।"

গ্রে ঝটপট গগলস পরে নিলো। হ্যারিংটন বাতিগুলো নিভিয়ে দিলেন। তার গগলস কন্ট্রোল প্যানেলের ডায়োড থেকে বিচ্ছুরিত অতি সামান্য আলো সনাক্ত করতে পারলো। সেটা ছাড়া আশে পাশের সমস্ত কিছুই অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। চাঁদ ও সূর্যের আলোবিহীন এই পাতালে নাইট ভিশন গগলসও তেমন একটা কাজে দেয় না।

তারপর প্রফেসর বাইরের ল্যাম্পগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। ইনফ্রারেড রশ্মি অন্তহীন অন্ধকারের বুক চিরে চলে গেলো ভেতরের দিকে। এই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খালি চোখে ধরা পড়ে না। নাইট ভিশন গগলস ওই রশ্মিকে উজ্জ্বল আলোতে রুপান্তর করে। একটু আগেই যা অন্ধকারে ঢাকা ছিল তা এখন আলোকিত।

সামনের আলোকিত দৃশ্য দেখে গ্রে একটা ঢোক গিললো।

কোয়ালস্কি মাথা নেড়ে বললো, "মনে হচ্ছে আমাদের বেশ বড় আকারের অস্ত্রের প্রয়োজন।"

দুপুর ১২:১৪

জেসন গ্লাসের উপর হাত রেখে বাইরের দৃশ্য দেখছে। অস্ত্রসজ্জিত গন্ডোলা উপরে ছাদের দিকে প্রবেশ করেছে নতুন এক ভুবনে।

স্টেলা জিজ্ঞেস করলো, "এরকম কিছু কি আগে দেখেছো?"

"না...এমন কিছুই না।"

গুহার সুড়ঙ্গগুলো বেশ উঁচু। টর্চ ছাড়া স্ট্যাচু অব লিবার্টি সহজেই এটে যাবার

কথা। নিচে আঁকাবাঁকা একটা নদী ধীর-চালে বয়ে চলেছে। তার উপর দিকে কুয়াশার ন্যায় বাষ্প। গন্ডোলার চারপাশে বিশাল আকারের কলামসমৃদ্ধ একটি বন। দেখে ধাঁধাঁর মত লাগে।

তারা আরোও কাছে এগিয়ে গেলো। জেসন পিলার থেকে উপরের দিকে বেরিয়ে আসা কিছু শাখা প্রশাখা দেখতে পেল। এগুলো খুঁটির মতো ছাদের সাথে যুক্ত। কাছ থেকে পিলারের অমসৃন পৃষ্ঠ দেখতে অস্বাভাবিক কুঞ্চিত মনে হয়। দেখে মনে হয় গাছের ছাল।

সে আরোও কাছ থেকে দেখলো।

পরিষ্কার বুঝতে পারলো, "এটা গাছের ছালই।"

স্টেলা বললো, "আমরা একটা পেট্রিফায়েড ফরেস্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সুদূর অতীতের কোন বনের অবশেষ চিহ্ন। যখন এন্টার্কটিকায় ছিল সবুজের সমারোহ এবং প্রাণে উচ্ছল।"

হ্যারিংটন বললেন, "এগুলো গ্লোসোপটেরিস, অর্ধ-গ্রীষ্মমন্ডলীয় উদ্ভিদ। বিগত কয়েক দশকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এন্টার্কটিকা মহাদেশের ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে এরকম তিনটি সুপ্রাচীন বন আবিষ্কার করেছেন। সেখানে পেট্রিফায়েড গাছপালার বিশাল ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন। চারপাশে ফসিলাইজড পাতা ইতস্তত ছড়ানো।"

স্টেলা যোগ করলো, "আর এখানকার মতো ভালো সংরক্ষণ আর কোথাও হয় না।"

প্রাচীন ফুয়েজিয়ান ম্যাপ সম্পর্কে বলা ডারউইনের কথাগুলো জেসনের মনে পড়লো। ঐ ম্যাপে এ জায়গাটা বিভিন্ন প্রকার গাছপালায় আচ্ছাদিত হিসেবে চিহ্নিত করা ছিল। সবুজে ভরপুর এ জায়গাটাই দুর্ভাগা বিউগলকে এখানে টেনে এনেছিল।

এটাই কি সেই বন? এই পেট্রিফায়েড গাছগুলোই কি ফুয়েজিয়ানরা তাদের ম্যাপে এঁকেছিল?

জেসন পুরোপুরি অভিভূত। চারপাশের সবকিছুই এক ঝলক দেখে নিচ্ছে। যখন সে নিচের নদীর দিকে তাকালো, বিশাল কিছু একটা পানির ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলো। প্রথমে মনে করেছিল চোখে ভুল দেখেছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার আরেকটা দেখা গেলো এবং তারপর আরেকটা।

সে বললো, "পানির ভিতর কিছু একটা আছে।"

গ্রে সেদিকে তাকিয়ে বললো, "কোথায়?"

জেসন দেখানোর আগেই অগভির পানির নিচ থেকে বিরাট আকারের মাকড়সার মত শক্ত খোলাবিশিষ্ট কাঁকড়াজাতীয় একটা প্রাণী তীরের উপর উঠে আসলো। আকারে ছোটখাটো একটা বাছুরের সমান। মলিন বর্ণ। সামনের দিকে একজোড়া সাঁড়াশি। স্পাইকযুক্ত খোলস। স্পাইকগুলো প্রাণীটির পেছনের দিকে ইতস্তত নাড়াচাড়া করা শুরু করলো। মনে হয় যেন ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে পাথর থেকে কালো শেওলা ঘষে তুলে নিচ্ছে।

গুহার ছাদের লুকানো জালের ভিতর থেকে কালো একটা ছায়া নিচের দিকে নেমে আসতে থাকলো। নখরযুক্ত চামড়ার ডানার উপর দাঁড়ালো। তীক্ষ্ম ধারালো ঠোঁট ঐ প্রাণীগুলোর একটিকে তুলে নিল। তারপর আরেকটা।

বড় আকারের কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীটি ছোটগুলোকে রক্ষার চেষ্টা করছে। আক্রমণকারীকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে মারামারি পরিহার করার। একটা আঘাত করার পর আক্রমণকারী তড়িৎ উপরের দিকে সরে গেল। চলে গেল গন্ডোলার পাশ দিয়ে। এর ডানা প্রায় ছয় ফুট প্রশ্বস্ত। পুরো শরীর কালো আঁশে ঢাকা। সূঁচালো ঠোঁটটা বাদ দিলে মাথাটা কিছুটা কুমিরের মত।

হ্যারিংটন বললেন, "এটা এখানকার প্রজাতিগুলোর একটা ছোট্ট উদাহরণ। আমরা এর নাম দিয়েছি Hastax valans। ল্যাটিন ভাষায় উড়ন্ত বর্শা। আকারে এর চেয়ে তিনগুণ বড়ও আছে। আর ঐ মলিন বর্ণের চিংড়ি জাতীয় প্রাণীটি হচ্ছে Scalpox cancer বা ধারালো নখ।"

কমান্ডার পিয়ার্স জিজ্ঞেস করলো, "এছাড়া এখানে আর কি কি আছে?"

"অনেক কিছু। পুরো একটা জটিল ইকোসিস্টেম। আমরা এখনও এদের বেশিরভাগকে শ্রেণী বিভাজন করার চেষ্টা করছি। এখন পর্যন্ত, আমরা এক হাজারের উপরে নতুন প্রজাতি সনাক্ত করতে পেরেছি। একেবারে ক্ষুদ্র Lutox vermen থেকে..."

স্টেলা বুঝিয়ে দিলো, "কাদাতে থাকা একপ্রকার কীট।"

"...হাতির মত আকৃতির Pachycerex ferocis পর্যন্ত।"

বিস্ময়-ভয় মাখা কণ্ঠে জেসন বললো, "অসাধারণ।"

গ্রে হ্যারিংটনের সহযোগি-ড. হেসকে চেনে। যিনি পুরো বিশ্ব ঘুরে বেড়াচ্ছেন অজানা ও গুপ্ত জীবমন্ডলের নমুনা সংগ্রহের জন্য। খুঁজে বেড়াচ্ছেন নতুন নতুন আলাদা জীবন-কাঠামো।

মনে হচ্ছে বেশ ভালো জিনিসই পেয়েছেন।

হ্যারিংটন বললেন, "এই ধরণের পরিবেশ এই প্রথম। একটা জেনোবায়োলজিক্যাল ইকোসিস্টেম।"

জেসন ভ্রু কুঁচকে বললো, "জেনোবায়োলজিক্যাল?"

স্টেলা তার বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের উপর করা মাস্টার্স ডিগ্রির জ্ঞান জাহির করে বললো, "এটা হচ্ছে বিশেষ ধরণের আলাদা একটা ইকোসিস্টেম যেটা এই পৃথিবীর বাকি জীব ও জীবন থেকে আলাদা। আর এই কারণেই আমরা একটা বিশেষ ধরণের শ্রেণীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করছি যেখানে সকল ল্যাটিন নামের সাথে একটা এক্স যোগ করা হয়। যেন নতুন এই আলাদা প্রজাতিগুলোকে জেনোবায়োলজিক্যাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।"

জেসন একদৃষ্টে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

গন্ডোলার বাইরে, সেই শিকারি এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। আবারো সেই Scalpox-গুলোকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত। এবার পানির সমতলে এগুচ্ছে। সেই সময় নদীর মধ্য থেকে বোলিং বলের আকৃতির উজ্জ্বল একটা গোলক উপরের দিকে ধেয়ে আসলো। জেসন মুহূর্তের জন্য তার নাইট ভিশন গগলসটা সরিয়ে নিলো। গোলকটি অন্ধকারের মাঝে ফুলকির মতো বৈদ্যুতিক আলো ছড়াচ্ছে। সমুদ্রের গভির খাদে পাওয়া বায়োলুমিনিসেন্ট জীবের কথা মনে পড়ে গেলো তার। এই আলোটা পানির নিচে কোন বড় আকারের কিছু থেকে বের হচ্ছে। বড় আকারের ইলের মত কোন জন্তু।

উড়ন্ত শিকারি সেই বেলুনের মত গোলকগুলোর কাছে উড়ে গেলো। ডানা দিয়ে সেগুলোকে ঝাপটে ধরলো। স্পর্শ করার সাথে সাথে মাংস চট চট শব্দে পুড়ে গেলো। Hastax যন্ত্রনায় পাক খেতে লাগলো এবং হুড়মুড় করে পানিতে গিয়ে পড়লো।

আক্রমণটা দেখে জেসনের এঙ্গলারফিশের শিকার পদ্ধতির কথা মনে পড়ে গেলো। এটা এই রকম বায়োলুমিনিসেন্ট আলো ব্যবহার করে প্রলুব্ধ করে শিকারকে।

স্টেলা নতুন দেখা জীবটার নাম বললো, "Volitox ignis।"

জেসন নিজের জানা ল্যাটিন থেকেই ট্রান্সলেশন করতে পারলো, "ভাসমান আগুন।"

স্টেলা বললো, "এরা এখানকার অন্যতম বিপজ্জনক অধিবাসি।"

হ্যারিংটন যোগ করলেন, "Volitox-রা একইসাথে বেশ বুদ্ধিমান। তারা দলবদ্ধভাবে শিকার করে। অতর্কিত হামলা। এমনকি আমাদের সনিক অস্ত্রগুলোও তাদের বিরুদ্ধে অকার্যকর।"

স্টেলা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, "আমরা আমাদের প্রথম দিকের অভিযানে তিনজন লোক হারিয়েছি...এদেরকে ভালোমত চেনার আগে।"

হ্যারিংটন বললেন, "নিচের এই অজানা জগতটি বড়ই অস্থির। বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের কৌশলটা এখানে বেশ চাতুর্যপূর্ণ এবং ভয়ঙ্কর।"

জেসন নিচের পানির দিকে তাকালো। অন্ধকার। ওঁত পেতে থাকা জিনিসটি লুকিয়ে পড়েছে।

মনে হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকেও বেশ দক্ষ কোন কৌশল ব্যবহার করতে হবে টিকে থাকার জন্য।

দুপুর ১২:১৬

তার সেকেন্ড ইন কমান্ড বললো, "তারা চলে গেছে, স্যার।"

"জানি।"

অবজারভেশন ডেস্ক থেকে বের হয়ে আসা খালি ট্র্যাকগুলোর দিকে তাকিয়ে

আছে মেজর ডিলান রাইট। মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে। জ্বলছে যেন উরুতে বিদ্ধ হওয়া বুলেটের মত। সে এ পর্যন্ত দুজন লোক হারিয়েছে। তড়িঘড়ি করে আক্রমণ করে হ্যারিংটনকে আটকাতে গিয়েই এমনটা ঘটেছে।

বার্টোম আর চেসি, সুযোগমত তাদের দু-জনকে সম্মানিত করতে হবে। এখনও তার হাতে আরো পনেরো জন লোক আছে। এদের নিয়েই আগানো যাবে পরবর্তি কাজে।

ডিলান জিজ্ঞেস করলো, "বোমাগুলোর কি খবর? গ্লিসন কি জানিয়েছে?"

তার সেকেন্ড ইন কমান্ড, ম্যাককিনন মাথা নেড়ে বললো, "মনে হচ্ছে আমরা চলে যাবার পর এই বেইসে নতুন সিস্টেম ইনস্টল করা হয়েছে। গ্লিসন চেষ্টা করে যাচ্ছে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করার কোন উপায় বের করার জন্য। তবে মনে হয় না আধা ঘন্টার আগে তা সম্ভব হবে।"

ব্যাক ডোর পর্যন্ত পৌছাতে হ্যারিংটনের খুব একটা বেশি সময় লাগবে না।

ডিলান ষোল মাস আগে তার দলের কার্যক্রম প্রকাশ হয়ে পড়ার ঘটনাটাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে দ্রুত পালাতে গিয়ে ঘটে ওই বিপত্তি। ফলে তার পরবর্তি সকল কার্যক্রম ও অভিযানই হয়ে পড়ে ঝামেলাপূর্ণ এবং বিপজ্জনক।

ম্যাককিনন প্রস্তাব দিলো, "স্থলপথে একটা দল পাঠিয়ে দেই। সেখানে তাদের অ্যামবুশ করতে পারবো।"

"যেহেতু তারা এখানে সিকিউরিটি সিস্টেম আপগ্রেড করেছে, সুতরাং ধরে নেয়া যায় তারা সেখানেও এমনটা করবে।"

তাছাড়া, ব্যাক ডোর সাবস্টেশনটা সুদূর উপকূলীয় পর্বতচূড়ার দিকে। কোন দলই ঠিক সময়ে সেখানে পৌছাতে পারবে না হ্যারিংটনকে থামানোর জন্য।

আর কোন মতেই এটা হতে দেয়া যাবে না।

অন্তত আমার মিশন শেষ হবার আগে।

তার নিয়োগদাতার অভিধানে বিফল নামের কোন শব্দ নেই। কাটার এলয়েস সার্ভিসের জন্য তার দলকে বেশ ভালোই মূল্য দেন। মোটা অঙ্কের উৎকোচ দিয়ে তার দলকে স্টেশনের সিকিউরিটির জন্য নিয়োগ করেন। তখন থেকেই বছরের পর বছর তারা এলয়েসকে এখানকার নানা তথ্য দিয়ে আসছে। তার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে।

আর এখন তারা খেলার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে।

সফল হলে তার দলের ভাগ্যের শিকে ছিড়বে পুরো জীবনের জন্য।

ম্যাককিনন বললো, "আমাদের পরবর্তি পদক্ষেপ কি?"

তার মাথার মধ্যে নানা প্রকারের চিন্তা খেলা করছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অন্ধকার গুহার দিকে। হ্যারিংটন এখান থেকে লেজ গুটিয়ে চলে গেছে। কিন্তু ডিলান

কখনও শিকারে বিফল হয় না। বিশেষত তার চিরচেনা এমন একটা জায়গায় এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা মুহূর্তে।

তার হাত চলে গেল হোলস্টারে রাখা ঊনিশ শতকের পুরনো হাওড়া পিস্তলের উপর। অনেক পুরাতন ও দুর্লভ এই পিস্তল। এতে বিশেষভাবে তৈরি .৫৭৭ কার্ট্রিজ লোড করা আছে। হাওড়া নামটা এসেছে হাতির উপর পরানো স্যাডলের নাম থেকে।

সে এখানকার অধিবাসিদের উপর এটা পরীক্ষা করেও দেখেছে।

সে বললো, "সবাইকে প্রস্তুত হতে বলো। ক্যাটে সবকিছু লোড করো। আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করবো। যত দ্রুত পারা যায়।"

ম্যাককিনন জানালো, "প্রফেসর আমাদের থেকে বেশ অনেকটা এগিয়ে।"

"তাহলে এজন্য আমাদের কিছু একটা করতে হবে।"

দুপুর ১২:১৭

গন্ডোলার ভেতরে সবাই এখন বেশ নিশ্চুপ। সবাই ডুবে আছে নিজ নিজ ভাবনায়। গ্রে খেয়াল করলো মাইলেজ ইন্ডিকেটরটা নিচের দিকে। আর মাত্র চার ভাগের এক ভাগ পথ বাকি আছে। ব্যাক ডোরে পৌছতে আর সামান্য পথ বাকি।

সে পেছনে ফেলে আসা জগতটা নিয়ে ভাবছে। সামনে আরও অনেক অজানা বিষয় অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে সে চাচ্ছে যত বেশি পারা যায় তথ্য জানতে।

শেষমেশ সে নিরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলো, "এগুলো এসেছে কোত্থেকে? এখানকার এই ইকোসিস্টেমটা সূর্যের আলো ছাড়া কিভাবে এতোটা দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারলো।"

হ্যারিংটন বললেন, "তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু আমার নিজস্ব একটা ধারণা আছে। কিভাবে এই ইকোসিস্টেমটা টিকে আছে। এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি গভির সমুদ্রের তলদেশের হাইড্রোথার্মাল কন্ডিশনে বসবাসকারী জীবদের থেকে খুব বেশি একটা আলাদা না। সমুদ্রের এতোটা গভিরে, ভয়ঙ্কর অন্ধকারে এবং এমন উচ্চ তাপমাত্রায় জীবন্ত কিছু পাওয়া যাবে কারও ধারণাই ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি একটা পথ ঠিকই বের করে নিয়েছে। এখানেও একই ব্যাপার। আরেকটু বড় পরিসরে।"

হ্যারিংটন হাত দিয়ে ইশারা করে বহমান পানির স্রোতের দিকে দেখিয়ে বললেন, "এখানকার ইকোসিস্টেমটা সূর্যালোক বা ফটোসিনথেসিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন কেমিক্যালের উপর ভিত্তি করে। যাকে বলে কেমোসিনথেসিস। কেমোঅটোট্রেফিক ব্যাকটেরিয়া থেকে এর শুরু হয়। এদের খাদ্য হাইড্রোজেন সালফাইড বা মিথেন। এখানকার স্থানীয় জিওথার্মাল বিভিন্ন এক্টিভিটির কারণে এই গুহায় বিভিন্ন কেমিক্যাল জমা হয়। ব্যাকটেরিয়াগুলো পরবর্তিতে পুরু

আবরণ তৈরি করে অনেকটা উপরের সূর্যালোকিত পৃথিবী পৃষ্ঠে থাকা ঘাসের মত। এটাই পরবর্তি নানা বৈচিত্রময় জীবনের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।"

স্টেলা বললো, "কিন্তু এমনকি কেমোসিনথেসিসও কিভাবে এগুলো তৈরি হয়েছে তা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেমন একটু আগে বাবা যেটা বললেন, এখানকার জীবগুলো জেনোবায়োলজিক্যাল। পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা যেকোন জীবের চেয়ে আলাদা।"

জেসন জিজ্ঞেস করলো, "কিভাবে আলাদা?"

স্টেলা বললো, "এই ইকোসিস্টেমে পাওয়া জীবগুলো ডিএনএ ভিত্তিক না। আলাদা জেনেটিক কাঠামোর একটা সিস্টেম যার নাম এক্সএনএ।"

গ্রে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পাওয়া খবরে এটা শুনেছে। ড. হেস কিভাবে সিনথেটিক অর্গানিজম তৈরি করেছেন এক্সএনএ'র সাহায্যে। ডিএনএ'র সাধারণ সুগার অণুকে বিষাক্ত আর্সেনিক ও আয়রণ ফসফেটের এক মিশ্রণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। এখানকার ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই একই রকম।

সে জিজ্ঞেস করলো, "আসলে এই এক্সএনএ জিনিসটা কেন আলাদা?"

হ্যারিংটন বললেন, "এটা সবদিক দিয়েই আলাদা। রিচার্ড ডকিন্স আমাদের জিনকে বলেছেন স্বার্থপর জিন। বিবর্তন প্রক্রিয়ার তাগিদে আমাদের জিনগুলো অন্যান্যদের চেয়ে বহুগুণে বেড়েছে। আমি যদি এক্সএনএ সম্পর্কে বলি, তাহলে বলতে পারি এটা শিকারি জিন।"

"শিকারি?"

"এই প্রাকৃতিক ভূ-খন্ডে আমাদের গবেষণা থেকে এবং ল্যাবে তৈরি করা কৃত্রিম এক্সএনএ-কে যাচাই করে আমরা যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে...এই জিনগুলো সুযোগ-সন্ধানি টাইপের এবং সাধারণ ডিএনএ'র তুলনায় অতিমাত্রায় পরিবর্তনশীল। দ্রুত বিবর্তনে সক্ষম। এক্সএনএ জিনগুলো শুধুমাত্র স্বার্থপরই নয় সেই সাথে সব সময় পুরো কর্তৃত্ব দখলের জন্য উদগ্রিব থাকে। জিনগুলোর ফেনোটাইপিক এক্সপ্রেশন থেকে এটা বোঝা যায়। এরা অর্গানিজম তৈরি করে যেগুলো চরম আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে, স্থিতিস্থাপক এবং অতিমাত্রায় অভিযোজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত। পরে সেগুলোকে যে কোন ধরণের পরিবেশে ছড়িয়ে দেয়। আর সেগুলো আস্তে আস্তে দখল করে নেয় সবকিছু।"

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "আর ড. হেস এরকম একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল জিন নিয়ে গবেষণা করছিলেন?" বোঝাই যায় তার সৃষ্টিকে ধ্বংস করাটা কেন এত কঠিন।

"আমি তাকে সাবধান করেছিলাম পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে জিনিসটা এতো নাড়াচাড়া করা ঠিক হবে না, বলেছিলাম অন্তত তার গবেষণা এ জায়গায় করার জন্য। সে আমার কথায় কান দেয়ার লোক না।"

"তিনি আসলে কি করতে চাচ্ছিলেন?"

"কেন্ডাল বিশ্বাস করতো সে এক্সএনএ'র ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো খুঁজে বের

করতে পারবে, একটি খোলকের ভিতর একে তৈরি করেছে যা বিপন্ন প্রাণীদের টিকা হিসেবে দেয়া যাবে, শুধু বিপন্ন না প্রায় সকল প্রাণীদের, যেন তারা আরো শক্তিশালি, আরো বেশি অভিযোজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে পারে। মোকাবিলা করতে পারে গ্লোবাল ফোর্সগুলোর যেগুলো আমাদেরকে এই ষষ্ঠ বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।"

"তবে এটা কি সম্ভব, এক্সএনএ-কে ডিএনএ-তে রূপান্তর করা?"

"হ্যা। ল্যাবে এক্সএনএ নিয়ে গবেষণা চলছে। এখন পর্যন্ত জানা গেছে জেনোবায়োলজিক্যাল এই প্রোডাক্টগুলো যে কোন প্রকার জীবন্ত অর্গানিজমকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। তো থিওরিটিক্যালি এটা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে ঝুঁকিটা অনেক বেশি।"

গ্রে বললো, "প্রফেসর, আপনি বলেছিলেন আপনার নিজস্ব একটা ধারণা আছে কিভাবে এখানে জীবন বিকাশ লাভ করেছে।"

হ্যারিংটন মাথা নেড়ে বললেন, "আপাত দৃষ্টিতে এটাকে একটা অনুমান বলা চলে। যদি পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় তবে আমি এটা প্রমাণ করতে পারবো।"

"আপনার থিওরিটা কি?"

"তোমার কি মনে আছে যে আমি বলেছিলাম এই গুহা এলাকাটা এই মহাদেশের অধিকাংশ জায়গা পর্যন্ত বিস্তৃত?"

"নদী, লেক ও বরফের সুড়ঙ্গ দ্বারা আন্তঃসংযুক্ত একটা ব্যবস্থা।"

"এন্টার্কটিকার উপরের পৃষ্ঠটা বরফাচ্ছাদিত ঠান্ডা এবং দেখে মনে হয় অপরিবর্তনীয়। কিন্তু অনেক মাইল নিচে পরিবেশটা উত্তপ্ত এবং আর্দ্র। তলে তলে গড়ে উঠেছে জলাভূমি যা সহস্রাব্দ বছর ধরে পৃথিবীর কাছে লুকানো। যেমন ধরো, লেক ভস্টকের কথা, এটি আমাদের পরিচিত যেকোন বিখ্যাত লেকের মত বড় এবং দ্বিগুণ গভির। পনেরো মিলিয়ন বছর ধরে এটি বরফের নিচে আবদ্ধ। তারপর আবার এই বরফের নিচে নানা জিওথার্মাল এক্টিভিটি ঘটে চলেছে। তুমি কি জান আমার এক গ্ল্যাসিয়লজিস্ট বন্ধু পশ্চিম এন্টার্কটিকার নিচে প্রায় আধা মাইল লম্বা একটা সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেছে। যা থেকে লাভা নির্গত হচ্ছে। এটাই এই মহাদেশের প্রকৃত বিচিত্র আর বিস্ময়কর চেহারা।"

"আচ্ছা যদি এই গুহা এলাকাটা মহাদেশের নিচে দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত থাকেও, তারপরও এটি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে যে এই ইকোসিস্টেমটা কিভাবে গড়ে উঠেছে?"

"এখন পর্যন্ত আমরা যতোটুকু আলোচনা করেছি তা যদি বিবেচনা করো, তাহলে দেখবে এই সুড়ঙ্গগুলোর গতিপথ সুদূর পূর্ব এন্টার্কটিকার একটা বিশাল গর্তের দিকে নির্দেশ করছে। উইকস ল্যান্ড নামের একটা জায়গা। এটা ২০০৬ সালে আবিষ্কার করা হয়। বিস্তৃতি তিনশত মাইল। হিসেব করে দেখা গেছে এরকম একটা গর্ত সৃষ্টিকারী উল্কাপিন্ডের আকার ডাইনোসরদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া উল্কাপিন্ডের আকারের চেয়ে চারগুণ বড়। কারও কারও ধারণা এই জিনিসটি পৃথিবীর তৃতীয় গণ-বিলুপ্তির সাথে

জড়িত: পারমিয়ান-ট্রায়োসিক এক্সটিঙ্কশন। যার ফলে প্রায় সকল জলজ জীব এবং স্থলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জীব পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

"ঠিক আছে, কিন্তু মিলটা কোথায়?"

"প্রথমত, ওই উল্কার আঘাতজনিত কারণে সম্ভবত এই গুহা সিস্টেমটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে যখন পৃথিবীর প্রায় সকল প্রজাতি মারা পড়ে, কিছু সংখ্যক এক্সএনএ'র বীজ এই খালি ইকোসিস্টেমে আস্তানা গাড়ে এবং আস্তে আস্তে পরিপূর্ণ করে তোলে। একেবারে বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা। তবে এই ব্যাখ্যাটা আরেকটা সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে আসে।"

"কি সেটা?"

অবিশ্বাস্যভাবে উত্তরটা আসলো জেসনের কাছ থেকে, "প্যান্সপারমিয়া।"

হ্যারিংটন হেসে বললেন, "ভেরি গুড।"

গ্রে থিওরী অফ প্যানসপারমিয়ার সাথে পরিচিত। এই মতবাদ বলছে, পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ ঘটেছে উল্কার মাধ্যমে। উল্কা কোন সুদূর থেকে বয়ে এনেছে জীবনের বীজ।

হ্যারিংটন বললেন, "মনে রেখো মহাশূন্যের এই সুদূর পথ কেবলমাত্র কোন শক্তিশালি ও সহনশীল অণুর পক্ষেই পাড়ি দেয়া সম্ভব।"

গ্রে বললো, "এক্সএনএ'র মতো।"

"একদম ঠিক। কিন্তু যা বললাম, এটা শুধুমাত্র একটা মতবাদ। যদিও বলা যায় যথেষ্ট কৌতুহলী। এটা কি হতে পারে কোন এলিয়েন ভুবনের উদাহরণ অথবা অন্ততপক্ষে কোন ভিন্ন জেনেটিক ধারার জীবনের পথ।"

তাদের যুক্তিতর্ক আরো এগুনোর আগেই গন্ডোলা দুলে উঠলো। তারা এখন মসৃন একটা ঢাল বেয়ে নেমে চলেছে। গ্রে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। সামনে গুহাময় সুড়ঙ্গটা বোতলের মুখের ন্যায় সরু হয়ে গেছে।

হ্যারিংটন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "তুমি আগে জিজ্ঞেস করেছিলে যে আমি কিভাবে জানলাম আমাদের আগে অন্য কেউ এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছে। ওদিকে তাকাও।"

সামনে ধূসর একটা কাঠামো। উচ্চতা ছাদ স্পর্শ করার মতো। এটা একটা ডুবজাহাজের কনিং টাওয়ার। সাবমেরিনটির চুরুট আকৃতির দেহের বেশিরভাগ অংশই নদীর উপর পৃষ্ঠ থেকে দেখতে তীরে থাকা তিমির মতো দেখায়।

তাদের বাহনটা সেই পুরাতন জাহাজের পাশ দিয়ে যাবার সময় গ্রে টাওয়ারের দিকে একটা প্রতীক খেয়াল করলো।

কালো একটা ক্রস এবং তার মাঝে একটা সাদা সাবমেরিন।

হ্যারিংটন বললেন, "জার্মান। ক্রিগসমেরিন এর দশম নৌবহরের অংশ।"

একটি নাজি ইউ-বোট।

হ্যারিংটন ব্যাখ্যা করলেন, "এই সুড়ঙ্গগুলো একদা পানিতে পুরোপুরি প্লাবিত ছিল। কিছু আলামত থেকে আমরা বুঝেছি, জার্মানরা টর্পেডোর সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পথ তৈরি করে এখানে এসেছে। কিন্তু তারা আর সামান্যই যেতে পেরেছে। তাদের পেছনের গুহার ছাদ ধ্বসে পড়ায় তারা এখানে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।"

সবকিছুকে পেছনে ফেলে তারা এগিয়ে যেতে থাকলো। কিন্তু খুব বেশি দূর যাওয়ার আগেই গন্ডোলা কাত হয়ে থেমে গেলো। উপরে লাগানো ট্র্যাক থেকে ঝুলছে। হ্যারিংটন লাল লিভার ধরে টানাটানি করছেন। চালু করার চেষ্টা।

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "সমস্যা কি?"

হ্যারিংটন ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডিলান রাইট। সে নিশ্চয়ই কন্ট্রোল বক্সে পৌঁছে গেছে।"

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি এটা আবার চালু করতে পারবেন?"

কোন ধরণের স্পর্শ ছাড়াই গন্ডোলা পেছনের দিকে চলতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বেইসের দিকে।

রাইট নিশ্চয়ই আমাদেরকে টেনে আগের জায়গায় নিয়ে আসতে চাচ্ছে।

হ্যারিংটন উপরের দিকে একটা লাল প্লাস্টিকের হ্যান্ডল ধরে জোরে টান দিলেন। বিকট একটা শব্দ হলো এবং গন্ডোলা থেমে গেলো। বললেন, "আমি কপিকলের দড়ি থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি।"

প্রফেসরের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।

তাদের এখন পানিতে মরতে হবে।

অধ্যায় ২০

৩০শে এপ্রিল, সকাল ৮:১৮, এএমটি
বোয়া ভিসতা, ব্রাজিল

অতর্কিত হামলায় সবাই বিহ্বল। গান ফায়ারে পুরো ক্যাফে তছনছ হয়ে যাবার সময় জেনা একটা টেবিলের উল্টোদিকে লুকিয়ে পড়ে।

এক মুহূর্ত আগে মুখোশপরা তিনজনের একটা দল কিচেন থেকে বেরিয়ে গেছে। তাদের কাঁধে রাইফেল ঝোলানো। একই সময় সামনের জানালার কাঁচ ঝনঝন করে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের পেছনে। রাস্তার দিক থেকে কেউ গুলি করেছে।

ড্রেইক দ্রুত তাকে সরিয়ে নেয়ায় সে এখনও পর্যন্ত জীবিত। প্রথম গোলাগুলির সময় ড্রেইক তার নিচের চেয়ার লাথি দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং সে পড়ে যেতে থাকলে তাকে ধরে ফেলে। তার অধিনস্থ একজন মেরিন তৎক্ষণাত সামনের টেবিলটা উল্টিয়ে ফেলে গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য। তার সহযোগি স্মিট আক্রমণকারীদের দিকে গুলি ছুড়তে থাকে।

জেনা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "পেইন্টার..."

পেইন্টার তখনও রাস্তায়।

ড্রেইক বললো, "আমি দেখছি, তুমি এখানে থাকো।"

ড্রেইক ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। রাইফেলের বিপক্ষে পিস্তলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল।

নিশ্চয়ই পেইন্টার পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করছে।

"মনে হচ্ছে সে আহত। ম্যালকম, স্মিট আমাকে কাভার করো।"

জেনা তার প্যাকের দিকে এগিয়ে গেলো। সেখান থেকে তার অস্ত্রটি নিয়ে নিলো।

ম্যালকম হামাগুড়ি দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে আসলো। তার কান দিয়ে রক্ত ঝরছে।

জেনা দাঁড়িয়ে তার জায়গায় চলে গেলো। তার গ্লক দিয়ে গুলি করতে শুরু করলো। এগুতে থাকা একটা গানম্যান সাথে সাথে পিছিয়ে গেলো।

সে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে দ্রুত ক্যাফেটা পর্যবেক্ষণ করে দেখলো। মেঝের চারদিকে পড়ে আছে অনেকগুলো দেহ। টাইলসের উপর রক্তের ধারা। সে সামান্য নাড়াচাড়া টের পেলো। কিছু কাস্টমার ও কর্মচারি তখনও জীবিত।

কিন্তু আরেকটা নাড়াচাড়া তার পুরো দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

কাউন্টারের পেছনের একটা আয়না ভেঙে তছনছ হয়ে গেলো। আয়নার অবশিষ্ট

অংশের মাঝে সে দেখতে পেল শত্রুদের একজন হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল রিলোড করছে।

এরচেয়ে আর ভালো সুযোগ পাওয়া যাবে না...

সে প্রথম গানম্যান বরাবর গুলি ছুড়লো। চিৎকার করে দুই মেরিনকে বললো, "এখনই!"

এরচেয়ে বেশি কিছু বলার সময় নেই। সে দ্রুতবেগে টেবিলের পেছন থেকে বেরিয়ে গেলো এবং কাউন্টারের দিকে দৌড়ালো। আশা করলো দুই মেরিন ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

তারা বুঝতে পারলো।

ম্যালকম এবং স্মিট তার পাশে ঘুরে রাইফেলধারি বরাবর গুলি ছুড়লো। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো তার দেহ।

ম্যালকম সজাগ দৃষ্টি রেখে কিচেনে উঁকি দিলো। পেছন ফিরে তাদের দিকে আসতে আসতে বললো, "এখানে সব ক্লিয়ার।"

ম্যালকম মাটিতে লুটিয়ে পড়া লোকটি বরাবর অস্ত্র তাক করলো।

জেনা বললো, "না। এর কাছ থেকে কথা বের করার প্রয়োজন হতে পারে।"

সে তার গ্লক লোকটির দিকে তাক করে বললো, "আমি একে দেখছি। তোমরা পেইন্টার আর ড্রেইককে সাহায্য করো।"

সকাল ৮:২০

ড্রেইক বললো, "তারা আমাদের ঘিরে ফেলছে।"

ব্যাপারটা পেইন্টারও ধরতে পেরেছেন। তারা মেটাল ট্র্যাশ বিনের পেছনে লুকিয়ে আছে। বিনের আকার দুইজন লুকিয়ে থাকার মত না। রাস্তার দিক থেকে গুলি করছে শত্রুরা।

দুর্ভাগ্যবশত, শত্রুরা একটু বাড়তি সুবিধা পেয়ে গেছে। একসারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার একপাশে। তাদের জন্য বেশ ভালো আড়াল।

তারপরও যদি ড্রেইক সময়মত জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে না আসতো পেইন্টারের অবস্থা সঙ্গিন হতে পারতো।

গানারি সার্জেন্টের আকস্মিক আগমনে তিন আক্রমণকারী রাস্তা থেকে সরে পার্ক করা গাড়ির পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। এবার তারা বিভক্ত হয়ে দুইজন গাড়ির পেছনে নিচু হয়ে ডান ও বাম দিকে যেতে থাকলো। তৃতীয়জন পূর্বের জায়গায় থেকেই গুলি ছুড়তে লাগলো। গুলি ময়লার বিনে বাড়ি খেয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

ড্রেইক ও পেইন্টার বেশ ভালো ফাঁদেই পড়েছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দুই আক্রমণকারী সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যাবে। তাদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাবে।

পেইন্টার নতুন ম্যাগাজিন ঢুকাতে ঢুকাতে বললেন, "আমি তোমাকে কাভার করছি। তুমি ভেতরে চলে যাও। সবাইকে নিয়ে পেছন দিকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করো।"

ক্যাফের ভিতরটা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। বিষয়টা ভালো বা মন্দ দুটোই হতে পারে।

সেই মুহূর্তে ক্যাফের ভাঙা জানালার ভেতর থেকে প্রচন্ড গুলি বর্ষণ শুরু হলো। গুলিতে বাম দিকের অস্ত্রধারির কাঁধের দিকটা ঝাঝরা হয়ে গেলো। ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে রক্ত। আর ডান দিকের অস্ত্রধারির কপালেও জুটলো একই পরিণতি। আক্ষরিক অর্থেই কপালে।

তৃতীয়জন নিচু হয়ে একটা পুরনো মডেলের ভলভো গাড়ির পেছনে আড়াল নিলো। পরিস্কার বুঝতে পেরেছে পাশার দান উল্টে গেছে।

ড্রেইক পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে বললো, "আর একটা বাকি। এটাই মেরিনদের আসল কাজ।" তারপর তার দুই সহযোগিকে নিশ্চিত করার জন্য ইশারা করলো।

পেইন্টার বললেন, "তাকে জীবিত ধরার চেষ্টা করো।"

তার অনাগত পরিণতি বুঝতে পেরে লোকটি চিৎকার করে কথা বলা শুরু করলো। তবে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নয়। মোবাইল বা রেডিওতে। সম্ভবত সাহায্যের জন্য আবেদন।

পেইন্টার স্পেনিশ ভাষায় বলা কিছু শব্দ বুঝতে পারলেন। কিন্তু বাকি কথাগুলো অন্য কোন অজানা মিশ্র আঞ্চলিক ভাষা। স্পেনিশে বলা একটা শব্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। এটা বারবার বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলা হচ্ছিল।

Mujer।

পেইন্টার ক্যাফের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করলেন। *Mujer মানে মহিলা।*

পেইন্টারের হৃদপিন্ড ধ্বক করে উঠলো, "জেনা কোথায়?"

বাইরে থাকা শুটারের রিস্ক উপেক্ষা করে পেইন্টার দ্রুত পড়িমড়ি করে ক্যাফের ভিতর ঢুকলেন। একহাতে পিস্তল ধরে রেখে একে একে টেবিল, মৃতদেহ, কাউন্টার ও কিচেন পরিক্ষা করে দেখলেন।

রাস্তার দিক থেকে গুলির শব্দ কানে এলো তার।

এক মুহূর্ত পর ড্রেইক দৌড়ে ভেতরে ঢুকলো। তার চেহারায় অনিশ্চয়তা, ভীত ও দলের একজন সদস্যের জন্য উদ্বেগের ছাপ।

সে জিজ্ঞেস করলো, "জেনা?"

পেইন্টার রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "নেই। তৃতীয় শুটার কোথায়?" সে-ই একমাত্র সুযোগ কে বা কারা জেনাকে তুলে নিয়ে গেছে সেটা বের করার।

ড্রেইকের চেহারা আরো মলিন হয়ে গেলো। "সে আত্মহত্যা করেছে।"

মৃত।

পেইন্টার জোরে নিঃশ্বাস নিলেন।

তাকে আমরা হারিয়েছি।

সকাল ৮:২২

জেনা প্রচন্ড ব্যথা টের পেলো। চারপাশ মনে হচ্ছে খুব বেশি আলোকিত এবং খুব বেশি কোলাহলপূর্ণ। সে দ্রুত বর্তমান অবস্থা পরখ করে দেখলো।

তার গালের বা পাশ থেকে রক্ত ঝরছে।

সে আক্রমণের ঘটনাটা চিন্তা করলো। সে ক্যাফের কাউন্টারের পেছনে ছিল। দেখছিল ম্যালকম আর স্মিট জানালার ওপারে রাস্তার দিকে গুলি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। গোলাগুলির শব্দে সে কিচেন থেকে তার আক্রমণকারীর আগমনের শব্দ শুনতে পায় নি। সতর্কতাস্বরূপ যা বুঝতে পেরেছিল তা হচ্ছে হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ।

সে ঘুরেই দেখলো কালো কাপড় পরা একজন মহিলা তার থেকে এক কদম দূরে। বিশেষ ভঙ্গিতে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো মেঝের ভাঙা কাঁচের টুকরো থেকে বাঁচার জন্য না। নিঃশব্দে চলাচলের জন্য।

জেনা কিছু করার আগেই সে তার দিকে ঝুঁকে এসে পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো। তার চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসলো। সে জ্ঞান হারালো।

"আমি কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম?"

তার ধারণা খুব একটা বেশি সময় নয়। এক বা দু মিনিট।

সামনের সিট থেকে লম্বা কালো চুলের একজন তার দিকে তাকালো। জেনাও তার দিকে তাকালো। তার হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

হঠাৎ রিংটোন বেজে উঠলো। ড্রাইভার একটা সেলফোন তার হাতে দিলে মহিলা ঘুরে গেলো। ফোন কানে দিয়ে বললো, "*Oui*, "আবার জেনার দিকে তাকিয়ে বললো, "*Oui, iÕai fini*।"

জেনা বুঝতে পারছে তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। কেউ একজন নিশ্চিত হতে চাচ্ছে যে তাকে সত্যিই অপহরণ করা হয়েছে বা কমপক্ষে আমেরিকান দলের যে কোন একজনকে।

সে অবশিষ্ট কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। কিন্তু সে ফ্রেঞ্চও জানে না। তারপরও সে অনুমান করতে পারছে অপর পাশে কে আছে।

কাটার এলয়েস।

সম্ভবত তিনি গেস্টহাউসটি পাহারার জন্য লোক নিয়োগ করেছেন। নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে বোয়া ভিসতায় এমিকে কেউ অনুসরন করছে কিনা। অথবা হতে পারে ওই মালিককে যতটা ভালো মনে হয়েছে সে ততটা ভালো নয়। হয়তো সে তাদের খোঁজ নেবার ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে। যেটাই হোক কাটার নিশ্চয়ই স্থানীয় কোন দলকে আদেশ দিয়েছেন যে অ্যামেরিকান দলের যে কাউকে ধরে নিয়ে

আসার জন্য। যেন তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন, পৃথিবীবাসি তার সম্পর্কে কতটা জানে। তার অপারেশন সম্পর্কে কতটা জানে।

মৃত ব্যক্তি হিসেবে তিনি মৃতই থাকতে চান।

জেনা ড্রেইক এবং বাকিদের ব্যাপারে চিন্তা করছে। তারা কি গোলাগুলিতে পেরে উঠেছে? সে প্রার্থনা করলো যেন সেটাই হয়। কিন্তু তাতে তার আশান্বিত হবার কারণ নেই। তারা তাকে কোনভাবেই খুঁজে পাবে না।

সে চারপাশে তাকিয়ে আবারো এই গভির সত্য অনুধাবন করলো।

যা কিছু এখন নিজেকেই করতে হবে।

কয়েক মিনিট পর গাড়ি হার্ড ব্রেক করে দাঁড়ালো। সামনের জানালা দিয়ে দেখতে পেলো বিরাট এক ঘিঞ্জি বস্তি। তবে এটা তার অপহরণকারীদের গন্তব্য নয়।

ময়লা একটা প্যাডে একটা পুরনো হেলিকপ্টার রাখা। এর পাখা ইতোমধ্যেই ঘুরতে শুরু করেছে। ছাড়ার জন্য প্রস্তুত।

জেনা বেশ হতাশ।

তারা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

সকাল ৮:৩২

কেন্ডাল এখনও কাটারের মেইন ল্যাবে, লেভেল ফোর বায়োসেইফটি ফ্যাসিলিটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে কিছু টেকনিশিয়ান কাজ করছে। তাদের পরনের পোশাকগুলো হলুদ রঙের এয়ার হোসের সাথে যুক্ত। কিছুক্ষণ আগে কাটার একটি কল রিসিভ করার জন্য দূরে চলে গেছেন। কেন্ডাল গভিরভাবে নিঃশ্বাস নিলেন। এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন শয়তানটাকে সাহায্য করবেন কি না।

যদি না করি তাহলে পুরো পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

আর যদি করি, তাহলেও কি শেষ পরিণতি একই হবে?

তিনি একেবারে খাদের কিনারায়। তার সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে একটা প্রশ্নের উত্তরের উপর। কেন্ডালের বঠখচ নিয়ে কাটারের প্ল্যানটা কি? কাটারের পারফেক্ট এম্পটি শেলের ভীতিকর বর্ণনাটা তার মনে পড়ে গেলো।

একটা ট্রোজান হর্স...নিখুঁত একটা জেনেটিক ডেলিভারি সিস্টেম।

কাটার নিশ্চয়ই খালি শেলটিকে কিছু দিয়ে ভর্তি করার ফন্দি আটছে...কিন্তু কথা হচ্ছে...কি দিয়ে?

তাকে কি বিশ্বাস করা যায়? সে বলেছে সে ঐ খালি শেলের ভেতর যাই ঢোকানোর পরিকল্পনা করুক তাতে একজন লোকেরও প্রাণহানি হবে না।

ক্যানডালের মনে নানা বিষয় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারছেন না। তবুও ভালো যে ফোনকলের কারণে চিন্তা করার কিছুটা সময় পাওয়া গেছে।

অপ্রত্যাশিত সময়টাতে তিনি আশেপাশের কোয়ারেনটিন এরিয়াটা দেখে নিচ্ছেন। লেভেল ফোর ল্যাবটা আধুনিক ডিএনএ অ্যানালাইসিস ও ম্যানিপুলেশনের যন্ত্রপাতিতে ভরা।

পেছনের ওয়ালে গ্লাস ডোরের বিশাল রেফ্রিজারেটেড ইউনিট। গ্লাসের ওপাশে সারি সারি বোতল সজ্জিত।

এগুলোতে কি রাখা থাকতে পারে তা চিন্তা করে তার শিড়দাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেলো। রেফ্রিজারেটরের পাশে থাকা পাশাপাশি চারটি রুমই তার আতঙ্কের মূল কারণ। প্রতিটা রুমে বিভিন্ন মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি রাখা। একটা রুমে সাধারণ এক্স-রে মেশিন রাখা। তার পাশেরটাতে একটা সিটি স্ক্যানার। শেষ দুটি রুমে রাখা ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স স্ক্যানার এবং একটা চউএ- পজিট্রন ইমিশন টোপোগ্রাফি স্ক্যানার। ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স স্ক্যানার ব্যবহার করা হয় টিস্যুর ভেতরের নানা জিনিস পর্যবেক্ষণের জন্য। আর পিইটি দিয়ে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল কাজের ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করা হয়।

এই জিনিসগুলো এখানে কেন রাখা সেটা সহজেই বুঝা যায়।

কাটার এনিমেল টেস্টিং এ অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে কতদূর?

এমন সময় কাটার ফিরে আসলেন। তার ভাব-ভঙ্গি এখন অনেকটা রিল্যাক্সড। বললেন, "মনে হচ্ছে আগে আমাদেরকে একজন অতিথিকে স্বাগত জানাতে হবে। তবে তারও আগে আমাদের অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হবে, ঠিক না, কেন্ডাল?"

কেন্ডাল বিএসএল ফোর ল্যাবের দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, "তুমি দিব্যি করে বলছো, যদি আমি তোমাকে সাহায্য করি, যদি আমার কৌশলটা তোমাকে শেখাই, তবে কেউ মারা পড়বে না?"

কাটার বললেন, "আমি তোমার টেকনিকটা যে কাজে ব্যবহার করবো সেটা প্রাণঘাতি কিছুই না।" কাটার তার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ধরতে পেরে বললেন, "ছোট্ট কয়েক মিনিটের একটা ভ্রমণ করে আমি তোমার মনের সন্দেহ দূর করে দিতে পারবো।"

কাটার ঘুরে চলতে শুরু করলেন। কেন্ডাল দ্রুত তাকে অনুসরণ করলেন। তার পেছনে ম্যাটিও। তার ছায়াসঙ্গি।

কেন্ডাল জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

কাটার তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বালকসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, "খুব সুন্দর একটা জায়গায়।"

তারা প্রধান জেনেটিক হলঘর ছেড়ে লম্বা টানেলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলছেন।

কাটার লম্বা লম্বা পদক্ষেপে হাঁটছেন। বললেন, "আসলে তোমার আর আমার মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই।"

কেন্ডাল আপত্তি করার প্রয়োজন মনে করলেন না।

"আমরা উভয়েই এ পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তিত। উদ্বিগ্ন এর ভবিষ্যত নিয়ে। সংরক্ষণের নামে যে চেষ্টা হচ্ছে তার পুরোটাই বৃথা। আধুনিকায়নের জোয়ারে ভেসে আমরা যে পরিবর্তনটা করে ফেলেছি তার অনেকটাই চলে গেছে নিয়ন্ত্রনের বাইরে। অতিলোভি মানুষের ক্ষুধা বেড়েই চলেছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে কমছে আমাদের দূরদৃষ্টি। সংরক্ষণের নামে চলছে প্রহসন। এখানে সেখানে সংরক্ষণের নামে ডামাঢোল পেটানোর মানে কি যেখানে পুরো ইকোলজিটাই ধ্বংসের পথে?"

কেন্ডাল বললেন, "ক্যালিফোর্নিয়ায় বসে এরকমই একটা বির্পযয়ের সমাধানের চেষ্টা করছিলাম আমি। পুরো সিস্টেমের জন্য একটা কার্যকরি সমাধান।"

কাটার তাচ্ছিল্য করে বললেন, "চেষ্টা করছিলে XNA এর দৃঢ়তা এবং অনন্য অভিযোজন ক্ষমতা অন্য বিপন্ন প্রজাতিগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে? তুমি যা করতে চাচ্ছিলে তা হচ্ছে একটা জীবমন্ডল থেকে ধার করে বিপন্ন আরেকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা।"

কেন্ডালের মেরুদন্ড শক্ত হয়ে গেলো। তার মানে কাটার জানে তিনি কি করতে চাচ্ছিলেন। এর বৈজ্ঞানিক নামটা হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটেড অ্যাডাপটেশন। মূল বিষয়টা হচ্ছে ডিএনএ কে এমনভাবে দুর্ভেদ্য এবং শক্তিশালি করা যেন কোন প্রজাতি আরো বেশি রোগ প্রতিরোধি হতে পারে বা ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। তিনি তার কাজের জন্য অনুতপ্ত নন। তার রিসার্চটা ছিল অনেক সম্ভাবনাময়। এতে অনেক বিপন্ন প্রজাতিকে আসন্ন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা যেত। যদিও তার রিসার্চটা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তিনি যা তৈরি করেছেন সেটা যথেষ্ট গোলমেলে এবং বিপজ্জনক। এটা যা পায় তা-ই দখল করে নেয়। ধ্বংস করে দেয় আশেপাশের সকল ডিএনএ কে।

এটা কখনই উন্মুক্ত করে দেবার মতো না।

কেন্ডাল কিছুটা রাগত স্বরে বললেন, "তাহলে তোমার মতে আমাদের আর কি করার আছে? আমরা কি চুপ করে বসে থাকবো?"

কাটার তার দিকে ঘুরে বললেন, "কেন নয়। প্রকৃতির নিজস্ব একটা ধারা আছে। তার পথ থেকে সরে দাঁড়াও। প্রকৃতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় উদ্ভাবক। এটা আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দেবেহয়তো ঐরকম নয় যেমনটা তুমি চাও বা যাঁর সাথে তুমি পরিচিত। শেষমেশ বিবর্তনপ্রক্রিয়া এই গণমৃত্যুর ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থান পূরণ করে দেবে। অতীতের পাঁচটি গণবিলুপ্তিই পরবর্তিতে বেশ বড় আকারের বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তুমি মানব প্রজাতির দিকে তাকিয়ে দেখো, ডাইনোসর নামক প্রজাতিটিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়েছে যেন আমরা বেড়ে উঠতে পারি। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নতুন একটা প্রজাতি জন্ম নেয়।"

কেন্ডাল ডার্ক ইডেনের এই মতবাদটি অনেকবার শুনেছে, "বড় আকারের একটা

গণবিলুপ্তি একটা নতুন জেনেসিসের আগমন ঘটায়।"

কাটার মাথা নেড়ে বললেন, "একটি নতুন ইডেনের সূচনা।"

কেন্ডাল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "তোমার যুক্তিতে খুবই মৌলিক একটা খুঁত আছে।"

"সেটা কি?"

কেন্ডাল বললেন, "বিলুপ্তি একটি দ্রুত প্রক্রিয়া আর বিবর্তন অনেক ধীর।"

কাটার তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে বললেন, "একদম ঠিক! বিলুপ্তি সব সময়ই বিবর্তনের চেয়ে দ্রুত। কিন্তু যদি আমরা বিবর্তনকে দ্রুত করে দেই তাহলে?"

"কিভাবে?"

"দেখাচ্ছি তোমাকে।"

কাটার একটি পাতলা স্টিলের দরজার কাছে গেলেন। গলায় ঝোলানো কি-কার্ড হাতে নিয়ে বললেন, "সংরক্ষণের ধরণটা এমন হওয়া উচিত যে একটি প্রাণ কেমন ছিল তাতে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে সামনে কেমন হতে হবে তাতে গুরুত্ব দেয়া এবং সে অনুযায়ি পরিচর্যা করা।"

"আমরা কিভাবে বুঝবো যে সামনে কি ঘটবে?"

"সেটা আমরা নির্ধারণ করে দেবো। আমরা বিবর্তনকে নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করে দেবো।"

কেন্ডাল হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কাটার হাতের কার্ডটা দিয়ে ঘষা দিলেন। স্টিলেন দরজাটি খুলে যেতে থাকলো।

কেন্ডাল বিড়বিড় করে বললেন, "এটা অসম্ভব।" অসম্ভব বললেও তিনি নিজেও খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারছেন না। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিএনএ সংশ্লেষণ এখন এরকম অবস্থায়ই পৌঁছে গেছে।

কাটার দরজা খুলতে খুলতে বললেন, "কোন কিছুই অসম্ভব নয়। অন্তত এখন আর নয়।"

কেন্ডাল ভেতরে কাটারের পিছু পিছু প্যাসেজওয়ে বরাবর অনুসরণ করে চললেন। দেয়ালগুলো বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন রং ও বৈশিষ্ট্যের বৃক্ষ লতা ও ফুলে স্তরে স্তরে সাজানো।

একটি ইলেকট্রিক গলফ কার্ট সামনের রাস্তা দিয়ে ধীর গতিতে চলে গেলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাওয়া একটি গেটের ভিতর দিয়ে। পাশের বেড়ার মধ্যে একটি হলুদ ত্রিভূজাকার চিহ্ন তার মাঝে কালো একটি বিদ্যুতের সিম্বল। অর্থাৎ প্রতিটি লেবেলের চারপাশের সীমানা বিদ্যুৎগ্রস্ত।

কাটার একপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাছের দেয়ালগুলো পর্যবেক্ষন করছেন। তারপর বললেন, "আহ্, এখানে এসো। নিজেই দেখো।"

তিনি সিঁড়ির পাশের খালি জায়গায় একটি গেট খুললেন। ভেতরের জায়গাটা

অনেক নিচু। এতো নিচু যে তিনি এর তল দেখতে পেলেন না। যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে দৈত্যাকার অনেকগুলো গাছের চূড়া। দেখে মনে হয় কোন ব্রাজিলিয়ান ফরেস্টকে নিচে বন্দি করে রাখা হয়েছে।

কেন্ডাল যথেষ্ট সাবধানে স্টিলেন সিঁড়ি থেকে নিচে বেলে পাথরের ভূমিতে নামছেন। দূরে উঁচু একসারি বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে। সারিটি প্রায় ৩০ ফুট প্রশস্ত। সংকীর্ণ পথের চারপাশে নানা ধরণের লতাপাতা ও গাছপালা। প্রথম দর্শনে অর্গানিক সবজি বাগান বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু কেন্ডাল বুঝতে পারছেন এখানে যা দেখা যাচ্ছে সেগুলোতে ঝামেলা আছে, এগুলো আর যাই হোক অর্গানিক না।

তিনি দেখলেন তার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির সমান সাইজের একদল পিঁপড়া। পা-গুলো বেশি লম্বা। একটা বাক্সের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কাটার নাম বললেন, "প্যারাপনেরা ক্ল্যাভাটা। সাধারনত বুলেট এন্টস নামে পরিচিত। এমন নামের কারণ হচ্ছে এদের কামড় ভয়ঙ্করতম কামড়ের একটা। যে কামড় খায় তার কাছে মনে হয় যেন বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। সে ব্যথা প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হয়।"

কেন্ডাল এক কদম পেছনে সরে গেলেন।

"আমি তাদের বিষের তীব্রতা দ্বিগুণ করে দিতে পেরেছি।"

কেন্ডাল বিতৃষ্ঞা নিয়ে কাটারের দিকে তাকালেন।

"এদের একটার কামড় তোমাকে প্যারালাইজড করে দেবে এবং ভোগাবে মৃত্যুসম যন্ত্রনায়। আমার একজন কর্মি একবার দুর্ঘটনাবশত এর কামড় খেয়েছিল। ব্যথার যন্ত্রনায় সে তার চাপার দাঁত ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু এখানেই শেষ না। একটু কাছে আসো।"

না, থাক। ধন্যবাদ।

কেন্ডাল তার জায়গায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

কাটার একটি গাছের ডাল হাতে নিয়ে বললেন, "বুলেট এন্টসগুলো অন্যসব পিঁপড়ার মতই হাইমেনোপটেরা গোত্রের সদস্য। এ গোত্রে আছে আমাদের পরিচিত মাছি এবং ভিমরুল।"

কাটার হালকা একটা টোকা দিলেন ডালে। পিঁপড়াটি উড়ে ইঞ্চিখানেক দূরে গিয়ে বসলো। এর যে পাখা আছে আগে দেখা যায় নি।

কাটার বলে চললেন, "সহজেই এদেরকে এদের হারানো পাখা ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। ট্যারানটুলা হক নামের ভিমরুলের জিন জুড়ে দেয়া হয়েছে শুধু। এ দুই প্রজাতিই প্রায় একই জেনেটিক বৈশিষ্টসম্পন্ন।"

কেন্ডাল বললেন, "তুমি একটা কাইমেরা তৈরি করেছো, একটা জেনেটিক হাইব্রিড।"

"ঠিক তাই। আমি যদিও তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারি নি। শুধুমাত্র সামান্য

যেটুকু তুমি এইমাত্র দেখেছো। তবে আশা করি সময় এবং পারিপার্শ্বিক কারণে প্রকৃতিই বাকিটা করে দেবে, তাদেরকে. তাদের জাতভাই ভিমরুলের মতই উড়তে সক্ষম করে দেবে।"

কেন্ডাল জিজ্ঞেস করলেন, "কিভাবে? কিভাবে তুমি এগুলো করলে?"

"এটা এমন কঠিন কিছু নয়। আমরা দুজনেই জানি এমন প্রযুক্তি এখন আছে। এসব কাজ করতে এখন শুধু ইচ্ছা আর কিছু জিনিস প্রয়োজন। কোন প্রকার বিধি নিষেধ ছাড়াই লোকচক্ষুর আড়ালে করা যায় এসব কাজ। তুমি ইতোমধ্যেই আমার ল্যাবে অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখেছো যেগুলো CRISPR-Cas9 পদ্ধতিটিতে ব্যবহার করা হয়। আর পদ্ধতিটাকে আমি আরেকটু উন্নতও করেছি।"

খবরটা অবাক হবার মতই। CRISPR-Cas9 দিয়ে ইতোমধ্যেই একটি জিনোমের যে কোন অংশ এতোটা নিখুঁতভাবে মডিফিকেশন করা সম্ভব যেন কোন প্রকার বানান ভুল করা ছাড়াই পুরো এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রতিটি অক্ষর এডিটিং করা।

"এবং তুমি নিশ্চয়ই জর্জ চার্চের তৈরি করা MAGE এবং CAGE পদ্ধতির সাথে পরিচিত।"

কেন্ডালের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেলো। CRISPR এর মতই, এ দুই পদ্ধতি Multiplex Automated Genome Engineering Ges Conjugative Assembly Genome Engineering-কে প্রায়ই বিবর্তন মেশিন নামে ডাকা হয়। এই দুই জিন এডিটিং প্রযুক্তি আসলেই এমন। একই সময়ে হাজার ধরণের জেনেটিক পরিবর্তন করতে সক্ষম। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন করে দিতে পারে মাত্র কয়েক মিনিটে।

MAGE এবং CAGE পুরো সিনথেটিক বায়োলজিকে পাল্টে দেবার পূর্বাভাস দিচ্ছে। একে নিয়ে যাবে অনন্য উচ্চতায়-কিন্তু কোন ধরণের উচ্চতায়?

তিনি ভীত চোখে পিঁপড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাটার বলে চললেন, "গত বছর তোমার একটা লেখায় পড়েছিলাম তুমি সমর্থন করছো যে MAGE ও CAGE-কে যেন বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।"

সত্য কথা। এই নতুন জিন এডিটিং প্রযুক্তিগুলো খুবই সম্ভাবনাময়। গবেষকরা কোন জীবিত প্রাণীর জিনোম নিয়ে, এর ডিএনএকে এডিটিং করে পাল্টে দিয়ে, একে তার কাছাকাছি কোন বিলুপ্ত প্রজাতিতে নিয়ে যেতে পারবে।

কেন্ডাল বিড়বিড় করে বললেন, "একটি হাতি দিয়ে শুরু করে হয়তো এর জিন থেকে লোমশ ম্যামোথ বের করে আনা যাবে।"

এটা শুধু তত্ত্বকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। একজন রাশিয়ান সাইবেরিয়ায় প্লেইস্টোসিন পার্ক নামের একটা কার্যক্রম শুরু করেছেন যেখানে এরকম পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রাণী তৈরি করা হবে। শীঘ্রই সেখানে লোমশ ম্যামোথ

মুক্তভাবে ঘুরে বেরাবে বলে তিনি আশাবাদি।

কাটার অবজ্ঞার স্বরে বললেন, "ডি-এক্সটিঙ্কশন শব্দটাই তুমি তোমার আর্টিকেলে ব্যবহার করেছো। যথেষ্ট আক্ষেপের ব্যাপার। এরকম বিশাল সম্ভাবনাময় একটা প্রযুক্তিকে শুধু সংরক্ষণের মত সামান্য কাজে ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। তুমি যা করছো তা হচ্ছে মানুষের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির বিপরীতে প্রকৃতির নিজস্ব প্রতিক্রিয়াকে রোধ করা।"

কেন্ডাল উপহাস করে বললেন, "আর এটাই তোমার মতে উপযুক্ত পথ?"

কাটার বললেন, "এটা পুরো দৃশ্যপটের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র। যেখানে তুমি আর তোমার কলিগ অতীত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো, সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য ডি এক্সটিঙ্কশনের দিকে তাকিয়ে আছো। সেখানে আমি কাজ করছি ভবিষ্যত নিয়ে, প্রস্তুতি নিচ্ছি রিওয়াইন্ডিং এর ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলার।"

"রিওয়াইন্ডিং?"

"গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলোকে পুণরায় প্রতিষ্ঠিত করা। পশু-পাখি এবং গাছ-পালা যেগুলো পরিবেশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে।"

"তোমার পিঁপড়াগুলোর মতো।"

"আমি আমার সৃষ্টিগুলোকে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার যোগ করে মডিফাই করেছি যেন সেগুলো আরও শক্তিশালি হতে পারে, আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারে।"

কাটার ছোট একটি কাঠি নিয়ে একটি পিঁপড়ার সামনে ধরলেন যেন সেটি কাঠির উপর উঠে যায়। পিঁপড়াটি কাঠি বেয়ে তার হাতে উঠে কামড় দেবার আগেই তিনি সেটিকে পাশের গাছ রোপনের বাক্সে ফেলে দিলেন। পিঁপড়াটি গিয়ে পড়ল বড়সড় একটি পাতার উপর।

পাতার পত্ররন্ধ্র থেকে একধরণের চকচকে বুদবুদ বের হলো। পিঁপড়াটিকে পাতলা আঠালো রসের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেললো। বাঁচার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলো পিঁপড়াটি। কিন্তু মুহূর্তের মাঝেই তার পাগুলো গলে গেল, কিছু সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট শরীরটাও। শেষমেশ জেলির মতো বুদবুদটা তরলে পরিণত হলো।

কাটার ব্যাখ্যা করে বললেন, "এখানে আমি একসারি জিন সংযোজন করেছি মাংসাশি সানডিউ থেকে। সেইসাথে এর হজমি এনজাইমগুলোকে আরোও কার্যকর করেছি।"

কেন্ডালের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো যখন তিনি নিচের বিস্তৃত অন্ধকার বাগানটির দিকে তাকালেন। বললেন, "আরো কতগুলো?"

"শত শত প্রজাতি। তবে এগুলো শুধুমাত্র প্রথম ধাপ। আমি ইতোমধ্যেই প্রতিটি পরিবর্তনকে ডিএনএ রেট্রোট্রান্সপোজোনস সিকুয়েন্স এর সাথে জেনেটিক্যালি জুড়ে দিয়েছি।"

কাটার কি চাচ্ছে কেন্ডাল তা আঁচ করতে পারছেন। রেট্রোট্রান্সপোজোনসগুলোকে বলা হয় জাম্পিং জিন। তাদের কাজের কারণেই এমন নামকরণ করা হয়। এরা এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে লাফিয়ে চলে যেতে পারে। পদ্ধতিটাকে বলা হয় হরাইজন্টাল জিন ট্রান্সফার। জিনেটিসিস্টরা মনে করেন এই জাম্পিং জিনগুলোই বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। প্রজাতির বৈশিষ্টগুলোকে অন্য প্রজাতিতে ঢুকিয়ে দেয়া। সম্প্রতি গবাদি পশুর ডিএনএ গবেষণায় দেখা যায় যে এদের জিনোমের পুরো এক চতুর্থাংশই এসেছে শিংযুক্ত ভাইপারের একটি প্রজাতি থেকে। প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতি মাতা শত শত বছর ধরে জিন ওলট-পালট করছেন। একেবারে সৃষ্টির শুরু থেকেই হাইব্রিড প্রজাতি তৈরি করছেন।

কিন্তু এখন আর শুধু প্রকৃতি এটা করছে না।

কেন্ডাল জোরে বললেন, "তুমি ঠিক করেছ এভাবেই বিবর্তনকে দ্রুততর করবে। তুমি চাচ্ছ জাম্পিং জিন এর সাথে তোমার যোগ করা এসব বৈশিষ্টগুলোকে ছড়িয়ে দিতে।"

"প্রতিটি প্রজাতিই বাতাসের মধ্যে বয়ে বেড়ানো বীজের মতো। একটি হাইব্রিড থেকে তৈরি হবে দুটি, দুটি থেকে চারটি। এরকম জিনের শাফলিং থেকে কত ধরণের নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হতে পারে তা কি কল্পনা করতে পারছো?"

কেন্ডাল কল্পনার চোখে দেখলেন বিশাল অগ্নিকুন্ড ছড়িয়ে পড়ছে রেইন ফরেস্ট দিয়ে, ছড়িয়ে পড়ছে পুরো পৃথিবীতে।

কাটার যদি ইতোমধ্যেই ব্যাপক আকারে এটা করে থাকে তাহলে আমার তৈরি করা খোলকটি তার কেন প্রয়োজন? সে এর ভেতরে কি ঢুকাতে চাচ্ছে?

তার মানে এই উন্মাদের আয়োজনের আরও একটা ধাপ বাকি।

কাটার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চললেন, "একটা নতুন ইডেন হাতছানি দিচ্ছে। আমরা একটা নতুন পৃথিবীর দ্বারপ্রান্তে। একটা নতুন যুগের সূচনা যেটা আমরা নিজেদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবো। আমি এই জিনিসটা তোমার সাথে শেয়ার করতে চাই। তুমি কি আমাকে একাজটা সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে?"

কেন্ডাল তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। এ মুহূর্তে যেটা করা খুব প্রয়োজন সেটাই করলেন। তাকে আরও অনেকক্ষণ টিকে থাকতে হবে এই মানুষটিকে থামানোর জন্য।

"হ্যা...আমি তোমাকে সাহায্য করবো।"

সকাল ৮:৪৪

ড্রেইক বললো, "তাকে উদ্ধার করতে হবে।"

পেইন্টার আহত একজন ওয়েট্রেস এর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। তার

তলপেট থেকে রক্ত ঝরছে। পেইন্টার একটা তোয়ালে ধরে রেখেছেন সেখানে। তার নিজের কাঁধেও প্রচন্ড যন্ত্রনা হচ্ছে। একটা বুলেট তার হাতের কিনারা ভেদ করে চলে গেছে। কিছুক্ষণ আগে ম্যালকম তার ব্যাকপ্যাক থেকে মেড-কিট বের করে সেখানে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে।

তিনজন মেরিন ইতোমধ্যেই চারপাশে খুঁজে দেখেছে। জেনার কোন হদিশই নেই।

দূরে সাইরেনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তায় আরো কিছু সময় নষ্ট হবে।

কাউন্টারের ওপাশ থেকে একটা আর্তচিৎকার ভেসে এলো।

তো শেষমেশ কেউ একজন জেগে উঠেছে।

পেইন্টার স্মিটকে ইশারায় তার জায়গায় আসতে বললেন। "এটা এখানে শক্ত করে বেঁধে দাও।"

পেইন্টার উঠে শব্দের উৎসের দিকে এগিয়ে গেলেন। মাথা উঁচু করে আছে ফ্লোরে লুটানো একটা দেহ। হাত পেছন দিকে বাঁধা। আড়াল নেয়ার জন্য পরা মুখোশটা একেবারে রক্তে মাখামাখি। এ হচ্ছে সেই গানম্যান যাকে জেনা গোলাগুলির সময় ঘায়েল করেছিল। জেনাকে নিয়ে তড়িঘড়ি করে চলে যাওয়ার সময় তার সঙ্গিরা নিশ্চয়ই তাকে মৃত ভেবে ফেলে গেছে।

পেইন্টার এগিয়ে গিয়ে টান দিয়ে মুখোশটি খুলে ফেললেন। তার ভাঙা নাক থেকে আরও রক্ত বেরিয়ে এলো। চোখদুটো ফুলে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

পেইন্টার ড্রেইককে বললেন, "একে সাথে নিয়ে চলো।"

সাইরেন আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

পেইন্টার সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

ড্রেইক বন্দিকে পেছনের সিটে তুলতে তুলতে বললো, "এই হারামজাদাটা যদি কিছু না বলে?"

লোকটির মুখ থেকে সিটের উপর পড়া এক ফোটা রক্ত আঙুল দিয়ে মুছতে মুছতে পেইন্টার বললেন, "হয়তো তাকে কিছু বলতে হবেও না। আমাদের শুধু প্রয়োজন সহযোগিতা।"

অধ্যায় ২১

৩০ এপ্রিল, ভোর ৬.০২, পিডিটি
সিয়েরা নেভাদা মাউন্টেইনস, ক্যালিফোর্নিয়া

জশ, আশা ছেড়ো না...

লিসা পেশেন্ট কনটেইনমেন্ট ইউনিটের ভেতর একটা টুলের উপর বসে আছে। তার ভাইয়ের হাত ধরে রেখেছে। ইচ্ছে করছে গ্লাভস খুলে তাকে স্পর্শ করতে। পলিইথিলিন স্যুটের দূরত্বটা দূর করে দিতে। তবে পলিইথিলিন স্যুট সত্যিকার দূরত্ব তৈরি করেনি, করেছে কোমা।

জশকে কিছুক্ষন আগে রেসপিরেটরে নেয়া হয়েছে। তার অবস্থার অবনতি ঘটছে।

লিসার স্যুটের ভেতরের রেডিও শব্দ করে উঠলো। সে সোজা হয়ে আরো কিছু খারাপ সংবাদের জন্য প্রস্তুত হলো। পরিচিত একটা স্বর তার কানে এলো। সে আরো শক্ত করে জশের হাত ধরে রাখলো।

পেইন্টার বললেন, "লিসা, কি অবস্থা তোমার?"

কি মনে হয় আমার কি অবস্থা।

হঠাৎ তার চোখে পানি চলে আসলো এবং গাল বেয়ে পড়তে লাগলো।

সে বললো, "এখানে...এখানে অবস্থা মোটেই ভালো না। প্রতি মুহূর্তেই অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। তুমি শুনেছো কি না জানিনা, লিন্ডাল মাউন্টেইনসে একটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস নিয়ে যাবার জন্য আদেশ দিয়েছে। এটা এখন যাত্রাপথে এবং বিকালের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।"

"আর তাকে আটকানোর কোন উপায়ও নেই?"

"না। একদল বিশেষজ্ঞ ভোর বেলায় আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করে জরিপ করেছে। জরিপ বলছে পরিস্থিতি পূর্বের রিপোর্টের চেয়ে খারাপ। অর্গানিজমটা এখনো ছড়িয়েই যাচ্ছে। লিন্ডালের উল্লেখ করা আশংকাজনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন হয়তো একে আর নিউক্লিয়ার ডিভাইস দিয়েও কিছু করা যাবে না। নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্টরা এখন হিসাব নিকাশ করছে প্রয়োজনীয় বিস্ফোরণের পরিমাণ ও রেডিয়েশনের মাত্রা নিয়ে যেন যতদূর সম্ভব একে বিনষ্ট করা যায়।"

লিসা তার অবস্থান থেকে যতদূর সম্ভব তাড়া দিয়ে বললো, "এই আত্মবিধ্বংসী নিউক্লিয়ার অপশনটা থামানোর জন্য আমাদের শীঘ্রই সমাধান বের করতে হবে, অথবা পারতপক্ষে সমাধানের একটা আশা।"

সে জশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

প্লিজ।

পেইন্টার বললেন, "আমরা সম্ভবত একটা ভালো ক্লু পেয়েছি।" যদিও তার গলার স্বর দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি সংক্ষেপে ব্রাজিলের পুরো পরিস্থিতি সর্ম্পকে তাকে বললেন।

পুরো ঘটনা শোনার পর লিসা নিজেকে দাঁড়ানো অবস্থায় আবিষ্কার করলো, "কেউ একজন জেনাকে কিডন্যাপ করেছে..."

সে জশের হাত ছেড়ে পাশের বিএসএল-ফোর ল্যাবের দিকে গেলো। সেখানে নিকোর অবস্থাও জশের চেয়ে খুব বেশি ভালো না। কুকুরটাকে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে তার অবস্থাও খারাপের দিকে যাচ্ছে। আসলে এতক্ষণে সে মৃত্যুবরণ করতো যদি ড.এডমান্ড ডেন্ট অক্লান্ত চেষ্টা না করতেন। এই ভাইরোলোজিস্ট তার সাধ্যের মধ্যে থাকা সবকিছু দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন নিকো ও জশকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য। যদিও এডমান্ড তার রোগিদের শরীর থেকে ভাইরাসটিকে নির্মূল করতে পারেননি। তবে লক্ষণ দেখে মনে হয় তিনি ভাইরাসটির কর্মক্ষমতা কিছুটা ধীর করে দিতে পেরেছেন।

পেইন্টার একটা আশার বাণী শোনালেন, "আমরা বোয়া ভিসতায় ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ রোরাইমার অধীনে চালিত একটা ফ্যাসিলিটিতে যাচ্ছি। এটা জেনোগ্রাফিক প্রজেক্টের সাথে জড়িত। তারা বহু বছর ধরে বিভিন্ন স্থানীয় ব্রাজিলিয়ান উপজাতিদের জেনেটিক ইনফরমেশন সংগ্রহ করছে। অটোসোমাল মার্কার ব্যবহার করে মাইগ্রেশন প্যাটার্ন ও বিভিন্ন সাব গ্রুপ বের করার চেষ্টা করছে। তারা বিশাল একটা ডাটাবেজ দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। ঐ বন্দি লোকটির রক্তের নমুনা থেকে আমরা হয়ত বের করে ফেলতে পারবো সে কোন উপজাতিভূক্ত।"

"এটা বের করে কি হবে?"

"মনে আছে জেনা গোস্ট টাউনে মনো লেকের কাছাকাছি তার উপর হামলাকারীদের কিছু ছবি তুলেছিল?"

"হ্যা।"

"মনে হচ্ছে আমাদেরকে এখানে যারা আক্রমণ করেছে তারা ঐ একই উপজাতিভুক্ত। সম্ভবত কাটার এলয়েস তাদেরকে কোনভাবে বশ করে তার কাজ করিয়ে নিচ্ছে ওদেরকে দিয়ে। আমরা যদি কোনভাবে ঐ উপজাতিটির সন্ধান বের করতে পারি তবে শুধু এলয়েস না...জেনা ও কেন্ডাল হেসকেও সম্ভবত পেয়ে যাব।"

লিসা জোর দিয়ে বললো, "তোমাকে কিছু একটা খুঁজে বের করতেই হবে। যেন আমি লিন্ডালকে থামাতে বা অন্তত কিছু সময়ের জন্য আটকাতে পারি।"

"আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।"

"আমি জানি।"

তারা একে অপর থেকে বিদায় নিয়ে কথা শেষ করামাত্র আবার লিসার রেডিও শব্দ করে উঠলো। সম্ভবত পেইন্টার কিছু একটা বলতে ভূলে গেছে। কিন্তু না, এডমান্ড ডেন্টের গলার স্বর সে সন্দেহ দূর করে দিলো।

"লিসা, তুমি শীঘ্রই তোমার ল্যাবে আসো।"

সে তার ল্যাবের দিকে তাকিয়ে বললো, "কেন? নিকোর অবস্থা কি আরো খারাপ হয়েছে?"

"আমি প্লাজমার একটি ব্যাগ পরিবর্তন করছিলাম লিন্ডালের জন্য। লিন্ডাল তার দলের সাথে কথা বলার জন্য তার রেডিও মাইক খোলা রেখেছিল। শুনলাম সে পরিকল্পনা করছে নিউক্লিয়ার রিসার্চ টিম নিকোর উপর এক্সপেরিমেন্ট করবে। তারা জীবিত টিস্যুর উপর রেডিয়েশনের প্রভাব মেপে দেখবে। সেই সাথে হিসাব করে বের করার চেষ্টা করবে জীবিত কোন দেহের ভেতরে থাকা ঐ অর্গানিজমটাকে মারার জন্য ঠিক কি মাত্রার রেডিয়েশন প্রয়োজন।"

"তারা নিকোকে ইরেডিয়েট করার পরিকল্পনা করছে?"

প্রচন্ড রাগে লিসার মাথা গরম হয়ে গেল। জেনা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তার নিজের জীবটাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আর তারা কিনা তার প্রিয় কুকুরটাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে। তিলে তিলে যন্ত্রনাময় মৃত্যু।

অন্তত আমি জীবিত থাকতে না।

সে দ্রুত কোয়ারেনটাইন ওয়ার্ডের এয়ার লকের দিকে ছুটে গেলো।

এডমান্ড তাড়া দিয়ে বললো, "তাড়াতাড়ি। আমি এইমাত্র রেডিওতে লিন্ডালকে আরেকটা আদেশ দিতে শুনলাম।"

"আবার কি?"

"সে মেরিন সিকিউরিটি টিমকে আদেশ দিয়েছে যদি তুমি কোন প্রকার বাঁধা দেবার চেষ্টা করো তবে তোমাকে ল্যাব থেকে বের করে দিতে।"

শয়তানের বাচ্চা...

এয়ার লক ডোর খোলার সাথে সাথেই ডিকন্ট্যামিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলো। সে দ্রুত একটা সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তেই সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো, অর্থাৎ সে এখন বেরিয়ে যেতে পারবে। শুধু একটা চিন্তাই তার মাথায় আসলো, এমন একটা চাল যাতে তাকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হবে।

কিন্তু বড় কথা হচ্ছে তাকে সুযোগটা নিতে হবে। নিকোর জন্য...জেনার জন্য...

সে তাদের উভয়ের কাছেই যথেষ্ট ঋণী। এয়ার লকের বাইরে পা দিয়ে হাতের লাইটটা বিএসএল ফোর ল্যাবের দিকে ধরতেই একটা অজানা ভয় তাকে জেকে ধরলো।

কতটুকু সময় আছে নিকোর জন্য? তাদের উভয়ের জন্য?

তবে একটা বিষয় সে নিশ্চিত জানে।

কাউকে একটা সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বের করতে হবে...আর সেটা দ্রুত।

অধ্যায় ২২

৩০ এপ্রিল, দুপুর ১:৩০, জিএমটি
কুইন মড ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা

কোয়ালস্কি ব্যতিব্যস্তভাবে বললো, "এখানে তো এভাবে ঝুলে থাকা যায় না।"

গ্রে তার সঙ্গির বিচলিত হবার কারণ বুঝতে পারছে। গ্রে নাইট ভিশন গগলস পরে তাদের খাঁচার নিচের ভূমি পর্যবেক্ষণ করছে। তাদের গন্ডোলা গুহার ভূমি থেকে প্রায় চার তলা উঁচুতে অবস্থান করছে। নিচে গভির কালো জল। ফিরে যাবার কোন পথ নেই। গন্ডোলার ইনফ্রারেড ইলুমিনেটরগুলো দিয়ে সামনের পথ খুব একটা বেশি দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে ছাদ থেকে ঝুলে থাকা কিছু পেট্রিফায়েড ট্রাঙ্ক।

কে জানে ওই অন্ধকারে কি উৎপেতে বসে আছে?

অন্তত এখানে যা দেখা গেছে সেগুলো বেশ ভয়ঙ্করই বটে।

স্টেলা আশেপাশে তাকিয়ে তার বাবাকে বললো, "তার কথা ঠিক। আমাদের এখানে থাকা ঠিক হবে না। ডিলান রাইট জানে আমরা কোথায় আছি এবং আমরা ব্যাক ডোরের দিকে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই হয়তো সে বুঝে গেছে যে বাঙ্কার বাস্টারটি রি-ইঞ্জিনিয়ারড করা হয়েছে। এটা প্রধান স্টেশন থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। সে যখন আমাদেরকে টেনে আগের জায়গায় নিতে পারবে না, সে আমাদের পেছনে একটা দল পাঠিয়ে দেবে।"

জেসন বারবার এ জায়গাটার নাম ভুল উচ্চারণ করলেও এবার ইচ্ছে করেই বললো, "এই হেলস্কেইপে?"

হ্যারিংটন বললেন, "সে আমাদের ক্যাটগুলো ব্যবহার করতে পারে। আমরা মাত্র মাইলখানেক বা তার চেয়ে সামান্য বেশি দূরে আছি।"

বৃদ্ধ লোকটি ক্রোধ আর ভয় মিশ্রিত চোখে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। সে-ও তার বাবার জন্য উদ্বিগ্ন।

আস্তে আস্তে আলোর পরিমাণ কমে আসছে। প্রথমে গ্রে ভেবেছিল প্রচন্ড টেনশনের কারণে তার দৃষ্টিশক্তি ফিকে হয়ে আসছে, কিন্তু কোয়ালস্কি তার গগলস নাড়াচাড়া করায় বুঝতে পারলো সমস্যা তার দৃষ্টিশক্তির না।

হ্যারিংটন বলে চললেন, "যখন আমি ক্যাবল থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেই, তখন থেকে আমরা ছাদের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া পাওয়ার লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এখন আমরা ব্যাটারি চার্জে চলছি।"

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "কতক্ষণ চলবে?"

"সর্বসাকুল্যে দু এক ঘন্টা।"

গ্রে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়লো। এই বদ্ধ গন্ডোলায় অন্ধকারের মধ্যে রাইটের বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার কোন ইচ্ছাই তার নেই।

জেসন বললো, "ঐ জার্মান ডুব জাহাজটার সাহায্য কি নেয়া যায়? এটা মাত্র দু'শ ইয়ার্ড পেছনে। কোনভাবে কি আমরা সেখানে পৌছুতে পারি? হয়তো ভেতরে ঢোকাও সম্ভব হতে পারে।"

গ্রে ঘুরে হ্যারিংটনের দিকে তাকিয়ে বললো, "এটা কি সম্ভব? আমরা কি এই গন্ডোলা ছেড়ে বেরুতে পারবো?"

স্টেলা ফ্লোরের সাথে যুক্ত হ্যাচের দিকে এগিয়ে গিয়ে হেঁচকা টানে সেটা খুলে ফেল্‌ল। ভেতরে দড়ি আর মই ভাঁজ করে রাখা ছিল।

"তুমি যদি এই লাল লিভারটি ধরে টান দাও, নিচের দিক দিয়ে একটি ইমার্জেন্সি দরজা খুলে যাবে আর মইটা ঝুলে পড়বে ভূমি পর্যন্ত।"

কোয়ালস্কি বললো, "কোনভাবেই আমার পক্ষে নিচে যাওয়া সম্ভব না।"

হ্যারিংটনের হাবভাবে মনে হচ্ছে তিনিও একমত। তিনি দেয়ালের সাথে থাকা একটি ক্যাবিনেট টান দিয়ে খুলে ফেললেন। ভেতরে তিনটি রাইফেলের মত অস্ত্র রাখা।

হ্যারিংটন ব্যাখ্যা করে বললেন, "ডিরেক্টেড স্টিক রেডিয়েটর বা ডিএসআর। অ্যামেরিকান টেকনোলজি কর্পোরেশনের তৈরি করা। এর ব্যারেলে সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলো ডিস্ক ঢোকানো হয় একটি পাল্‌সকে এমপ্লিফাই করার জন্য। এতে একটা সনিক বুলেটের সমান কাজ হয়।"

আরো বললেন, "এই ডিএসআরগুলো কথাবার্তা ট্রান্সমিট করতে পারে। সেইসাথে মাইক্রোফোন হিসেবেও কাজে দেয়। আমি এতে পোর্টেবল আইআর ইলুমিনেটর যুক্ত করে দিয়েছি যেন এখানে চলাফেরা করতে পারি।"

গ্রে বললো, "এই সনিক রাইফেলগুলো কি আমাদের সুরক্ষা দিতে পারবে?"

হ্যারিংটন বললেন, "মোটামুটি। এগুলো বড় আকারের এলআরএডি ইউনিটের মত এতোটা কার্যকরী না, তবে এগুলো এখানকার বেশিরভাগ জীবগুলোকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম। তবে সাবধান থাকতে হবে। এগুলোর কাইনেটিক রিকয়েল এতোটাই শক্তিশালি যে তোমার পিলে চমকে যাবে।"

গ্রে এগিয়ে গিয়ে সেগুলোর একটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো। দেখা শেষে কোয়ালস্কির দিকে এগিয়ে দিলো। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তার দিকে কেউ ভয়ঙ্কর র‍্যাটলস্নেক এগিয়ে দিয়েছে। তার বদলে জেসন অস্ত্রটি হাতে নিলো।

স্টেলা এগিয়ে গিয়ে একটা নিয়ে নিলো।

হ্যারিংটন আনন্দমাখা কন্ঠে বললেন, "অস্ত্র চালনায় তার হাত যথেষ্ট ভালো। এই জিনিসটা ব্যবহার করতে গেলে আমার মাইগ্রেনের যন্ত্রনা শুরু হয়।"

গ্রে শেষ অস্ত্রটি তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো।

হ্যারিংটন তার কাজ শেষ করেননি। তিনি এগিয়ে গিয়ে নিচের দিকে আরেকটি হ্যাচ ধরে টান দিলেন। হাঁটু গেড়ে বসে ভেতরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। যখন সোজা হলেন তার হাতে একটি পরিচিত অস্ত্র দেখা গেলো। যথেষ্ট ভারি বটে।

কোয়ালস্কিকে বললেন, "তুমি কি বলেছিলে আমার মনে আছে। আশা করি তুমি এটা পছন্দ করবে।"

কোয়ালস্কি প্রফেসরের হাত থেকে এম২৪০ মেশিনগানটি হাতে নিয়ে দন্ত বিকশিত করে একটা হাসি দিলো। তারপর সে হাঁটু গেড়ে প্রফেসরের পাশে বসে পড়লো। ৭.৬২৫১ এমএমএনএটিও কার্ট্রিজের একটা বেল্ট বের করে কাঁধের পাশে ঝুলিয়ে নিলো।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "এবার ঠিক আছে।"

জেসন ভাঁজ করা মইয়ের দিকে তাকালো। হঠাৎই তার পরিকল্পনার যথার্থতা নিয়ে সন্দেহে পড়ে গেছে। "তো শেষমেশ আমরা জার্মান ডুব জাহাজের দিকে যাবার চেষ্টা করছিই?"

গ্রে জানালো, "না। রাইট যদি জেনে যায় তাহলে আমরা ভেতরে আটকা পড়বো। আর যদি সে আমাদের না ও পায়, তাহলেও সে আমাদের আগে ব্যাক ডোরে পৌঁছে যাবে।"

জেসন জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

চার্চিলের একটি পুরনো স্লোগান গ্রের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

তুমি যদি নরকের মধ্য দিয়ে যেতে থাকো, তবে যেতেই থাকো।

সে সামনের দিকে দেখিয়ে বললো, "আমরা ঐ সাব-স্টেশনের দিকে যাত্রা করবো, চেষ্টা করবো ব্যাক ডোরে পৌঁছার।"

কোয়ালস্কি হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, "কিভাবে সম্ভব?"

গ্রের কাছে কোন সদুত্তর নেই...তবে অন্য কারও কাছে আছে।

হ্যারিংটন বললেন, "আমি জানি আমাদেরকে কি করতে হবে। তবে তার আগে আমাদেরকে আরেকটু পথ পাড়ি দিতে হবে।"

তার কথা শুনে কাউকেই তেমন একটা সন্তুষ্ট মনে হলো না।

দুপুর ১:২২

দুঃস্বপ্নগুলো যেন বাস্তব রূপ নিয়েছে। জেসনের সব ইন্দ্রিয়গুলো যেন এরই জানান দিচ্ছে।

জেসন মই বেয়ে খুব সাবধানে নিচে নামছে। গন্ডোলা থেকে নিচে নেমে আসায় এখন নিচের পরিবেশটা আরো ভয়ঙ্করভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। নৈঃশব্দের রাজ্য এখন বিচিত্র প্রকারের শব্দে মুখরিত।

সে পা বরাবর নিচের দিকে তাকালো। গ্রে আর কোয়ালস্কি পাথুরে তীরে পৌঁছে গেছে। গ্রের রাইফেলের ডগায় বসানো আইআর ইলুমিনেটরটি অন্ধকারের মাঝে আলোর রেখা তৈরি করেছে। হ্যারিংটনও মইয়ের শেষ ধাপটি থেকে নেমে তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। তারা গুনগুন করে কথা বলছে। প্রফেসরের দেয়া নির্দেশ মেনে চলছে : এই চির-অন্ধকার জগতে শব্দই হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি।

আর এই কারণেই সনিক ওয়েপনগুলো এখানে এতবেশি কার্যকরি।

জেসনের দৃষ্টি এবার নিচের নদীটির দিকে। এখান থেকে নদীতে পড়ে গেলেও হয়তো বাঁচা যাবে কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সেখান থেকে জীবিত উঠে আসা।

গন্ডোলা ছাড়ার আগে হ্যারিংটন আরেকটা কথা বলেছিলেন : আর যা-ই করো, পানি থেকে দূরে থাকবে।

এখানকার পুরো ইকোসিস্টেমটি এই নদীটির উপর নির্ভরশীল। আর এর মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে জিওথার্মালি মেল্টেড আইস।

গন্ডোলা থামার আগে প্রফেসর তাদেরকে এখানকার আদিম মৌলিক পরিবেশ সম্পর্কে বেশ ভালোই শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন। এখানকার জীবন প্রকৃতি বেশিরভাগই উভচর প্রকৃতির।

হ্যারিংটন বলেছেন এই ইকোসিস্টেমটি কার্বোনিফেরাস পিরিয়ডে আটকা পড়ে আছে। এমন একটা সময় যখন উপরের পৃথিবীটা ছিল আদিম জলমগ্ন বনভূমি। তিনি খেয়াল করেছেন যে এখানকার জীবনগুলো সব সময় একইভাবে বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়েছে। শুধু এই বিচ্ছিন্ন জগতটাই রয়ে গেছে অপরিবর্তিত। প্যাংগিই সুপারকন্টিনেন্টের বিভাজনের কারণে বাইরের পৃথিবীতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তার কোন প্রভাবই এখানে পড়েনি। এমনকি পড়েনি উল্কা পতনের ফলে সৃষ্ট মহাযজ্ঞের কোন প্রভাব। ফলে এই গুহা এলাকায় অতি-অভিযোজনশীল এক্সএনএ জেনেটিক ম্যাট্রিক্স পরিস্ফুটিত হয়েছে শত ধারায়।

নিচ থেকে আরো কিছু ক্ষীণ শব্দ তার কানে এলো। হ্যারিংটনের আরেকটি সতর্কবাণী, বিশেষত কোয়ালস্কির প্রতি।

"অস্ত্রের ব্যাপারে সাবধান। শব্দ ছাড়াও গন্ধ আরেকটি বড় মনোযোগ আকর্ষণের বিষয়। বিশেষত রক্ত। এই অস্ত্রের কারণে সৃষ্ট শব্দ এবং রক্তপাত বিশেষ জীবদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।"

স্টেলা উপর থেকে আস্তে করে বললো, "তোমার ডানে দেখো।"

প্রথমে সে বিপজ্জনক কিছুই দেখলো না। প্রায় বিশ ইয়ার্ড দূরে শুধু ফসিলাইজড একটা বিশাল গাছের গুঁড়ি। তারপর সামান্য একটা নাড়াচাড়া নজরে পড়লো। তা-ও মনে হয় হালকা বাতাসের কারণে হয়েছে সেটা–কিন্তু এখানে কোন বাতাসই নেই। সে এক হাতে মই ধরে রেখে আরেক হাতে অস্ত্রটি নিয়ে এর আইআর বিমে ক্লিক করলো। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেলো স্টেলার তীক্ষ্ণ চোখে কি ধরা পড়েছে।

গাছটির চারপাশে, সুতার মতো দলাপাকানো কিছু কীট বাতাসের মধ্য দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রতিটিই নরম-মসৃণ আশেঁর মতো ছোট প্যারাশুটের উপর ভাসছে। জেসন জানে কিছু ছোট মাকড়সা ও শুয়োপোকা এ ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করে, যাকে বলে কাইটিং বা ব্যালুনিং। ভেসে থাকার জন্য ব্যবহার করা হয় পাখা অথবা পৃথিবীর স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক ফিল্ড।

ক্ষুদ্র বহরটি তাদের দিকেই ধেয়ে আসছে।

স্টেলা সতর্ক করে বললো, "দ্রুত নামো।"

জেসন স্টেলার অভিজ্ঞতার বিষয়টি মাথায় রেখেই তার কথামতো কাজ করলো। ডিএসআর কাঁধে ঝুলিয়ে দ্রুত নামতে থাকলো। উপরের দিকে তাকিয়ে নামার কারণে সে অন্যগুলোর থেকে আলাদা ও এগিয়ে থাকা কীটগুলোকে দেখতে পেলো না। ফলে তার গালে ঘষা লাগলো এবং এগুলো সেখানে একেবারে এঁটে গেলো। জায়গাটা জ্বালাপোড়া করতে শুরু করেছে। কোনমতে আর্তচিৎকার দমিয়ে রেখে সে প্রাণপণে সেগুলোকে ছুড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সিল্কের ন্যায় সুতাগুলো সুপার গ্লুর মতো আটকে আছে আর তার গালে লার্ভাগুলোকে সেঁটে দিচ্ছে।

সে আরো টানাটানি করছে।

স্টেলা তাড়া দিয়ে বললো, "ওটার চিন্তা বাদ দাও! মই থেকে নেমে পড়তে হবে। এখুনিই!"

জেসন জোর করেই তার হাতটি মইয়ে নিয়ে গেলো। জ্বালার তীব্রতায় তার চোখ দিয়ে পানি বেরুচ্ছে। সে তড়িঘড়ি করে নামছে। তার ঠিক উপরেই স্টেলা। আর তার পেছনেই কিছু দূরে মইয়ের সাথে ঐ চলমান কীটগুলোর সংঘর্ষ হলো। সিল্ক আর দেহগুলো মইয়ের স্টিলের সাথে জড়িয়ে গেলো। পুরু একটা আরবণ তৈরি করে ফেলেছে। মইয়ের ধাপ ও ক্যাবলগুলো থেকে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে। জীবগুলোর ক্ষয়কারী এসিড ধাতুর সাথে বিক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে।

মইয়ের ধাপগুলোর সাথে যুক্ত একপাশের দড়ি শব্দ করে ছিড়ে গেলো।

ধ্যাত!

জেসন আরো দ্রুত ছুটছে। সে ভূমি থেকে মোটামুটি দশ ইয়ার্ড উপরে থাকতেই আবারো স্টেলা বললো, "তোমার বায়ে।"

সে ওইদিকে ঘুরে একহাতে তার রাইফেল তাক করলো। পাশের ফসিলাইজড পিলার সংলগ্ন গুড়ি থেকে বিশাল কিছু একটা লাফিয়ে নামলো।

ঝাপ দেয়ার সাথে সাথে পাখা প্রসারিত হলো। তখন একে চেনা গেল।

Hastax valans।

উড়ন্ত বর্শা।

তীক্ষ্ণ ঠোঁট তার বুক বরাবর তাক করা। সে ডিএসআরের ট্রিগারে চাপ দিলো। তীব্র শব্দের ধাক্কায় প্রাণীটি চিৎকার করে উঠলো। পাখা গুটিয়ে নিয়ে পাশে সরে পড়লো।

ডিএসআরের বিপরীতমুখি ধাক্কায় মই থেকে জেসনের এক পা ফসকে গেলো। হাত দিয়ে কোন রকমে মই আকড়ে ধরে থাকলো। জেসন নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিচের দিকে তাকালো। নাড়াচাড়ায় মই তীব্রভাবে পেন্ডুলামের মতো দুলছে। এসিডের কারণে ক্যাবল আরো দুর্বল হয়ে গেছে। শেষমেশ তার দু'পা-ই মই থেকে ফসকে গেলো। সে একহাতে ঝুলে আছে।

তবে কেউ একজন তার চেয়েও দুর্ভাগা।

তার পাশ দিয়েই একটি দেহ পড়ে গেলো।

স্টেলা।

দুপুর ১:২৪

স্টেলা পানিতে পড়ে অদৃশ্য হবার সাথে সাথে গ্রে তড়িঘড়ি করে পাড়ের দিকে ছুটে গেলো।

হ্যারিংটন আর্তচিৎকার করে পানির দিকে ছুটে গেলেন। গ্রে তাকে থামিয়ে বললো, "দাঁড়ান...আমি যাচ্ছি।"

কিন্তু ইতোমধ্যেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।

উপর থেকে একটা দেহ দ্রুত গতিতে পানিতে নেমে গেছে।

জেসন পানির দিকে স্টেলাকে অনুসরণ করে ঝাপ দিয়েছে।

গ্রে দুই সেকেন্ড দম বন্ধ করে অপেক্ষা করলো। পরক্ষণে উভয়েই পানি থেকে খাবি খেতে খেতে ভেসে উঠলো। স্টেলা শ্বাস নেবার জন্য রীতিমতো সংগ্রাম করছে। কোন মতে ঠোঁট পানির উপর উঠিয়ে রেখেছে। জেসনও যথেষ্ট সংগ্রাম করে তাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে সহজে নাড়ানো যাচ্ছে না। পুরো শরীর শক্ত হয়ে আছে। চোখে-মুখে রাজ্যের ভয়।

জেসন বললো, "কিছু একটা তার পা আকড়ে ধরে আছে।"

গ্রে তার রাইফেল ফেলে দিলো। নিচু হয়ে গোড়ালিতে গুঁজে রাখা ছুরিটি হাতে নিয়ে নিলো। তারপর ঝাপ দিলো পানিতে। নাইট ভিশন গগলসে সবকিছু ভাসা ভাসা দেখা যাচ্ছে। সে স্টেলার কাছে পৌছে ভালো করে খেয়াল করে বুঝতে পারলো লতা জাতীয় কিছু একটা তার পায়ে পেঁচিয়ে আছে। তার পা থেকে চিকন একটা রক্তের ধারা ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রে তার গোড়ালির দিকের কিছুটা ঢিলে হয়ে থাকা লতানো বস্তু মুঠ করে ধরে ছুরি চালালো। তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি সহজেই সেটাকে কেটে ফেললো।

মুক্ত হবার সাথে সাথে স্টেলা অসাবধানবশত তার মাথায় লাথি মেরে বসলো। গ্রে বুঝতে পারছে আতঙ্কের কারণ। সে ঘুরে পানির উপরিভাগের দিকে যাত্রা করলো।

কোয়ালস্কি তাড়া দিয়ে বললো, "জলদি উঠে এসো।"

পানি থেকে বেরিয়ে এসেছে কিছু উজ্জ্বল গোলক। কালো পায়ার মত কিছুর উপর দাঁড়ানো।

গ্রের মনে পড়লো জেলির মতো নরম গোলকগুলোর কথা। যারা দগ্ধ করে দিয়েছিল উড়ন্ত জন্তুগুলোর ডানা।

Volitox ignis।

জেসন তার অস্ত্র উপরের দিকে তাক করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে তীরে পৌছে গেলো।

হ্যারিংটন বললেন, "সনিক অস্ত্রগুলো এই প্রজাতিগুলোর বিরুদ্ধে কোন কাজে আসে না...ভাগো!"

কাপড়-চোপড় ভিজে ভারি হয়ে গেছে। গ্রে তীরের দিকে প্রাণপণে ছুটছে। কিন্তু সে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত।

আমি কখনই পাড়ে পৌছুতে পারবো না।

তার সামনে গোলকগুলো আরো নিচে নেমে এসেছে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে তার পেছন থেকে বিকট গোলাগুলির শব্দ ভেসে এলো। সনিক অস্ত্রের শব্দ না। ভারি মেশিনগানের শব্দ।

তীর থেকে কোয়ালস্কি গুলি করছে। কিন্তু গুলি করছে বেশ উপরের দিকে।

ফলে গুলি যাচ্ছে গোলক ও পানির জন্তুগুলোর উপর দিয়ে। তবে গুলি পানির কয়েক মিটার উপরে ঘুরতে থাকা একটি অবয়বে গিয়ে আঘাত করলো। অবয়বটা ঐধ্বংসী এর। এটাই আগে জেসনকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। এবার গুলির আঘাতে তার দেহ ছিন্নভিন্ন। পানিতে মিশে যাচ্ছে কালো রক্তের ধারা। *Volitox* ঝাপিয়ে পড়লো সেখানে। প্রথমত গোলাগুলি থেকে আত্মরক্ষা করতে, সেই সাথে রক্তের নেশায়।

গ্রে তীরে পৌছে গেলো।

হ্যারিংটন বললেন, "এখন শিকারিগুলো কিছুটা সময় ব্যস্ত থাকবে, এই সুযোগে এখান থেকে যতদূর সম্ভব চলে যেতে হবে।"

গ্রে কোয়ালস্কির কাঁধে ধন্যবাদসূচক মৃদু চাপড় মেরে বললো, "চলো।"

কোয়ালস্কি মেশিনগান কাঁধে ঝুলিয়ে বললো, "এজন্যই বলেছিলাম, আমার চাই সত্যিকারের গুলি।"

তারা তীরের কিনারা ঘেষে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে গেলো। এগুতে হলো সাবধানে। কারণ শেওলার কারণে রাস্তা একেবারে পিচ্ছিল।

হ্যারিংটন তার কন্যার খুঁড়িয়ে হাঁটা খেয়াল করলেন। তার ডান পায়ে এখনও সেই কেটে ফেলা লতাজাতীয় জিনিসগুলো লেগে আছে। প্যান্টের পায়ের দিকটা রক্তাক্ত।

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "এগুলোর কোন ব্যবস্থা করতে হবে না?"

প্রফেসর বললেন, "অবশ্যই করবো। ঐখানে গিয়ে।"

স্টেলা ভাঙা কিছু পাথরের টুকরোর উপর আসন গেড়ে বসলো। হ্যারিংটন খুব সাবধানে লতাজাতীয় বস্তুগুলো তুলে আনলেন। প্রতিটির প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা কাঁটা

আছে। তুলে ফেলার সাথে সাথে এদের পেশিগুলো প্রফেসরের হাতের মধ্যে মোচড়াতে লাগলো।

প্রফেসরের কথামতো গ্রে স্টেলার প্যান্টের কিছু অংশ কেটে ফেললো। তারপর গন্ডোলা থেকে নিয়ে আসা মেড-কিট থেকে অ্যান্টিসেপটিক ও ব্যান্ডেজ নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ শুরু করলো।

ব্যান্ডেজ করতে করতে গ্রে বললো, "বিষের ব্যাপারে কোন সাবধানতার প্রয়োজন আছে কি?"

হ্যারিংটন লতাগুলো সামনে ঝুলিয়ে বললেন, "না। *Sugox sanguine* সাধারণ সামুদ্রিক লতাগুল্মের চেয়ে বেশি কিছু না। শুধু একটু বেশি আগ্রাসি স্বভাবের।"

লতাগুলো হাতে নিয়েই প্রফেসর জেসনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

জেসন এক কদম পিছিয়ে গেলো।

প্রফেসর বললেন, "সোজা দাঁড়িয়ে থাকো। তোমার মুখটা দেখতে দাও।"

জেসন তার গাল সামনে পেতে দিলো। সেখানে গভির কালো ক্ষতচিহ্ন।

হ্যারিংটনের হাতে ঝুলতে থাকা লতাগুলোর কাটা স্থান থেকে উজ্জ্বল লাল রক্ত ঝরছে। গ্রে কাটাগুলো ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। তার মনে একটা ভয় উঁকি দিলো।

এই লতাজাতীয় বস্তুগুলো কি স্টেলার রক্তপান করছিল?

প্রফেসর জেসনের মাথাটা আরো কাত করে পেছনের দিকে হেলে দিলেন এবং ক্ষতস্থানের উপর টকটকে লাল একফোটা রক্ত ফেললেন।

ক্ষতস্থান থেকে মোটা একটা লার্ভা মোচড়াতে মোচড়াতে বেরিয়ে এলো। রক্তের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে লম্বা হয়ে। প্রফেসর লতাগুলোর কাটা দিয়ে একে বিদ্ধ করে ফেললেন। টেনে বের করে আনলেন পুরো দেহ। তারপর দুটোকেই ছুড়ে ফেললেন নদীতে।

জেসন তার ক্ষত স্থানে হাত দিয়ে দেখছে। তাকে দেখতে অসুস্থ মনে হচ্ছে।

হ্যারিংটন জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি বটফ্লাই কি জানো?"

জেসন মাথা নাড়লো। তার ভাবেসাবে মনে হচ্ছে সে জানতেও চাচ্ছে না।

হ্যারিংটন নিজে থেকেই ব্যাখ্যা করলেন, "*Cuniculux spinae*গুলোও একই জাতের। মাংসের ভেতরে ঢুকে পড়ে এমন এক প্রকার পরজীবী। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কোষকলা পর্যন্ত পৌছে এবং ডিম ফুটিয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটায়।"

জেসন চেহারা আরো মলিন করে বললো, "ডিম ফুটিয়ে?"

"হ্যা, ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে মাংসাশী লার্ভা। ছড়িয়ে পড়ে আরো অনেক জায়গায়। তারপর তারা পূর্ণরূপে।"

গ্রে জেসনকে বিশদ বিবরণ শোনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বাধা দিয়ে বললো, "আমার মনে হয় জীববিজ্ঞানের উপর এতোটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট।" তারপর স্টেলাকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে করতে বললো, "এবার যাওয়া যাক।"

দুপুর ২:৩২

জেসন ভাবলেশহীনভাবে গ্রের পাশাপাশি হাঁটছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট যাবত হাঁটাহাঁটি চলছে। কিন্তু দূরত্বের হিসেবে তারা মাত্র আধা মাইলের বেশি এগুতে পারে নি।

এতটুকুও কিনা সন্দেহ।

তাদের পেছন থেকে হ্যারিংটন বললেন, "আর বেশি একটা দূরে নয়।" তবে এ ব্যাপারে জেসনের সন্দেহ আছে। হয়তোবা তিনি নিজে নিজেকে সান্তনা দিচ্ছেন।

তাদেরকে চলতে হচ্ছে নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে। ফাটল, পানির স্রোত, সরু টানেল, পাথরের স্তুপ ইত্যাদিতে পূর্ণ বন্ধুর পথ।

তারপরও তাদের চলার গতি ধীর হবার কারণ এই বিচিত্র ভূখন্ড নয়।

এখানকার বিচিত্র প্রাণীগুলোই মূল সমস্যা। সনিক অস্ত্রগুলো বেশিরভাগ বড় প্রাণীগুলোকে বাগে আনতে পারলেও সমস্যা ছোটগুলোকে নিয়ে। প্রতি পদক্ষেপেই সেগুলো ছুটে আসছে তাদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে।

যতই সামনে এগুচ্ছে পরিস্থিতি ততই খারাপের দিকে যাচ্ছে। পথচলা ততই কষ্টকর হয়ে পড়ছে।

স্টেলার বাবা তাদেরকে বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে জ্ঞানদান করেই চলেছেন। প্রজাতিগুলোর বর্ণনা শোনার পরপরই একটা কথা মনে উদয় হচ্ছে।

জেসন সেটা বলে ফেললো, "আমরা কি এগুলোকে গুলি করবো?"

জেসন সামনের দিকে তাকালো। তাদের সামনে যে জিনিসগুলো পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোকে পালকহীন এমু পাখির সাথে তুলনা করা যায়। সংখ্যায় প্রায় দুইশর মতো।

হ্যারিংটন বললেন, "আমরা যদি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলে যাই তারা আমাদেরকে পাত্তা দেবে না। মানুষের প্রতি সহজাত কোন ভয় তাদের মধ্যে নেই। একেবারে অক্ষত অবস্থায় এ জায়গা পেরিয়ে যেতে পারবো। তবে সাবধান থাকতে হবে যেন ভূলেও তাদের কোন বাসার কাছাকাছি চলে না যাই।"

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "যদি কোনভাবে তারা টের পেয়ে যায়?"

হ্যারিংটন বললেন, "আবী পথহড় দলবদ্ধভাবে থাকে। ঝাক বেঁধে তারা আক্রমণ করে। তাদের পায়ের পেছনের দিকের বাঁকানো নখরগুলো খেয়াল করো। শিকারকে ঘায়েল করতে এগুলো ব্যবহার করে এরা।"

স্টেলা বললো, "তারা কিন্তু সহজে বশ মানে। এমনকি খানিকটা বন্ধুভাবাপন্ন স্বভাবের।"

স্টেলা সামনে এগিয়ে গিয়ে ওগুলোর দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিলো। একটা

লাফিয়ে কাছে চলে আসলো। জেসন দেখলো এর কোন চোখ নেই। লম্বা চ্যাপ্টা ঠোঁটের উপরে শুধু ছোট একটা নাসারন্ধ্র। সে আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটার লম্বা ঠোঁটের পাশে খানিকটা নিচে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

দলটি অতিদ্রুত জায়গাটি পেরিয়ে গেলো।

হঠাৎ হ্যারিংটন চিৎকার করে বললেন, "দাঁড়াও।"

জেসন বরফের মতো জমে গেলো। সে একটা পাথরের উপর পা ফেলতে যাচ্ছিল। তার পাশেই কিছু একটা ছিল। কোন কিছুর পা সম্ভবত। দ্রুত একপাশে সরে গেলো। একোবারে দূরে চলে যাবার পর ভালোমতো দেখা গেলো সেটাকে। কালো একটা লেজ নজরে পড়লো। তার মাথায় প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা তিনটি হুল। স্যাঁতস্যাঁতে পিচ্ছিল শিরদাঁড়া দেখা বোঝা যায় ওগুলো বিষাক্ত হবে।

হ্যারিংটন দ্রুতগামি জন্তুটির নাম বলে অনুমানটি সত্য প্রমাণ করলেন, "পেডেক্স ফার্ভেন্স বা বলা যায় উত্তপ্ত পা।"

তারা রীতিমতো যুদ্ধ করে পরবর্তি একশ ইয়ার্ড এগিয়েছে। টানেলটি শেষবারের মতো আবারো নিচে নেমে গেছে। গিয়ে মিশেছে বিশাল এক খালি জায়গায়। তারা এর মুখের দিকটায় জড়ো হয়েছে। বিশাল আকৃতিটা মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় জাগিয়ে তোলে।

স্টেলা বললো, "আমরা একে বলি কলিসিয়াম।"

এর ছাদ তাদের আইআর ইমিটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। যে নদীটি অনুসরণ করে তারা এখানে এসেছে সেটি ভাগ হয়ে গেছে শত শত ছোট খাঁড়ি, নদী আর স্রোতে। দু'পাশে বিশালাকার দেয়াল। অনেক দূরে তাদের বাতির আলো প্রতিফলিত হচ্ছে লেকের পানিতে। দেখা যাচ্ছে আবছা আবছা দ্বীপ।

আর কাছাকাছি, তারা পেছনে যে পেট্রিফায়েড গাছের গুড়ি আর ধ্বংসাবশেষ ফেলে এসেছে, সেগুলো যেন রূপ নিয়েছে বিশাল কাল্পনিক পাথুরে এক বনে। বিশাল এই গুহায় শুধু গাছের গুড়ি না, একেবারে অবিকৃত শাখাপ্রশাখা, কান্ড, ডাঁটা ও তোরণও রয়েছে।

এটি প্রাচীন পৃথিবীর একটি ফসিলাইজড প্রতিকৃতি।

দলটি বিশালাকার জায়গাটাতে প্রবেশ করলো। ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখছে চারপাশ। জেসন ওয়েস্টার্ন এন্টার্কটিকার বরফের নিচে একটি খাদ আবিষ্কারের খবর পড়েছে। এর গভিরতা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের দ্বিগুণ। এ জায়গাটা সেরকমই কোন জায়গার গুহাময় সংস্করণ।

হ্যারিংটন তাড়া দিয়ে বললেন, "এদিকে আসো।"

প্রফেসর তাদেরকে নিয়ে ডান দিকে গেলেন। ব-দ্বীপের চওড়া অগভির স্থানের দিকে। হাঁটুজল মাড়িয়ে সামনে চলছেন তিনি। জেসন অনুসরণ করছে তবে স্রোতের

মধ্য দিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে তার যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। টিপে টিপে হাঁটছে কারণ এখনোও সে পানির ব্যাপারে ভীত। ভালো মতো দেখে দেখে হাঁটছে কোন বিপদ আছে কি না। স্টেলা তার আই.আর বিম সামনে ফেলে চলছে। সেটা জেসনকেও পথনির্দেশ করছে। সামনে ভাঙা পিলারের দু'টো সারি নজরে পড়লো। আকারে প্রতিটা কোয়ালস্কি'র উরুর সমান মোটা। তাদের পথের পাশাপাশি চলে গেছে সামনে। প্রথমে মনে হয়েছে ওগুলো প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু সারিগুলো দেখতে খুব বেশি গোছানো ও সমান। আরো সামনে থেকে দেখতে বোঝা গেলো সেগুলো আসলে কাঠের খামের গুড়ি। কালো ছাতাপড়া স্টিলের স্পাইকের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত।

সুপ্রাচীন স্থাপনাটি দেখে ব্রিটিশদের দ্বারা তৈরি বলে মনে হয় না।

স্টেলা তার ভাবসাব খেয়াল করে বললো, "ওগুলো পুরনো একসারি ব্রিজের জন্য বসানো হয়। ব্রিজ অনেক আগেই ভেঙে পড়েছে।"

"ওগুলো তৈরি করেছে কে?"

হ্যারিংটন তাদেরকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য তাড়া দিলেন। প্রশ্নের উত্তর এবং সেই সাথে তাদের গন্তব্য দুটোই অপেক্ষা করছে সামনে। তাদের সামনের জিনিসটা বাঁকা করে পার্ক করে রাখা। ব-দ্বীপের দুটি উঁচু স্থানের সংযোগকারী একটা পাথুরে স্থানের উপর রাখা। বিশাল যানটার দেহটা প্রায় দু'তলা সমান উঁচু। আর সেটা দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার নতুন টায়ারের উপর। ঝকঝকে কয়েকটা মই তার পাশে ঠেস দিয়ে রাখা।

স্টেলা বললো, "এটা আমরা পেয়েছি বেশ আগে। সম্প্রতি ব্রিটিশ কারিগরদের একটা দল এটাকে আবার সচল করতে পেরেছে।"

জেসন অবাক আর আতঙ্ক মেশানো দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

এটা অ্যাডমিরাল বার্ডের পুরনো স্নো ক্রুজার।

দুপুর ৩.১৪

ডিলান রাইট সবচেয়ে বড় ক্যাটের সামনের ঢালু পথের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। একহাতে তার বডি আর্মর ঠিক করছে এবং অন্য হাতে কাঁধ বরাবর ধরে রেখেছে তার হাওড়া পিস্তল। যেকোন প্রকার আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত।

উপরের দিকে তাকিয়ে ডিলানের মাথা গরম হয়ে গেলো। উপরে দাঁড়িয়ে আছে গন্ডোলা। সেখান থেকে নিচের দিকে ঝুলছে মইয়ের ধ্বংসাবশেষ।

তারমানে হ্যারিংটন আর তার দলবল নিচে নেমে গেছে। কিন্তু গেছে কোথায়?

ইঞ্জিনের গরগর শব্দে তার মনোযোগ চলে গেলো পেছনের দিকে। আরেকটা

ক্যাট এসে থামলো তার পার্ক করে রাখা ক্যাটের পাশে। জানালা খুলে মাথা বের করলো তা সেকেন্ড ইন কমান্ড।

ম্যাককিনন বললো, "প্রফেসর সেই ডুবজাহাজে লুকায়নি। আমরা প্রতিটি কোণা খুঁজে দেখেছি।"

হ্যারিংটন জার্মান জাহাজে লুকিয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত হতে সে ম্যাককিননকে সেখানে পাঠিয়েছিল।

এখন ডিলান নিশ্চিত।

তারা সত্যিই হাঁটাপথে রওনা হয়েছে।

আগেই তার বাহিনীর একজন নদীর তীরে পদচিহ্ন খুঁজে পেয়েছে। তবুও ডিলান পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চেয়েছে যে কেউ তাদের ভুল পথে চালিত করতে এমনটা করেছে কিনা। তার ধারণা ছিল না স্থলপথে যাবার মতো সাহস হ্যারিংটনের করবে।

মনে হচ্ছে আমি তোমাকে খাটো করে দেখছি, ওল্ড ম্যান।

দুর্ভাগ্যবশত তারা অভিযানের জন্য ক্যাট প্রস্তুত করে রওনা দিতে অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছে। তার উপর আবার হেল'স কেইপে ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ।

এবার যেভাবেই হোক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। পায়ে হেঁটে তারা খুব একটা বেশি দূর যেতে পারবে না। সে তার ক্যাটের ভেতর ঢুকে গেলো।

হোলস্টারে পিস্তল রেখে সবার উদ্দেশ্যে বললো, "সবাই উঠে পড়ো!".

শুরু হবে আসল শিকার।

অধ্যায় ২৩

৩০শে এপ্রিল, সকাল ১১:৩০, এএমটি
বোয়া ভিসতা, ব্রাজিল

ড. লুকাস কার্ডোজা কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকে আছে। সোজা হয়ে বললো, "ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং তো।"

পেইন্টার পাশের টুল থেকে উঠে আসলেন তার পাশে।

এই ব্রাজিলিয়ান লোকটি বোয়া ভিসতায় জেনোগ্রাফিক প্রজেক্টের প্রধান। কার্ডোজা এবং তার দল কয়েক দশক ধরে দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় উপজাতিদের ডিএনএ নিয়ে নানা ধরণের গবেষণা করছে। সেগুলোকে নানাভাবে পুর্ণবিন্যস্ত করছে। বিশেষ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে বের করার চেষ্টা করছে শত শত উপজাতিদের প্রাচীন মাইগ্রেশন প্যাটার্ন যারা ব্রাজিলিয়ান ফরেস্টের স্থায়ি বাসিন্দা।

পেইন্টার ও ড্রেইক কার্ডোজার সাথে তার অফিসে যোগ দিয়েছে। ক্যাফেতে হামলাকারী গানম্যানের রক্তের নমুনা তার পরীক্ষা করে দেখার কথা। বন্দি এখন পুলিশের জিম্মায়। তবে সে কোন কথা বলছে না। এমনকি আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছে একবার। এই ধরণের আচরণ কাটারের অনুসারীদের তার প্রতি আনুগত্যের এবং তার জাতি গোত্রের নিষ্ঠা সম্পর্কে ভালোই পরিচয় দেয়।

কিন্তু সে কোন উপজাতিভুক্ত?

কার্ডোজা পেইন্টারকে তার কম্পিউটারের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "মনে হচ্ছে কিছু একটা পেয়েছি।"

ড্রেইক নিচু হয়ে কম্পিউটারের দিকে ঝুকে বললো, "কত সময়?"

পেইন্টার তার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় তিন ঘন্টা আগে জেনা অপহৃত হয়েছে। তার অপহরণকারীরা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। যতই সময় যাচ্ছে উদ্ধারের সম্ভাবনা ততই ফিকে হয়ে আসছে। তাকে উদ্ধারের শুধু সংকীর্ণ একটা পথ খোলা আছে তার আর তার দলের সামনে। কাটার এলয়েস সম্ভবত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য অপহরণ করেছে। তার কাছ থেকে জেনে নিতে চাচ্ছে যে আমেরিকানগুলো তার সম্পর্কে কতটুকু জানে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে জেনাকে আর তার প্রয়োজন নেই।

ব্যাপারটা মাথায় রেখেই পেইন্টার ম্যালকম আর স্মিটকে ব্রাজিলিয়ান এয়ার বেইসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তাদের নতুন পরিবহন যানের জন্য অপেক্ষা করছে তারা। আকাশযানটা আসছে দক্ষিণ আটলান্টিকের একটা ইউ.এস যুদ্ধজাহাজ থেকে। কেট সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেছে। নানান মাধ্যমে ব্রাজিলিয়ান সরকার ও মিলিটারী বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করেছে তাদের সহযোগিতার জন্য। সেই সাথে বাড়তি

হিসেবে বিভিন্ন সাপোর্টিং জিনিসপত্রেরও ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এটা কেটের একটা ভালো গুণ বলা যায়। সর্বদা নির্দেশের জন্য অপেক্ষা না করে পরিস্থিতি বুঝে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়।

এই মুহূর্তে ব্যাপারটা তার কাছে যথেষ্ট বিচক্ষণই মনে হলো।

নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই।

কেট সেই সাথে জানিয়ে দিয়েছে যে মনো লেক এলাকায় মাঝারি মাপের একটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস পৌছেছে, সেটা ব্যবহারের প্রস্তুতি চলছে। তার হিসাব মতে এর ফলাফলটা হবে ভয়াবহ। একশত স্কয়ার মাইল এলাকা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর রেডিয়েশন ছড়িয়ে পড়বে আরো চারশত মাইল পর্যন্ত, পুরো ইয়োসেমিটি ন্যাশনাল পার্কসহ। হতাশার ব্যাপার হচ্ছে, এই ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণের ফলে যে বায়ো-অর্গানিজমটা নির্মূল হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

তাই এই মুহূর্তে পেইন্টারের সবচেয়ে বেশি জরুরি একটা ক্লু পাওয়া আর ব্রাজিলিয়ান জেনেটিসিস্টই এখন তাদের প্রধান ভরসা।

পেইন্টার বললেন, "কি পেয়েছো?"

কার্ডোজা কিছুটা অনুতাপের স্বরে বললো, "অতটা সময় নেয়ার জন্য দুঃখিত। গত কয়েক বছরে জেনেটিক অ্যানালিসিস অনেক বেশি নিখুঁত হয়েছে। আর এই ধরণের অ্যানালিসিসে সব কিছুই অনেক বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। হতে হয় অনেক বেশি নিখুঁত। আর এতে চলে যায় অনেক বেশি সময়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি চাইনি কোন ধরণের ভুল-ভ্রান্তি হোক। এতে ভুল উপজাতির তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।"

পেইন্টার তার কাধে হাত রেখে আশ্বস্ত করে বললো, "এতো দ্রুত সাড়া দেবার এবং সহযোগিতা করার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

কার্ডোজা মাথা নেড়ে মনিটরের দিকে নির্দেশ করে বললো, "এটা দেখুন।"

মনিটরে অনেকগুলো ধূসর বর্ণের ভার্টিক্যাল বারের সারি। অনেকটা বার কোডের মতো। কিন্তু এটা আসলে সেই বন্দির জেনেটিক লিগ্যাসির ম্যাপ।

কার্ডোজা বলে চললো, "নর্দান ব্রাজিলের স্থানীয়দের বাইশটি অনন্য জেনেটিক মার্কার আমি সনাক্ত করেছি। তবে এ জিনিসটা সাধারণত তেমন একটা কাজে দেয় না। কারণ এই অঞ্চলটাতে উপজাতির সংখ্যাটা অনেক বেশি এবং মানুষগুলো নানা উপজাতিতে মিক্সড। কিন্তু এই সিকোয়েন্সটা..." সে আঙুল দিয়ে মনিটরে একটা নির্দিষ্ট বারের উপর বৃত্ত করে দেখিয়ে বললো, "এটা ম্যাকাক্সি উপজাতির একটা বিশেষ সাব-গ্রুপের মধ্যে পাওয়া অনন্য মিউটেশন। বলা যায় উপজাতির মধ্যকার উপজাতি। এই বিশেষ গ্রুপটা বিচ্ছিন্নতা এবং আন্তজননের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। মাল্টিপল বার্থের একটা বিস্ময়কর ব্যাপার আছে এদের মধ্যে।"

"আর এই বন্দি সেই বিস্ময়কর গ্রুপের বাসিন্দা?"

"আমি মোটামুটি নিশ্চিত।"

এই ধরণের মোটামুটি নিশ্চয়তা পেইন্টারকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দিলো। তিনি বললেন, "কতটুকু নিশ্চিত তুমি?"

সে তার চশমা ঠিক করতে করতে বললো, "নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত। সম্ভবত দশমিকের পর আরেকটু।"

পেইন্টার একটা হাসি দমিয়ে রাখলেন। একমাত্র একটা সায়েন্টিস্টের পক্ষেই নিরানব্বই ভাগ মিলকে মোটামুটি মনে হওয়া সম্ভব।

ড্রেইক জিজ্ঞেস করলো, "এই উপজাতি থাকে কোথায়?"

কার্ডোজা কি-বোর্ডে তার হাত চালিয়ে একটা টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ নিয়ে আসলো। বোয়া ভিসতার দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় শত মাইল দূরে একটা লাল বিন্দু দেখাচ্ছে। রেইন ফরেস্টের একেবারে গভিরে।

পেইন্টার হতাশার একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। সেটা তো বিশাল এলাকা। কোন ধরণের প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার আশায় বললেন, "রেইন ফরেস্টের সেই অঞ্চল সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো?"

কার্ডোজা মাথা নেড়ে বললো, "খুবই সামান্য। সেই জায়গার ভূ-প্রকৃতি এতোটাই এবড়ো-থেবড়ো এবং দুর্গম যে স্থলপথে সেখানে পৌছানো প্রায় অসম্ভব।"

ড্রেইক বললো, "বোঝা যায় কেন এরা আর্ন্তজননের জন্য বিখ্যাত।"

কার্ডোজা নিচু কক্ষপথ থেকে তোলা একটা ছবি দেখিয়ে বললো, "জায়গাটার একটা স্যাটেলাইট ইমেজ এটা।"

দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঢোকা অসম্ভব। কালচে সবুজ বৃক্ষাচ্ছাদিত সেই স্থানে যেকোন কিছুই থাকতে পারে লুকানো।

কাটার এলয়েস সম্পর্কে যতটুকু পারা যায় তথ্য জেনে নেবার পর পেইন্টার তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পেরেছেন।

পেইন্টার টপোগ্রাফিক ম্যাপে দেখা অস্বাভাবিক কিছু একটা স্মরণ করে বললেন, "এটা জুম করা যাবে?"

"নিশ্চয়ই।"

ছবিটা বড় হয়ে গেলো। রেইন ফরেস্টের একটা নির্দিষ্ট অংশ এখন সামনে। লাল বিন্দু দিয়ে মার্ক করা গ্রামটি সেই জিনিসটির ঠিক পাশেই। জিনিসটা একটা সুউচ্চ পাহাড়। কিনারাগুলো একেবারে খাড়া। চূড়াটি কুয়াশার চাদরে মোড়া।

ড্রেইক জিজ্ঞেস করলো, "কি এটা?"

কার্ডোজা ব্যাখ্যা করে বললো, "একটা টেপুই। প্রাচীন একটা উপত্যকার এবড়ো-থেবড়ো একটা অংশ। এই অঞ্চলের চারপাশের মালভূমিগুলো নানা প্রকার মিথ ও প্রাচীন লোক-কাহিনীর মূলকেন্দ্র। ছড়িয়ে আছে প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মা ও পাতালে যাবার সুরঙ্গ সম্পর্কিত নানা প্রকার গল্প।"

পেইন্টার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

আর সেই সাথে একজন মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়ার জন্য ভালো জায়গা।

ড্রেইক তার দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনার ধারণা এটাই সেই জায়গা?"

"যদি সে জায়গা নাও হয়, ম্যাপে মার্ক করা গ্রামটির খুব কাছাকাছি হবে। আমরা বিনা নোটিশে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারবো।"

পেইন্টার আরো বললেন, "যদি ঐ পর্বতে কিছু নাও পাই, আশা করা যায় হয়তো সেই গ্রামের কেউ কাটার এলয়েস সম্পর্কে কিছু জেনে থাকবে।"

ড্রেইক ড.কার্ডোজাকে কোন প্রকার ধন্যবাদ বা বিদায় না জানিয়েই ঘুরে বললো, "তাহলে চলুন।"

পেইন্টার তার তাড়াহুড়োর কারণ বুঝতে পারছেন। তবে তিনি জেনেটিসিস্টের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তুমি সম্ভবত একজন মহিলার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছো।"

তারপর দ্রুত ড্রেইকের পিছু যেতে যেতে প্রার্থনা করলেন কথাটা যেন সত্য হয়।

সকাল ১১:৩৮

জেনা দাঁড়িয়ে আছে সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে।

তার সামনে বিশাল জঙ্গল, নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গের ঝিঁঝি শব্দ, পাখির কলরব। আর পেছনে একটা খোলা জায়গায় হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের ধীর টিকটিক শব্দ।

সে দুপুরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। রোদের তাপে ফোস্কা পড়ে যাবার মতো অবস্থা। সেই সাথে অত্যাধিত আর্দ্রতার কারণে পরিবেশ আরো বেশি প্রতিকূল। সে একটা মেহগনি গাছের ছায়ার চলে গেলো। তার গার্ড তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার অপহরণকারী তাকে বেঁধে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

আমি যাবই বা কোথায়?

সে যদি পালাতে চায়ও, এই উপজাতি লোকগুলো এই বন তার থেকে অনেক ভালো করে চেনে। বেশিদূর যাবার আগেই সে আবার ধরা পড়বে।

সে গভিরভাবে জঙ্গলের সজীব বাতাসে শ্বাস নিলো। নিঃশ্বাসের সাথে সাথে তার সমস্ত দুশ্চিন্তা বের করে দিতে চাচ্ছে। চারপাশে সবুজ আর বাতাসে সুমিষ্ট গন্ধ। একজন পার্ক রেঞ্জার হিসেবে জীবনের এমন সুন্দর বৈচিত্রময় সমাবেশ উপেক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব। পিঁপড়ারা দলবেঁধে মাটি থেকে তার পাশের গাছ বেয়ে চলেছে উপরের দিকে। সে পড়েছে ই.ও.উইলসন নামের এক ন্যাচারালিস্ট একটা রেইন ফরেস্টের গাছে দুইশত প্রজাতির বেশি পিঁপড়ার সন্ধান পেয়েছে। বোঝা যাচ্ছে প্রকৃতি এই ইডেনের কোণা-কাচা কোথাও খালি রাখেনি।

বড় কিছু একটা জঙ্গলের মধ্যে তার কাছাকাছি সরে এসেছে। তারপর আচমকাই সামনে এসে চমকে দিলো তাকে।

ইবোনি চুলের এক মহিলা তার সামনে। তার বক্ষ জঙ্গলের অন্যান্য ছেলেদের মতই উন্মুক্ত। তার এক হাতে একটা ধনুক। পেছনে কিছু তীর। তার কাধেঁর দুপাশে একটা হরিণশাবকের নিস্তেজ শরীর ঝোলানো।

সে কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই জেনার পাশ দিয়ে চলে গেলো।

দেখে মনে হয় মহিলাটি শিকার করে মাংস বা চামড়ার জন্য না, এটা তার এক ধরণের খেলা।

জেনা আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করলো অর্ধনগ্ন মহিলাটির দিকে কেউই তাকাচ্ছে না।

মহিলাটি একটি ডালে ঝুলানো ব্লাউজ পরে নিয়ে পাইলটের সাথে নিচু ও মোলায়েম স্বরে কিছু বলা বললো। তার কালো চোখ দুটো চলে গেলো জেনার দিকে, তারপর তার সামনের লোকটির দিকে। পাইলট মাথা নেড়ে উচ্চ স্বরে একজোড়া উপজাতির উদ্দেশ্যে কিছু বললো এবং তাদেরকে পথ থেকে সরে যেতে ইশারা করলো।

বোঝা যাচ্ছে যাওয়ার সময় হয়েছে।

কয়েক মিনিট পর, জেনা পেছনের কেবিনে তার সিটে গিয়ে বসলো। ইঞ্জিন চালু হলো এবং হেলিকপ্টারটি উপরের দিকে উঠতে শুরু করলো।

সে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

দিগন্তজোড়া কালো রেখা। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে অনেক দূর পথ।

তারা কি সেদিকেই যাচ্ছে?

তার জানার কোন উপায়ই নেই। তবে সে নিশ্চিত জানে যাত্রা শেষে যেখানেই পৌছুক সেটা ভালো কিছু হবে না। সে চোখ বন্ধ করে ফেললো। প্রবলভাবে মিস করছে তার পার্টনারকে। তার শক্তি ও মানসিক দৃঢ়তার উৎস।

নিকো...

তবে তার পার্টনার এখন লড়ছে তার নিজস্ব যুদ্ধে।

সকাল ৮:৪০, পিডিটি
সিয়েরা নেভাদা মাউনটেইন, সিএ

লিসা চাকাযুক্ত স্ট্রেচারটিকে চালিয়ে এয়ার লকের দিকে নিয়ে গেলো। ল্যাবের একমাত্র জীবন্ত ইদুরটি তার খাঁচায় ছোটাছুটি করছে। লিসা চলে যাবার সময় সেটি খাঁচার সামনে চলে আসলো।

আমি দুঃখিত, আমি শুধুমাত্র একজনকে বাঁচাতে পারবো।

নিকো তার কুশনযুক্ত স্ট্রেচারে শুয়ে আছে। হাল্কা মাত্রার সিডেশন দেবার পর খুবই আস্তে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। তার বাম দিকের প্রথম পা টা শক্ত করে বেঁধে রাখা,

দুটি ব্যাগের ওঠ লাইনের সাথে যুক্ত। তাদের একটিতে আছে বিভিন্ন অ্যান্টিভাইরালের মিশ্রনযুক্ত তরল ও অন্যটিতে আছে প্ল্যাটেলেট-রিচ প্লাজমা। ব্যাগগুলো কুকুরটির কুশনের পাশে রাখা।

নিকোর স্ট্রেচারটা রোগিবহনকারি একটি ট্রান্সপোর্ট গার্নি। এটা স্বচ্ছ আবরণের মাধ্যমে ভালোমতো সিল করা। সাথে যুক্ত আছে নিজস্ব অক্সিজেন সাপ্লাই।

সে গার্নিটিকে ঠেলে এয়ার লকের ভিতর নিয়ে গেলো। প্রেশার স্থিতাবস্থায় আসার জন্য অপেক্ষা করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো। সে অপরপাশের লোকটির প্রতি ইশারা করলো। এডমান্ড ডেন্ট এয়ার লক খুলে দিলো। গার্নিটিকে ভেতরে কনফারেন্স রুমে নিয়ে যেতে সাহায্য করলো।

এডমান্ড বললো, "সবকিছু জলদি করতে হবে। হাতে মোটেই সময় নেই।"

লিসার সেটা ভালোই মনে আছে।

লিন্ডাল তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মাউনটেইন বেইসে গেছে। সেখানে নিউক্লিয়ার ডিভাইস পৌঁছাবে। তার সাথে আছে নিউক্লিয়ার ও রেডিয়েশন বিশেষজ্ঞ। আর এই কারণেই ল্যাবটা বর্তমানে মোটামুটি ফাঁকা। অল্পবিস্তর যারা আছে তাদের বেশিরভাগই এডমান্ডের সহকর্মি। তাদেরকে রাজি করানো গেছে যেন তারা এখানকার ব্যাপারগুলো চেপে যায়। তারা সবাই জেনাকে চেনে। জানে যে বর্তমানে সে অপহৃত। আর এখন তার কুকুরটিকে ইরেডিয়েট করার পরিকল্পনা হচ্ছে।

কিন্তু ব্যাপার হলো প্রেশার দেয়া হলে কতক্ষণ পর্যন্ত এরা নিশ্চুপ থাকবে?

গার্নিটিকে প্রধান ডিকন্ট্যামিনেশন এয়ার লকের মধ্যে ঢুকানোর সাথে সাথে দূরে দাঁড়ানো এক মেরিন গার্ড তার দিকে তাকালো। এডমান্ড হাত নেড়ে তাকে বোঝালো সবকিছু ঠিক আছে। স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে।

ডিকন্ট্যামিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হলো। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে মূল্যবান বিশটি মিনিট চলে গেলো।

বাইরে দাঁড়ানো মেরিনটি তার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। লিসা চোখে চোখে তাকাচ্ছে না।

শেষমেশ সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো। জেনা বেরিয়ে গেলো। তার কন্টেইনমেন্ট স্যুট খুলে ফেললো। তার কাপড়-চোপড় ঘামে ভিজে গেছে। কিছুটা গরমে কিছুটা ভয়ে।

গার্ড জিজ্ঞেস করলো, "প্রস্তুত?"

সে মাথা নাড়লো।

কর্পোরাল সারাহ জেসাপ—লালচে বাদামি চুলের একজন মেরিন—পেইন্টারের পার্সোনাল সহকারি হিসেবে নিযুক্ত।

দুজনে মিলে নিকোকে গুহাময় জায়গায় নিয়ে যেতে যেতে লিসা বললো, "তুমি এটা না করলেও পারতে।"

মহিলা কাঁধ নেড়ে বললো, "আমি কোন নিয়ম ভঙ্গ করছি না। ডিরেক্টর ক্রো আমার ডিরেক্ট সুপিরিয়র। আর তিনি মৌখিকভাবে তোমার কাজ অনুমোদন করেছেন। তাই অন্যান্য যে কোন মেরিনের মতো আমি শুধু আদেশ পালন করছি।"

লিসা গভিরভাবে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলো। কর্পোরালের সহযোগিতার জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ। যদি সে সহযোগিতা করতে রাজি না হতো আর গার্ডের শিফট পরিবর্তন না করতো, তবে নিকোকে ল্যাব থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া এক কথায় অসম্ভবই ছিলো।

জেসাপ তাকে আরেকটা দিকেও সাহায্য করেছে।

সে বললো, "তোমার নির্দেশমতো আমি অস্থায়ি কোয়ারেনটাইন এরিয়া সাজিয়ে রেখেছি। এমন একটা জায়গায় যেখানে খুব কম লোকেরই খোঁজার চিন্তা আসবে।"

"কোথায়?"

জেসাপ মৃদু হেসে বললো, "বেইস চ্যাপেলের পেছনের রুমে। সেখানকার ধর্মযাজককে রাজি করিয়েছি যেন কোন প্রকার অনুসন্ধান হলে সে ম্যানেজ করে।"

লিসা বললো, "তুমি একজন ধর্মযাজককে মিথ্যা বলতে রাজি করিয়ে ফেলেছো?"

জেসাপ আবারো হেসে বললো, "চিন্তা করো না। সে এপিসকোপ্যালিয়ান–এবং আমার বয়ফ্রেন্ড।"

লিসা তাকে অনুসরণ করে পিছু পিছু চলেছে। সে জানে এভাবে পালিয়ে তারা শুধুমাত্র কিছু অতিরিক্ত সময় পাবে। কোন না কোন এক সময় কেউ একজন মুখ খুলবে। প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের লুকানো জায়গার কথা।

যেহেতু মধ্যরাতের দিকে আরেকটা ঝড়ের সম্ভাবনা আছে, সে হিসেবে লিন্ডাল বিস্ফোরণ ঘটানোর একটা টাইমটেবিল তৈরি করেছে। আর সেটা সন্ধ্যার পরপরই।

তার মধ্যকার হতাশা কয়েকগুণ বেড়ে গেলো। খুব বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই কাউকে একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

কথা হচ্ছে কে...আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, কিভাবে?

সকাল ১১:৪৩, এএমটি
রোরাইমা, ব্রাজিল

গত দু-ঘন্টা ধরে কেন্ডাল বিএসএল ফোর ল্যাবের মধ্যে কাটার এলয়েসের সাথে আছেন। গভিরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন কাটারের নানা কাজ। তার কাজে হাতও লাগাচ্ছেন। তারা উভয়েই ধবধবে সাদা রংয়ের বায়োসেইফটি স্যুটের ভিতর। স্যুটের মধ্য থেকে অনেকগুলো এয়ার হোস বের হয়ে উঠে গেছে দেয়াল পর্যন্ত। কেন্ডাল তার হাতে ধরে রাখা দুটি ভাইরালের নাম পড়লেন :

25UG OF CRISPR CAS9-D10A NICKASE MRNA

ছোট কাঁচের শিশিতে রাখা আছে জিন এডিটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো। এই উপকরণগুলো ব্যবহার করে একজন গবেষক একেবারে নিখুঁতভাবে ডিএনএ'র ডাবল স্ট্র্যান্ডগুলো ভেঙে এডিট করতে পারবে যে কোন নির্দিষ্ট জায়গা। এর মাধ্যমে যেকোন ধরণের পরিবর্তনই সম্ভব। এই ভাইরালগুলো প্রধানত ট্রান্সজেনিক এপ্লিকেশনগুলোর জন্য ব্যবহার করা হয়; বাইরের কোন একটি ফরেন জিন-যাকে বলা হয় ট্রান্সজিন-অন্য কোন অর্গানিজমের জেনেটিক কোডের মধ্যে ঢুকানোর জন্য।

যেমন বুলেট পিঁপড়ার নতুন পাখা সংযোজনের মতো।

কাটার বেশ ভালো সময় ধরেই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। নানা প্রকার প্রজাতির মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন ফরেন জিন। আর কাজটা এতো কঠিন কিছুও না। এই ধরণের প্রযুক্তি এক দশক ধরে চারপাশেই পাওয়া যাচ্ছে। এর মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্রই নানান ল্যাবে নানা প্রকার ট্রান্সজেনিক জীব তৈরি করা হচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে ইদুর। এমনকি অন্ধকারে জ্বলে এমন প্রজাতির বিড়ালও আছে। আসলে কাটারের এখানকার কাজগুলো অতোটা আধুনিক না যদি তুলনা করা হয় বর্তমানের MAGE ও CAGE পদ্ধতিগুলোর সাথে। এগুলোর মাধ্যমে শত শত ধরণের বিবর্তন করে ফেলা যায় এক মুহূর্তে। এলয়েসও এগুলো জানেন।

আসলে কাটারের সৃষ্টিকে ভয়ঙ্কর মনে হলেও সেগুলো তার নিজের কাজ থেকে খুব একটা আলাদা বা ক্ষতিকর কিছু না। মনো লেকে তিনি নিজে ঐ শিশির মতো একই রকম উপকরণ ব্যবহার করেছেন তার সিনথেটিক ভাইরাস তৈরির জন্য। তার কাজে তিনি ট্রান্সজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিংও ব্যবহার করেছেন। তবে তার ঢুকানো ট্রান্সজিনগুলো ছিল আরো বেশি ফরেন, সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল এন্টার্কটিকার গভিরে শেডো বায়োস্ফেয়ার থেকে পাওয়া একটা প্রজাতির XNA থেকে।

শেষে উল্লিখিত বিষয়টিই মনো লেকে তার সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এর মাধ্যমেই তিনি খালি ভাইরাল শেলকে জীবিত অর্গানিজমে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন যেটা সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটাতে পারে।

ঈশ্বর, আমার সহায় হোন...আমি কোনভাবেই কাটারকে জানাতে পারবো না কাজটা কিভাবে করেছি।

ল্যাবের পেছনের দিকে রাখা লম্বা রেফ্রিজারেটরের কাছ থেকে কাটার ফিরে আসলেন। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায় সারি সারি টেস্ট টিউব ও তরলপূর্ণ শিশি। এটা তার গবেষণার জন্য জেনেটিক লাইব্রেরি। গবেষণার মাধ্যমে তিনি যা তৈরি করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন।

কাটার ঘোলা মিশ্রণে অর্ধপূর্ণ দুটি কাঁচের টিউব নিয়ে ফিরেছেন।

তিনি ডান হাত আগে বাড়িয়ে বললেন, "আমার ডানহাতে আছে তোমার তৈরি করা বঠখচ। তোমার পারফেক্ট এম্পটি শেল।"

কেন্ডাল ইতোমধ্যেই কাটারের দাবির সত্যতা পেয়েছেন। প্রথম একঘন্টা তার বিভিন্ন ডাটা পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয়েছেন যে সে আসলেই তার মতো হুবহু প্রোটিন শেল তৈরি করে ফেলেছে।

কাটার অন্য টিউবটি দেখিয়ে বললেন, "আর এটা হচ্ছে আমার উদ্ভাবন। প্রায়োন-আকৃতির একখন্ড অনন্য জেনেটিক কোড।"

তো হারামজাদাটা এই কোডটিই আমার এম্পটি শেলের মধ্যে ঢুকাতে চায়।

কাটারের বলা প্রায়ন জিনিসটা যথেষ্ট ভয়ঙ্কর। প্রায়ন হচ্ছে এক ধরণের সংক্রামক প্রোটিন যেগুলো বিভিন্ন ধরণের অসুস্থতা যেমন গবাদি পশুর ম্যাড কাউ এবং মানুষের ক্রুৎসফেল্ট-জ্যাকব রোগের জন্য দায়ি। এই ধরণের সংক্রমণের লক্ষণগুলো নিউরোলোজিক্যাল ধরণের, ব্রেইনকে এফেক্ট করে। সবচেয়ে বড় ভয়ের ব্যাপার হলো এ রোগগুলো চিকিৎসার অতীত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভয়ঙ্কর।

কাটার টিউবগুলোকে আরো উপরে তুলে ধরে বললেন, "এখন তুমি আমাকে দেখাবে কিভাবে উভয়ের কাজ একত্রিত করা যায়। তোমার শেল আর আমার জেনেটিক কোড।" তিনি টিউবগুলো একহাতে নিয়ে এগিয়ে দিলেন কেন্ডালের দিকে।

কেন্ডাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেগুলো নিয়ে বললেন, "তোমার এই কোডটি করবে কি?"

কাটার ওয়ার্কস্টেশনের দিকে দেখিয়ে কড়া গলায় বললেন, "প্রথমে আমাকে দেখাও যে ব্যাপারটা তোমার ভালোমতো জানা আছে। তোমার ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্ভাবনটি ঝড়ে বক মরার মতো কিছু না।"

কেন্ডাল যথেষ্ট সময় নিয়ে বললেন, "এটা করতে কিছু অতিরিক্ত সময়ের দরকার। সম্পূর্ণ ডিএনএ অ্যানালিসিস করতে হবে কোড ঢোকানোর কোন উপায় বের করার জন্য।"

"সেটা তোমার স্টেশনে কম্পিউটারের মধ্যে সংরক্ষণ করা আছে।"

"আমি নিজে আবার সম্পূর্ণ একটা অ্যানালিসিস করতে চাই।"

কাটার সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন সেই কাজ আবার করতে হবে যেটা ইতোমধ্যেই করা হয়ে গেছে?"

"এটা আমার পদ্ধতির একটা অপরিহার্য অংশ। আমাকে হয়তো তোমার কোডটিকে কিছুটা বদলাতে হবে, একটা দরকারি সিকোয়েন্স যোগ করতে হবে শেলটি আনলক করার জন্য।"

অন্তত এ ব্যাপারটা সত্য।

হয়তো সেটা ধরতে পেরেই কাটার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাহলে লেগে পড়ো কাজে।"

কাটার ঘুরে যাবার আগেই কেন্ডাল তাকে থামিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছি। এখন কি আমাকে বলবে না কিভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার সংক্রমণটি থামানো যাবে?"

খুব বেশি দেরি হবার আগে।

কাটারকে দেখে মনে হলো তিনি তার কথাটা আমলে নিয়েছেন। শেষমেশ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি সমাধানের অংশবিশেষ বলে দেবো, যদি তুমি আমাকে তোমার শেলটি আনলক করার বিষয়টি আরো বিস্তারিত বলো। মানে আমি যেন যথেষ্ট পরিমাণ সন্তুষ্ট হই তোমাকে সমাধান বলার ব্যাপারে।"

কেন্ডাল বুঝতে পারছেন খেলতে হবে সাবধানে। বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট পরিমান তথ্য তাকে দিতে হবে।

কেন্ডাল গলা পরিস্কার করে বললেন, "২০১৪ সালে মিডিয়াতে আলোচিত স্ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর কথা কি তোমার মনে আছে? যখন তারা ঘোষণা দেয় জীবন্ত একদল ব্যাকটেরিয়ার হুবহু প্রতিলিপি তারা তৈরি করেছে যেগুলো সম্পূর্ণ নতুন জেনেটিক অ্যালফাবেট যুক্ত?"

কাটার কটাক্ষ করে বললেন, "তুমি বলতে চাচ্ছ তারা একটা ব্যাকটেরিয়ামের ডিএনএ'র ভিতর কৃত্রিম নিউক্লিওটাইড বেইস ঢুকিয়ে ফেলেছে।"

তিনি মাথা নাড়লেন। কাজটা সত্যিই অসাধারণ। এই পৃথিবীর সকল ধরণের জীব-বৈচিত্র –যেমন তুচ্ছ ক্ষুদ্র বস্তু থেকে মানুষ –সবকিছুই শুধুমাত্র চারটি অক্ষরের জেনেটিক অ্যালফাবেট এর উপর ভিত্তি করে গঠিত : এ, সি, জি এবং টি। এই চারটি অক্ষরই নানাভাবে বিন্যস্ত হয়ে বিকাশ ঘটিয়েছে হরেক রকমের জীবনের। কিন্তু প্রথমবারের মতো, স্ক্রিপস ইনস্টিটিউট এর গবেষকরা একটা জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াম তৈরি করেছেন যাতে যুক্ত হয়েছে নতুন আরো দুটি অক্ষর : এক্স এবং ওয়াই।

কাটার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এটার ব্যাপার কি?"

কেন্ডাল বললেন, "আমিও প্রায় একই রকম পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। ঈজওঝচজ পদ্ধতি ব্যবহার করে আমি ভাইরাল ডিএনএর নির্দিষ্ট অংশ কেটে বাদ দিতে পেরেছি এবং সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছি ফরেন এক্সএনএ'র অংশবিশেষ। এক্সএনএ জিনের হুবহু সিকোয়েন্স। আর এটাই শেলটাকে আনলক করার চাবি হয়ে গেলো।"

কাটার হেসে বললেন, "আর সেই সাথে তোমার সৃষ্টি পেয়েছে জীবনের ছোঁয়া। এই কারণেই আমি বারবার বিফল হচ্ছিলাম। এ ধরণের কোন চাবিই আমার কাছে নেই।"

আশাকরি তুমি কখনও সেটা পাবে না।

কাটার বলে চললেন, "এটা আমার নিজেরই চিন্তা করে বের করা উচিত ছিল। তোমার তৈরি করা পারফেক্ট শেল...এক্সএনএ জিনের প্রোটিন থেকে প্রস্তুত করার কারণে এর অস্বাভাবিক গঠন। তো স্বাভাবিকভাবে এই শেলে কোন জেনেটিক ম্যাটেরিয়েল ঢুকাতে হলে নির্দিষ্ট এক্সএনএ মার্কারের সিকোয়েন্স প্রয়োজন।"

কেন্ডাল বললেন, "তালার জন্য উপযুক্ত চাবি। এটাই আমার বিশেষ সাফল্য।"

অথবা এর অংশবিশেষ।

“অসাধারণ কেন্ডাল। আমি মুগ্ধ।”

“তুমি যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকো, আমাকে কি প্রতিকারের বিষয়টি খুলে বলবে?”

এটাই এখন কেন্ডালের একমাত্র আশা। যদি কিছু তথ্য পাবার পর তিনি নিজেই কোন সমাধান করে ফেলতে পারেন, তবে শয়তানটাকে ভাইরাল ক্যাপসিড তৈরির পুরো রেসিপি দিতে হবে না।

কাটার সম্মত হয়ে বললেন, “ঠিক আছে। প্রথমে তুমি খেয়াল করে দেখো যে আমি আগেই বলেছিলাম তোমার সৃষ্টিকে ধ্বংস করার–নিষ্ক্রিয় করার পদ্ধতি সব সময়ই তোমার আর হ্যারিংটনের চোখের সামনেই ছিল। চাবি সংক্রান্ত তোমার সমাধানের মতোই, এর পুরোটাই এক্সএনএ সংক্রান্ত।”

“কিভাবে?”

“দুঃখজনকভাবে তুমি যে জিনিসটা করতে পারো নি সেটা হচ্ছে নিজেকে প্রশ্ন করা যে কেন এই বিচিত্র অস্পষ্ট জীবমন্ডল যুগ যুগ ধরে শুধু এন্টার্কটিকায় আবদ্ধ হয়ে আছে। বিশেষত যেখানে বাইরে একটা পুরো পৃথিবী পড়ে আছে তাদের অনন্য ও আক্রমণাত্মক স্বভাবের বিপক্ষে পুরোপুরি অসহায়।”

“কারণটা কি?”

“আমাকে আগে তোমার চাবিটি দাও...আমি তোমাকে কারণটা জানিয়ে দেবো...সেই সাথে ক্যালিফোর্নিয়ার পরিস্থিতি অনুকূলে নিয়ে আসার পদ্ধতিও।”

কেন্ডাল তেমন হতাশ হলেন না। তিনি জানেন কাটারের কাছ থেকে এতোটুকুই তথ্য বের করা যাবে।

কাটার আবার অন্যদিকে ঘুরে বললেন, “তুমি এখানে তোমার কাজ করো। শিঘ্রই আমাদের একজন অতিথি এসে পৌঁছাবেন। আমাকে তার সাথে কথা বলতে হবে।”

কাটার আবার কেন্ডালের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তবে আমি যখন ফিরে আসবো তখন আমার ফলাফল চাই। সঠিক ফলাফল। আর মনে রেখো, আমি যেন অসন্তুষ্ট না হই।”

কাটার এয়ার লক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কেন্ডাল তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। ল্যাবের শেষদিকে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল দেহধারি ম্যাটিও। তার এখানে অবস্থান নিশ্চিত করছে।

কিছু করার নেই বলেই কেন্ডাল কাটারের অনন্য জেনেটিক কোড নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। এটাই কাটার ঢুকাতে চাচ্ছে কেন্ডালের নিখুঁত জেনেটিক ডেলিভারি সিস্টেমের মধ্যে।

কিন্তু কথা হচ্ছে জিনিসটা কি? এর উদ্দেশ্য কি?

যদি সেটা বুঝতে পারতাম, তাহলে একে থামানোর একটা উপায় বের করে ফেলতে পারতাম।

আর কিছু না হোক, তার কোড নিয়ে কাজ করার ফলে ততক্ষণ পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে যখন তাকে সত্যি কথাটা বলে দিতে হবে সে যেই চাবিটির সন্ধান করছে তা আসলে তার সাধ্যের বাইরে। কেন্ডাল সেটা এখানে তৈরি করতে পারবে না। সেটি তৈরি করতে হলে, সেই জীবমন্ডলের একটি প্রজাতির লিম্ফোসাইট তার প্রয়োজন। সেই প্রজাতির এক্সএনএ একেবারেই অনন্য এবং সেটা ল্যাবে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সম্ভব না। একটি জীবন্ত স্যাম্পল দরকার ঐ বিশেষ চাবি তৈরি করতে।

কিন্তু কতক্ষণ আমি বিষয়টা গোপন রাখতে পারবো?

এখন যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে যতক্ষণ পারা যায় কালক্ষেপণ করা।

কিন্তু কি জন্য? কে আসবে আমাকে সাহায্য করতে?

সকাল ১১:৫৫

পেইন্টার মধ্যদুপুরের কড়া রোদের মধ্যে বোয়া ভিসতা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দূরবর্তি একটি রানওয়েতে দাঁড়িয়ে আছেন। অক্ষত হাতটি দিয়ে রোদ থেকে তার চোখ আড়াল করে রেখেছেন। তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। আহত হাতটি ঝুলিয়ে বাঁধা। তার আহত স্থানটি ভালো করে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে।

শহরের বাইরে মাত্র দু'মাইলের মতো এই এয়ারপোর্ট। এর সাথে যুক্ত আছে অ্যারি দ্য বোয়া ভিসতা, স্থানীয় ব্রাজিলিয়ান এয়ার ফোর্সের একটি দল। এয়ারপোর্টের এই অংশটা তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না।

বর্তমান এয়ার বেইস এয়ারপোর্টের দূরবর্তি আরেক স্থানে আরো আধুনিকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে এই অংশটা পেইন্টারের যেমন দরকার ছিল সেই রকম। লোক সমাগম প্রায় নেই। এদিকে কেউ খেয়ালও করছে না। এই এরিয়ায় ঢোকার পথটা কয়েকজন এয়ার ফোর্সের লোক পাহাড়া দিচ্ছে।

ড্রেইক অধৈর্যভাবে তার পেছনে হাঁটছে। তার দলের সদস্য ম্যালকম ও স্মিট বিমান-ঘরের নিচে অবস্থান করছে।

নীল আকাশে রূপালি-ধূসর রঙের একটা এয়ার ক্রাফট দেখে পেইন্টার বললেন, "তারা এসে গেছে।"

ড্রেইক চোখ-মুখ শক্ত করে বললো, "তাদের এতো সময় লাগলো কেন?"

পেইন্টার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি বুঝতে পারছেন ড্রেইক তার ধৈর্যের চূড়ায় পৌছে গেছে। জেনার কিডন্যাপের জন্য সে মূলত নিজেকেই দায়ি ভাবছে। জেনাকে সে একা ক্যাফের ভেতরে রেখে চলে গিয়েছিল। যদিও সেটা তার দোষ নয় তবে তাকে বলেও কোন লাভ নেই।

ড্রেইক তার পাশে এসে দাঁড়ালো। একহাতে চোখদুটো রোদ থেকে আড়াল করে রেখেছে।

আকাশ থেকে যান্ত্রিক শব্দ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্লেনটি উড়ে এসেছে ইউএস হ্যারি এস. ট্রুম্যান থেকে, যেটা দক্ষিণ অ্যাটলান্টিকে মহড়ারত একটা নিমিট্‌জ-ক্লাস সুপারক্যারিয়ার।

পেইন্টার তাকিয়ে দেখছেন, এয়ারক্রাফট এর প্রোপ দুটি খাড়া অবস্থা থেকে ঘুরে আনুভূমিক হয়ে গেছে। ফলে প্লেইনটার গতি ধীর ও সেটা হেলিকপ্টারের রূপ নিয়েছে। যানটা তার বড় সংস্করণ এমভি-২২ ওসপ্রে এর মতোই। যেটা দিয়ে পেইন্টার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূল থেকে সিয়েরা নেভাদা মাউনটেইনের মেরিন বেইসে গিয়েছেন। এখানকার এয়ারক্রাফটটির নাম হচ্ছে বেল ভি-২৮০। এটা সাধারণত স্কাউট প্লেইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনশত নটের কাছাকাছি বেগে ছুটতে পারে।

তাদের গন্তব্যের জন্য একেবারে পারফেক্ট।

মশা যেমন আস্তে করে হাতের উপর এসে বসে যানটি তেমনি আস্তে করে মাটিতে ল্যান্ড করলো। যতটা শব্দ হবে মনে হয়েছিল ততটা শব্দ হলো না। আধুনিক প্রযুক্তিতে নকশা করা বলেই ইঞ্জিনের শব্দ চাপা থেকে যায়।

পাশের দরজা খুলে গেলো।

কথামতোই কেট আরো অতিরিক্ত কিছু লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনজনের দল সবাই অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত।

সাহায্যকারী দলের প্রধান কিছুটা স্পেনিশ উচ্চারণে বললো, "শুনেছি আপনারা সমস্যায় পড়েছেন।" সে তার হাত বাড়িয়ে বললো, "আমি সার্জেন্ট সুয়ারেজ।"

পেইন্টার প্রত্যেক সেনাসদস্যের সাথে হাত মিলিয়ে বললেন, "ধন্যবাদ তোমাদের সাহয্যের জন্য।"

সুয়ারেজ এয়ারক্রাফটের দিকে তাকিয়ে বললো, "যানটা আকারে ছোট। যাত্রাটা একটু কষ্টকর হবে। তবে আশাকরি আমরা সামলে নিতে পারবো।" তারপর তেজ-দীপ্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললো, "গরমই বটে, তাই না?"

পেইন্টার মাথা নাড়লেন।

এবং যা বোঝা যাচ্ছে যে পরিস্থিতি আরো উষ্ণতর হবে...অনেক দিক দিয়েই।

অধ্যায় ২৪

৩০ এপ্রিল, বিকাল ৪:০৩, জিএমটি
কুইন মড ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা

গ্রে বিশাল স্নো ক্রুজারের সামনের ক্যাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশস্ত উইন্ডশিল্ডের মধ্য দিয়ে গুহাময় কলিসিয়ামের চারপাশের বিস্তৃত দৃশ্যপট দেখা যাচ্ছে। এক ঘন্টা যাবত তারা এই পাথুরে ব-দ্বীপের পাশ ঘেষে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

তাদের ক্রুজারের সামনে ম্যানহোলের ঢাকনার সমান ছয়টি হেডল্যাম্প জ্বলছে। সামনের পথ আলোকিত বলেই তারা নাইট ভিশন গগলস আর ব্যবহার করছে না। লেকের কিনারা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা সাদা অগাছা আর নলখাগড়া। তারা কাছাকাছি পৌছামাত্র সেগুলো একটু দূরে সরে গেলো। স্টেলা বলেছে এই আগাছাগুলোর বায়োলুমিনিসেন্ট বাতিগুলো পোকাদের আকৃষ্ট করে। এর ছলনায় অসতর্ক পতঙ্গরা ফাঁদে আটকা পড়ে এসিডযুক্ত লতাকার অঙ্গগুলোর ভিতর।

তবে এই আগাছাগুলোই শুধু তাদের ক্রুজারটিকে এড়িয়ে যাচ্ছে না। তাদের যাত্রাপথে মোটামুটি আশেপাশের সব ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণীই খেয়াল রাখছে। ক্রুজারের বিশাল আকার আর বিকট শব্দের কারণে তারা বেশ ভালোই ভয় পেয়েছে। ভীতু প্রজাতিগুলো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে।

সিগারেটের শেষ অংশ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কোয়ালস্কি মনোযোগ দিয়ে গিয়ার কন্ট্রোল করছে। তাদের পথের কাছাকাছি উপর থেকে পড়ছে পাথরের টুকরো। পঞ্চাশ ফুট লম্বা ক্রুজার একপাশে কাত হয়ে পড়েছে পাশে সরে যাওয়ার জন্য।

গ্রে সাবধান করে বললো, "খেয়াল রেখো।"

কোয়ালস্কি অসন্তুষ্ট গলায় বললো, "আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। যদি পারো গিয়ে খবর নাও আর কতদূর বাকি। ভূলো না যে এটা গ্যালোনে মাইল যায় না, যায় ইয়ার্ড। আর বেশিদূর যাওয়ার আগেই ট্যাঙ্ক খালি হয়ে যাবে।"

প্রমাণস্বরূপ সে ফুয়েল কাঁটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো। কাঁটাটি বিপজ্জনক লাল দাগের দিকেই এগুচ্ছে।

লক্ষণ শুভ না।

যদিও এখানকার জীবগুলো তাদের ক্রুজারকে এড়িয়ে গেছে, কিন্তু ক্রুজারটি চলার পথে আশেপাশের সব ধরণের জীবেরই নজর কেড়েছে। ফলে এখন ক্রুজার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া আরো বেশি বিপজ্জনক হয়ে পড়বে।

গ্রে কোয়ালস্কির কাছ থেকে সরে মাস্তুলের কাছাকাছি চলে গেলো। সেখানে স্টেলা আর জেসন একসাথে বসে আছে। হালকা কথাবার্তা চলছে। বিষয়বস্তু বায়োলজিই মনে হচ্ছে। সে একটু দূরে বসা হ্যারিংটনের দিকে ঘুরে গেলো।

"প্রফেসর, ডিজেল প্রায় শেষের দিকে। ব্ল্যাক ডোর সাবস্টেশন আর কত দূর?"

হ্যারিংটন ক্লান্ত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালেন। তার চোখে উদ্বেগের ছাপ। তাকে দেখে মনে হচ্ছে হেলস কেইপ থেকে যাত্রা করার পর কয়েক দশক পার হয়ে গেছে।

"বেশি দূরে না। কলিসিয়ামের অপর প্রান্তেই।"

কানফাটা একটা কিছুর শব্দ হলো এবং সেটা ক্রুজারের উপরের অংশে আছাড় খেলো। পড়ে যাবার আগে ছাদে ফেলে দিয়ে গেলো ধারালো নখরের চিহ্ন।

তাড়াতাড়ি সেখানে পৌছুতে হবে।

হ্যারিংটন ভীত চোখে তার মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর ঝুঁকে গ্রের হাঁটুতে হাত রেখে বললেন, "যদি উল্টাপাল্টা কিছু ঘটে যায়, তুমি তাকে এখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেবে।"

সে আশ্বস্ত করে বললো, "আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাই করবো।"

তার আশ্বাসে হ্যারিংটন সম্ভবত কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। তাকে চিন্তা থেকে সরিয়ে নিতে গ্রে তার পাশে বসলো। বিশাল ক্রুজারের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "তো এডমিরাল বার্ড এখানে করছিলেন কি?"

"আমার ধারণা সে এখানে একটা গোপন নাৎসি সাব বেইসের খোঁজে এসেছিল, আর তখন এই জায়গার সন্ধান পায়। আমি নিশ্চিতভাবে যা বলতে পারি তা হচ্ছে সে এন্টার্কটিকায় এসেছিল ১৯৪৬ এ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার এক বছর পর। তার সাথে ছিল তেরোটি জাহাজ, বিশটির উপরে আকাশযান এবং পাঁচ হাজারের মতো লোক।"

"পাঁচ হাজার...এতো লোক কেন?"

"একে বলা হয় অপারেশন হাইজাম্প। অফিসিয়ালি বলা হয় অপারেশন হাইজাম্প হচ্ছে পোলার ট্রেইনিং এক্সারসাইজ। সেই সাথে পুরো মহাদেশটির একটা ম্যাপ তৈরি করারও মিশন। কিন্তু এই অভিযানের প্রায় সকল বিষয়বস্তুই রাখা হয় গোপন। শেষমেশ এখানে ধারাবাহিকভাবে কতগুলো পারমাণবিক বিস্ফোরণও ঘটানো হয়। আমার ধারণা যে ব্যক্তি বার্ডের অভিযান নিয়ন্ত্রন করতো সে চেয়েছিল এ জায়গাটাকে ধ্বংস করে দিতে। বলা হয় যে এই অভিযানের পর বার্ড পুরোপুরি বদলে যায়। আরো একাকী এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বলে এর কয়েক বছর আগে বরফ অঞ্চলে একা সময় কাটানোর সময় এটা ঘটে। কিন্তু আমি অবাক হবো না যদি সেটা এই জায়গা হয়ে থাকে।"

হ্যারিংটন কি বোঝাতে চাচ্ছেন তা যে কেউ তার আতঙ্কগ্রস্ত চোখের দিকে তাকালেই বুঝে ফেলার কথা।

"এই গুহাগুলো আবার খুঁজে না পেলেই ভালো হতো। ডারউইন যেমন চেয়েছিলেন এ জায়গাটা গোপন থাকুক। তার এই চাওয়ার প্রতি আমাদের গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল।"

কোয়ালস্কি সামনে থেকে চেঁচিয়ে বললো, "এখানে এসে দেখো।"

তার গলার স্বরে জরুরি পরিস্থিতির আভাস ছিলো বলেই তারা দু'জনে দাঁড়িয়ে গেলো। তারা ফ্রন্ট ক্যাবের সামনে জড়ো হলো। হ্যারিংটন প্যাসেঞ্জার সিটের উপর রীতিমতো হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে, সামনে পথরোধ করে আছে বিশাল জলাভূমি।জায়গাটা স্রোত, ডোবা ও কিছু ছোটখাটো জলপ্রপাতে পূর্ণ। তাদের পেছনের পেট্রিফায়েড ফরেস্টটা হ্রাস পেতে পেতে এখানে রীতিমতো সংগ্রাম করছে।

জলাভূমি পেরিয়ে আছে আভা ছড়ানো নলখাগড়ার ঝুপ। তার আলো তাদের হেডল্যাম্পগুলোর আলোর চেয়েও বেশিদূর আলোকিত করে ফেলেছে। ভয়ঙ্কর এই জায়গার সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে বিচিত্র সব জন্তু। সর্বদাই শোনা যাচ্ছে শরীর হিম করে দেয়া চিৎকার, ক্রুদ্ধ গর্জন এবং গানের মতো চিকন সুরের গুঞ্জন। যেন শব্দ সৃষ্টিকারী ক্রুজারটিকে এখানকার অধিবাসিরা ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে।

তবে এগুলোর জন্য কোয়ালস্কি তাদের ডাকে নি।

গ্রে হাঁ করে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

মাই গড...

জল মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে বিশালাকার একদল জন্তু, সংখ্যায় প্রায় শত বা তার উপরে, প্রতিটা আকারে লোমশ ম্যামোথের সমান। বেশিরভাগই চার পায়ে চলছে, মাঝে মাঝে দু'একটা পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে ভালুকের মতো দপদপিয়ে কয়েক কদম চলছে, যেন আশেপাশে বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না তা তদারকি করছে। তাদের মাথায় ছোট শুঁড়ের মতো কিছু আছে। হাতির শুঁড়ের ছোটখাটো সংস্করণ। এই বিশেষ উপাঙ্গটি সম্ভবত নলখাগড়া তুলে আনতে সক্ষম। তারপর সেগুলোকে উপরে তুলে এনে চিবানো —অনেকটা গরুর জাবর কাটার মতো।

স্টেলা বললো, "তাদের পার্শ্বদেশে লেগে থাকা শেওলাগুলো দেখো।"

গ্রে আড়চোখে তাকালো। সে মনে করেছিলো তাদের পেশিবহুল শরীর থেকে ঝুলন্ত লোমশ জটবাঁধা বস্তুগুলো ম্যামোথের মতোই লোম। শুধু এদেরটা বহুরূপ রঙে রঞ্জিত।

"আমাদের ধারণা এই জন্তুগুলোর সাথে শেওলার একটা মিথোজীবী সম্পর্ক আছে। আমরা যার নাম দিয়েছি Pachycerex ferocis। Pachyceri তাদের শরীরের তাপ ব্যবহার করে রঙ পরিবর্তনের জন্য। আর এটাকে ব্যবহার করে দলের অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগের জন্য।"

জেসন বললো, "যেমনটা কোন তৃণভূমিতে থাকে প্রজাপতিরা।" তার কথা শুনে স্টেলা মৃদু হাসলো।

তবে কোয়ালস্কির কাছে সম্ভবত কথাটা তেমন মজাদার মনে হলো না। সে বললো, "শুধু তোমার এই প্রজাপতিরা জীবননাশ ঘটাতে পারে।" সে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বললো, "কি করবো? এগিয়ে যাওয়া কি নিরাপদ হবে?"

"যাও, তবে আস্তে আস্তে। হেডল্যাম্পগুলো তাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেবে। সে সুযোগে আমরা এখানটা পেরিয়ে যেতে পারবো।"

এ প্রজাতিটি ক্ষীণ আভাতে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে, ফলে দলটি ভাববে আমাদের ক্রুজার তাদের দিকে রীতিমতো চিৎকার করে এগিয়ে আসছে। তাদের দলের পাগলা স্বভাবের কোন সদস্যের মতো।

হ্যারিংটন বলে চললেন, "অতীতে কখনও তারা কোন ঝামেলা করেনি। তবে সংখ্যায় এতোগুলো একসাথে আমি আগে কখনও দেখিনি। দেখেছি এখানে সেখানে গুটিকয়েক। আর তারাও আমাদের কোন গা করে নি বিশেষকরে যখন আমরা অত্যুজ্জ্বল আলোর মাঝে ছিলাম।"

স্টেলা বললো, "হয়তো এই সময়টা তাদের প্রজননকাল। আর জায়গাটা তাদের প্রজননের স্থান।"

তারা ধীরে সামনে এগিয়ে চললো। Pachyceri-গুলো এলোপাতাড়িভাবে তাদের পথ থেকে সরে যেতে লাগলো। গুটিকয়েক আবার তাদের দিকে ফিরে আওয়াজ করছে। যেন অনধিকার প্রবেশের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করছে। তারা লম্বাকার একটার পাশ দিয়ে চলে গেলো যেটা তাদের ক্যাবের ভেতরের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন ভেতরের অতিথিদের দেখছে।

গ্রে রিয়ারভিউ মিররের দিকে খেয়াল রাখছে এদের কোনটা আক্রমণ করে বসে কি না।

খেয়াল রাখার সময় হঠাৎই মিররে আলোর ঝলক দেখতে পেলো। জন্তুগুলোর আভার চেয়ে ঢের বেশি উজ্জ্বল। এটা এসেছে পেছনের অনেক দূরের পেট্রিফায়েড ফরেস্ট থেকে। তারপর সে বায়ে আরেক দফা আলোর ঝলক দেখতে পেলো। কিছুক্ষণ পর আগের দুটোর সঙ্গি হিসেবে আরেকটি।

সিটের উপর রাখা গ্রের আঙুলগুলো মুহূর্তেই শক্ত হয়ে গেলো।

"আমাদের সঙ্গি জুটে গেছে।"

বিকাল ৪:৩২

এদের পাত্তা লাগাতে কেন এতো সময় লেগেছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই ...

ডিলান রাইট সবচেয়ে বড় ক্যাটের ড্রাইভারের পেছনের সিটে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে বিস্তৃত জলাভূমি ও Pachyceri-এর পালের দিকে। দূরে তার ডানদিকে, আলোকিত পালের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল একটি যান এগিয়ে যাচ্ছে।

তো তারা বার্ডের পুরনো স্লো ক্রুজারটিকে সচল করতে পেরেছে।

দেড় বছর আগে যখন ডিলান ও তার দল হেলস কেইপ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো

তখন নিশ্চয়ই তারা এটাকে মেরামত করে ফেলেছিল। তবে এটা আহামরি কিছু না। গতির দিক দিয়ে তাদের ক্যাটের পাল্লাই ভারি।

তার উপর আবার তিনের বিপরীতে এক। তারও উপর তাদের লোকসংখ্যা আর গোলাবারুদ সীমিত।

ডিলান তার রেডিওর এয়ারপিসে পাশের দুটি ছোট ক্যাটের উদ্দেশ্যে বললো, "ম্যাককিনন ডানদিকে যাও আর সেওয়ার্ড যাও বামদিকে। উভয় দিক থেকে তাদেরকে আটকে ফেলো। আমি বড় ক্যাটটি নিয়ে সোজা ঢুকে যাবো তাদের পশ্চাৎদেশ দিয়ে।"

উভয় দিক থেকেই আদেশ পালনের সংকেত আসলো।

শিকারের প্রচন্ড লালসায় সে আদেশ দিলো, "চলো।"

এবার সব খতম করা যাক।

বিকাল ৪:৩৩

জেসন শটগান হাতে কোয়ালস্কির পাশে এসে দাঁড়ালো। স্নো ক্রুজার জলাভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশের নলখাগড়া, আশেপাশের সকল প্রাণী দিগ্‌বিদিক হয়ে ছোটাছুটি করছে, তারা শুধু সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা সেই Pachyceri-গুলোকে এড়িয়ে চলছে।

চলতে চলতে স্নো ক্রুজারটি উঁচু ভূমিতে ধাক্কা খেলো। প্রচন্ড ঝাকুনি খেয়ে সেটা উপরের দিকে উঠে এক মুহূর্ত পরে আবার চাকার উপর আছড়ে পড়লো।

জেসন তার চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরে রাখলো, নজর জানালার বাইরের দিকে। ক্যাবের দিকে স্টেলা কোয়ালস্কির পেছনে একটি জাম্প সিটের মধ্যে গুটিসুটি মেরে আছে, তার নজর ক্রুজারের বাম দিকে তাক করা।

জেসন চিৎকার করে বললো, "তারা ডানদিক দিয়ে চলে এসেছে।" জোরে বলার কারণেই গ্রে নীচের ক্যাবিন থেকে সেটা শুনতে পেয়েছে।

স্টেলা বললো, "এই দিকেও।"

উভয় দিক থেকে একই ধরণের হেডল্যাম্পের আলো তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের চেয়ে বেশি দ্রুত ও ক্ষীপ্রগতিতে।

জেসন বিড়বিড় করে বললো, "আমাদের আরো দ্রুত চলতে হবে।"

শুনে কোয়ালস্কি বললো, "এটা নিয়ে এমনিতেই আমার নাস্তানাবুদ অবস্থা। আবার জোরে! পারো তো নেমে গিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা লাগাও।"

জেসন ভীত চোখে স্টেলার দিকে তাকালো।

তারা কোনভাবেই শিকারিদের ফসকে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

ক্যাটগুলো আরো কাছে এগিয়ে আসছে, সেই ক্ষীপ্রগতিতে, যেন তাদেরকে

এফোড়ওফোড় করে দেবে। সেই সাথে শুরু হলো গুলিবর্ষণ। এলোপাতাড়ি গুলি নানা দিক থেকে ক্রুজারকে বিদ্ধ করছে। সামনের দিকের উইন্ডশিল্ড প্রায় ঝাঝরা করে ফেলেছে।

যেভাবেই হোক এই কোণঠাসা অবস্থা থেকে বেরুতে হবে। হয় এখন না হয় কখনও না। আক্রমণকারীরা এতোই কাছাকাছি চলে এসেছে যে এখন সহজেই উঠে আসতে পারে তাদের ক্রুজারে।

জেসন গ্রের দিকে চিৎকার করে বললো, "প্রস্তুত হও!"

স্টেলা সামনে বামদিকে দেখিয়ে বললো, "এই দিকে...এটা!"

জেসন মাথা নেড়ে চিৎকার করে বললো, "পোর্ট সাইড!"

কোয়ালস্কি ঝুঁকে হুইল ধরতে ধরতে বললো, "সবাই শক্ত হয়ে বসো।"

বিকাল ৪:৩৫

গ্রে ক্যাবিনের একেবারে শেষ সিটে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে নিলো। হ্যারিংটন আছেন ঠিক বিপরীত পাশে।

স্নো ক্রুজার হঠাৎ করে পাশে দু'চাকার উপর কাত হয়ে ডান দিকে মোড় নিলো।

গ্রে ধরেই নিলো তারা উপুড় হয়ে পড়ে যাবে–কিন্তু ক্রুজার শেষমেশ সামলে নিয়ে ভালোভাবেই আবার চার চাকার উপর নেমে আসলো।

সে চিৎকার করে হ্যারিংটনকে বললো, "এখনই!"

প্রফেসর তার সিটের উপর থাকা একটি বড় কালো বাটনে চাপ দিলেন।

পেছনের দেয়ালের উপর দিক থেকে ধুমধাম শব্দে বোল্ট খুলে গেলো–সেইসাথে পেছনের দরজাও পুরোপুরি খুলে গেলো। সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো বেরোনোর জন্য ঢালু পথ। ঢালু পথের শেষপ্রান্ত গিয়ে ঠেকেছে একেবারে মাটিতে আর অপরপ্রান্ত ক্রুজারের সাথে লাগানো। ক্রুজারের সাথে সাথে সেটিও প্রচন্ড ঝাকুনি খাচ্ছে। মাটিতে ও পানিতে লাঙলের মতো আঁচড় কেটে যাচ্ছে।

গোলমাল-হুটোপুটির শব্দ থেকে আড়াল পেতে হ্যারিংটন কিছুটা নিচু হয়ে বললেন, "এটা নিশ্চয়ই আলাদা!"

পেছনের দরজা দিয়ে যেখানে হ্যারিংটন নির্দেশ করছেন সেখানে অন্যগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের একটা *Pachycerex* দেখা যাচ্ছে। ভাবেসাবে মনে হচ্ছে বেশ ক্রুদ্ধ। এর ঠিক পেছনেই ছোট একটা ক্যাট আসছে। আকস্মিক দিক পরিবর্তনে ক্যাটকে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে।

গ্রে তার ডিএসআর রাইফেলটি *Pachycerex*-এর শরীরের সামনের দিকে তাক করে অপেক্ষা করলো ক্যাটটি ঐ জন্তুর পাশাপাশি চলে আসার, তারপর গুলি চালালো।

সনিক বুলেটটি জন্তুটির পার্শ্বদেশে আঘাত হানলো। গ্রে সেটির চামড়ায় কালচে

লাল রঙের আভা দেখে বুঝতে পারলো গুলি বিদ্ধ হয়েছে। তারপর হঠাৎ সেখান থেকে নীল রঙের আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, যেন গ্রে কোন পেইন্ট গানের গুলি ছুড়েছে।

জন্তুটি দিগ্বিদিক হয়ে ছুটতে শুরু করলো। ব্যথার যন্ত্রনায় চিৎকার করতে থাকলো। সেটি অন্যপাশে ঘুরে গেলো। যেপাশ দিয়ে ক্যাটটি আসছিলো।

জন্তুটি তার সব রোষ সেই অপরিচিত ক্যাটটির উপর ঝাড়লো। প্রচন্ড জোরে মাথা দিয়ে যানটির প্রশ্বস্ত অংশে আঘাত করলো। ধাক্কায় ক্যাটটি টালমাটাল হয়ে কিছুটা শূন্যে ভেসে নদীর একপাড়ে গিয়ে কাত হয়ে পড়লো। স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে সশব্দে যানটি থেমে গেলো।

একটা শেষ।

যদিও সে জানে তারা সংখ্যায় অনেক। গ্রে এই অস্থির পরিস্থিতিকে অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেছে। জন্তুগুলোকে এদের বিপক্ষে লাগিয়ে দেওয়া।

কোয়ালস্কি সেই সংঘর্ষ স্থলের দিকে তাদের ক্রুজারটিকে নিয়ে গেলো। দূরে বড় ক্যাটটি দেখা যাচ্ছে। গ্রে ঝাপসা হেডল্যাম্পগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, চিন্তা করছে তার নিয়তি হয়তো সেখানেই টানছে।

আসুক তবে...

বিকাল ৪:৩৬

ডিলান রাইট স্নো ক্রুজারের খুলে যাওয়া গেট দিয়ে ভেতরে আবছা একটা ছায়ার মতো দেখতে পেলো। হেডল্যাম্পের আলো ঠিকমতো পড়াতে দেখতে পেলো কেউ একজন লম্বা রাইফেল নিয়ে বসে আছে। বেশ দূরে ঝাপসা হলেও ডিলান চব্বিশ ঘন্টা আগে দেখা লোকটিকে চিনতে পারলো। একটা স্নো ক্যাটে চড়ে তার দিকে গুলি ছুড়ছিলো। তার প্লেনের বারোটা প্রায় বাজিয়ে দিয়েছিলো।

নিশ্চিতভাবেই এ-ই সেই অ্যামেরিকান।

তাহলে বদমাশটা বেঁচে গেছে...কোনভাবে স্টেশনে পৌঁছে গেছে।

তার প্রতি মোটামুটি এক প্রকার সমীহ জেগে উঠলো। এখন বুঝতে পারছে কেন হ্যারিংটন বার বার হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বুড়োটি বেশ দক্ষ দোসর পেয়েছে।

ডিলানের হাত চলে গেলো তার হাওড়া পিস্তলের দিকে। শক্ত করে ধরলো সেটার গ্রিপ। আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।

সংঘর্ষস্থলের কাছাকাছি এসে ক্যাটের ড্রাইভার গতি কমিয়ে দিলো। তারা দেখলো বিধ্বস্ত ক্যাটের চাকাগুলো বাতাসের মধ্যে ঘুরছে। ক্যাবিনের ভেতর থেকে গুলির শব্দ আসছে।

এখনও কেউ জীবিত আছে, এখনও লড়াই করে যাচ্ছে।

এর সঙ্গত কারণও আছে।

খোলা দরজা দিয়ে পড়িমড়ি করে এক লোক বাইরে উত্তাল পরিবেশের মধ্যে বেরিয়ে এলো। নোংরা ও মাকড়সার মতো কিছু তার কাঁধে ও গলায় জড়িয়ে আছে। লম্বা পাগুলো তার মাংস ভেদ গভির ক্ষত সৃষ্টি করে ঢুকে গেছে।

লোকটি সেওয়ার্ড, স্কোয়াডের টিম লিডার। সে যথেষ্ট নলখাগড়ার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে টলতে টলতে তাদের ক্যাটের দিকে আসছে। সাহায্যের জন্য একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ড্রাইভার ক্যাটের গতি ধীর রেখেই জিজ্ঞেস করলো, "স্যার?"

তারপরই বিশাল কালো একটা ছায়া জ্বলজ্বলে নলখাগড়াগুলো উপর দিয়ে এগিয়ে এসে লোকটির পাঁজর বরাবর বিদ্ধ করলো, শূন্যে তুলে নিয়ে চলে গেলো।

আরও তিনজন লোক রয়ে গেছে বিধ্বস্ত ক্যাটের ভিতর। তারা গুলি করা বন্ধ করে দিয়েছে।

কিছুই করার নেই।

ডিলান সামনের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে ক্রুজারের পেছনের দিক বরাবর নির্দেশ করলো। তাকে মিশনটা সম্পন্ন করতেই হবে।

"যেতে থাকো।"

বিকাল ৪:৩৯

গ্রে পেছনের দরজায় রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা হাট খোলা থাকায় ক্যাবিনের সবাই বেশ ঝুঁকির মধ্যে আছে। কোন ধরণের ছায়া দরজার কাছাকাছি আসা মাত্রই গ্রে গুলি করছে। ক্রুজারের গতি, সেই সাথে ধোঁয়া উদগিরণ আর ইঞ্জিনের গরগর শব্দ তাদের ডিফেন্স হিসেবে ভালোই কাজে দিচ্ছে।

চারপাশের নানা কর্কশ শব্দের মাঝে তীক্ষ্ণ বাঁশির মতো একটা শব্দ শোনা গেলো।

কোয়ালস্কি, ক্রুজারের হর্ন বাজাচ্ছে।

আবার কি?

জেসন বললো, "কোয়ালস্কির তোমাকে দরকার।" তারপর স্টেলার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমরা ক্যাবিন গার্ড দিচ্ছি।"

স্টেলা হ্যারিংটনের পাশে গিয়ে বললো, "তুমিও যাও।"

"দাঁড়াও।" হ্যারিংটন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরনো একজোড়া বাইনোকুলার খুঁজে পেয়েছেন। তাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে রাইট আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।"

গ্রে ঘুরে তাকিয়ে দেখলো হ্যারিংটনের কথা ঠিক।

ক্যাটের হেডলাইট তাদের দিক থেকে ঘুরে গেছে, বাম দিক বরাবর। জলাভূমির আরো ভেতরের দিকে। গুহাময় কলিসিয়ামের আরো অন্ধকার অংশের দিকে।

সে যাচ্ছে কোথায়?

হ্যারিংটন বাইনোকুলার দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন, "কিছু একটা ক্যাটের উপর বাঁধা আছে। মনে হচ্ছে..."

বিকট একটা বিস্ফোরণের শব্দে তার শেষ কথাগুলো ঢাকা পড়ে গেলো। কানফাটা শব্দে আশেপাশের সবকিছু মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেলো।

যখন শব্দের তেজ কমে আসলো, গ্রে হ্যারিংটনের দিকে ঘুরে বললো, "ওটা কি আপনার বাঙ্কার বাস্টার ছিলো?"

গ্রে কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

রাইট কি এই সুড়ঙ্গগুলোর অপর দিক ধ্বসিয়ে বন্ধ করে দিলো?

হ্যারিংটনের চোখ বড় বড় হয়ে গেলো–তবে অন্য এক ভয়ের কারণে। "না। যদি সেই বড় বোমাগুলো ফোটাতো তবে শব্দ হতো আরো জোরে। পুরো গুহা-ই কেঁপে উঠতো।"

তাহলে সেটা কি?

তার মনের কথার জবাবে প্রফেসর বললেন, "মনে হয় রাইট ছোটখাটো আঘাত করেছে, হেল'স কেইপ স্টেশনের মধ্য দিয়ে একটা গর্ত তৈরি করার জন্য।"

"এটা করার কারণ কি?"

হ্যারিংটন অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ক্যাটের দিকে নির্দেশ করে বললেন, "আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম...তার ক্যাটের উপর বিশাল একটা ডিস্ক বেঁধে রাখা, কিছু অংশ কাপড়ে ঢাকা। মনে হয় সেটি এলআরএডি ডিশ। স্টেশনে বসানো ডিশের চেয়ে প্রায় চারগুণ বড়।"

গ্রে ক্যাটের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ-ই সে রাইটের পরিকল্পনা বুঝতে পারলো।

হেল'স কেইপের সুপারস্ট্রাকচারের মধ্য দিয়ে বড় গর্ত তৈরি হওয়া মানে এখানকার পুরো জীবমন্ডল উপরের পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া।

গ্রে বললো, "সে এখানকার আবদ্ধ জগতটাকে উন্মুক্ত করে দিতে চাচ্ছে।" সেই সাথে দেখতে পেলো যে আশেপাশের জীবজন্তুগুলো শব্দের উৎস সেই গর্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

হ্যারিংটনকে একেবারে অসুস্থ দেখাচ্ছে। "আমাদের ইকোসিস্টেমের মধ্যে এই আক্রমণাত্মক স্বভাবের এক্সএনএ প্রজাতিগুলো ছড়িয়ে পড়লে কি পরিমাণ ক্ষতিসাধন হতে পারে তা হিসেবের বাইরে।" তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "এমন পাগলামির কারণ কি?"

গ্রে বললো, "কারণ পরে খোঁজা যাবে। এখন এটা যেন না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

স্টেলা মাথা নেড়ে বললো, "আমরা যদি দ্রুত ব্যাক ডোরে পৌঁছাতে পারি আর ঐ বাঙ্কার বাস্টারগুলো কাজে লাগিয়ে দূরে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিতে পারি তবে এদেরকে এখানে আটকে ফেলতে পারবো, যদি না রাইট বড় এলআরএডি ডিশ চালু করে ফেলে।"

এটাই এখন তাদের একমাত্র ভরসা।

ক্রুজারের হর্ন আবারো বেজে উঠলো।

গ্রে ঝাকুনি খেতে থাকা ঢালু পথের দিকে তাকিয়ে বললো, "জেসন, স্টেলা! কোনকিছুই ভেতরে ঢুকতে দেবে না।"

যদি হ্যারিংটনের অনুমান সঠিক হয়, তবে কোনভাবেই দেরি করা যাবে না।

ক্রুজারের হেডল্যাম্প অন্ধকারের বুক চিড়ে চলে গেলো সামনের দিকে। সামনে দেখা যাচ্ছে পুরো স্টিলের উচু একটা স্থাপনা। গন্ডোলা ক্যাবলগুলো ছাদ থেকে নিচের দিকে এই বেইসে যুক্ত হয়েছে।

হ্যারিংটন বললেন, "এটাই সাবস্টেশন। আমরা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ফাটলের মধ্যে স্টেশনটা তৈরি করেছি। ফাটলটা ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি পর্যন্ত চলে গেছে। বাকি পথ আমরা খুঁড়ে নিয়েছি।"

তৈরি করেছি ব্যাক ডোর।

কোয়ালস্কি বললো, "তাহলে একটা সমস্যা আছে।" সে হাত নিচু করে সামনের ভূ-খন্ডের দিকে দেখালো।

তাদের ক্রুজার ও ব্যাক ডোরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে বেশ প্রশস্ত একটি শাখা-নদী। প্রচন্ড গতিতে স্রোত বয়ে চলেছে। আঁকাবাঁকা পাথর আর তীক্ষ্ণ স্ট্যালাগমাইটের সাথে ঘর্ষণে তৈরি হচ্ছে প্রচুর ফেনা। গভিরতা খুব বেশি বলেই মনে হচ্ছে। এ জায়গা স্নো ক্রুজার পাড়ি দিতে পারবে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন।

তবে একেবারেই নিরাশ হবার কিছু নেই।

কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করলো, "কি মনে হয়?"

দূরে বাম দিকে ধনুকের মতো কাঠ-স্টিলের পুরনো একটা ব্রিজ চলে গেছে নদীর উপর দিয়ে। কলিসিয়ামের মধ্য দিয়ে আসার সময় এরই বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ তারা দেখেছে। সম্ভবত এখানকার প্রথম আগন্তুক অ্যামেরিকানরা এটা তৈরি করেছিলো। এটা তৈরি করতে নিঃসন্দেহে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।

গ্রের মনে পড়লো হ্যারিংটনের বলা অপারেশন হাইজাম্পের কথা। এসব কারণেই বার্ডের এতো সংখ্যক নৌকা, এয়ারক্রাফট আর লোকবলের প্রয়োজন হয়েছিলো। এরকম জায়গায় অভিযান চালানো আর মঙ্গলের মাটিতে অভিযান চালানো প্রায় এক কথা।

কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করলো, "এটা আমাদের ধরে রাখতে পারবে বলে মনে হয়?"

হ্যারিংটন নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে চিন্তা করছেন। "এই ব্রিজগুলো প্রধাণত বার্ডের ক্রুজারের ওজন ধরতে সক্ষম সেইভাবে তৈরি করা হয়েছে।"

কিন্তু সেটা সত্তর বছর আগে।

গ্রে আর কোন সমাধান দেখছে না। কাঙ্খিত ব্যাক ডোর আরো প্রায় তিনশত ইয়ার্ড দূরে। রাইটকে সময়মতো আটকাতে হলে তাদের গতি ও সেইসাথে নিরাপত্তা দুটোই ঠিক রাখতে হবে।

গ্রে বললো, "আমাদের ঝুঁকি নিতেই হবে। পর্যাপ্ত গতি নিয়ে আমরা হয়তো এটা ধ্বসে পড়ার আগেই পেরিয়ে যেতে পারবো।"

কোয়ালস্কি বললো, "ঠিক কথা।"

সে ক্রুজারকে আবার দ্রুত গতিতে নিয়ে গেলো তলানির শেষ ডিজেলটুকু পুড়িয়ে।

গ্রে সবাইকে বললো, "শক্ত করে বসো।"

গ্রে ঝুঁকির কারণে জেসন, স্টেলা আর হ্যারিংটনকে রেখে ব্রিজ পেরুনোর কথা ভাবছিলো। কিন্তু সেটা করতে গেলে আরো কিছু সময় নষ্ট হবে যেটা এখন তাদের হাতে একেবারেই নেই। সেইসাথে আছে গতি আর জ্বালানির ব্যাপার। আর যদি খারাপ কিছু ঘটেও যায় তাহলেও তাদেরকে ওখানে একা রাখার বিপদ বর্তমান সম্ভাব্য বিপদের চেয়ে কম নয়।

হয়তো আরো বেশি।

প্রচন্ড আতঙ্ক তাকে গ্রাস করলো যখন ক্রুজার ব্রিজের একেবারে সামনের কাঠের বাঁধুনির উপর উঠে পড়লো। রিয়ারভিউ মিররে দেখলো তাদের চলে আসা পথ থেকে কাঠের টুকরো ভেঙে পড়ছে নিচে। বিশালাকার টায়ারগুলো সহজেই কাঠের মাঝের ফাঁকাগুলো পেরিয়ে যেতে পারছে। গতিও ঠিক আছে।

শুধু ঠিক নেই ভাগ্য।

দ্রুত গতিতে কিছু একটা তাদের দিকে ছুটে আসছে।

গ্রে উৎসটি একঝলক দেখতে পেলো। ক্ষণিকের আলোয় দেখলো দূরে দ্বিতীয় ক্যাটটি দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে এটি বড় ক্যাটটির সাথে যায় নি। তার পরিবর্তে একে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে খতম করতে।

ক্যাটে ঝুঁকিপূর্ণভাবে দাঁড়ানো কারো হাতে একটি আরপিজি লঞ্চার। সেটি থেকে ছোড়া রকেট ব্রিজের তাদের সামনের অংশে আঘাত হেনেছে। তাতে ছিড়ে গেছে বাঁধুনি এবং আলগা হয়ে পড়েছে স্টিল।

থামানো যায়নি বলে স্লো ক্রুজার চলে গেলো বিস্ফোরণের ফলে উড়ে যাওয়া খালি অংশের উপর...তারপর নদীর দিকে মুখ করে পড়ে যেতে থাকলো।

অধ্যায় ২৫

৩০ এপ্রিল, দুপুর ১২:৪৫, এএমটি
রোরাইমা, ব্রাজিল

কে জানতো সামান্য একটা কাজ করতে গিয়ে এতো ঝামেলায় পড়তে হবে?

কাটার এলয়েস এক কোণায় দাঁড়িয়ে দেখছেন এক তরুণী ধীরে ধীরে হেঁটে হেলিকপ্টার থেকে টেপুইয়ের চূড়ার দিকে উঠে আসছে। রোদের কারণে তার এক হাত চোখের উপর ধরা। মাথার বেসবল ক্যাপটি অনেক নিচে নামানো। তার পরনে ঢোলা ব্লাউজ আর ভেস্ট। মাথার কালো চুল পনিটেইল করে বাঁধা।

খারাপ না, আকর্ষণীয়ই বটে।

কিন্তু তার হাত ধরে রাখা ব্যক্তিটির মতো সুন্দর না। কাটার হাসলেন তার স্ত্রীর যমজ বোনকে দেখে। আশুর সব বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে আছে। শুধু রাহেইর মনটা আশুর মতো অতোটা নরম নয়, শক্ত মনের অধিকারিণী সে।

কিছুক্ষণ আগে কাটার আগন্তুকের পাসপোর্টের একটা ফ্যাক্স পেয়েছেন। তাকে তুলে আনার পর তল্লাশি করার সময় পাওয়া গিয়েছিলো পাসপোর্টটি। সেই সূত্র ধরে তার বেশ ইন্টারেস্টিং অতীত ইতিহাস উঠে এসেছে। তার নাম জেনা বেক। ক্যালিফোর্নিয়া পার্ক রেঞ্জারের সদস্য। নিযুক্ত ছিলো মনো লেকে। ঠিক সেই জায়গায় যেখানে কেন্ডাল হেস তার রিসার্চ ফ্যাসিলিটি স্থাপন করেছেন।

মনে হয় না ব্যাপারটা কাকতালীয়।

কাটার আরো বেশিকিছু জানতে আগ্রহি। তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকে দেখামাত্র তরুণীর চেহারার ভাবসাবে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় হয়ে যাবার কারণ একটাই হতে পারে।

চিনতে পারা।

তাহলে সে আমাকে চেনে।

মনো লেকে তরুণীর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতির কারণেই হয়তো ঘটনাক্রমে অ্যামেরিকান দলটি বোয়া ভিসতায় গিয়েছে। একজন মৃত ব্যক্তির সন্ধানে? এ প্রশ্নটি আরো কিছু প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। তবে সেগুলো একটু পরেই জানা যাবে।

তিনি এক কদম এগিয়ে গিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সে পাত্তা না দিয়েই বললো, "আপনি কাটার এলয়েস।"

তিনি বললেন, "আর তুমি জেনা বেক। সেই পার্ক রেঞ্জার যে আমাদের অসম্ভব ভোগান্তির কারণ।"

জেনা বললো, "ড. হেস কোথায়?" তার দৃষ্টি কাটারের পেছনের ঘরটির দিকে।

“সে সুস্থ এবং নিরাপদ আছে। আর আমার জন্য কিছু কাজ করছে।”

জেনার চেহারায় সন্দেহ দেখা দিলো।

কাটার তার নিজের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, “মিস বেক, তুমি আমার সন্ধান পেলে কিভাবে? আমিতো সুদীর্ঘ সময় ধরে সবার কাছে ছিলাম মৃত।”

তরুণী বললো, “এমি সারপ্রির মাধ্যমে। যাকে আপনি ড. হেসের ল্যাবে গুপ্তচর হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।”

কাটার এমনটাই সন্দেহ করেছিলেন। একারণেই তার সাথে আর যোগাযোগ করা যায়নি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন ঐ গোলমালের সময় সে মারা গেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে সে ধরা পড়েছে।
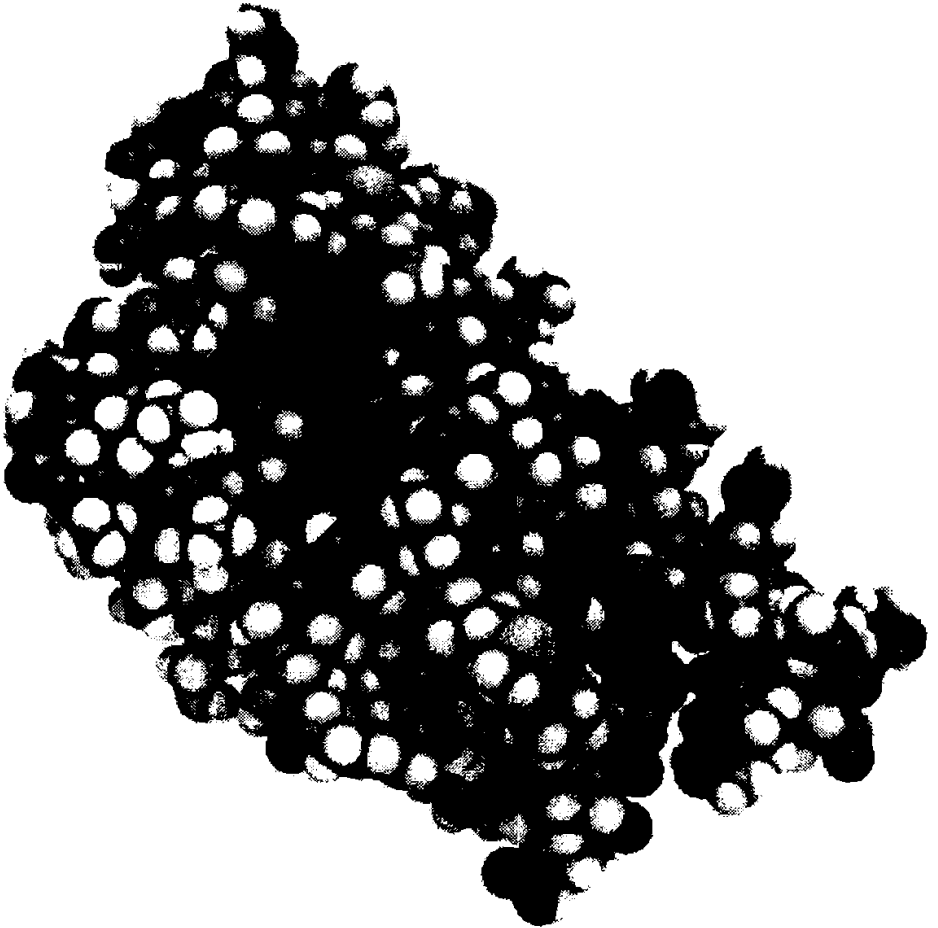
কতটুকু তথ্য সে ফাঁস করে দিয়েছে সে ব্যাপারে তিনি বেশ কৌতুহল বোধ করছেন। তবে তিনি তেমন একটা উদ্বিগ্ন নন কারণ এমি কখনই এখানে আসে নি আর সে তার মূল পরিকল্পনার ব্যাপারেও তেমন বিশেষ কিছু জানে না। বললেন, “এমি এখন কোথায়?”

জেনা বললো, "মৃত। ক্যালিফোর্নিয়ায় তারই মুক্ত করে দেয়া অর্গানিজমের আক্রমনে।"

কাটার দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন এমন পরিস্থিতিতে কি করা বা বলা উচিত। তবে গভির কোন আবেগতাড়িত ব্যাপার অনুভব করছেন না। বললেন, "এমি এরকম ঝুঁকির কথা জানতো। সে ছিলো ডার্ক ইডেনের জন্য পুরোপুরি আত্মনিবেদিত একজন যোদ্ধা। এরকম পরিণতিতেও খুশি।"

"তাকে শেষ সময়ে অতোটা খুশি মনে হয়নি।"

তিনি মাথা নাড়লেন, "মাঝে মাঝে কঠিন ত্যাগস্বীকার করতেই হয়।"

আরো অনেকেই করবে। তরুণী খুব শীঘ্রই সেটা জানতে পারবে।

তিনি ঘুরে রাহেইকে ইশারা করলেন বন্দিকে সাথে নিয়ে আসার জন্য। ঘরের দরজার দিকে এগুতে লাগলেন। এককোণা থেকে ছোট একটা মুখ উঁকি দিয়ে আছে তাদের দিকে। তার ছেলে, জরি। সে সর্বদাই নতুন আগন্তুকদের ব্যাপারে কৌতুহলী। তবে এজন্য তিনি নিজেই দায়ি। তাকে তিনি যথেষ্ট জনবিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন।

তিনি ইশারায় তাকে ভেতরে যেতে বললেন।

এই অতিথির সাথে তার সাক্ষাত করার প্রয়োজন নেই।

জেনা কিছুটা উত্তপ্ত স্বরে বললো, "আরেকটা শব্দ উচ্চারণ করার আগে আমি ড. হেসের সাথে দেখা করতে চাই।"

কাটার জানেন তরুণী যত শক্তই হোক রাহেই ঠিকই তাকে ঘন্টার মধ্যে কথা বলিয়ে নিতে পারবে। সে দক্ষতা রাহেইর আছে। তবে আপাতত সেটার প্রয়োজন নেই।

তিনি ফিরে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি বলে মনে হয়?"

দুপুর ১২:৪৯

এ হতে পারে না

কেন্ডাল মেইন ল্যাবে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কেন্ডালের ভাইরাল শেলের জন্য কাটারের ডিজাইন করা জেনেটিক কোড অ্যানালিসিস করার পর তিনি বায়োসেইফটি স্যুট খুলে ফেলেছেন।

তিনি CRISPR-Cas9 টেকনিক ব্যবহার করেছেন কাটারের কোডটি ভাঙার জন্য, জিন থেকে জিন। নিউক্লিওটাইড থেকে নিউক্লিওটাইড। তিনি দেখলেন কোডটি খুবই সরল প্রকৃতির। RNA-এর একক একটা ধারা। ভাইরাসের জন্য খুবই পরিচিত একটা চিত্র।

এই সহজ সরল চিত্র থেকে বোঝা যায় কাটার খুবই সাধারণ কোন ভাইরাস ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে নিজের তৈরি করা কোডটি ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মূল ভাইরাল উৎসটি কি?

সেটা বের করা কঠিন কোন কাজ নয়। একটা আইডেন্টিফিকেশন প্রোগ্রামে তিনি কোডটি পরিক্ষা করে দেখলেন। সাধারণ নরোভাইরাসের সাথে শতকরা ৯৪ ভাগ মিল পেলেন। এই ভাইরাসটিই সাধারণত দূরপাল্লার জাহাজগুলোতে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে অথবা যেসব জায়গায় অনেক মানুষ একসাথে জড়ো হয় সেসব জায়াগায় ছড়িয়ে পড়ে। এটা প্রকৃতিতে বিদ্যমান অতি সংক্রামক ভাইরাসগুলোর একটি। মাত্র বিশ বা ততোধিক সংখ্যক একসাথে হলেই যেকোন মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। ছড়িয়ে পড়তে পারে শারীরিক কোন প্রকার তরল, বাতাস এমনকি বহনকারী যেকোন কিছুর সংস্পর্শে।

যদি গণ-সংক্রামক কোন প্রকার অর্গানিজম তৈরি করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে নরোভাইরাসকে বিবেচনা করা যায়। তবে এর একটা দুর্বলতা হচ্ছে এটি সাধারণ কিছু সংক্রমণরোধী বস্তু, ব্লিচ ও ডিটারজেন্টের প্রতি সেনসিটিভ। এগুলো দিয়ে সহজেই একে প্রতিহত করা যায়।

কিন্তু এই ভাইরাসটিকে যদি আমার তৈরি করা শেলের ভিতর ঢোকানো যায় তবে কোন কিছুই আর একে থামাতে পারবে না।

তারপরও নরোভাইরাস সাধারণত মারাত্মক কিছু না। বিশেষ করে স্বাস্থ্যবান লোকদের জন্য। শুধুমাত্র সাধারণ ফ্লু-এর মতো উপসর্গ দেখা দেয়।

কাটার এর সাথে আর কি যোগ করেছে?

তার কোডের বাকি ৬ ভাগে কি আছে?

বাকি অংশে দেখা গেলো একই ধরণের প্রোটিন-কোডিং জিনের পুণরাবৃত্তি। এটি কি ধরণের প্রোটিন তা জানার জন্য তিনি একে একটি মডেলিং প্রোগ্রামে চালিয়ে এমিনো এসিডে রূপান্তর করে দেখলেন। সেই প্রোটিন চেইনের সাহায্যে কম্পিউটার একটি ত্রি-মাত্রিক মডেল তৈরি করলো।

তিনি কম্পিউটার স্ক্রিনে সেই মডেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। স্ক্রিনে সেটি নানা দিকে ঘুরছে।

সামান্য পরিবর্তন আনা সত্ত্বেও তিনি ভাঁজযোগ্য অন্যান্য প্রোটিনটি চিনতে পেরেছেন। তারপরও সেই ম্যাচিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন।

মাই গড, কাটার, তোমার খেয়াল কি?

তার চিন্তার উত্তর দিতেই যেন দরজা খুলে ল্যাবে কাটার প্রবেশ করলেন। তার সাথে দুজন মহিলা। তাদের একজন তার স্ত্রী–অন্তত তাই মনে হয়। তবে এখন বেশ গম্ভির। আগে যেমন উচ্ছল দেখেছেন তেমন না।

তারপরই এই উপজাতির অস্বাভাবিক ঐতিহ্যের ব্যাপারটা তার মনে পড়ে গেলো। এ নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর যমজ–ম্যাটিওর আরেক বোন।

এবার দ্বিতীয় মহিলাটি নজরে পড়লো। তার ভাবভঙ্গি আর কাপড়-চোপড়ে অ্যামেরিকান বলেই মনে হলো। তবে কি কারণে যেন তাকে পরিচিত মনে হচ্ছে।

তার সাথে আগে দেখা হয়েছে এমন। তবে কবে কখন তা তিনি মনে করতে পারলেন না।

কাটার পরিচয় করিয়ে দিলেন, "কেন্ডাল, এ আমার শালি, রাহেই। আর আমার পাশের এই সুন্দরি তরুণী তোমার আশেপাশেরই একজন। ক্যালিফোর্নিয়ার একজন পার্ক রেঞ্জার। নাম জেনা বেক।"

হঠাৎ চিনতে পেরে কেন্ডাল অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। লি ভাইনিং এ এই তরুণীর সাথে তার দেখা হয়েছিলো। লেকে তার রিসার্চ সম্পর্কে সে তার কাছে জানতে চেয়েছিলো।

সে এখন এখানে কি করছে?

জেনা তার দিকে ঘুরে তার কনুই স্পর্শ করে বললো, "ড. হেস, আপনি ঠিক আছেন?"

তিনি ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। কি উত্তর দেবেন তা বুঝতে পারছেন না।

কাটারের দৃষ্টি কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে। বললেন, "আহ্, কেন্ডাল, আমার অবর্তমানে তুমি দেখছি অনেকদূর এগিয়ে গেছো।"

তিনি ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মান প্রোটিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটি এক প্রকার প্রায়োন, তাই না?"

"ঠিক। আসলে এটি সংক্রামক প্রোটিনটির একটি পরিবর্তিত সংস্করণ যেটা ক্রুৎসফেল্ট-জ্যাকব রোগের কারণ। যে রোগে মানুষের দ্রুত স্মৃতিভ্রংশ হয়।"

জেনা তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনারা বলছেন কি?"

পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার সময় নেই কেন্ডালের–যতটুকু তিনি নিজে বুঝতে পেরেছেন। প্রায়োন হচ্ছে ভাইরাসের মতই এক প্রকার প্রোটিন। তবে তাদের নিজের কোন জেনেটিক কোড নেই। এটি যখন কোন কিছুর ভেতরে প্রবেশ করে, তখন অন্য প্রোটিনগুলোকে নষ্ট করে দেয় –বিশেষ করে মস্তিষ্কের। এই কারণে প্রায়োনঘটিত রোগগুলো হয় অনেক ধীর প্রকৃতির।

তবে এখন আর না।

কেন্ডাল কাটারের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি সংক্রামক নরোভাইরাস তৈরি করেছো। যেটি খুব দ্রুত ছড়াতে পারে। আর প্রচুর পরিমাণে এই ভয়ঙ্কর প্রায়োন তৈরি করেছো।"

কাটার তাকে শুদ্ধ করে দিয়ে বললেন, "প্রথম কথা হচ্ছে এটি আসলে ভয়ঙ্কর নয়। আমি প্রায়োনের জেনেটিক কাঠামো পরিবর্তন করেছি বলে এটি আর এখন মারাত্মক নয়। যেমনটা আমি আগে তোমাকে ওয়াদা করেছিলাম। আমার তৈরি বায়োঅর্গানিজম দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কোন মানুষ বা পশু মারা যাবে না।"

"তাহলে তোমার উদ্দেশ্য কি? পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তুমি তোমার তৈরি জিনিসটি আমার তৈরি শেলের মধ্যে ঢুকাতে চাচ্ছো। যেন সেটিকে কোনভাবে ধ্বংস করা না যায়। এটি দ্রুত কোন ঝামেলা ছাড়াই ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

"ঠিক। তবে আরো পরিষ্কার করে বললে তোমার শেলের ক্ষুদ্র আকৃতিই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বেশি। এমন একটা ক্ষুদ্রাকৃতির জেনেটিক ডেলিভারি সিস্টেম যেটা সহজেই ব্লাড-ব্রেইন ব্যারিয়ার পেরুতে পারবে। ফলে এই ছোট ছোট প্রায়োনের ফ্যাক্টরিগুলো অবলীলায় ঢুকে যাবে নিউরোলজিক্যাল সিস্টেমে।"

আতঙ্ক লুকানোর মতো অবস্থায় নেই কেন্ডাল। এমনকি পার্ক রেঞ্জারও যতদূর মনে হয় এর ভয়াবহতা ধরতে পেরেছে। তার চেহারা একেবারে মলিন হয়ে গেছে। প্রায়োন ঘটিত রোগগুলো বর্তমানে অনারোগ্য, অর্থাৎ এদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিগুলো হয় একেবারে স্থায়ি। রোগের উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয় স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকর্মে অসারতা। শেষতক বুদ্ধিমান একজন মানুষ পরিণত হয় বোধবুদ্ধিহীন একটা প্রাণীতে।

তিনি কল্পনার চোখে দেখলেন কাটারের তৈরি করা রোগটি বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়ছে। তার ল্যাব থেকে ছড়িয়ে পড়া অর্গানিজমটির মতোই অদম্য। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই মস্তিষ্ক বিধ্বংসি ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

কাটার হয়তো তার চোখে প্রকাশিত ভয়টা ধরতে পেরেছেন। বললেন, "ভয় পেয়ো না বন্ধু। আমি শুধু প্রায়োনগুলোর ধ্বংস ক্ষমতা কমিয়েই দেই নি সেই সাথে নির্দিষ্ট সংখ্যক পুণরাবৃত্তির পর এদেরকে নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যাবারও ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ফলে আক্রান্তের পুরো মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।"

"তাহলে কতটুকু হবে?"

কাটার হাসলেন, "ধরা যায় এটা একটা উপহার। এটা আক্রান্ত ব্যক্তিকে খুবই সাধারণ একটা অবস্থায় নিয়ে আসবে। যে থাকবে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উন্নতমানের বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপ থেকে চিরস্থায়িভবে দূরে।"

"অন্যভাবে বললে আমাদেরকে মোটামুটি অন্যান্য জীব-জন্তুর পর্যায়ে নামিয়ে আনবে।"

"পৃথিবী অনেক ভালো অবস্থায় চলে আসবে।"

জেনা উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, "এটা পুরোপুরি অমানবিক।"

কাটার তার দিকে ফিরে বললেন, "তুমি একজন পার্ক রেঞ্জার মিস জেনা বেক। অন্য সবার চেয়ে অবশ্যই তোমার আরো ভালো বোঝা উচিত। অমানবিক হওয়াটাই এখন মানবিক। আমরা ইতোমধ্যেই এমন জন্তুতে পরিণত হয়েছি যারা উদ্ভাবন করেছি নৈতিকতা। আমাদের মধ্যেকার নিকৃষ্ট আচরণগুলো বশে রাখার জন্য তৈরি করেছি ধর্ম, সরকার ও আইন-কানুন। আমি তাই বুদ্ধিমত্তা নামক এই রোগটি সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। নিজেদেরকে সর্বশক্তিমান ও এই পৃথিবীর প্রতি আমাদের অধিকার বেশি এই ধারণা দূর করে দিতে।"

কাটার তার হাত চারপাশে ছড়িয়ে বললেন, "আমরা বনভূমি উজাড় করছি, দূষিত করছি সাগর-মহাসাগর, আমাদের কারণে বরফ গলছে দ্রুত, বাতাসে ছড়াচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড...এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের বিলুপ্তির পেছনে আমরাই

দায়ি। আর এপথ ধরে এগিয়ে আমরা আমাদের নিজেদেরকেই শেষ করে দেবো।"

কেন্ডাল প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলে কাটার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "রালফ ওয়ালডো এমারসন বেশ ভালোভাবে বলেছেন। সভ্যতার ক্রমাগত পতনের মধ্য দিয়েই মনুষ্যজাতির ইতি ঘটবে। আমরা ইতোমধ্যেই সেই সম্ভাবনার চূড়ায়। আর যেতে যেতে আমরা কিসের ছাপ রেখে যাবো? এমন এক পৃথিবী যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দূষণ। যেখানে আর কোন কিছুরই বাঁচার সুযোগ থাকবে না?"

জেনা তার বক্তব্যের বিপক্ষে বললো, "কিন্তু এটাই সভ্যতা...আমাদের সহজাত বুদ্ধিমত্তাই আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সেই সাথে পুরো পৃথিবীরও। যেমন ডাইনোসররা তাদের দিকে ধেয়ে আসা উল্কাখন্ডটি দেখতে ব্যর্থ ছিলো। আমরা অনেকেই বুঝতে পারি আমাদের চারপাশে কি ঘটছে, বুঝতে পারি সবকিছুই টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত।"

"মাই ডিয়ার, সভ্যতার খুবই সংকীর্ণ একটা ছবি তুমি তুলে ধরেছো। ডাইনোসররা বিচরণ করেছিলো একশত পঁচাশি মিলিয়ন বছর। সে তুলনায় আধুনিক মানুষ আছে শুধুমাত্র দুই হাজার বছর ধরে। আর সভ্যতা আছে প্রায় দশ হাজার বছর ধরে।"

কাটার গুরুত্ব বোঝাতে মাথা ঝাকিয়ে বললেন, "সমাজ আসলে নিয়ন্ত্রনের নামে ধ্বংসাত্মক একটা ভ্রম ছাড়া আর কিছুই না। খেয়াল করে দেখো এর অবদান। সভ্যতার মারপ্যাঁচে আমরা মানুষ প্রজাতি পুরো ইকোলজিক্যাল সিস্টেমটাকে পতনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছি। তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো শিল্পায়নের মোহে আবিষ্ট দেশগুলোর প্রতিযোগিতা, সবুজ পরিবেশের নামে আস্ফালন, এগুলো কোন ধরণের পরিবর্তন আনতে পারবে?"

জেনা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "আমাদের চেষ্টা তো করা উচিত।"

কাটার কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কখনোই হবে না। অন্তত সময় থাকতে নয়। তাই যুক্তিযুক্ত পথ কি? এখনই সভ্যতার বিনাশ ঘটাতে হবে। দাঁত থাকতেই দাঁতের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।"

কেন্ডাল জিজ্ঞেস করলেন, "আর সেজন্যই তোমার এই পরিকল্পনা? এই সংক্রমণ ছড়িয়ে দেয়া আর মানুষের বুদ্ধিমত্তা লোপ করে দেয়া।"

"আমি এটাকে মানুষ জাতির সভ্যতা নামক ব্যাধি থেকে প্রতিকার হিসেবে মনে করি। প্রকৃতির মাঝে শুধুমাত্র প্রাণীগুলো থাকবে। সবার জন্য সমান সুযোগ। যেখানে শুধুমাত্র একটা নিয়মই বজায় থাকবে–সারভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেস্ট। এর ফলে পৃথিবী হবে প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর ও উচ্ছল।"

জেনা কাটারের দিকে তাকিয়ে আছে, তার চোখে জিজ্ঞাসার ছাপ, "আর আপনি? আপনিও কি এই প্রতিকারক ঔষধ গ্রহণ করবেন?"

কাটার মাথা ঝাকালেন। মনে হচ্ছে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন তার প্রশ্নে। কেন্ডাল তার এই প্রশ্নটা বেশ পছন্দ করেছেন।

কাটার বললেন, "অল্প সংখ্যক মানুষ এর আওতার বাইরে থাকবে, যেন রূপান্তর প্রক্রিয়া ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে পারে।"

জেনা তার স্বার্থবাদি সিদ্ধান্তের দিকে ইঙ্গিত করেই বললো, "তাই। বেশ ভালো।"

কাটার কেন্ডালের দিকে ফিরে বললেন, "চলো বন্ধু, সময় হয়ে গেছে, আমাকে দেখাবে তোমার ভাইরাল শেলটিকে পূর্ণ করার পদ্ধতি।"

কেন্ডাল যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে বললেন, "আমি পারবো না।"

কাটার তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "পারবে না নাকি চাও না? কেন্ডাল আমি তোমার সাথে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি। আমরা এক সময় বন্ধু ছিলাম বলে। কিন্তু আমার কাছে অনেক রাস্তাই আছে তোমাকে সহযোগিতা করতে বাধ্য করার।"

কাটার তার স্ত্রীর বোনের দিকে তাকালেন। রাহেইর কালো চোখের একটা ঝলকই বলে দিলো সে এ ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে আগ্রহি।

"কাটার, এটা তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কোন বিষয় না। মূল বিষয় হচ্ছে যে জিনিসটা তোমার দরকার সেটা আমাদের উভয়ের আওতার বাইরে। আমি সেটা কৃত্রিমভাবে তৈরিও করতে পারবো না এখানে। আমরা তৈরি করা শেলটা আনলক করার জন্য যে এক্সএনএ সিকোয়েন্স প্রয়োজন সেটা শুধুমাত্র প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়।"

যে প্রকৃতিকে তুমি বড় ভালোবাসো।

"কোথায়?"

"কাটার, তুমি ভালো করেই জানো কোথায়?"

তিনি চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন। তারপর বিড়বিড় বললেন, "অবশ্যই...এন্টার্কটিকা। সেখানকার শেডো বায়োস্ফেয়ারে নিশ্চয়ই এমন কোন নির্দিষ্ট প্রজাতি আছে যার অনন্য জেনেটিক কোডের মাধ্যমে শেলটি আনলক করা যায়।"

কাটার চোখ মেলে বললেন, "কোন প্রজাতি?"

কেন্ডাল তাকিয়ে আছেন তার দিকে। সে যদি তার ল্যাবে গুপ্তচর ঢুকিয়ে রাখতে পারে তবে নিশ্চয়ই সে কোন ব্যক্তি বা দল নিযুক্ত করেছে হ্যারিংটনের স্টেশনে। তার মানে কাটার নিশ্চিতভাবেই হেল'স কেইপ সর্ম্পকে বিস্তারিত জানে। যদি সে গোপন ব্যাপারটা জেনে যায়, তাহলে তার ভয়ঙ্কর জেনেটিক পাজলের শেষ সমাধানটা তার হাতে চলে আসবে।

এটা কখনই হতে দেয়া যায় না।

কাটার তার চেহারায় চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করলেন। বললেন, "ঠিক আছে তাহলে। আমাদেরকে কাজটা করতে হবে অন্যভাবে।"

কেন্ডালের পায়ের তলার মেঝে যেন দুলে উঠলো। তিনি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন যে কোন ধরণের অত্যাচার সহ্য করে থাকার।

কাটার জেনার দিকে তাকিয়ে রাহেইর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "আমরা তাকে দিয়ে শুরু করবো। কেন্ডালকে দেখাবো যেন সে বুঝতে পারে সামনে কি ঘটতে যাচ্ছে।"

দুপুর ১:০০

সামনে থেকে সুয়ারেজ বললো, "এক ঘন্টা চলে গেছে।" সে বসে আছে পাইলটের পাশের সিটে।

পেইন্টার জানালা দিয়ে নিচের ভূ-খন্ড দেখছেন। গাছপালায় আচ্ছাদিত ভূ-খন্ডটি যেন সবুজের সাগর। তাদের গন্তব্য সামনে কোন এক জায়গায়। সেই টেপুই যেখানে মৃত কাটার এলয়েস তার আস্তানা গেড়েছে।

আর আশা করা যায় সেখানে জেনা ও ড. হেসকে পাওয়া যাবে।

সময় চলে যাচ্ছে খুব দ্রুত।

স্যাটেলাইট ফোনটি এখনও তার কানে ধরা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্ডালকে থামানোর কি কোন উপায়ই নেই?"

লিসা বললো, "ঘন্টাখানেক আগে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। যে ঝড়টি আসার কথা সেটি নির্ধারিত সময়ের আগেই আসবে বলে মনে হচ্ছে। দুপুরের মধ্যভাগেই সেটি পাহাড়গুলোতে আঘাত হানবে। বাতাসের বেগ আর বৃষ্টিপাতের ধরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে এ ঝড়টি আগেরটির চেয়ে তিন থেকে চারগুণ বেশি শক্তিশালি হবে। এই আশঙ্কার কারণেই নিউক্লিয়ার বিস্ফোরনের সময়সূচি সন্ধ্যা থেকে এগিয়ে দুপুরে আনা হয়েছে।"

দুপুর...

তিনি তার ঘড়ি দেখলেন এবং সময়ের ব্যবধান হিসেব করে নিলেন। সময় মাত্র দুই ঘন্টা। আর তাদের টেপুইয়ে পৌঁছাতে আরও প্রায় ষাট মিনিট সময় বাকি। ফলে কেন্ডাল হেসকে খুঁজে বের করে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ রোধের কোন সময় তাদের হাতে নেই।

পেইন্টার বুঝতে পারলেন এটা অসম্ভব একটা মিশন। তিনি তার দুপাশের মেরিনের দিকে তাকালেন। আব্রামসন এবং হেঙ্কেল। ক্যাবিনের ওপাশে ড্রেইক নিচু গলায় কথা বলছে ম্যালকম ও স্মিটের সাথে।

তিনি বললেন, "তারা কখন বেইস থেকে বেরুবে?"

"তারা ইতোমধ্যেই বেইস থেকে বেরিয়ে গেছে। ন্যাশনাল গার্ডের দল ভোরেই আশপাশের এলাকায় চিরুনি অভিযান চালিয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে দেখেছে কেউ এলাকা ত্যাগ করার আদেশ অমান্য করে রয়ে গেছে কিনা। বেইসের কর্মকর্তারাও ল্যাব ছেড়ে চলে যাচ্ছে, জশকে সাথে করে নিয়ে।"

"তুমি আর নিকো?"

"লিন্ডালের উপর আমার কোন ভরসা নেই। আমি শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। সারাহ...কর্পোরাল জেসাপ ছোট একটা হেলিকপ্টারের মাধ্যমে আমাদের বিপদ সীমার বাইরে যাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে।"

তিনি সতর্ক করে বললেন, "খুব বেশি দেরি করো না।"

"ঠিক আছে। নিউক্লিয়ার ডিভাইসসংক্রান্ত কর্মকান্ডের হালনাগাদ আমাকে প্রতিনিয়তই জানিয়ে দিচ্ছে এডমান্ড। তারা এখনও সর্বশেষবারের মতো সবকিছু হিসেব নিকেশ করছে। সবচেয়ে বেশি কার্যকর ফলাফল পাবার জন্য তারা চাচ্ছে ড্রোনের মাধ্যমে বোমাটিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যেতে। এগুলো নিয়েই তারা এখন মাথা ঘামাচ্ছে।" সে গলার স্বর একটু কঠিন করে বললো, "পেইন্টার, কোন একটা পথ তোমাকে বের করতে...যদি কোন সমাধান নাও পাওয়া যায়, এমন একটা কিছু যেন বিস্ফোরণের পরিকল্পনাটি বিলম্বিত করা যায়।"

পেইন্টার বেশ জোরে মাথা ঝাকালেন। যদি তিনি এই অজানা বায়োলজিক্যাল জীবাণুটির জন্য কোন প্রকার সমাধান পেয়েও যায়–সেই সমাধান কি এতো দ্রুত কার্যকর করা যাবে যেন আসন্ন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের সিদ্ধান্তটি বাতিল করে দেয়া যায়।

পেইন্টার আশ্বস্ত করে বললেন, "আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাই করবো।"

তিনি বিদায় জানিয়ে ফোনটি রেখে দিলেন।

ড্রেইক তার চেহারার ভাব দেখেই বুঝে ফেললো, "অনুমান করছি ওদিকের খবর ভালো নয়।"

তিনি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

অবশ্যই ভালো নয়।

তিনি জানালার দিকে ফিরে বাইরে তাকালেন। দিগন্তের কাছে অন্ধকারে ঢাকা একটা পর্বত।

সেখানকার পরিস্থিতিও এর চেয়ে খুব একটা ভালো কিনা সন্দেহ।

দুপুর ১:০৫

কাটার এলয়েস বললেন, "এটা একটু জ্বালা করতে পারে।"

জেনা ল্যাবে একটা চেয়ারে বসে আছে। বিশালদেহি ম্যাটিও তাকে ধরে রেখেছে। এটা সেই লোক যে তাকে হিলটপ গোস্ট টাউনে আক্রমণ করেছিলো। সে তাকে চিনতে পেরেছে তার গাল থেকে থুতনি পর্যন্ত রক্তাভ ক্ষতচিহ্ন দেখে। মনে হচ্ছে সবকিছুই চক্রাকারে ফিরে ফিরে আসছে।

কেন্ডাল বললেন, "প্লিজ, একাজটা করো না।"

কাটার সোজা হলেন। পিস্তল আকৃতির একটা জিনিস তার হাতে ধরা। জেনা ঔষধ দেওয়ার জেট ইঞ্জেক্টরটি চিনতে পারলো। তার অগ্রভাগে ছোট একটা শিশি লাগানো। তার মধ্যে স্বচ্ছ হলুদাভ বাদামি রঙের এক প্রকার তরল।

কাটার কেন্ডালকে বললেন, "সোজাসুজি আমাকে শেল আনলক করার সেই এক্সএনএ প্রজাতিটির নাম বলে দাও। তাহলে এধরণের ঝামেলার কোন প্রয়োজন হবে না।"

জেনা বললো, "বলবেন না।" ম্যাটিও তার কাঁধের দুপাশে জোরে চাপ দিলো। চুপ থাকার নির্দেশ। তবে সে তাতে পাত্তা দিলো না।

"তাকে কিছুই বলবেন না।"

কেন্ডাল পুরোপুরি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে। তবে শেষমেশ তিনি চুপই রইলেন।

কাটার বললেন, "ঠিক আছে।"

রাহেই জেনার জামার হাতা গুটিয়ে তার হাত উঁচু করে ধরলো।

কাটার তার হাতের কাছাকাছি ইঞ্জেক্টর নিয়ে বললেন, "শেষ সুযোগ, কেন্ডাল।"

কেন্ডাল অপরাধির মতো মুখ করে জেনার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

কাটার সামান্য কাঁধ ঝাকিয়ে ট্রিগার চেপে দিলেন। জেনা তীক্ষ্ণ একটা কামড় টের পেলো তার চামড়ায়। সে ব্যথা যেন ছড়িয়ে পড়লো তার হাড় পর্যন্ত।

ম্যাটিও তাকে ছেড়ে দেবার পর সে হাত মালিশ করতে করতে দাঁড়িয়ে বললো, "জিনিসটা কি ছিলো?"

কাটার ইঞ্জেকটরটি উঁচু করে ধরে অবশিষ্ট তরলে টোকা দিতে দিতে বললেন, "উন্মুক্ত ভাইরাল আরএনএ।"

জেনার কিছুক্ষণ আগের তাদের কথাবার্তা মনে পড়লো।"এটা আপনার তৈরি করা সেই জেনেটিক কোড। যেটা ব্রেইনকে আক্রমণ করে।"

"ঠিক তাই। তবে এটা এখন অতি অল্প মাত্রায় সংক্রামক এবং খুবই দুর্বল। সেজন্যই আমার কেন্ডালের ভাইরাল শেলটি প্রয়োজন।"

জেনার কাছে সবকিছু পরিষ্কার। তিনি এমন একটি সুপারবাগ তৈরি করতে চাচ্ছেন যা মানব প্রজাতিকে আবার সেই প্রস্তরযুগে নিয়ে যাবে-বা তারও আগে।

তিনি বললেন, "এটা বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে। তবে এর দ্বারা মস্তিষ্কের একই পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে।"

জেনা বড় করে একটা শ্বাস নিলো। তার বর্তমান প্রশ্নটির উত্তর নিয়ে বেশ ভীত, "আমার হাতে কতটুকু সময় আছে?"

"তুমি এর প্রভাব বুঝতে শুরু করবে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে। সামান্য জ্বর, হালকা মাথাব্যথা, ঘাড়ের আড়ষ্টতা...তারপর কয়েক ঘন্টা পর পরিবর্তনগুলো দ্রুত হারে বাড়তে থাকবে। প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কথাবার্তা বলার ক্ষমতা, তারপর জটিল ও উন্নত চিন্তাভাবনা, শেষমেশ নিজস্বতা বলতে আর কিছুই থাকবে না। থাকবে শুধু কিছু মৌলিক ও বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি।"

আতঙ্কে জেনার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেলো।

"তার মানে আপনি এগুলো আগেই মানুষের উপর প্রয়োগ করে দেখেছেন?"

কাটার বললেন, "পুরোপুরিই, মাই ডিয়ার।"

কেন্ডাল জেনার হাত স্পর্শ করে বললেন, "আমি দুঃখিত।"

কাটার রাহেইর দিকে ফিরে বললেন, "মিস বেককে নিচে লেভেল ব্ল্যাক-এ একটা টেস্ট কেইজে নিয়ে যাও।"

একথা শোনার পর রাহেইর চেহারায় যেন সামান্য আত্মতৃপ্তির হাসি দেখা দিলো। প্রথমবারের মতো তার চেহারায় আবেগের চিহ্ন দেখা গেলো।

আর এ ব্যাপারটাই জেনাকে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কে ফেললো।

রাহেই তাকে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি লম্বা টানেলের সামনে। এর ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষমেশ একটি দরজা পার হয়ে সে বুঝতে পারলো আবারও বাইরে চলে এসেছে।

মাথার উপর গনগনে সূর্য। সে রোদ থেকে আড়াল করতে চোখের উপর হাত রেখে সামনে তাকালো। স্তরে স্তরে সাজানো বাগানের এক বিশাল রাজ্য সামনে।

রাহেই তাকে ঠেলা দিয়ে মইয়ের দিকে নিয়ে গেলো। মই গিয়ে নেমেছে নিচের রাস্তায়। সেখানে একটি গলফ কার্ট রাখা। তাকে জোর করে পেছনের সিটে রাহেইর সাথে বসানো হলো। সামনের সিটে আছে ড্রাইভার আর একজন রক্ষি।

সবার বসা হয়ে গেলে গলফ কার্ট চলতে শুরু করলো। একসারি গেট পেরিয়ে গেলো। তারা সামনে আসামাত্র গেটগুলো ম্যাজিকের মতো খুলে গেলো। সম্ভবত কোন প্রকার আরএফআইডি চিপ লাগানো আছে কার্টে।

প্রথমে বাগানগুলোতে ব্যতিক্রম কিছুই নজরে পড়লো না। কিন্তু কয়েক লেভেল পার হবার পর সে অস্বাভাবিক কিছু জিনিস লক্ষ্য করলো। যদিও রেইন ফরেস্টের সব প্রজাতির গাছপালা পশুপাখির সাথে সে পরিচিত না তারপরও সে এমন কিছু গাছপালা ও প্রাণী দেখলো যেগুলো এ পৃথিবীর বলে মনে হয় না। প্রথমদিকে যে অস্বাভাবিকতাগুলো নজরে এলো সেগুলো ছিলো সূক্ষ্ম : বিশালাকার মৌমাছি, কালো রংয়ের এক ধরণের অর্কিড যেগুলোর পাপড়ি আপনা-আপনি খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, ছোট আকারের একটা বোয়া সাপ গড়িয়ে গিয়ে পরিস্কার একটা জলাশয়ে নামার সাথে সাথে তার পাশ দিকে মাছের ফুলকার মতো অঙ্গ দেখা গেলো।

তবে তারা যতই গভিরে যেতে থাকলো ততই বড় আকারের জন্তু নজরে পড়তে থাকলো। আরেকটু পরিস্কার করে বললে ততই অস্বাভাবিক। রাস্তার উপরে একটি গাছের ডাল থেকে একদল জেব্রার মতো ডোরাকাটা ইঁদুর লম্বা লেজের সাহায্যে ঝুলে আছে। তারা যখন একটা গেট পুরোপুরি খুলে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিলো তখন লতাজাতীয় কিছু গাছ তাদের দিকে কাঁটা ছুড়ে দিলো। কাঁটা গিয়ে লাগলো কার্টের গায়ে। আরেকটু গিয়ে দেখলো অ্যামাজনের বিশেষ একদল তোতাপাখি তাদের পথের সামনে দিয়ে যাচ্ছে।

তাদের একটা উড়তে উড়তে খুবই উঁচুতে উঠে গেলো–তারপর হঠাৎই পড়ে যেতে থাকলো নিচের দিকে। নিচে পড়ে ডিগবাজি খেয়ে গড়াগড়ি খেতে থাকলো হুশ ফেরার আগ পর্যন্ত। তারপর ঝটপট উড়ে গিয়ে দলের সাথে যোগ দিলো।

জেনা উপরের দিকে তাকালো। কাটার কি প্রতিটি প্রজাতির সদস্যদের নিজ দলে আবদ্ধ রাখতে ইলেকট্রনিক ট্যাগ বা চিপ ব্যবহার করছে?

শেষ গেটটি পেরিয়ে জেনা মনে মনে বললো–লেভেল ব্ল্যাক-এ স্বাগতম।

কিন্তু এ জায়গাটা আসলে কি?

তাদের সামনের পথ আরো বেশি অন্ধকার। আরো বেশি জঙ্গলপূর্ণ। কার্ট সেই পথ ধরেই এগিয়ে গেলো।

এবার কার্টের হেডল্যাম্প জ্বলে উঠলো।

জেনা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। হেডল্যাম্পের আলোতে তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে চিন্তা করছে তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সামনের ড্রাইভার ও রক্ষীর মধ্যকার কথাবার্তাও এই লেভেলে আসার পর থেমে গেছে। তাদের আতঙ্ক খেয়াল করার মতো। আর এ ব্যাপারটাই তার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিলো।

তারপর কয়েক ইয়ার্ড সামনে উপর থেকে বড় কিছু একটা ধপাস করে পড়লো রাস্তার উপর। তাদের কার্ট এটি পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তারা পড়ে থাকা ছিন্নভিন্ন জিনিসটি দেখলো।

জেনা রক্তাক্ত সেই দেহটির দিকে তাকিয়ে আছে। কোন ছাগল বা হরিণের হবে।

জানালার দিকে ঝুঁকে সে উপরের গাছের ডালপালা লতাপাতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

কিছুই নজরে পড়লো না।

কে বা কি এই...

নিস্তব্ধ পরিবেশে হঠাৎই ভয়ঙ্কর একটা গর্জন শোনা গেলো। সেই গর্জনে শিকারের ক্ষুধা ও ক্রোধ মেশানো। পুরো বনেই যেন সাড়া পড়ে গেলো।

ভয়ঙ্কর, জেনা ঘুরে রাহেইর দিকে তাকালো।

মহিলা আবারো হাসছে।

অধ্যায় ২৬

৩০ এপ্রিল, বিকাল ৫:০০, জিএমটি
কুইন মড ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা

গ্রে চিৎকার করে বললো, "সবাই ঠিক আছো? সাড়া দাও!"

সে স্নো ক্রুজারের ক্যাবের মেঝে থেকে নামছে। সামনে তাকিয়ে দেখলো ভাঙা উইন্ডশিল্ডের নিচ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। এক মুহূর্ত আগে তাদের ক্রুজার ব্রিজের ভাঙা অংশ থেকে গড়িয়ে পড়েছে।

তো তারা সবাই পানিতে ডোবে নি কেন?

কোয়ালস্কি হ্যারিংটনকে প্যাসেঞ্জার সিট থেকে সামনে আসতে সাহায্য করছে।

জেসন পেছনের মেইন ক্যাবিন থেকে বললো, "এখানে সাহায্য দরকার!"

গ্রে তার ডাকে সাড়া দিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলো। সে দেখলো ক্রুজারের নিচের অংশ পানিতে নিমজ্জিত।

কালো বিশালাকার একটা স্পাইক ক্রুজারের মেঝে ভেদ করে উঠে গেছে উপরে। গ্রের মনে পড়লো বেশ আগে দেখা নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা দাঁতের মতো স্ট্যালাগমাইটগুলোর কথা। ক্রুজার নিশ্চয়ই এদের কোন একটার উপর গিয়ে পড়েছে। গেঁথে গেছে একেবারে মাঝ বরাবর।

পাথুরে দন্ডের দৃঢ়তার কারণেই তারা স্রোতের ধাক্কায় ভেসে যায়নি নদীর গভিরে।

জেসন স্টেলাকে নিয়ে রীতিমতো সংগ্রাম করছে। সে একহাতে ছাদের কাছাকাছি একটি পাইপ ধরে আছে। অন্যহাতে ধরে রেখেছে স্টেলাকে। স্টেলার মুখ রক্তাক্ত, মাথা হেলে পড়ে আছে একপাশে।

স্রোতের ধাক্কায় পুরো স্নো ক্রুজার কাত হয়ে পড়ছে। ভাবেসাবে মনে হচ্ছে ব্রিজের আরোও কিছু অংশ নদীর উপর ভেঙে পড়বে। তাদের এখানকার অবস্থান মোটেই নিরাপদ নয়।

গ্রে নিচের পানিতে ঝাপ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তখন জেসন চিৎকার করে বললো, "পানিতে কিছু একটা আছে!"

গ্রে তার নাইট ভিশন গগলস পরে নিয়ে কাঁধ থেকে ডিএসআর রাইফেল হাতে নিলো। সেই সাথে জ্বালিয়ে দিলো এর আইআর ইলুমিনেটর। সেই আলোয় গ্রে দেখলো একঝাক শুড়ের মতো কিছু একটা ব্যাক হ্যাচ থেকে ক্রুজারের দিকে এগুচ্ছে। সেই উপাঙ্গগুলোর মাথায় সাঁড়াশি মতো কিছু যুক্ত। একটা মাছ অসাবধানবশত সেটার কাছাকাছি চলে আসলো এবং চোখের পলকে দু'ভাগ হয়ে গেলো।

সে জেসনকে বললো, "নড়াচড়া করো না!"

সেই সময় স্টেলার হুশ ফিরে আসতে থাকলো। সে অবাক হয়ে জেসনের হাত ছাড়াতে চাইলো। সাথে সাথেই কয়েকটা শুড় তাদের দিকে এগিয়ে গেলো।

গ্রে সিদ্ধান্ত নিলো সনিক বুলেট ছোড়ার। কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহ হলো অস্ত্রটি শুড়গুলোর বিপক্ষে হয়তো ভালো কাজে দেবে কিন্তু আসল শত্রু তো এখনও আড়ালে রয়ে গেছে। তবে এই সন্দেহের সূত্র ধরে তার মাথায় একটা আইডিয়া আসলো। এখানকার বেশিরভাগ জীবনই ভাইব্রেশন ও শব্দের প্রতি সংবেদনশীল। একটা মাত্র গুলি হয়তো লুকানো শিকারিগুলোর মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারবে না, কিন্তু যদি সেটাকে বিবর্ধিত করা যায়। তবে পুরো মাস্তুলটিকেই একটা হট ফুটের সমকক্ষ করে নেয়া যাবে।

"জেসন, নির্দেশ দেয়ামাত্র আমার দিকে আসতে থাকবে।"

তার অবস্থা শোচনীয়। তবুও সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

গ্রে তার রাইফেল পানি থেকে সরিয়ে ক্রুজারের ছাদের দিকে তাক করলো। আবদ্ধ স্থানের মধ্যে বিকট শব্দ জেসনের জন্য কোন প্রকার সমস্যার কারণ হবে না বলেই তার ধারণা। সে ট্রিগারে চাপ দিলো। সনিক পালস গিয়ে ছাদে আঘাত করলো। মুহূর্তেই প্রতিধ্বনিত হয়ে পুরো ক্রুজারে ছড়িয়ে পড়লো। পুরো ক্রুজারটাই যেন একটা ঘন্টায় পরিণত হয়েছে।

জেসন হাত ছেড়ে দিয়ে পানিতে ঝাপিয়ে পড়লো। গ্রেও ডুব দিলো। তাদের দু'জনেরই নাগাল পেয়ে গেলো। সে এবং জেসন মিলে স্টেলাকে নিয়ে মইয়ের কাছে চলে আসলো। পানিতে ঝাপ দেবার পর স্টেলা পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সে এখন মই বেয়ে উঠতে পারছে। কোয়ালস্কি তাকে উঠে আসতে সাহায্য করলো। হ্যারিংটন মেয়েকে শক্ত করে আকড়ে ধরলেন।

স্টেলা বললো, "আমি ঠিক আছি।"

তবে তারা সবাই কতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারবে সেটা একটা কথা।

গ্রে জেসনের সাথে সাথে সামনের ক্যাবের দিকে গেলো। উপরের দিকে ছাদে একটা হ্যাচ দেখিয়ে বললো, "সবাই উপরে চলো!"

প্রবল স্রোতের কারণে ক্রুজারটি দুলে উঠলো।

গ্রে বললো, "আমরা এখনও ব্রিজের ভগ্নাবশেষের মধ্যে আটকে রয়েছি। ব্রিজের এই কাঠের পায়া বেয়েই আমাদেরকে উপরে উঠে যাবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর নদী অতিক্রম করে ওপারে।"

কোয়ালস্কি গেলো প্রথমে।তার পেছনে হ্যারিংটন ও তার কন্যা। শেষে জেসন এবং গ্রে।

গ্রে সোজা হয়ে সামনে তাকিয়ে ব্রিজের ভিত্তি হিসেবে দেয়া কাঠের পায়াটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো। বেয়ে উপরে উঠার জন্য যথেষ্ট।

কোয়ালস্কি বিরক্ত হয়ে বললো, "বদমাশগুলো আবারো আসছে।"

গ্রে ঘুরে দেখলো নদীপথে তাদের দিকেই হেডলাইট এগিয়ে আসছে। সেই ক্যাটটাই যেটা তাদেরকে আক্রমণ করেছিলো। তারা মৃত কিনা নিশ্চিত হতে আসছে।

ব্যাক ডোরের অবস্থান যেদিকে সেদিকের তীরে নির্দেশ করে গ্রে বললো, "জেসন, তুমি স্টেলা আর তার বাবাকে নিয়ে ঐ সাবস্টেশনের দিকে যাও। বাঙ্কার বাস্টারগুলোর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এ জায়গাটা একেবারে বন্ধ করে দাও। কোয়ালস্কি আর আমি ওদের সাথে বোঝাপড়া করছি।"

জেসন বললো, "তুমি কি করবে?"

"তারা আমাদের আক্রমণ করেছে...সেটা ফিরিয়ে না দিলে তো ভালো দেখায় না। ভাগ্য ভালো থাকলে ক্যাটটাও দখল করে নিতে পারবো।"

জেসন তার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে বললো, "তুমি রাইটের সাথে লড়াই করতে যাচ্ছো?"

"যদি বাঙ্কার বাস্টারগুলো নিয়ে কোন ধরণের ঝামেলা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনভাবেই রাইটকে এলআরএডি ব্যবহার করে এখানে আতঙ্ক ছড়াতে দেয়া যাবে না। নয়তো এই গুহা জগতের বাসিন্দারা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।"

তিনজন রওনা হলো একদিকে আর দুজন অন্যদিকে।

কোয়ালস্কি বললো, "বিচ্ছিন্ন হওয়ারও সুফল আছে? কবে থেকে?"

বিকাল ৫:০৭

জেসন সামনের লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাক ডোরের অবস্থান বিরাট আকারের একটা ফাটলের মধ্যে।

জেসন জিজ্ঞেস করলো, "সেখানে যাবো কিভাবে আমরা?"

ছাদ থেকে ঝুলে থাকা ক্যাবলের মাধ্যমে গন্ডোলা দিয়ে সেখানে যাওয়াই সবচেয়ে সহজ রাস্তা।

স্টেলা সাবস্টেশনের দিকে দেখিয়ে বললো, "ঐখানে একটা মই আছে। দেয়ালের মধ্যে স্টিলের ধাপ বসিয়ে মইটা তৈরি করা হয়েছে। এটা দিয়ে নিচ থেকে স্টেশন পর্যন্ত পৌছানো যায়।"

মাত্র ত্রিশ ইয়ার্ড পেরোতেই কোন কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার বিকট শব্দে জেসনের দৃষ্টি চলে গেলো ক্রুজারের দিকে। নদীর স্রোত আর ক্রুজারের মধ্যকার দ্বন্দ্বে স্রোতই জয়ি। আটকে থাকা ক্রুজার স্রোতের তোড়ে এখন ভেসে চলে যাচ্ছে নদীর গভির অংশের দিকে।

দূরে ব্রিজের দিকে লাইটের উজ্জ্বল আলো নজরে পড়লো। জেসন প্রার্থনা করলো যেন গ্রের আক্রমণটা সফল হয়। নাহলে ক্যাটটি সহজেই নদী পাড়ি দিয়ে তাদেরকে এখানে বধ করে ফেলতে পারবে।

সেটা চিন্তা করেই জেসন অন্যদের দ্রুত চলার জন্য তাড়া দিলো।

স্টেলা সাবধান করে বললো, "বা-দিকে।"

জেসন তার রাইফেল ঘোরালো সেদিকে। আইআর বিম ফেলে দেখলো কালো কিছু দেহাবয়ব লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দেখতে মনে হয় নেকড়ের পাল। আকারে প্রতিটা বড় আকারের কুকুরের সমান।

সে হিসাব করলো সংখ্যায় কমপক্ষে এক ডজন।

জেসন জিজ্ঞেস করলো, "এগুলো কি?"

হ্যারিংটন বললেন, "বিপদ।"

বিকাল ৫:০৯

গ্রে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। কয়েক ইয়ার্ড দূরে কোয়ালস্কি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। সে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট।

ব্রিজের কাঠের ভিত্তির উপর উঠে আসার পর গ্রে মোটামুটি জোর করেই লুকিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার আইআর ইলুমিনেটর বন্ধ করে দেয়। ক্যাটকে নিজেদের অবস্থান না জানানোর জন্য। প্রায় বিশ ইয়ার্ড দূর পর্যন্ত তারা অন্ধের মতো হাত পা চালিয়ে গেছে। তারপর কিছু পাথর খুঁজে পাবার পর সেখানে লুকিয়ে পড়ে। তারা পুরো শরীর শেওলা ও অন্যান্য ময়লা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে হিট সিগনেচার কমিয়ে আনার জন্য।

ময়লা আর্বজনার মধ্যে থাকা নানা প্রকার কীট-পতঙ্গ শরীর বেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিছু কিছু আবার কামড়াচ্ছেও। তারা সেগুলো ঝেড়ে ফেলছে।

সৌভাগ্যক্রমে তাদেরকে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না।

ক্যাট বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বলে গ্রে তার নাইট ভিশন গগলস খুলে ফেললো।

এক মুহূর্ত পর ক্যাটের প্যাসেঞ্জার সিটের ক্যাবিন ডোর খুলে গেলো। একটা দেহাবয়ব বেরিয়ে এলো বেশ দক্ষতার সাথে। সামনে ঝুঁকে নাইট ভিশন গগলস পরে প্রথমে তাকালো নদীর দিকে। তারপর নদীর তীরে।

লোকটি ব্রিটিশ উচ্চারণে বললো, "তিনটা টার্গেট দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে...ব্যাক ডোরের দিকে।"

চালক ক্ষুব্ধ স্বরে বললো, "শয়তানরা নয়জনকে মেরেছে।"

বাইরের লোকটি নদীর দিকে তাকিয়ে বললো, "স্যার, স্রোতের অবস্থা ক্যাট নিয়ে যাবার পক্ষে খুবই প্রতিকূল মনে হচ্ছে। আমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে।"

ড্রাইভার বললো, "বুঝতে পারছি।" সে আরেকজন সদস্যকে বললো, "কুপার, AWM-টা নাও। এই জঞ্জাল শেষ করে ফেলো।"

গ্রে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। অডগ এর মানে খুব সম্ভবত Arctic Warfare Magnum, সাধারণ বৃটিশ স্নাইপার রাইফেলের একটা হালকা পাতলা সংস্করণ।

আরেকজন সদস্য সেই ক্যাবিন ডোরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত গ্রে অপেক্ষা করলো। সেই সদস্য রাইফেলের মধ্যে ম্যাগাজিন ঢুকিয়ে সেটি কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে নিয়ে নিশানা ঠিক করতে লাগলো।

সে বললো, "কোন সমস্যা নেই, স্যার। তারা একেবারে খোলা জায়গায়। শট নেয়া একেবারে সহজ।"

এখান থেকেও শট নেয়া সহজ।

গ্রে সামনে লাফ দিয়ে আস্তে করে বললো, "এখনই।"

কোয়ালস্কি তার ডান দিক থেকে গুলি ছুড়লো। মেশিনগানের শব্দ হলো আর গুলি স্নাইপারের বুক এফোড়ওফোড় করে দিলো। তার দেহ লুটিয়ে পড়ার আগেই কোয়ালস্কি দ্রুত তার গান ঘুরিয়ে অন্য সদস্যকে গুলি করে ফেলে দিলো নদীতে।

গ্রে ক্যাটের দিকে দৌড়িয়ে গিয়ে ঝাপ মেরে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেলো ভেতরে। ঢোকামাত্রই সে ডিএসআর এর সনিক গুলি ছুড়লো। কানে তালা লাগার মতো অবস্থা।

গ্রে থামানোর আগেই ড্রাইভার দ্রুত দূরে সরে পড়েছে। সে পুরোপুরি স্তম্ভিত। তবে বেশ চতুরও বটে। এখানেও আক্রমণ হবে সে এটা আগেই বুঝে ফেলেছে। কিন্তু অন্য সদস্যটি তার মতো নয় চালাক ও দ্রুত নয়। গ্রে লোকটির গলায় ছুরি চালিয়ে একটা মোচড় দিলো। যখন ছুরি বের করে আনলো দেহটা লুটিয়ে পড়লো।

গ্রে ক্যাবিনের বাকি অংশ পরীক্ষা করে দেখলো।

খালি।

চারজনই ছিলো তাহলে।

গ্রে উইন্ডশিল্ড দিয়ে দেখলো দলনেতা নদীতীর ঘেষে চলেছে। ক্যাটকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে তার আর কোয়ালস্কির মাঝখানে। দৌড়ানোর মধ্যেই সে একটি রেডিও চালু করার চেষ্টা করছে।

সে যদি এই আক্রমণ সর্ম্পকে তার ঊর্ধতনকে অবগত করে ফেলে তাহলে ক্যাট ব্যবহার করে রাইটের কাছে পৌছানোর আর ফাঁদ পাতা যাবে না।

গ্রে ড্রাইভারের দরজা দিয়ে রীতিমতো লাফিয়ে বেরিয়ে এলো। বের করে আনলো তার রাইফেল। কিন্তু দূরত্বটা খুব বেশি। ঠিকমতো হিট করা দুষ্কর।

দলনেতা ইতোমধ্যেই রেডিও মুখের কাছে নিয়ে গেছে।

তার মানে দেরি হয়ে গেছে খুব বেশি।

সেই মুহূর্তেই পানি থেকে কিছু একটা উঠে এসে লোকটির কোমর পেঁচিয়ে ফেললো। এক টানে তীর থেকে নিয়ে গেলো পানিতে। তারপর পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো তার দেহ।

গ্রে এই শূড়ের ন্যায় জিনিসটি চিনতে পেরেছে। সনিক গান ও মেশিনগানের শব্দ নিশ্চয়ই একে তীরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে আগেরবারের সনিক অ্যাটাকে এটা বেশ ক্ষুব্ধই হয়েছে।

প্রতিশোধের মজাই আলাদা, এমনকি নরকেও।

বিকাল ৫:১১

জেসন স্টেলা আর তার বাবার পাশাপাশি হাঁটছে। নদীর মধ্যে গোলাগুলির শব্দ সে শুনতে পেয়েছে। কিন্তু গ্রে আর কোয়ালস্কির দিকে নজর রাখার জন্য সামনের শিকারি দলের উপর থেকে নজর সরাতে সাহস করছে না।

তার ডিএসআর কাঁধে আটকে রেখে সে স্টেলা আর তার বাবাকে আড়াল দিয়ে রেখেছে। তার ছোড়া সনিক আঘাতে শিকারি দলের সদস্যরা সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়েছে বটে। শুধু কয়েক সেকেন্ড অতিরিক্ত সময় পাওয়া গেলো তাতে। আর মড়ার উপর খাড়ার ঘা হচ্ছে বারবার গুলি করার কারণে রাইফেলের পাওয়ার মিটার লাল বাতি দেখাচ্ছে।

জেসন বললো, "আমি তাদেরকে সরিয়ে নেবো। তোমরা দুজন ব্যাক ডোরের দিকে যাবে।"

তাদেরকে অন্যদিকে ঠেলে দিয়ে জেসন আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলো।

স্টেলা প্রফেসরকে সামনে পাঠিয়ে বললো, "বাবা, তুমি যাও।" তারপর তার বেল্ট থেকে একটা ছুরি বের করতে করতে বললো, "আমি জেসনকে সাহায্য করছি।"

হ্যারিংটন তাদের সাথে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমরা একত্রেই থাকবো। Leox depilis-রা তাদের আফ্রিকান লায়ন প্রজাতির মতোই। তারা দুর্বলকেই আক্রমণ করে। আর তাছাড়া আমার মনে হয় না আমি বাকি পথ যেতে পারবো। আমরা তার চেয়ে এখানেই থাকি একসাথে।"

জেসন আরেক দফা গুলি ছুড়লো। গুলি গিয়ে আঘাত করলো সামনে থাকা Leox-টিকে। সেটাকে দেখে মনে হলো যেন মাথায় বেসবল ব্যাটের বাড়ি খেয়েছে। দলের বাকিগুলো ডানে আর বামে সরে গেলো। গতি কমিয়ে দিলো আক্রান্ত সদস্য পূর্ণ হুশ ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত।

এ নিশ্চয়ই দলনেতা।

ইতোমধ্যেই জেসন দলটাকে ভালো মতো দেখে নিয়েছে। নেকড়ের মতো লম্বা মাথা। বিশাল মুখের কাটা। দেখে তার বিলুপ্ত তাসমানিয়ান টাইগার থিলাসিন এর ছবির কথা মনে পড়লো।

দলনেতার কণ্ঠ থেকে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাবার মতো গর্জন বেরিয়ে এলো। নিশ্চিত লড়াইয়ের আহ্বান। মনে হয় এই অন্ধকার ভুবনে যার গলার জোর যত বেশি ততই তার বাহাদুরি।

দলের সদস্যরা দুপাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। এখন আরো সাবধানে সামনে এগুচ্ছে।

জেসন তার রাইফেল তাক করলো। দলনেতা কিছুটা গতি কমিয়ে দিলো।

স্মার্ট...বিপদ বুঝতে পেরেছে।

জেসনের একমাত্র ভরসা হলো যে কাছাকাছি থেকে সনিক অস্ত্রটার আঘাতের মাত্রা হবে বেশি। যেভাবেই হোক তাদের কাছে নিজেদেরকে বিপদ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে হবে। যেন তারা অন্য কোন সহজ শিকারের খোঁজে চলে যায়। জেসন তার পাওয়ার মিটারের দিকে একনজর চাইলো। পাওয়ার মিটার বলছে মাত্র একটা শটই নেয়া যাবে। যেভাবেই হোক কাজে লাগাতে হবে শটটি। আর এজন্যই জেসন চাচ্ছে গুলি করার আগে তারা যতদূর সম্ভব কাছে আসুক।

স্টেলা তার পাশে চলে আসলো, তার বাবাকে আড়াল করে।

স্টেলা বললো, "আমাকে দাও গানটি।"

জেসন দ্বিধায় পড়ে গেলো।

স্টেলা জোর দিয়ে বললো, "আমার একটা আইডিয়া আছে।"

জেসন তার রাইফেল দিয়ে স্টেলার কাছ থেকে তার ছুরি বদলাবদলি করে নিলো। বললো, "মনে হয় একটাই শট নেয়া যাবে।"

"আশা করি এই প্রজাতির ডোমিন্যান্স প্যাটার্ন সর্ম্পকে আমার করা ধারণাটি সঠিক।"

স্টেলা ছোট আকারের মাইক্রোফোনের মতো কিছু একটা রাইফেলের বাঁটের দিক থেকে ছুটিয়ে আনলো। জেসনের হঠাৎ বেশ আগে ডিএসআর সম্পর্কে হ্যারিংটনের দেয়া নির্দেশগুলো মনে পড়লো। যে এটা শুধুই সনিক গানই নয়, একই সাথে একে ভয়েস এমপ্লিফাই করার জন্য মেগাফোন হিসেবে অথবা অন্যভাবে নির্দিষ্ট দূরত্বে আড়িপাতার কাছে ব্যবহার করা যায়।

স্টেলা রাইফেলের বাঁটটি কাঁধে আটকে মাইক্রোফোনটি নিয়ে গেলো ঠোঁটের কাছে। মাজলটি অগ্রসরমান দলের দিকে তাক করার পরিবর্তে সে গানটি ছাদের দিকে তাক করলো।

তারপর গর্জন করে উঠলো।

দলনেতার গর্জনের বেশ ভালোই অনুকরণ। তবে ট্রিগার চাপার সাথে সাথে শব্দের মাত্রা শতগুণ বেড়ে গেলো।

বিকট শব্দটি পুরো গুহা জুড়েই প্রতিধ্বনিত হলো।

গগনবিদারি চিৎকারে দলনেতা তার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। আতঙ্কে কিছুটা গুটিসুটি মেরে গেছে। শব্দের মাত্রাই তাকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছে।

জেসন এক মুহূর্ত আগে চিন্তা করা কথাটাই মনে করলো।

এই অন্ধকার ভুবনে যার গলার জোর যত বেশি ততই তার বাহাদুরি।

দলনেতা তাদের দিক থেকে আস্তে করে সরে যেতে লাগলো। এক পা এক পা করে। উল্টো না ঘুরে। বাকিগুলোও তাকে অনুসরণ করছে। দুপাশ থেকেই তড়িঘড়ি করে পিছু হটছে। শেষমেশ ছুটে চলে গেলো অন্ধকারের দিকে।

জেসন স্টেলার দিকে তাকিয়ে বললো, "সত্যিই অসাধারণ কাজ করেছো।"

স্টেলা মাথা নেড়ে তার রাইফেল ফেরত দিলো। অতি অল্প মাত্রার যে চার্জ আছে তাতে আইআর ইলুমিনেটর জ্বলছে ঠিকই, তবে কতক্ষণ?

তারা দ্রুত ছুটতে শুরু করলো। পরবর্তি একশো ইয়ার্ড মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেরিয়ে গেলো। দূরে উপরে, সাবস্টেশন আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। সেখানে কয়েকটি স্ট্যান্ডবাই ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে।

জেসন সামনের দেয়ালের মধ্যের স্টিল ধাপগুলোর দিকে তাকালো। ধাপগুলো মইয়ের মতো সাজানো। ব্যাক ডোরে পৌছানোর সেই মই প্রায় বারো তলার মতো উপরে উঠে গেছে।

এতো উপরে বেয়ে উঠাটা কঠিনই হবে।

স্টেলা গুহার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "ওদিকে দেখো।"

জেসন টান টান হয়ে ঘুরে গেলো। আরেকটি আক্রমণের কথা চিন্তা করলো। কিন্তু স্টেলা দূরে নদীর দিকে একটি আলোর উৎসের দিকে নির্দেশ করছে। আলোর উৎসটি হচ্ছে ক্যাট। দেখতে দেখতে সেটি ঘুরে দূরে সরে যেতে থাকলো।

জেসন দাঁড়িয়ে আছে দমবন্ধ অবস্থায়। তখনই তিনটি বিপ শব্দ শোনা গেলো।

আগে থাকতে ঠিক করে রাখা একটি সঙ্কেত।

গ্রে আর কোয়ালস্কি ঠিক আছে। তারা সফলভাবেই শত্রুর ক্যাট দখল করে নিতে পেরেছে। এখন ডিলান রাইটকে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

তারা দেখতে পাচ্ছে কিনা না জেনেও জেসন হাত তুললো।

ভাগ্য তোমাদের সহায় হোক।

তবে জেসনের উচিত ভাগ্যের সহায়তা কিছুটা নিজের জন্যও বরাদ্দ রাখা।

হাত নামানোর সাথে সাথে আইআর ইলুমিনেটর দপদপিয়ে বন্ধ হয়ে গেলো। তারা পুরোপুরি অন্ধকারের রাজ্যে।

অধ্যায় ২৭

৩০ এপ্রিল, দুপুর ১:২২, এএমটি
রোরাইমা, ব্রাজিল

এ আমি কি করলাম?

কেন্ডাল মেইন ল্যাবে একটি ওয়ার্কস্টেশনে বসে আছেন। বিশাল এলসিডি মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। গাছে লাগানো একটি ক্যামেরা থেকে এটি সরাসরি ভিডিও দেখাচ্ছে। পুরো ভিডিওতে ধূসর বর্ণের শেড থেকে বোঝা যায় লো-লাইট সেন্সরে রেকর্ড হচ্ছে ভিডিও। ছবিতে দেখা যাচ্ছে গভির বন। গাছ-পালা, লতাপাতায় ঢাকা এক বন।

একটা ফাঁকা জায়গার মাঝখানে বেশ উঁচু তিনটা খাঁচা রাখা। ঝুঁকি চিহ্ন দিয়ে সাবধান করা হয়েছে যে সেগুলো ইলেকট্রিফায়েড।

এটা নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিচের লেভেল।

কেন্ডালের মনে পড়লো আগে এক নজর দেখা রেইন ফরেস্টের এই বিচ্ছিন্ন অংশটার কথা। সেখানে বিশেষ আর কি আছে?

তিনি দেখলেন জেনাকে মাঝখানের খাঁচার মধ্যে ঢোকানো হচ্ছে। তার ভাবসাব দেখা বোঝা যাচ্ছে বিপদ সম্পর্কে সে ভালোই অবগত আছে।

রাহেই ঢাকনাটি বন্ধ করে দিলো।

কাটার তার পেছনে গিয়ে বললেন, "আমাদের মিস বেক নিশ্চিতভাবে সংক্রমণের প্রথম ধাক্কা অনুভব করছেন। মাথাব্যথা সেই সাথে হয়তো গাড়ের ব্যথাও।"

কেন্ডাল বললেন, "প্লিজ, এ কাজটা করো না।"

স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে রাহেই সাথের দুজনকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। তারা দ্রুত গিয়ে কার্টে উঠে পড়লো। তারপর যে পথে এসেছিলো সে পথে ফিরে যেতে লাগলো।

কেন্ডাল কাটারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাকে সেখানে পাঠিয়েছো কেন? একা কেন রেখে আসছো?"

"আহ্, সে একা না।"

একথা প্রমাণ করার জন্যই যেন ক্যামেরার সামনে দিয়ে প্রকান্ড কিছু একটা চলে গেলো। দ্রুত চলে গেলো বলেই বেশি কিছু বোঝা গেলো না। শুধু এক ঝলক দেখা গেলো বড় বড়শির মতো নখর আর লোমশ দেহ। তবে কেন্ডাল ঠিকই চিনতে পেরেছেন। শুধু চিনতেই পারেনি ভয়ে জমেও গেছেন।

তিনি গোঙানির মতো করে বললেন, "তুমি বলোনি..."

কাটার কাঁধ ঝাকিয়ে বললেন, "এটা একেবারে প্রথমদিকের এক্সপেরিমেন্ট।

তোমার সংরক্ষণ বিষয়ক লেখা থেকেই ধার করা। যতদূর মনে পড়ে লেখাটিতে তুমি ডি-এক্সডিঙ্কশন শব্দটাই ব্যবহার করেছিলে। তো এই রেইন ফরেস্টের কোন একটা প্রজাতিকে নিয়ে MAGE ও CAGE টেকনিকগুলো ব্যবহার করে সহজেই তার জেনেটিক কোড পরিবর্তন করা গেছে। আবির্ভাব ঘটনো গেছে তার পূর্ব-পুরুষের।"

কেন্ডাল জানে তাত্ত্বিকভাবে এটা করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন ল্যাবে এটা নিয়ে জোর গবেষণা চলছে। এবং আশা করা যাচ্ছে আগামি কয়েক বছরের মধ্যেই সাফল্য পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থা হাতির ডিএনএ থেকে লোমশ ম্যামোথ ফিরিয়ে আনার উপায় খুঁজছে। অন্যরা চেষ্টা করছে প্যাসেঞ্জার পিজিওন নামের বিলুপ্ত এক জাতের পায়রাকে তাদের কাছাকাছি প্রজাতি থেকে ফিরিয়ে আনার। আরেক দল চাচ্ছে বিলুপ্ত ওয়াইল্ড অরক্স নামের লম্বা শিং ওয়ালা এক প্রজাতির ইউরোপিয়ান ষাড়কে বর্তমানের মহিষের জেনেটিক বিন্যাস থেকে পুণরুজ্জীবিত করতে। এ ধরনের উদ্যোগগুলো অনেক নামেই পরিচিত : রিভাইভ এন্ড রিস্টোর, দ্য উরুজ প্রোজেক্ট। একজন অবশ্য তাদের প্রকল্পের খুবই যুক্তিসঙ্গত নাম দিয়েছে—দ্য ল্যাজারাস প্রজেক্ট, সেখানে তারা বিলুপ্ত একটা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাঙ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে যেটা মুখ দিয়ে বাচ্চা পাড়ে।

কিন্তু কাটার এখানে যা তৈরি করেছে ...

কেন্ডাল জেদ করে বললেন, "তুমি তাকে সেখানে রেখে আসতে পারো না।"

"সে ওখানে বর্তমানে যথেষ্ট নিরাপদ আছে। খাঁচার ইলেকট্রিফায়েড শিকগুলোর ভেতরে। তার কাছে আর আধা ঘন্টা সময় আছে। তারপর সে হয়ে যাবে অতি সাধারণ। আর তখনই তুমি দেখতে পাবে নতুন পৃথিবীটা মানুষের জন্য কেমন হবে। যখন মানুষ প্রজাতির বুদ্ধিমত্তা থাকবে না।"

গভির অনুতাপে কেন্ডাল চোখ বন্ধ করে ফেললেন। জানেন যে শয়তানটা জেনার পরিণতি দেখতে তাকে বাধ্য করবে।

কাটার বললেন, "কিন্তু তুমি চাইলে এটা থামাতে পারো। শুধু তোমার ভাইরাল শেলটি আনলক করার জন্য প্রয়োজনীয় এক্সএনএ প্রজাতিটির নাম বলো। শুধু একটা নাম...তাহলেই সব থেকে যাবে।"

কাটার যদি কোনভাবে এই শেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পেয়ে যায় তবে সে এই বায়োলজিক্যাল পাজলের বাকি বিষয়গুলো নিজেই স্থির করে ফেলতে পারবে।

কাটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সময় নষ্ট করো না। মিস বেক যে জিনিস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তার একটা প্রতিষেধক আছে। তবে সেটা প্রয়োগ করতে হবে এক ঘন্টার মধ্যে। নয়তো মস্তিষ্কের পরিবর্তনগুলো চিরস্থায়ি হয়ে যাবে।"

কেন্ডাল ঢোক গিলে বললেন, "ওষুধ আছে?"

বিএসএল ফোর ল্যাবের শেষ দিকে রাখা রেফ্রিজারেটরের দিকে তাকিয়ে কাটার বললেন, "আছে। সেই জিনিসটার একটা প্রোটিন মিরর ইমেজ। এটি প্রয়োনের সৃষ্ট

ক্ষয়ক্ষতিগুলো মেরামত করে দিতে পারবে। কিন্তু আমি আগে যেটা বললাম, এর একটা সময় সীমা আছে। তার পর আর ফিরে আসা সম্ভব না।"

"তাহলে আমি যদি তোমাকে নামটা বলে দেই তুমি আমাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ছড়িয়ে পড়া জিনিসটি থামানোর উপায় বলে দেবে।"

কাটার হাত দিয়ে গাল ঘষে বেশ আয়েশ করে বললেন, "আমি এক কথার মানুষ। ওটি ছিলো আমার মূল প্রস্তাব। সেটা করেছিলাম মিস বেক এখানে আসার আগে।"

"তার মানে?"

"মানে হচ্ছে আমি যা জানতে চাচ্ছি তা বলে দাও। তাহলে আমি তোমাকে যে কোন একটা বেছে নেবার সুযোগ দেবো। হয় তোমার ল্যাব থেকে ছড়িয়ে পড়া জিনিসটি থামাবে না হয় মিস বেককে বাঁচাবে। যে কোন একটা।"

কেন্ডাল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। চিন্তা করছেন যে এক পর্যায়ে তাকে সত্যটা বলে দিতেই হবে। সে যেভাবেই হোক তার কাছ থেকে তথ্যটা বের করে নেবেই।

তিনি কাটারের দিকে ঘুরে পরাজয়ের স্বরে বললেন, "এন্টার্কটিকা থেকে একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির রক্ত সংগ্রহ করতে হবে।"

"কোন প্রজাতির?"

"ভলিটক্স ইগনিস।"

কাটার চিন্তামগ্ন হয়ে গেলেন। বললেন, "সেই হিংস্র ইল। বিপদের কাজই বটে। আমাকে তাহলে তাড়াতাড়ি একটা কল করতে হবে।"

তিনি ঝটপট ঘুরে গেলেন।

কেন্ডাল বললেন, "কাটার, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো।"

কাটার আবার ঘুরে বললেন, "অবশ্যই। তো কোন সমাধান তোমার চাই? যেটা মিস বেকের জন্য সেটা...নাকি যেটা পুরো পৃথিবীর জন্য সেটা?"

কেন্ডাল আবার তাকালেন স্ক্রিনের দিকে। খাঁচার ভেতরে থাকা মেয়েটির দিকে। একই সময়ে কল্পনার চোখে দেখলেন ক্যালিফোর্নিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ।

আমি দুঃখিত জেনা।

কেন্ডাল কাটারের দিকে ঘুরে বললেন, "আমার সৃষ্টিকে কিভাবে দমন করা যাবে।"

"এটা সবচেয়ে সহজ সমাধান। কখনও কি চিন্তা করে দেখেছো এই জীবমন্ডল কেন এন্টার্কটিকার নিচ থেকে বাইরের পৃথিবীর কোথাও ছড়ায় নি? অতীতে অনেকবারই সামান্য ফাঁকফোকর দিয়ে ওগুলো বেরিয়ে এসেছে। তবে কখনোই বিপুল পরিমাণে নয়। তাই কোন মারাত্মক সংক্রমণও ছড়িয়ে পড়ে নি।"

কেন্ডাল মাথা দুলিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এন্টার্কটিকায় অনন্য কি এমন

আছে? কি কারণে সেই জীবমন্ডল এখানে আটকা পড়ে আছে? লবণাক্ত নদীগুলোর কারণে, বরফের কারণে, বা ঠান্ডার কারণে? কিন্তু এগুলো নিয়ে তিনি আগেই তার ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলেছেন।

কেন্ডাল বললেন, "আমরা সাবজিরো টেম্পারেচারে চেষ্টা করে দেখেছি, বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা, হেভি মেটাল টক্সিন ইত্যাদি দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি। কোন কিছু দিয়েই একে মারা যায়নি।"

"কারণ তোমরা খুবই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে চিন্তা করছো বন্ধু...এটা সব সময়ই তোমার একটা সমস্যা। পুরোটা বাদ দিয়ে ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে চিন্তা করো।"

কাটার ভ্রু কুঁচকে তাকালেন, যেন কেন্ডালকে খতিয়ে দেখছেন।

কেন্ডাল কথাটা নিয়ে ভাবছেন।

পুরোটা।

কাটার কি বোঝাতে চাচ্ছে?

তারপর হঠাৎই সেটা বুঝতে পারলেন।

দুপুর ১:২৪

জেনা ঘাড়ের পেছনের দিকটা ঘষছে সাবধানে যেন খাঁচার শিকের সাথে লেগে না যায়। ঘাড়ের ব্যথায় সেখানকার মাসল শক্ত হয়ে খিঁচুনির মতো হচ্ছে। সেখান থেকে আগুনের শিখা যেন মাথার খুলি পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। চোখও জ্বালাতন করছে। চারপাশের আবছা সবুজের রাজ্যটা মনে হচ্ছে খুব বেশি উজ্জ্বল।

সে এই সমস্যাগুলোর কারণ বুঝতে পারছে।

ইতোমধ্যেই ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

আসন্ন বিপদের কথা ভেবে সে মন্ত্রের মতো জপতে শুরু করলো।

আমি জেনা বেক। গেইল এবং চার্লস এর কন্যা। আমি ডি স্ট্রিট এবং লি ভাইনিং এভিনিউ এর কর্ণারে থাকি। আমার কুকুরের নাম নিকো। তার জন্মদিন ...

ব্যথার মাঝেও সে তার পরিচয় স্মরণ করতে থাকলো। স্মৃতিশক্তির কোন প্রকার অবনতি ঘটছে কিনা জানার জন্য।

আসলে আমি কি বুঝতে পারবো কখন এটি ঘটছে?

সে গভিরভাবে শ্বাস নিলো। বনের সতেজ বাতাসে ভরে নিলো বুক। চেষ্টা করছে ভয়টাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে। মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো দূরে পানি পড়ার শব্দ। পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ। গাছের পাতা আর ডালপালার শব্দ।

একটা ব্যাপারে তার মনে কিছুটা খটকা লাগলো। এ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নীরব। কোন পাখির গুঞ্জন নেই, বানরের চেঁচামেচি নেই, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে কোন কিছু ছুটে যাওয়ার শব্দও নেই।

তখনই একটা ডাল ভেঙে তার বা দিকে পড়লো। সে দ্রুত সেদিকে তাকালো। ঝাপসা ছায়ার নড়াচড়া ছাড়া কিছুই নজরে পড়লো না।

কিছুই নেই।

কিন্তু আসল ব্যাপারটি সে জানে। মনে পড়লো বেশ আগে শোনা ভয়ঙ্কর গর্জনটির কথা। তাকে এখানে রাখার সময় গার্ডদের অতি সাবধানতার কথা।

আমি একা নই।

দুপুর ১:২৫

পুরোটা নিয়ে চিন্তা করো...

এটাই কি সেই কাঙ্খিত উত্তর?

কেন্ডাল চোখ বন্ধ করলেন। কল্পনা করলেন ঘূর্ণনরত পৃথিবীর ছবি। গলিত পদার্থের উপর কঠিন স্তরের আবরণ। এসবই ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রের গলিত আয়রণ অংশটিকে। যার আকার চাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ। গলিত আয়রণের স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট প্রবাহ পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট কোরিওলিস বলের সাথে মিলে তৈরি হয় ইলেকট্রিক্যাল জিয়োডায়নামো যেটা পৃথিবীকে বিশাল চুম্বক ক্ষেত্র দিয়ে ঢেকে দেয়।

কেন্ডাল বললেন, "চুম্বকত্ব। এটাই এই জীবমন্ডলকে এন্টার্কটিকার নিচে আটকে রেখেছে।"

"আর পৃথিবীর কোথায় এই চুম্বকত্বের মাত্রা সবচেয়ে বেশি?"

"মেরুর দিকে।" তিনি কল্পনা করলেন দুই মেরু দিয়ে এই ক্ষেত্র দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পৃথিবীকে চক্রাকারে আবদ্ধ করে ফেলছে। "আর বিষুব অঞ্চলের দিকে এর মাত্রা সবচেয়ে কম।"

"কিন্তু আর কোথায় এর মাত্রা সবচেয়ে কম?"

কেন্ডাল জানেন এর উত্তরটা নিশ্চিতভাবে হেল'স কেইপের অবস্থানের সাথে যুক্ত। তিনি আবার কল্পনা করলেন বরফে ঢাকা সেই উত্তপ্ত জগতটির কথা। অদ্ভুত জীবনের জন্য একেবারে সঠিক ইনকিউবেটর। মনে পড়লো সালফারের কথা, বুদবুদের নদীর কথা।

কেন্ডাল বললেন, "জিয়োথার্মাল অঞ্চলগুলোতে। আগ্নেয়গিরি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অনেক দুর্বল।"

"একদম ঠিক। ঐ অঞ্চলগুলোর নিচে গলিত ম্যাগমা ফেরোম্যাগনেটিজম ধরে রাখতে পারে না। ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে তৈরি করে গর্ত। যেন শক্তিশালি চৌম্বক প্রবাহের মধ্যে ছোট একটা দ্বীপ।"

কেন্ডাল হেল'স কেইপকে সেই রকম একটা দ্বীপ মনে করলেন। এন্টার্কটিকার শক্তিশালি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আটকে রয়েছে। তবে এটা তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হয়

না যে শুধু চৌম্বকত্বের পার্থক্যের কারণে জীবগুলো সেখানে আটকে আছে। আরো কিছু একটা আছে যেটা তাদেরকে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলেছে। তাদের মৌলিক কিছু একটা।

তিনি বেশ জোরেই বললেন, "এক্সএনএ। সেখানকার সবগুলো জীবই এমন একটা জেনেটিক হেলিক্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যেখানে ব্যাকবোন হিসেবে সুগার ডিঅক্সিরাইবোজ ব্যবহৃত হয়নি। একেবারে অনন্য একটি জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে, যা অন্য কোনও জীবের মধ্যে হয়নি। সেই সুগার ব্যাকবোনটি আর্সেনিক ও আয়রন ফসফেটের একটি মিশ্রণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।" তিনি কাটারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জিনিসটা হচ্ছে আয়রন, তাই না? এটাই এক্সএনএ জীবগুলোকে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রতি সংবেদনশীল করেছে।"

"আমি সেই আয়রণ স্ট্রাকচারটিকে এক্স-রে ডিফ্রাকশন এবং ফটোইলেকট্রন স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখেছি। তখন এক্সএনএ হেলিক্সের চারপাশে ফেরাস ন্যানোরিং তৈরি হয়। কিছুটা কশেরুকার মাধ্যমে মেরুদন্ড গঠিত হওয়ার মতো।"

কেন্ডাল বললেন, "আর সঠিক মাত্রার চৌম্বকীয় প্রভাবে সেটাকে বিনাশ করে দেয়া সম্ভব। তুমি কি বের করতে পেরেছো সেই চৌম্বকীয় মাত্রাটা কি?"

"পেরেছি...যাচাই করেও দেখেছি। এটা তেমন আহামরি কিছু নয়। তোমার নিজের এফডিএ ইতোমধ্যেই কম্পমান চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে পানি ও খাদ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ফানজাই মারার পরীক্ষা নিরিক্ষা করছে। আমি শুধু সেই গবেষণার ফলাফলগুলোকে মডিফাই করেছি আর পেয়ে গেছি কাঙ্খিত সেই হাতিয়ার যেটা এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজে দেয়।"

কেন্ডাল কল্পনা করলেন তার ল্যাবে তৈরি করা অর্গানিজমটিকে। তার কৃত্রিমভাবে তৈরি করা ক্যাপসিডের ভেতরে কুঁকড়ে আছে।

কাটার বললেন, "এই প্রতিকার ব্যবস্থাটি না পেলে আমি কখনোই তোমার অর্গানিজমটিকে মুক্ত করতাম না। তোমার মতো আমিও চাই না এর মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক। আসলে তুমি যদি এই সমাধানের বদলে মিস বেকের জন্য সমাধানটা চাইতে তাহলেও আমি তোমাকে এটা বলেই দিতাম। বাঁচানোর পথ না জানার আগে আমি পৃথিবীকে ধ্বংস হতে দিতে পারি না।"

কেন্ডাল ভিডিও ফিডের দিকে তাকালেন। বিরাট একটা আতঙ্ক তাকে গ্রাস করছে। তাকে জোর করে সেটা দমিয়ে রাখতে হবে। এখনও অনেক কিছুই ঝুঁকির মধ্যে। তিনি বললেন, "তো তুমি আমাকে ক্যালিফোর্নিয়া কর্তৃপক্ষকে এই চৌম্বকীয় প্রতিকারের কথা জানাতে দেবে।"

"সময়মতো।"

"সময়মতো, তার মানে কি?"

"আমি শুনতে পেয়েছি, তোমার মহান বন্ধুবর্গ সেই এলাকায় একটা নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাতে চলেছে। গাধার মতোই কাজ। আমরা উভয়েই জানি এতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরঞ্চ অর্গানিজমটা আরো দূর-দূরান্ত ছড়িয়ে পড়বে। অঞ্চলটা যুগ যুগ ধরে তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকবে। আসলে এটাই মানুষের প্রবণতা : বোঝা বা চিন্তা করার আগেই ধ্বংস করে ফেলা। এই কারণেই আমরা প্রজাতি হিসেবে বিপর্যস্ত।"

"কিন্তু তুমি বলেছিলে তুমি চাও না আমার অর্গানিজম দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক।"

"আমি চাই না। তুমি যখন তাদের সমাধানটা বলে দেবে, ততক্ষণে তারা বিস্ফোরণের কারণে সৃষ্ট ঝামেলা সামলানোর কাজে থাকবে। এতে তারা অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ব্যস্ত থাকবে।"

"আর সেই তেজষ্ক্রিয়তা? সেই সব ক্ষয়ক্ষতি?"

"পৃথিবী মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এ ধরণের ক্ষত আগেও সারিয়ে উঠেছে। এটাও পারবে। তাছাড়া এই উল্টোমুখি পদক্ষেপ আমার বেশ কাজে দেবে। মানুষ হা করে একদিকে তাকিয়ে থাকবে অথচ বিপর্যয় আসবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে।"

কাটার বলে চললেন, "তো যদি কিছু মনে না করো আমাকে এবার কল করতে হবে। খুব বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই ভলিটক্স এর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"খুব বেশি দেরি?"

কাটার একটু থেমে বললেন, "তুমি এই পাতালের জগতটাকে অনেক সময় ধরেই লুকিয়ে রেখেছো, কেন্ডাল। আটকে ও অচেতন করে রেখেছো এর পূর্ণ সম্ভাবনাকে।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কেন্ডাল বললেন, "কি...কি করতে চাচ্ছো তুমি?"

"আমি ভয়ঙ্কর সুন্দর আর আক্রমণাত্মক এই জীবমন্ডলটিকে বাইরের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে যাচ্ছি। আমি মনে করি এখন তাদের সেই ছোট্ট বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার সময়। এই স্থানান্তরের সময় তাদের অনেকেই মারা পড়বে। আমাদের আলোচিত সেই চৌম্বকীয় প্রবাহের শিকার হয়ে। কিন্তু তুমি জানো প্রকৃতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংস্কারক। এই বিপুল পরিমাণ আর নানা বৈচিত্রের প্রজাতির মধ্যে কিছু সংখ্যক ঠিকই অভিযোজনের মাধ্যমে টিকে যাবে। ডিএনএ'র সেই কঠিনত্ব এবং পরিবর্তনশীলতা বয়ে নিয়ে আসবে আমাদের পৃথিবীতে। সেটাই সামনের কঠিন সময়ে টিকে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট।"

কেন্ডাল কল্পনা করছেন বিপুলসংখ্যক এই এলিয়েন প্রজাতির অতর্কিত ভয়ঙ্কর আক্রমণে কি পরিমাণ ক্ষতিসাধন হতে পারে। ইকোলজিক্যাল বিপর্যয় ও প্রতিক্রিয়া হবে ভয়ঙ্কর।

"আমি তোমার নিচের প্রাচীন দুনিয়াকে উপরের আধুনিক দুনিয়ার উপর লেলিয়ে

দেবার পরিকল্পনা করেছি। আর এই যুদ্ধের মধ্যেই আমি এখান থেকে আমার প্রজাতিগুলোকে ছেড়ে দেবো। তাদেরকে আরো শক্তিশালি, উন্নত জেনেটিক বিন্যাস সমৃদ্ধ করে, তাদের বিবর্তনের হারকে দ্রুত করে এবং এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে চলে যাবার সামর্থ্য যোগ করে গড়ে তুলবো। এটাই হবে বিবর্তনের আসল ও চূড়ান্ত পরীক্ষা। যেখানে যোগ্যতমের টিকে থাকাই হবে মূল কথা। প্রাচীন চীনা কৌশলবিদ সান জু'র ভাষায়, এরকম মহা হট্টগোলের মাঝে অনেক সম্ভাবনাই লুকানো থাকে।"

কেন্ডালের চেহারায় ফুটে উঠেছে রাজ্যের ভয়।

কাটার বললেন, "তুমি আমার পাশে থাকতে পারো, কেন্ডাল। দেখতে পারো এই রূপান্তর। একটা নতুন ইডেনের সূচনা। মানুষের অধঃপতন থেকে মুক্ত।"

কেন্ডাল চোখের সামনে দেখছেন সেই প্রায়োন-সৃষ্ট দাবানল। যেটা মানুষকে একেবারে আদিম অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে।

কাটার ওয়ার্কস্টেশনের দিকে গিয়ে বললেন, "আসন্ন যুদ্ধের এক ঝলক দেখো। যখন মানুষের বুদ্ধিমত্তার রোগটি সরিয়ে দেয়া হবে। মানুষকে বাধ্য করা হবে প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন মানতে।"

কেন্ডাল জানেন কাটার কোন নিয়মের কথা বলছেন।

জঙ্গলের নিয়ম। ল অফ দ্য জঙ্গল।

কাটার একটি কি'তে চাপ দিলেন।

স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে জেনার খাঁচার দরজাটি খুলে গেছে।

দুপুর ১:২৯

পেইন্টার সার্জেন্ট সুয়ারেজকে বললেন, "আর কতক্ষণ লাগবে?"

"আরো ত্রিশ মিনিট, স্যার।"

অনেক বেশি সময়।

পেইন্টারের মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছে। তিনি তার সিটে ফিরে গেলেন। হাতের উপরের দিকটা ভালোই যন্ত্রণা করছে। ডেডলাইনের কথাটাই তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। নিউক্লিয়ার ডিভাইসটা বিস্ফোরিত হবে আর মাত্র নব্বই মিনিট পরে।

আর আমি এখানে হাত পা গুটিয়ে বসে আছি।

মিনিটখানেক পর সুয়ারেজ চিৎকার করে বললো, "স্যার, সামনে এসে এই জিনিসটা দেখলে ভালো হয়।"

পেইন্টার এগিয়ে গেলেন। ড্রেইকও গেলো তার পিছুপিছু।

পেইন্টার জিজ্ঞেস করলেন, "কি জিনিস?"

সুয়ারেজ তার দিকে এক সেট বাইনোকুলার এগিয়ে দিয়ে দূরের টেপুয়ের দিকে

নির্দেশ করলো। এতো দূরের জিনিস ভালো করে দেখাও সম্ভব না। তারপরও পেইন্টার তাকালেন।

সুয়ারেজ আরেক সেট বাইনোকুলার পাওয়া মাত্র ড্রেইকের দিকে এগিয়ে দিলো।

দূরের পাহাড়টাকে ফোকাস করতে একটু সময় লাগলো পেইন্টারের।

সার্জেন্ট বললো, "দক্ষিণ দিকে তাকান।" তারপর পাইলটকে বললো, "সামান্য একটু কাত করে ঘোরাও।"

প্রথমে পেইন্টারের চোখে কিছুই পড়লো না। শুধুই কালচে সবুজ বন। তারপর যখন প্লেনটা ঘুরলো উজ্জ্বল কিছু একটা চোখে পড়লো সূর্যের আলোর প্রতিফলনের কারণে। বেশ লম্বা জায়গা জুড়ে।

ড্রেইক বললো, "ঔজ্জ্বল্যতার মাত্রা বলছে ধাতব কোন কিছুই হবে।"

সুয়ারেজ বললো, "আমি বেশ কয়েক মিনিট ধরে এটা খেয়াল করছি। আমার মনে হয় এটা একটা উইন্ড টারবাইন।"

টারবাইন?

পেইন্টার ভ্রু কুঁচকে আছেন। জোরালো কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না একমত হবার মতো। তারপরও সার্জেন্টের দক্ষ চোখ আর সুদীর্ঘ সময় আকাশে উড়ার অভিজ্ঞতা ফেলে দেবার মতো নয়।

পেইন্টার তার কথাটা বিবেচনা করে দেখলেন। যদি সেখানে কোন উইন্ড টারবাইন থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কেউ সেখানে আস্তানা গেড়েছে।

সেই কেউ-টা একজনই হতে পারে।

কাটার এলয়েস।

পেইন্টার বললেন, "আরেকটু দ্রুত যেতে পারবে?"

কাটারের আস্তানার ব্যাপারটা মাথায় ঢোকার পর নিচে নামার জন্য তার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেছে।

পাইলট বললো, "আমরা সর্বোচ্চ গতিতেই চলছি।"

সুয়ারেজ ঘড়ি দেখে বললো, "আরো সাতাশ মিনিট বাকি।"

দুপুর ১:৩৩

জেনা দেখলো তার খাঁচার দরজাটি আস্তে করে কয়েক ইঞ্চির মতো খুলে গেলো। সে দাঁড়িয়ে রইলো। কোন ধরণের ট্রিক মনে হচ্ছে। সে তার বুট জুতার রাবারের সোল দিয়ে খাঁচার শিক স্পর্শ করলো। কিছুই ঘটলো না। সে টেনে পুরো দরজাটি খুলে খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেলো।

নুড়ি-পাথর বিছানো রাস্তায় বুটের আঘাতে মচমচ শব্দ হচ্ছে। জেনা থেমে গেলো। মনে হচ্ছে কেউ তাকে দেখছে। বনের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটি ভালো

করে পর্যবেক্ষণ করলো। দেখলো গেট এবং এই লেভেলের শেষে দেয়া বিদ্যুতায়িত বেড়াটি।

যদি সেখানে পৌঁছাতে পারিও তারপরও আমি ভেতরে আটকা পড়েই থাকবো।

সে আবার খাঁচার দিকে তাকালো। সেখানে থাকাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। ভেতর থেকে মজবুত করে আটকে দিয়ে। কিন্তু স্টিলের শিক থাকা সত্ত্বেও খাঁচার বাইরে আরেকটি বিদ্যুতায়িত আবরণ দেয়ার নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে। সম্ভবত এখানকার শিকারিদের থামানোর জন্য শুধু স্টিলের শিকই যথেষ্ট নয়।

সে খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলো, কিন্তু তখনই খাঁচার দরজা ঝটপট বন্ধ হয়ে গেলো। সে চিন্তা করার, পরিকল্পনা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। মনকে কেন্দ্রীভূত করা যাচ্ছে না। ভয়, আতঙ্ক আর ঘাড়ের ব্যথার কারণে এমনটা হতে পারে। কিন্তু সে সন্দেহ করছে এটা আসলে তার অবস্থার অবনতির উপসর্গ।

সে বিড়বিড় করে বললো, "আমি জেনা বেক। গেইল ও চার্লসের কন্যা। আমি থাকি ডি স্ট্রিট ও লি ভাইন রোডের কর্নারে..."

আরে! এটা কি ঠিক আছে?

সে কল্পনা করলো ছোট্ট ভিকটোরিয়ান আকৃতি ও সবুজ চাঁদোয়ারির বাড়িটি।

সেখানেই থাকি আমি।

তার মনোবল কিছুটা বাড়লো। "আমার কুকুরটির নাম নিকো। আর তার জন্মদিন হচ্ছে..."

প্রতিটা কথার সাথে সাথেই সে এক কদম করে করে বনের খালি জায়গাটার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা ব্যবহার করছে না। হয়তো সিদ্ধান্তটি সে ইচ্ছাকৃতভাবে নেয় নি। তার সহজাত প্রবৃত্তিই তাকে লুকিয়ে রাখছে, খোলা রাস্তায় যেতে না দিয়ে। তবে সে এই প্রবৃত্তির উপর ভরসা রাখছে। সেই সাথে তার বিড়বিড় করে কথাও চলছে।

আমার প্রিয় বন্ধু হচ্ছে বিল আর হ্যাটি। হ্যাটি যে গোত্রের তার নাম হচ্ছে কুটযা।

সে গভিরভাবে শ্বাস নিলো। চেষ্টা করছে তার বন্ধুদের একেবারে মূল গোত্রের নাম মনে করার। বাকিটা মনে হয়ে হয়েও হচ্ছে না। শেষমেশ মনে পড়লো।

কুটযাডিকা'য়া।

সে এগিয়ে গিয়ে তার পথ থেকে একটা ফার্নের পাতা সরাতে গেলো। সে ভুলে গিয়েছিলো এ বনের অস্বাভাবিক উদ্ভিদরাজির কথা। তার স্পর্শ পাওয়ামাত্রই গাছটি পাতা ও কান্ড গুটিয়ে নিয়ে শক্ত বলে রূপান্তরিত হয়ে গেলো।

সেই সংকুচিত ফার্নের পেছনেই বিশাল আকারের একটা জন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মাত্র কয়েক ইয়ার্ড দূরে। চার পায়ের উপর দাঁড়ানো জন্তুটার আকার গন্ডারের

সমান। আবার ভালুকের মতো লোমশ ও পেছনে লম্বা লেজ। বড় বাদামি-কালো চোখদুটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে থেমে গেলো। শারীরিক গঠণ দেখে বুঝতে পারছে সামনে যে জন্তুটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা শ্লথ পরিবারের সদস্য। ব্রাজিলিয়ান ফরেস্টে থাকা সেই অতি-ধীর প্রকৃতির বৃক্ষবাসি তৃণভোজি জন্তুটি। কিন্তু এখানকার সংস্করণটি বিশাল সাইজের। দেখে যদিও মনে হচ্ছে জন্তুটি একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কালের। কিন্তু আসলে এই প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়েছে মাত্র দশ হাজার বছর আগে।

মেগাথেরিয়াম। স্থলবাসি বৃহৎ শ্লথ।

এখানে আসতে আসতে সে যা দেখেছে তাতে বুঝতে পারছে এই জন্তুটির স্বভাব চরিত্র অনেক বদলে গেছে। সেটা প্রমাণ করার জন্যই যেন জন্তুটি মুখ খুললো। ভেতরে মোটা তীক্ষ্ম দাঁত। হাড় থেকে মাংস ছিড়ে খাবার জন্য।

এটা আর তৃণভোজী নেই–নতুন মাংসাশির আবির্ভাব হয়েছে।

গর্জন করে উঠলো সেটা। সামনে থাকা একটা গাছ চিরে দুভাগ করে ফেললো।

জেনা পিছু হটলো। চারপাশের শোরগোল যেন অনেক বেড়ে গেছে। শব্দগুলো পাথুরে দেয়ালে আঘাত করে ফিরে ফিরে আসছে। চিন্তা করতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে তাকে।

তারপরও সে মনে করতে পারলো এখানে আসার সময় উপর থেকে পড়া ছাগলের হাড্ডিসার দেহটির কথা। বলা যায় একটা সতর্ক বার্তা।

সেই সর্তকতা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই সে উপরে তাকালো এবং চিৎকার করে উঠলো। আবছা একটা ছায়া নেমে আসছে তার দিকে।

অধ্যায় ২৮

৩০ এপ্রিল, বিকাল ৫:৩৩, জিএমটি
কুইন মড ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা

ডিলান তার হাতে থাকা রেডিওটি আংশিক সংযুক্ত এলআরএডি ডিশের দিকে তাক করে বললো, "এই জিনিসটা চালু করতে কেমন বাকি?"

বড় ক্যাটটির আলোয় দেখা যাচ্ছে তিনজনের দল বিশালাকার ছয়টি প্যানেল নিয়ে কাজ করছে। প্রতিটার ওজন আশি পাউন্ড এবং একটি ফ্রেমের মধ্যে সুরক্ষিত। আরো দু-জন লোক ডিজেল জেনারেটর থেকে ক্যাবল যুক্ত করছে। ডিলান কলিসিয়ামের ভেতর যতদূর যাওয়া যায় ততদূর গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়েছে। টানেলের সামনের দিকে ডিশটা ঘুরিয়ে রেখেছে, যেদিকে হেল'স কেইপ স্টেশন।

বেশ ভালোই।

ডিলান ছোট একটা দল রেখে এসেছে সেই স্টেশনে। তারা বিস্ফোরণ ও ব্লোটর্চের মাধ্যমে সফলভাবেই স্টেশনের মধ্য দিয়ে একটা টানেল তৈরি করে ফেলেছে। কাজটা শেষ করতে তাদের নির্ধারিত সময়ের অনেক বেশি সময় লেগেছে। কারণ তাদেরকে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে যেন বাঙ্কার বাস্টার বোমাগুলো সক্রিয় হয়ে না যায়। সেগুলো বুবি-ট্র্যাপ হিসেবে রাখা হয়েছে যেন কোন প্রকার অনধিকার প্রবেশ করামাত্রই বিস্ফোরিত হয়।

শেষমেশ সবকিছুই ভালোমতো সম্পন্ন হয়েছে।

এখন শুধু বাকি এই লস্ট ওয়ার্ল্ডকে নতুন এই বেরোনোর পথের দিকে লেলিয়ে দেয়া।

যে এলআরএডি ৪০০০এক্স প্রস্তুত করা হচ্ছে সেটি ১৬২ ডেসিবেলের কানফাটা শব্দ উৎপন্ন করতে পারে। সে শব্দ শোনা যাবে তিনমাইল দূর থেকেও। গুহার প্রতিধ্বনির কারণে হয়তো আরো দূর যাবে।

ডিলান আবার জিজ্ঞেস করলো, "কতক্ষণ?"

একজন সদস্য কর্ড লাগিয়ে জেনারেটর চালু করতে করতে বললো, "আরো দশ মিনিট লাগবে।"

বিকট শব্দের কারণে ডিলান চিৎকার করে বললো, "ক্রাইস্টচার্চ এবং রাইলি, আমার সাথে আসো! ঐ ক্যাটের উপরের ছোট এলআরএডি খুলে নামিয়ে আনতে হবে। এর পোর্টেবল ব্যাটারি ও রিমোট এক্টিভেটর নিয়ে নিতে হবে ৪০০০এক্স-এর জন্য।"

সাথে সাথেই তার আদেশ পালনে নেমে গেলো তারা। যদিও এ বাড়তি

কাজগুলো তাদের মূল পরিকল্পনার অংশ না। ডিলান ও তার দলের সবাই ভালো করেই জানে এ কর্মকান্ডের কারণে পৃথিবী কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু বেশ মোটা অঙ্ক পায় বলেই তারা নিশ্চুপ। পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি এগুলো অন্যের মাথাব্যথা। তাদের নয়।

তারপরও ডিলানের মনে হচ্ছে সে পুরো বিষয়টা জানে না। বিশেষ করে এই কলটা আসার পর থেকে। সে হাতের রেডিওটার দিকে তাকালো। দক্ষিণ অ্যামেরিকা থেকে আসা কলটি হেল'স কেইপ স্টেশন থেকে তার রেডিওতে ট্রান্সফার করে দেয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে কাটার এলয়েস শেষ সময়ে এসে মিশনের গতি প্রকৃতি পরিবর্তন করে ফেলেছেন। বাড়তি ঝুঁকির জন্য অতিরিক্ত অঙ্কের বিনিময়ে শেষমেশ রাজি হয়েছে সে। দমিয়ে রেখেছে মনের সকল অসন্তুষ্ট ভাবনা।

বাড়তি দুশত হাজার পাউন্ড মনের অসন্তুষ্টি সরিয়ে শান্তি নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট।

ক্রাইস্টচার্চ দুহাতে করে দুই ফুট লম্বা ডিশ এবং রাইলি ব্যাটারি নিয়ে আসছে।

তারা পাশে আসামাত্র সে ক্যাটের পেছনের টানেলের দিকে নির্দেশ করে বললো, "মনে হচ্ছে আমাদেরকে শিকারে বেরুতে হবে।"

রাইলি জিজ্ঞেস করলো, "কি শিকার?"

"ভলিটক্স।"

দুজন সদস্যই পরস্পরের দিকে তাকালো। উভয়েই অসন্তুষ্ট। সে তাদেরকে দোষ দিচ্ছে না। কিন্তু আদেশ আদেশই। তারপর আবার এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেও নিয়েছে। সে একটা হাত রাখলো পিস্তলের উপর। এখানকার অন্যতম একটা হিংস্র আক্রমণাত্মক প্রজাতির বিপক্ষে সে তার দক্ষতা যাচাই করতে চায়।

একজন সদস্য দূরে তাদের দিকে এগিয়ে আসা আলোর দিকে নির্দেশ করে বললো, "স্যার!"

ম্যাককিননের দল ফিরে আসছে।

শেষমেশ কাজ হলো।

ডিলান বললো, "যখন তার দল এখানে চলে আসবে সবকিছু গুছিয়ে নেয়া শুরু করবে। আর এই চ্যানেলটা খোলা রাখবে যেন আমি যোগাযোগ করতে পারি।"

যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেলে সে রওনা দিলো। প্রায় ত্রিশ ইয়ার্ড যাবার পর ডিলান কলিসিয়াম আর দূরের আলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে কিছু একটা খচখচ করছে।

ম্যাককিনন অনেক আগে রিপোর্ট করেছিলো। হ্যারিংটনের স্নো ক্রুজারটিকে সফলভাবে বিধ্বস্ত করার পর বিস্তারিত জানিয়ে। সেখান থেকে সে গিয়েছে নিশ্চিত হতে যে কেউ বেঁচে গেছে কিনা। কিন্তু তারপর থেকে ডিলান তার কাছ থেকে আর কোন আপডেট পায়নি।

অ্যামেরিকা থেকে আসা কলের কারণে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সে এদিকে আর মনোযোগ দিতে পারে নি। কিন্তু এখন...

ডিলান বললো, "দাঁড়াও।" সে তার রেডিও নিয়ে ম্যাককিননের চ্যানেলে ডায়াল করলো।" রাইট বলছি। ম্যাককিনন, তোমার অবস্থা কি?"

সে ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার জিজ্ঞেস করলো।

কোন জবাব নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে দলের নিকট ডায়াল করা মাত্রই জবাব পাওয়া গেলো।

"স্যার?"

"এলআরএডির প্রস্তুতি কি শেষ?"

"শেষ।"

"ম্যাককিননের সাথে যোগাযোগ করতে থাকো। যদি তার ক্যাট ত্রিশ ইয়ার্ডের মধ্যে আসার পরও কোন জবাব পাওয়া না যায়, এলআরএডি চালু করে ফেলবে।"

"কিন্তু সেটা তার দলকে আঘাত করে?"

"যা বলি করো। তারা যখন থামবে, তখন এটি বন্ধ করে দিয়ে পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় সেখানে যাবে। ক্যাটটি দখল করে নেবে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

ডিলান তার রেডিও নামিয়ে রাখলেন।

আর কোন চমক নয়।

সে সামনে নির্দেশ করে বললো, "একটা ভলিটক্স ধরা যাক এবার।"

বিকাল ৫:৪৩

গ্রে নাইট ভিশন বাইনোকুলার দিয়ে বিশাল এলআরএডি ডিশ নিয়ে কর্মরত লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। সে গুণে দেখলো নয়জন লোক। একটু আগে ডিলান দুজনকে সাথে নিয়ে গুহার আরো ভেতরে রওনা হয়েছে।

গ্রে জিজ্ঞেস করলো, "প্রস্তুত?"

কোয়ালস্কি মেশিনগানটি কোলের উপর নাড়াচাড়া করে বললো, "যেমনটা সব সময় থাকি।"

গ্রে ডিএসআর রাইফেলটি হাতে নিলো। সম্প্রতি ব্যবহার করায় এর ব্যাটারির চার্জ খুব একটা অবশিষ্ট নেই। সামনে রাখা রেডিওটি আবারো চিৎকার করে বলে উঠলো, "জবাব দাও, ম্যাককিনন। যদি এই নির্দেশ শুনে থাকো আর জবার পাঠানো সম্ভব না হয় তাহলে বাতি জ্বেলে সঙ্কেত দাও।"

কোয়ালস্কি তার দিকে তাকালো।

গ্রে বললো, "দিও না। এতে তাদের সন্দেহ আরো বাড়বে।"

সাবেক ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর দলটি হয়তো ভেবে থাকতে পারে যে তাদের ক্যাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল হয়ে গেছে –গোলাগুলির সময় হয় তো বা এন্টেনা নষ্ট হয়ে গেছে –কিন্তু গ্রের ধারণা এটা বড়শি দিয়ে মাছ ধরার মতো একটা টোপ। কারণ বার্তা শোনা যায় কিন্তু পাঠানো যায় না, এমনভাবে যোগাযোগ নষ্ট হওয়াটা যথেষ্ট অস্বাভাবিক।

তাই এখনকার মতো চুপ করে থাকাই ভালো।

কোয়ালস্কি বললো, "তারা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছে।"

তারা কোন প্রকার সাড়াশব্দ না করে চুপ করেই রইলো। তা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করারও নেই তাদের। অবশ্যম্ভাবি ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো। প্রায় সাথে সাথেই ঘটে গেলো তা।

পুরো পৃথিবীটা যেন তাদের উপর ভেঙে পড়েছে। ভয়ঙ্কর আর্তচিৎকার ছুটে আসছে তাদের দিকে। উইন্ডশিল্ড কাঁপছে থরথর করে। গ্রের মনে হচ্ছে কেউ তার কানের মধ্যে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। চারপাশের জগতটা ঘুরতে শুরু করেছে।

ক্যাটের চারপাশে প্রলয়ঙ্করি তান্ডব শুরু হয়েছে। জন্তুগুলো দিগ্বিদিক হয়ে ছুটছে। চিৎকার চেচামেচি করছে। যেগুলো লুকিয়ে ছিলো সেগুলোও বেরিয়ে এসেছে। লাফাচ্ছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে। সুউচ্চ একটা Pachycerex দ্রুতবেগে ক্যাটের পাশ কাটিয়ে গেলো। গ্রে আবছাভাবে সবকিছু দেখছে। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে বলে দৃষ্টি ঝাপসা।

বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়।

অপর পাশে কোয়ালস্কি শেষমেশ হুইলের উপর পড়ে গেলো। চালক নেই বলে ক্যাটের গতি কমতে কমতে থেমে গেলো।

তারপর গ্রে পড়ে গেলো তার দিকের প্যাসেঞ্জার উইন্ডোর পাশে। পড়ার আগে একটাই দুশ্চিন্তা তার মাথায় আসছিলো।

নিজের জন্য না, অন্যদের জন্য।

জেসন, তুমি যেন ইতোমধ্যেই ব্যাক ডোরে পৌছে গিয়ে থাকো।

বিকাল ৫:৪৪

থামাও এটা...

জেসন গুহার দেয়াল বেয়ে অর্ধেক পথ উঠেছে। এক হাতে মই ধরে অন্য হাত দিয়ে মাথা ঘুরে রেখেছে। চেষ্টা করছে শব্দটাকে আটকাতে। মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্ত মাথার খুলি ফেটে দুভাগ হয়ে যাবে।

দূরে কলিসিয়ামের ভেতরের দিকে আলোর ঝলক দেখা যাচ্ছে। ডিলান রাইটের

আস্তানা। মই বেয়ে উঠার সময় জেসন বারবার সেদিকে খেয়াল রেখেছে। চিন্তায় ছিলো যে ব্রিটিশ দলটি কাজ শেষ করে এলআরএডি চালু করে দেবে তারা নিরাপদ সাবস্টেশনে পৌঁছার আগেই।

একটু আগে সেটাই হয়েছে।

সে আরেকটা ক্ষীণ আলোর উৎস খেয়াল করেছে। সেটা গ্রের দখলকৃত ক্যাট। এতক্ষণ ক্যাটটা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো। কিন্তু এখন থেকেই গেছে। জেসন অনুমান করতে পারছে কাছ থেকে এই শব্দের মাত্রা কতটা তীব্র অনুভূত হবে।

সে সর্বশক্তি দিয়ে ঘাড় সোজা করে উপরের দিকে তাকালো। স্টেলা ও তার বাবা কয়েক ইয়ার্ড এগিয়ে রয়েছে তার থেকে। ডিএসআর বন্ধ হবার পর থেকে প্রফেসরের বেল্ট থেকে একটা ছোট ফ্ল্যাশলাইট ঝুলছে। স্টেলার ব্যাকপ্যাকে পাওয়া এটাই তাদের একমাত্র আলোর উৎস। সে লাইটটা তার বাবার কাছে দিয়েছে তিনি যেন ধাপগুলো ভালোমতো দেখতে পান।

কাজটা ভুল ছিলো।

শব্দটা হঠাৎ করেই থেমে গেলো। জেসন আবার দুহাতে মই আঁকড়ে ধরলো। দেয়াল থেকে কিছুটা দূরে সরে আসলো। শব্দটা যেন তাকে দেয়ালের দিকে চেপে রেখেছিলো। সে বড় করে দুবার শ্বাস নিয়ে উপরের দিকে তাকালো।

স্টেলা নিচে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

জেসন বললো, "আমি ঠিক আছি।" তার কানে এখনও রিং বাজার শব্দ হচ্ছে।

স্টেলার কাঁধের পাশে কিছু একটা ঘাপটি মেরে বসলো।

একটা Hastax।

শব্দের কারণে এটা এখনও অস্থির। আর সেজন্য চলে এসেছে কাছাকাছি আলোর উৎসকে লক্ষ্য করে। তার এলাকায় অনধিকার প্রবেশকারিদের উপর ক্ষিপ্ত। সেটা চোখের পলকে উড়ে গিয়ে স্টেলার বাবাকে আঘাত করে বসলো। হ্যারিংটন মই থেকে ছিটকে পড়লেন।

জেসন দেখলো প্রফেসর তাকে অতিক্রম করে ডিগবাজি খেতে খেতে পড়ে যাচ্ছেন। অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছেন। খসে পড়া তারার মতো।

স্টেলা চিৎকার করে উঠলো ঘটনার আকস্মিকতায়। এক হাত নিচের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে যেন সেদিকে চলে যেতে চাচ্ছে সে।

জেসন বললো, "ওখানেই থাকো! আমি যাচ্ছি নিচে!" যদিও সে জানে, সম্ভাবনা খুবই কম। "আমি দুঃখিত স্টেলা, তোমাকে যেভাবেই হোক স্টেশনে পৌঁছাতে হবেই। বোমাগুলো ফোটাতে হবে।"

কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছি কি?

জেসন দূরে রাইটের ক্যাম্পের দিকে তাকালো। একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত যে:

এটাই শেষ সনিক ব্লাস্ট নয়। প্রতিবার এই শব্দ বিস্ফোরণের ধাক্কায় এখানে আরো ভয়ঙ্কর রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যতক্ষণ না ঐ বেরোনোর পথটি বন্ধ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো পৃথিবীই হুমকির মুখে।

কান্না জড়িত কণ্ঠে স্টেলা বললো, "দাঁড়াও! আমি পারবো না।"

হাতে তর্ক করার মতো সময় নেই। জেসন বললো, "পারতেই হবে!"

"আরে! কথা শোন আমার।"

জেসন থেমে মাথা তুলে তার দিকে তাকালো।

স্টেলা ফুঁপিয়ে বললো, "আমি...আমি কোডটি জানি না। শুধু বাবাই সেটা জানেন।"

এটা জেসনের মাথায়ই আসেনি। সে মনে করেছে স্টেলা পাসওয়ার্ডটা জানে। সে পায়ের নিচ দিয়ে নিচে তাকালো। একেবারে ক্ষুদ্র আলোর একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে মইয়ের শেষ মাথায়। সে চোখ বন্ধ করে গভিরভাবে শ্বাস নিলো।

"তুমি যেতে থাকো উপরে। যা যা দরকার করো। আমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার সাথে যোগ দেবো।"

স্টেলা ভাঙা ভাঙা স্বরে বললো, "ঠিক আছে।"

গুড।

জেসন জানে স্টেলার উপরে গিয়ে বিশেষ কিছু করার নেই। তবুও সে চায় না নিচে গিয়ে স্টেলা তার বাবাকে সে যে অবস্থায় দেখবে চিন্তা করছে সে অবস্থায় দেখুক।

জেসন দ্রুত নামতে থাকলো। প্রার্থনা করছে যেন তার বাবাকে জীবিত পাওয়া যায়।

অধ্যায় ২৯

৩০ এপ্রিল, দুপুর ১:৪৫, এএমটি
রোরাইমা, ব্রাজিল

উপর থেকে কিছু একটা নেমে আসছে দেখে জেনা কাত হয়ে পেছনের দিকে সরে গেলো। সে চিৎকার বন্ধ করে বোঝার চেষ্টা করছে তার সামনে যা নেমে এসেছে সেটা। তার সামনে দশ-এগারো বছরের এক বালক। হালকা-পাতলা তবে লম্বা। কালো চুল এবং উজ্জ্বল নীল চোখ। তার পা খালি, পরনে শর্টস সাথে টি-শার্টের উপর সাফারি ভেস্ট।

সে তার দিকে এগিয়ে আসলো। তার হাত ধরে অনুসরণ করার জন্য হালকা টান দিলো।

"আসো..."

তার অন্য হাতে সে একটা লাঠি ধরে রেখেছে।

সে সেই বিশালাকার ফার্নের দিকে ইঙ্গিত করলো। সেটা আবার তার কান্ড পাতা মেলতে শুরু করেছে। অপর পাশের জন্তুটিকে আড়াল করে ফেলছে।

জন্তুটা মোটা তীক্ষ্ম দাঁত বের করে আছে।

ছেলেটা তার হাতের লাঠির বাটনে চাপ দিলো। এর ইউ-আকৃতির প্রান্ত দিয়ে উজ্জ্বল নীল ইলেকট্রিসিটি স্পার্ক করতে থাকলো। ধরণ দেখে মনে হচ্ছে এটা সাধারণ যেকোন মডেলের চেয়ে বেশি কার্যকরি।

মেগাথেরিয়ামের চোখদুটো সরু হয়ে গেলো। ধারালো নখর মাটি খামচে ধরলো।

ছেলেটা আবার তার হাত ধরে টান দিলো।

জেনা তার সাথে চলতে শুরু করলো।

জন্তুটি তাদের পিছু পিছু আসতে লাগলো। খুব বুঝে শুনে পা ফেলছে। জেনা ডানে বায়ে তাকালো। পাতা নাড়াচাড়া ও ডালপালা ভাঙার আওয়াজ পেলো। তাদের পথের দুদিকেই।

এ জন্তুটা এখানে একা নয়।

দ্রুত চলতে চলতে তারা আবার সেই নুড়ি বিছানো পথের ধারের খোলা জায়গায় চলে আসলো। যেখানে তিনটা খাঁচা রাখা আছে। এখনও বন্ধ এবং বিদ্যুতায়িত। ঢোকার কোন উপায় নেই।

তারপরও ছেলেটি পিছিয়ে যেতে থাকলো বিদ্যুতায়িত আবরণের একেবারে নিকটে না আসা পর্যন্ত। এতে অন্তত পেছন দিক থেকে কোন আক্রমণ হবে না।

আর শুধু একমাত্র খাঁচাই সুরক্ষা দিচ্ছে না।

মেগাথেরিয়ামটি খোলা জায়গার সীমানায় এসে থেমে গেলো। নুড়ির উপর থেকে সরিয়ে নিলো একটা পা। নিশ্চিতভাবেই এ জায়গাটার ব্যাপারে ভীত। এই মাংসাশী শিকারি কি একেবারে খোলা জায়গায় আসতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না? নাকি এটা অতীতের কোন খারাপ অভিজ্ঞতার স্মৃতি? তবে জন্তুটা অবশ্যই লাঠিটা চিনতে পেরেছে।

ছেলেটা বিদ্যুতায়িত আবরণের দিকে ঝুঁকে এর অবস্থা যাচাই করছে।

তিনটি খাঁচাতেই লাল বাতি জ্বলছে।

তার কপাল কুঁচকানো দেখে বোঝা যাচ্ছে সে এমনটা আশা করেনি। সে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। নিচের দিকে বেশ কিছু ডালপালা ছড়িয়ে আছে। খাঁচার উপর উঠতে পারলে সহজেই সেগুলোতে চড়া যাবে।

জেনা নিশ্চিত নয় যে ছেলেটা তার প্রশ্ন বুঝতে পারবে কিনা। বললো, "তুমি কি এখান দিয়েই যেতে চাও? উপরে গাছের মধ্য দিয়ে?"

ছেলেটা মাথা নাড়লো। সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তার চোখ আতঙ্কগ্রস্ত।

সে নিশ্চয়ই আগে একাজ করেছে। নিরাপদ স্থান থেকে বনটাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। সে যদি উপরে হালকা ডালপালায় অবস্থান করে, তাহলে বড় আকারের শিকারীগুলো তার কাছে ভিড়তে পারবে না। আর ছোটগুলোকে সে সহজেই লাঠির মাধ্যমে তাড়িয়ে দিতে পারবে।

এটা পালানোর একটা ভালো পথ। আর এজন্য খাঁচা ব্যবহার করতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

সে কাছের নিচু একটি ডালের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "আমরা সেটা দিয়ে উঠতে পারি।"

ছেলেটা বললো, "না।"

সে নিচু হয়ে বিছানো নুড়ি থেকে বড় একটা পাথর নিয়ে সেই ডালের দিকে ছুড়ে দিলো। ডালটি মাংসপেশির মতো কেঁপে উঠলো। চকচকে রসপূর্ণ কাঁটাগুলো বেরিয়ে আসলো বাইরের দিকে।

ছেলেটা বললো, "বিষাক্ত। কোথাও বিদ্ধ হলে মারা যাবে।"

জেনা পিছিয়ে গেলো এক কদম। তার মনে পড়লো কতটা নিশ্চিন্তে সে আগেরবার এখান দিয়ে চলে গিয়েছিলো।

খালি জায়গাটির প্রান্তসীমায় মেগাথেরিয়াম আবার পা বাড়ালো নুড়ির দিকে। জন্তুটা আস্তে আস্তে ভয় কাটিয়ে উঠছে।

আরো আবছা ছায়া ঘিরে ফেলছে জায়গাটি। চলে আসছে কাছে।

জেনা ছেলেটাকে তার কাছে নিয়ে আসলো। নিয়ে গেলো তার পেছনে। তাকে রক্ষার চেষ্টা।

জেনা ফিসফিস করে বললো, "তোমার নাম কি?"

দুপুর ১:৪৮

উদ্বিগ্ন একটা কণ্ঠস্বর কেন্ডালের মনোযোগ কাটারের কাগজপত্র থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিলো। তিনি দেখলেন কাটারের স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ল্যাবে প্রবেশ করলো। তাকে বেশ অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। সে এক হাত কাটারের দিকে বাড়িয়ে বললো, "আস-তু ভু জরি?"

কাটার ওয়ার্কস্টেশন থেকে ঘুরে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "জরি? আমি মনে করেছি সে তোমার সাথে।"

কেন্ডাল কাগজের উপর একটা জায়গায় আঙুল দিলেন। তিনি বিগত কয়েক মিনিট যাবত দ্রুত পড়ছেন কাটারের নানা কাগজপত্র। জানেন না কাটার কতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা অ্যালাও করবে। তারা এক্সএনএ কাঠামো ভাঙার জন্য তার গবেষণার উপর নজর রেখেছিলো। সঠিক মাত্রার পাল্স ব্যবহার করে কিভাবে সেটাকে অকার্যকর করা যায়। তিনি একটা নোটপ্যাডে হিজিবিজি করে লিখে রাখলেন তার পাওয়া ফলাফল একটি স্থির চৌম্বকক্ষেত্র ব্যবহার করে কমপক্ষে ০.৪৬৫ টেসলা মাত্রার একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

কাটার তার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বললেন, "ক্যামেরা চেক করছি আমরা। তুমি তো তাকে চেনোই। সে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। তার বয়সটাই এমন। জানার কৌতুহল।"

কাটার কেন্ডালের দিকে ঘুরে বললেন, "তুমি ওগুলো পরেও পড়তে পারবে।"

কেন্ডাল কাগজগুলো সাথে নিয়ে চেয়ার ঘুরিয়ে পাশে সরে আসলেন। জেনা খাঁচা থেকে বেরুনোর পরই তিনি মনিটর অফ করে রেখেছিলেন। তার নির্মম পরিণতি দেখতে চান না। কাটার স্ক্রিন চালু করলেন। বনের খালি জায়গার ছবি নিয়ে আসলেন।

কেন্ডাল আবার তার নোটের দিকে মনোযোগ দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সে মুহূর্তে খাঁচার সামনে জেনাকে দেখে থেমে গেলেন। সে আর এখন একা না।

কম বয়সি একটা বালক তার হাত ধরে আছে। তার হাতে আছে একটা লাঠি।

কাটার সামনে ঝুঁকে বললেন, "জরি "

আশু দ্রুতবেগে এগিয়ে আসলো। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লো।

কাটার ঘুরে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তুমি এখানে থাকো। আমি আমাদের ছেলেকে ওখান থেকে নিয়ে আসছি।"

কেন্ডাল দেখলেন বিশালাকার কালো একটা দেহ খালি জায়গাটির সীমানায় হাঁটছে। আগে সামান্য সময়ের জন্য দেখা জন্তুটিকে তিনি চিনতে পেরেছেন। মনে পড়ছে এর নখর আর কালো লোমশ দেহ।

মেগাথেরিয়াম।

শেষ বরফ যুগের একটা জন্তু।

কেন্ডাল অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জোরে বললেন, "দেখো!"

কাটার সামনে এগিয়ে এসে মনিটরের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হয়ে পড়লেন।

ইতোমধ্যেই আরো অনেকগুলো ছায়ামূর্তি চারদিকে চলে এসেছে।

কেন্ডাল বললেন, "তুমি কখনই সময় মতো সেখানে পৌছাতে পারবে না। তবে জেনার দিকে তাকাও। সে কি করছে দেখো।"

দুপুর ১:৪৯

জেনা ক্যামেরার দিকে মুখ করে তাকালো। উঁচু একটা গাছে লাগানো ক্যামেরাটি খালি জায়গাটির দিকে মুখ করা। জেনা আগেই জানতো যে তাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ভাগ্য ভালো যে ছেলেটা জানে ক্যামেরাটা ঠিক কোথায়। সে লেন্সের দিকে গলা বাড়িয়ে একহাত দিয়ে খাঁচার দিকে দেখালো। তারপর গলা কাটার ভঙ্গি করলো।

ইলেকট্রিসিটি অফ করে দাও।

তখনই ছেলেটা তাকে বললো, "বাতি সবুজ হয়ে গেছে।"

হলো শেষমেশ।

তারা আবার খাঁচার কাছে চলে গেলো। তাদের হাতে দুটি অপশন আছে। খাঁচার ভেতরে ঢুকে পড়া এবং শিকগুলো আবার বিদ্যুতায়িত হবে সে আশা করা অথবা ছেলেটার সাথে আগের দেখানো পথে উপরে চলে যাওয়া।

সে মেগাথেরিয়ামের দিকে তাকালো। জন্তুটা খোলা জায়গায় অর্ধেক ঢুকে পড়েছে। সে বারো ফুট লম্বা জন্তুটার নখরের দিকে তাকালো। প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা। তার মনে হলো পাতলা স্টিলের শিকগুলোর ভেতরে থাকাটা ঝুঁকির হয়ে যায়। বিদ্যুতায়িত হলেও।

আরও ব্যাপার হচ্ছে তাদের আশেপাশে এখন শুধু শ্লথ না, অনেক কিছুই চলে এসেছে।

জেনা খাঁচার উপরের দিকে নির্দেশ করে বললো, "তুমি উপরে যাও।"

জরি তার কাছে লাঠিটি দিয়ে বানরের মতো শিকগুলো বেয়ে উঠে পড়লো। জেনা আবার তাকে লাঠিটি দিয়ে দিলো। এবার তার উঠার পালা। সে খাঁচাটি ধরে প্রথম শিকের মাঝে পা রাখলো। তখনই একটা শ্লথ অন্যদিক থেকে বেরিয়ে এলো সামনে। এগিয়ে আসতে থাকলো তার দিকে।

সে তার ভুলটা বুঝতে পারলো।

আসলে জন্তুগুলো আগে ভয়ে পিছিয়ে থাকে নি।

এগুলো অপেক্ষা করছিলো কখন লাঠিটি দূরে চলে যাবে। যতক্ষণ বালকটি উপরে আছে ততক্ষণ তাদের শকের কোন ভয় নেই।

"জরি! লাফ দাও!"

শ্লথটি এসে পৌঁছানোর এক সেকেন্ড আগে জেনা খাঁচার দরজাটি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। উপরে জরি লাফ দিয়ে একটা ডাল ধরে উল্টো হয়ে ঝুঁকে পড়লো।

তার পায়ের নিচে শ্লথটি খাঁচার আবরণে আঘাত করলো। তিনটি খাঁচাই দুলে উঠে একপাশে কাত হয়ে গেলো। খাঁচাটি যদি দরজার দিকে উপুড় হয়ে পড়ে যায় তাহলে জেনা ভেতরে আটকা পড়ে যাবে।

"জেনা!"

জরি লাঠিটি তার দিকে ছুড়ে দিলো। কিন্তু সেটি শিকের ভেতর না গিয়ে আড়াআড়িভাবে বাড়ি খেয়ে আবরণের ঢালু দিকে গড়িয়ে গেলো। গিয়ে ঠেকলো শ্লথের দুপায়ের মাঝে। জেনা সেটার জন্য এগিয়ে গেলো। হাতল ধরে শকের দিকটা দিয়ে জন্তুটার বগলের দিকে জোরে আঘাত করলো। সেখানে লোম কম বলেই মনে হয় কাজ হলো।

মেগাথেরিয়াম দূরে সরে গেলো। খাঁচাটি আবার আগের জায়গায় নেমে আসলো। জেনা দরজা খুলে বেরিয়ে আসলো। লাঠিটি সামনে ধরে রাখলো। অপরদিকের শ্লথটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পিছু হটে গেলো। সে জানে সেগুলো আবার আসবে।

সে প্রাপ্ত সময়টাকে কাজে লাগিয়ে খাঁচা বেয়ে উপরে উঠে পড়লো। চলে আসলো জরির সাথে গাছে।

জরি বললো, "আসো আমার সাথে। সাবধানে।"

জরি যে পথে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা দূরের এই লেভেলের গেটের দিকে। তার ধারণা গেট পেরোনোর কোন পথ জরির জানা আছে।

জেনা চিন্তা করলো –তারপর কি? তবুও তো আমি এই উঁচু জায়গাটাতে আটকা পড়ে থাকবো...আর একটা ভাইরাস তিলে তিলে আমার স্মৃতি-চেতনা ধ্বংস করে দেবে।

সে এই চিন্তাগুলো সরিয়ে রাখলো। একটা সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামানো যাক। তার মন এটুকুই করতে পারবে।

তারা নানাভাবে নানাদিকে পথ পরিবর্তন করতে থাকলো। এগিয়ে গেলো আরও বিশ ইয়ার্ড। জেনা তার বামদিকে মিউ মিউ ধরণের শব্দ শুনতে পেলো। শোকার্ত শব্দ শুনে সে এগিয়ে যেতে চাইলো।

জরি বললো, "না। খুব বেশি বিপজ্জনক।"

জেনা তার কথা মানতে চাইলেও দেখলো শব্দটি খুব কাছাকাছি হচ্ছে। একেবারে পাশের গাছে। সে মেহগনি গাছটির দিকে গিয়ে সামনে থেকে পাতাযুক্ত ডালগুলো সরিয়ে দিলো।

কান্নার মতো শব্দের উৎসটি খুঁজে পেতে তার অনেক সময় লাগলো। লতাজাতীয় কিছুর একটা গুচ্ছ কাছের একটা খালি জায়গায় ডাল থেকে ঝুলে আছে। সামান্য

একটু নড়াচাড়ায় তার নজর সেদিকে চলে গেলো। লোমশ একটা অবয়ব। খুব ছোট একটা বাচ্চার সমান আকার। মনে হচ্ছে ইশারা করছে। মিনতি করছে। একজোড়া বড়শির মতো নখর খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। সে সেই হাতটি অনুসরণ করে নিচে দেখলো ভালুকের বাচ্চার সমান আরো একটি অবয়ব। লতাগুলোর মধ্যে আটকা পড়ে আছে। অবয়বটি নড়ে উঠলো। সেই সাথে লতাগুলো আরো শক্ত হয়ে পেঁচিয়ে ফেললো। ছোট জন্তুটি আবারও একটা কান্নার মতো শব্দ করলো।

তার মনটা কেমন করে উঠলো।

জরি তার হাত ধরে টান দিয়ে বললো, "ল অফ দ্য জঙ্গল।"

সে এগিয়ে যেতে থাকলো। তাকে তার সাথে নিয়ে।

জেনা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমাকে সাহায্য করেছো কেন? আমার জন্য জঙ্গলের নিয়ম কেন ভাঙলে?"

জরি থেমে তার দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি সুন্দর। জঙ্গলের নিয়ম..." তারপর কাঁধ ঝাকিয়ে বললো, "তোমার জন্য নয়।"

জ্ঞানীর মতো কথাগুলো বলে সে আবার এগিয়ে যাওয়া শুরু করলো।

দুপুর ১:৫৫

কাটার পড়িমড়ি করে সিঙ্কহোলের ঢাকনা খুলে দুজন সশস্ত্র লোক নিয়ে ঢুকে পড়লেন। তিনি রেডিওতে দুটি কার্ট নিয়ে আসার জন্য বলে দিয়েছেন। একটাতে আরও চারজন সশস্ত্র ম্যাকাক্সি। তাদের একজন তার শালা।

তারা দ্রুত কার্টে উঠে চলতে শুরু করলো। প্রতিটি লেভেলে ঢোকার মুখে গেট পুরোপুরি খোলার জন্য অপেক্ষাও করছে না। ঠেলেঠুলে চলে যাচ্ছে।

কাটার গভির বনের দিকে তার ছেলের চলে যাবার দৃশ্য ভুলতে পারছেন না। তারা যতো গভিরে যাবে ফিরে আসার সম্ভাবনা ততই ক্ষীণ। আমার তৈরি করা জীবগুলোর প্রতি তার কৌতুহল বাড়িয়ে দিয়ে আমি করলাম কি?

সে জানে গর্বের কারণেই সে এমনটা করেছে। জরির চেহারায় ভয় আর শ্রদ্ধা মিশ্রিত একটা ভাব দেখার জন্য। আর এটাই তাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তার কঠোর আর ঝুঁকিপূর্ণ এই কাজ চালিয়ে যাবার। তার একজনই শ্রোতা ছিলো। আর সেটা যথেষ্টও। কারণ সেই শ্রোতা ছিলো জরি।

শেষমেশ তারা একদম শেষের গেটে পৌছে গেলো। একপাশে তাদের কার্ট পার্ক করলো। কাটার বের হতে হতে বললেন, "গেট খোলা থাকবে। যদি জরি আহত হয় তাহলে এক সেকেন্ডও যেন দাঁড়াতে না হয়।"

সে একজন ড্রাইভারকে রেখে গেলো কার্ট ও গেইজ পাহারা দেবার জন্য। পুরো দল নিয়ে এগিয়ে গেলেন কাটার।

ভয়ঙ্কর জায়গাটার কোন তোয়াক্কা না করেই কাটার চিৎকার করে বললেন, "জরি! কোথায় তুমি?"

দুপুর ১:৫৬

কেন্ডাল তার বায়োসেইফটি স্যুটের শেষ জিপারটি লাগাতে লাগাতে বিএসএল ফোর ল্যাবে ঢুকে পড়লেন। যাবার কাটার তাকে কঠিণভাবে বলে গেছে তিনি যেন শেলের মধ্যে সেই বিধ্বংসি কোডটি ঢোকানোর প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। আরো ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে, কাটার বলে গেছে সন্ধ্যা হবার আগেই ভলিটক্সের রক্তের নমুনা চলে আসবে।

কেন্ডাল কোন কথাই বলেন নি। তিনি নিজেও চাচ্ছিলেন এই ল্যাবে ঢুকতে। তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে ম্যাটিও আর আশুকে দেখলেন। উভয়েই মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। কথা বলছে নিচু গলায়। ভাই-বোন একে অপরকে সান্তনা দিচ্ছে।

কেন্ডালের খারাপ লাগছে এই ভেবে যে তাকে হয়তো এদেরকে মেরে ফেলতে হবে। তাকে যেকোন মূল্যে একটা ফোনের নাগাল পেতে হবে। বাইরের পৃথিবীকে জানাতে হবে ক্যালিফোর্নিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সংক্রমণটি থামানোর উপায়। একটা উপযুক্ত ম্যাগনেটিক ফ্রিকুয়েন্সি যেটা তার তৈরি করা অর্গানিজমটিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে একেবারে জেনেটিক লেভেলে।

বালকের সৃষ্ট এই গোলযোগ তাকে একটা মোক্ষম সুযোগ করে দিয়েছে।

কেন্ডাল তার পকেটে হাত দিলেন। যেখানে তিনি জিনিসটা লুকিয়ে রেখেছেন। এটা তিনি টেবিলের উপর থেকে লুকিয়েছেন যখন সবাই অন্যদিকে ব্যস্ত ছিলো। তিনি একেবারে শেষে রাখা রেফ্রিজারেটরের দিকে চলে গেলেন। খুলে ওষুধের সারিগুলো খুঁজতে লাগলেন। ঠিকমতো সাজানো ও নামকরণ করে রাখার জন্য তিনি কাটারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন। যা খুঁজছিলেন তা সহজেই পেয়ে গেলেন। তিনি ডজনখানেক ওষুধ পকেটে পুরে নিলেন।

মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলেন ম্যাটিও ব্যস্ত কিনা।

আর এক বা দুই মিনিট।

কেন্ডাল লম্বা লম্বা পা ফেলে এমআরআই রুমে ঢুকে গেলেন। Magnetic resonance imaging।

ম্যাগনেটিজমই পৃথিবীকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়। সেই সাথে কাটারের পতনেরও।

তিনি টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছেন। সেখানে চারপাশে বড় বড় চুম্বক লাগানো। সামান্যতম অসাবধানতায় বা পরিপূর্ণ ট্রেনিং না থাকলে সেগুলো যেকোন ধরণের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। আহত হওয়া, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হওয়ার ঘটনা আছে ভুল চালনার কারণে। কিন্তু সেগুলো আরেকটা করণেও বিপজ্জনক।

তিনি এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দেয়ালে আটকানো ঠান্ডা বাক্সটি নিয়ে ঢাকনা খুললেন। এমআরআইয়ের চুম্বকগুলোকে তরল হিলিয়াম দিয়ে ঠান্ডা করা হয়। জরুরি কোন মুহূর্তে দ্রুত হিলিয়াম ঢেলে চুম্বকের পাওয়ার কমানো হয়। কিন্তু বদ্ধ জায়গায় একাজটা খুবই বিপজ্জনক। যেমনটা এই বিএসএল ফোর ল্যাবে।

কেন্ডাল এমআরআই রুম থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন। ম্যাটিও এখন একা। তার দিকে পেছন ফিরে আছে। মনে হচ্ছে আশু চলে গেছে।

কেন্ডাল বাটনটি প্রেস করে দ্রুত দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তার পেছনে বিশাল এক বিস্ফোরণের শব্দ হলো। প্রচন্ড বল বাইরের দিকে ধাক্কা দিলো যখন তরল হিলিয়াম আটশগুণ প্রসারিত হলো। দ্রুত প্রসারণের কারণেই রুমের অক্সিজেন বাইরের দিকে ধাক্কা দিলো প্রচন্ড বেগে। মেইন ল্যাবের জানালা ভেঙে ম্যাটিওর মুখে গিয়ে পড়লো। একটুকরো চুম্বক দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে পাশের রুমের একসারি অক্সিজেন ট্যাঙ্কে আঘাত করলো। সেগুলো বিস্ফোরিত হয়ে একটা স্পার্ক থেকে আগুন ধরে ফায়ারবলের মতো গড়িয়ে যেতে লাগলো।

বিস্ফোরণের মাত্রা তার ধারণার চেয়ে অনেক বেশিই হলো।

তিনি দ্রুত বেরোনোর পথের দিকে ছুটে গেলেন। এয়ার লক ব্যবহার না করে অবজারভেশন উইন্ডো দিয়ে বেরোনোই সমীচিন মনে করলেন।

মনে হয় আমি ইতোমধ্যেই এখানকার কন্টেইনমেন্ট ভেঙে ফেলেছি।

তিনি দেখলেন ম্যাটিও কুঁকড়ে মেঝের উপর পড়ে আছে। তার মুখ ঝলসে গেছে ফায়ারবলে, চুলের উপরের অংশ পুড়ে গেছে। ফোনের জন্য কেন্ডালকে তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হলো।

কিছু একটা তার পা আঁকড়ে ধরলো।

নিচে তাকিয়ে দেখলেন তার গোড়ালিতে হাতের আঙুল দিয়ে শক্ত করে ধরা।

ম্যাটিও উপরের দিকে ঝুঁকে আছে, কালো মাংসের মধ্যে দিয়ে তার চোখদুটো জ্বলছে।

কেন্ডাল পা ছাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ম্যাটিও ভাঙা একটা গ্লাস সিলিন্ডার তুলে তার দিকে ছুড়ে দিলো।

অধ্যায় ৩০

৩০ শে এপ্রিল, বিকাল ৫.৪৭ জিএমটি
কুইন মড ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা

"মনে হয় সামনেই এদের আস্তানা," ক্রাইস্টচার্চ বললো, তার ডিএসআর রাইফেলের আইআর বিম নদীর তীরের দিকে তাক করা।

ডিলান সবাইকে থামতে বলে আশপাশটা নাইটভিশন বাইনোকুলার দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলো। বিশ ইয়ার্ড সামনে, পানির প্রধান স্রোত থেকে বাঁধ দিয়ে আলাদা করা একটা ডোবার মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একদল বিভারের কাজ।

শুধু মাত্র এই বাঁধটা তৈরি করা হয়েছে হাড়গোড় দিয়ে।

খুলি, পাঁজরের হাড় আর অন্যান্য অংশের সাথে রয়েছে মাটির প্রলেপ, উচ্চতায় প্রায় কোমর সমান একটা বাঁক তৈরি করেছে। ওই বধ্যভূমিতে অজস্র ধূসর, মাংসালো স্লাগ কিলবিল করছে। আকারে এরা বৃদ্ধাঙ্গুলির সমান থেকে শুরু করে কনুই পর্যন্ত। ভাসমান শৈবাল আর শেওলায় করে কিছু স্লাগ আবার পাশের তীরের দিকে যাচ্ছে।

বয়স্ক নিম্ফ বা জলপরি–এদেরকে এখন আদর করে এই নামেই ডাকা হচ্ছে–একটা দল পাথুরে তীরে ভর করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ডোবার চারপাশটা, ডুব দিয়ে আবার পানির নিচে হারিয়ে যাচ্ছে।

ডিলান আতঙ্কে কেঁপে উঠলো।

প্রায় মিনিটখানেক আগের সনিক ব্লাস্টের কারণে স্পষ্টতই প্রাণীগুলো এখনো উত্তেজিত হয়ে আছে। যদিও এই টানেলটা এলআরএডি'র পেছনে, তবুও যে কোনভাবে প্রতিধ্বনিত আর আরো বিবর্ধিত হয়ে তা এই পথেই ফিরে আসছে। লো ফ্রিকুয়েন্সির ইনফ্রাসনিকের কারণে অনুভূতি হচ্ছে শিরশিরানির ডিলানের গায়ে, অনেকটা নখ দিয়ে চকবোর্ডে আঁচড় কাটার মতো।

আমরা আরো দশ ইয়ার্ডের মতো সামনে এগোবো তারপর এলআরএডি সেট করবো। ডিলান নির্দেশ দিলো।

"এতো কাছে?" রাইলি জিজ্ঞেস করলো।

সাধারণত তার নির্দেশের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে ডিলান তা সহ্য করে না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এই ছেলেটিকেও দোষ দেয়া যায় না। ডিলান এই প্রাণীগুলোকে তীব্র ঘৃণা করে। প্রাণীগুলো খুবই জঘন্য।

কিন্তু এরকম কিছুরই তার এখন প্রয়োজন ছিলো।

"চলো সবাই," সে আবার নির্দেশ দিলো।

সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে তারা এগিয়ে চললো। ওই প্রাণীগুলো সাধারণত দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে থাকে। এদের একটা আস্তানায় হাত দেয়া মানে হলো ভীমরুলের চাকে ঢিল দেয়া। কোন হুমকির বিপরীতে এদের পুরো বাহিনী লড়াই শুরু করে দেয়, বিজ্ঞানীরা একে বয়েল আউট বলে থাকেন। এটা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বলা যায়, একদল প্রাণী মাংসাশি যেগুলো কিনা বিস্ফোরণের মতো অবস্থায় আছে আর এগুলো বাতাসে একলাফে নিমিষেই দশ ইয়ার্ড পার হয়ে যেতে পারে।

রাইলির দুশ্চিন্তা সে বুঝতে পারছে।

তবুও ডিলান একজন দক্ষ শিকারি। সে নিজে নেতৃত্ব দিয়ে নিরবে এগিয়ে চলছে। অবশেষে সে মুষ্ঠি উপরে তুলে ক্রাইস্টচার্চ আর রাইলিকে তার ডানে গিয়ে বহনযোগ্য এলআরএডি'টি প্রস্তুত রাখার ঈঙ্গিত করলো।

বেশ অভিজ্ঞ একটা দলের মতোই তারা কাজ করছে। ক্রাইস্টচার্চ ডিশটা উপরে তুলছে আর রাইলি পাওয়ার ক্যাবল লাগাচ্ছিলো। এই কাজ শেষ হবার পর রাইলি হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে ব্যাটারি প্যাকটা নিয়ে আসলো।

ডিলান আস্তানার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচু করে সায় দিলো আক্রমণের জন্য।

রাইলি সুইচ চাপলো। এলআরএডি'তে এক সেকেন্ডের জন্য গুঞ্জন উঠে প্রেতের কান্নার মতো তীক্ষ্ণ শব্দ ছড়িয়ে পড়লো ওই প্রানিগুলোর আস্তানার দিকে। মুহূর্তেই প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। একেবারে বয়েল-আউট হবার মতো নাটকিয় কিছু না হলেও, যা হলো সেটাও দেখার মতো ছিলো। অজস্র ধূসর বর্ণের প্রাণী কিলবিলিয়ে তাদের আস্তানা থেকে বের হয়ে নদীতে চলে যেতে লাগলো। ডোবার মধ্যে কিংবা তীরে যেগুলো ছিলো সেগুলোও তাদের জ্ঞাতি ভাইদের অনুসরণ করলো। দেখে মনে হচ্ছে লিফ ব্লোয়ার দিয়ে সেগুলোকে কেউ উড়িয়ে দিয়েছে।

ডিলান তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করে আক্রমণ বন্ধের ইঙ্গিত করলো।

রাইলি ব্যাটারি বন্ধ করে দিলে, ক্রাইস্টচার্চও ডিশটা নিচু করে দিলো।

ডিলান তাড়াতাড়ি করে ডোবার দিকে এগিয়ে গেলো, ওই আস্তানার দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে এই চিন্তায় এখনো তার মেরুদন্ডে শীতল স্রোত বয়ে চলছে। সে ডোবাটি পরীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু যা সে খুঁজছে তা পাওয়া গেলো ওই হাড়ের স্তুপের কিনারায়।

একটা নাদুস নুদুস স্লাগ আক্রমণের কারণে নেতিয়ে পড়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।

ডিলান গ্লাভস পরিহিত হাতে সেটাকে তুলে আনলো। এর বৃত্তাকার তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতগুলো থেকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হয়েছে। সে জানে এর মুখের গ্ল্যান্ডে মাংস পুড়িয়ে মতো তীব্র এসিড রয়েছে যা অনায়াসে তার গ্লাভস ভেদ করে হাতের চামড়ায় পৌঁছে যাবে, তাই সে উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছে প্রাণীটাকে।

টোপটা হাতে নিয়ে ডিলান দ্রুত নদীর তীরে ছুটে গেলো। স্লাগটি ততোক্ষণে

ধীরে ধীরে তার হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছে। উপাঙ্গের মতো কিছু একটা বেরিয়ে আসছে তার মাংসল অংশ থেকে।

প্রাণীটা নড়াচড়া শুরু করলে ডিলান তার ছোরা বের করে সেটার পেট চিরে ফেললো।

কালো রক্ত নদীর পানিতে মিশে যাচ্ছে।

স্লাগটা নড়াচড়া বন্ধ করার পর ডিলান নদীর তীরে সেটাকে রেখে দিলো, পানির কাছাকাছি। খানিকটা নিচু হয়ে সেটার মাঝ বরাবর একটা মাছ ধরার সুতা বেঁধে দিলো। তারপর দ্রুত দশ কদম পিছিয়ে এলো সে।

জায়গায় ফিরে আসার পর, ডিলান তার সঙ্গিদের তার ডান দিকে সরে এসে এলআরএডি'টি হাড়ের স্তুপের দিকে তাক করে রাখতে বললো। এই অপেক্ষা করার সময়টুকুতে সে চাচ্ছে না বাকি নিম্ফগুলো তাদের আস্তানায় সদলবলে ফিরে আসুক। কিন্তু তার এখনকার শিকারের উপর এই সনিক ডিসচার্জ নিম্ফদের মতো কাজ করে না।

সে এক হাটুতে ভর করে, তার কাঁধ থেকে অ্যাসল্ট রাইফেলটা তার পায়ের পাতার উপর রাখলো। অবশ্য এই শিকারের জন্য তার অন্য একটা অস্ত্র পছন্দ।

হোলস্টার থেকে ডিলান হাওড়া পিস্তলটা বের করে আনলো। ইতোমধ্যেই সে এর ডাবল ব্যারেলের প্রতিটাতেই .৫৫৭ কার্টিজ ভরে নিয়েছে। যদিও এই অস্ত্রটি প্রায় শতাধিক বছর আগের তবুও এটাকে সে এখনো কার্যক্ষম রাখতে সক্ষম হয়েছে। তার পূর্ব পুরুষেরা গন্ডার আর বাঘ শিকার করতে এর ব্যবহার করতো। তার যত্ন-আত্তিতে মনে হয় পিস্তলটা আরো শ'খানেক বছর বেঁচে থাকবে।

কিন্তু এখানে সে যা শিকার করছে সেটা বাঘ সিংহের মতো ততোটা নিরীহ কিছু নয়।

প্রত্যাশিত সময়ের পূর্বেই তার শিকার চলে এসেছে। তীরের দিকে এগোতে থাকা পানিতে কেবলমাত্র একটা ভি শেইপের আন্দোলন ছাড়া আর কোন সতর্কবার্তাও সে পায়নি। তারপর স্ফুলিঙ্গ ছড়ানো গ্লোবের মতো কিছু একটা তার মাংসল দেহে ভর করে নদীর পানিতে ভেসে উঠতে দেখা গেলো। ওই বিষাক্ত গোলকটা উজ্জ্বল নীল, তড়িৎ সবুজ, রক্তের মতো লাল বিভিন্ন রঙের দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

বোঝাই যাচ্ছে এটা কিভাবে অন্য প্রাণীদের আকর্ষণ করে ফাঁদে ফেলে, কিন্তু ডিলান সে ফাঁদে পা দিলো না। বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ট্রিগার চাপলো।

তারা পাথুরে বেলা ভূমি তন্নতন্ন করে স্লাগটির মৃতদেহ খুঁজছে। ওই নিম্ফগুলো ছিলো এই Volitox ignis-এর ছেলেপিলে। তারা ছিলো সত্যিকারের দানব হয়ে উঠার পূর্ববর্তি অবস্থায়। অর্বটা নিম্ফের নেতিয়ে পড়া দেহের পাশেই রয়েছে। কিন্তু এর ছোঁয়ায় নিম্ফের আর নতুন করে কোন ক্ষতি হয়নি। ভলিটক্স রাণী তার এসিডিক বিষ নিয়ন্ত্রণে বেশ ভালোই দক্ষ দেখা যাচ্ছে। এই প্রাণী সম্পর্কে বেশ অপ্রতুল কিন্তু

নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু গবেষকরা এদের প্রবল মাতৃত্ববোধের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন।

ডিলান এখন সেই প্রবল মাতৃত্ব বোধেরই সুবিধা নিচ্ছে।

একটা হাত নিচু করে সে ফিশিং লাইনটা টান দিয়ে নিক্ষের দেহটাকে রাণীর কাছ থেকে দূরে খানিকটা, তীরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে এলো। সে ভলিটক্সটাকে আরো কাছে নিয়ে আসতে চাচ্ছে, সেটা যেন বিশ্বাস করে নিক্ষটা এখনো জীবিত আছে।

প্রোবটাও নিক্ষের দেহটাকে অনুসরণ করছে। কিন্তু অবশেষে রাণীকে তার দেহ পানি থেকে বাইরে নিয়ে আসতেই হলো তার অনুসরণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

সময় ঘনিয়ে এসেছে।

রাণীর মাথা পুরোপুরি পানির উপরে উঠে আসায় তার আকৃতিরও অনুমান পাওয়া গেলো। এর টর্পেডো আকৃতির দেহটা আয়তনে একটা অরকা তিমির মতো কিন্তু এর মুখটা গোলাকার কিছুটা লাম্প্রি ঈলের মতো দেখতে। এর মুখের গহ্বরে একেবারে পাকস্থলি পর্যন্ত আছে অসংখ্য দাঁত।

ডিলান এবার ফিশিং লাইনটা ছেড়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলো। সে রাণীর দেহের এমন একটা স্থানকে লক্ষ্য হিসেবে বেঁছে নিয়েছে যেখানে তার জানা মতে স্নায়ু কেন্দ্র অবস্থিত আর সেগুলো মস্তিষ্কে গিয়ে মিলেছে।

একটা শটেই আর দফারফা হবার কথা।

আর যদি সে লক্ষ্য ভ্রষ্টও হয় তাহলে আগ্নেয়াস্ত্রের তার আরেকটা ব্যারেলে আরেক রাউন্ড গুলি মজুদ আছে।

আমার কখনোই দুটোর বেশি শটের দরকার হয়নি।

সে ট্রিগার চাপলো।

আশ্চর্যজনকভাবে মৃদু ধাক্কার মতো লাগলো আর তার হাওড়া বিস্ফোরিত হলো। লক্ষ্যভ্রষ্ট শট পাথুরে তীরে খানিকটা দ্যুতি ছড়িয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

তারপর টানেলে আরো গুলির শব্দ আর ছাড়া ছাড়াভাবে মেশিনগানের গুলির শব্দও পাওয়া গেলো।

হচ্ছেটা কি?

সন্ধ্যা ৫.৫২

ক্যাটের ক্যাবে গাদাগাদি অবস্থা, গ্রে শটগানের গুলিতে আরেকজনকে ফেলে দিলো। শটগানটা ফেলে দিয়ে এবার সে পাশের সিট থেকে হেকলার অ্যান্ড কোচের অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে নিলো।

আগ্নেয়াস্ত্রে ভর্তি শত্রুর একটা ভেহিকল দখল নেয়ার যে আনন্দ তার সাথে আর কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

কিন্তু তারা যে একেবারে খালি হাতে এসেছিলো তা নয়, তাদেরও নিজস্ব কিছু ফায়ার পাওয়ার ছিলো।

কোয়ালস্কি ক্যাবের বাইরে, ক্যাটের ট্রেড বেল্টের উপর হামাগুড়ি দেয়া অবস্থায় আছে। ড্রাইভারের খোলা দরজাটা তাকে রক্ষা করছে। দরজার প্রান্ত ভাগে সে তার মেশিন গানটা রেখেছে।

তাদের বাহনের চারপাশে লাশের সংখ্যা বাড়ছে।

এখন পর্যন্ত সাত জনে দাঁড়িয়েছে।

বাকি দুই সৈন্য টানেল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা বাদ দিয়ে একত্রে ক্যাটে আক্রমণ চালালো। তারপর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

গ্রে কয়েকটা গুলি ছুড়লো তাদের লক্ষ্য করে কিন্তু ততোক্ষণে তারা আয়ত্ত্বের বাইরে চলে গেছে।

"এখন কি করবে?" কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করলো।

গ্রে গুহার দিকে তাকিয়ে আছে। "দূর্গ পাহারা দাও," সে বললো, অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া জুটি যে তাদের হারানো বেইস উদ্ধারে ফিরে আসবে না এমনটি বিশ্বাস করা কঠিন। "আমি রাইটের পিছু নিচ্ছি।"

কোয়ালস্কি মেশিনগান তুলে নিয়ে মাটিতে নেমে আসলো। সে বড় ক্যাটটির দিকে তার অস্ত্র তাক করে রেখেছে। "এবার বাহন পরিবর্তনের পালা। যদি আমরা এখনো ব্যাক ডোরে পৌঁছাতে চাই তাহলে নদীটা পার হতে হবে।"

বুদ্ধিটা বেশ ভালো। ব্রিজে থাকতে সে একজন কমান্ডারের উদ্বিগ্ন কথা শুনেছিলো যে ছোট ক্যাট দিয়ে কিভাবে এই স্রোতস্বিনী নদী পার হবে। বড় একটা যানের তাও কিছুটা সম্ভাবনা আছে।

"খেয়াল রেখো।" গ্রে বললো।

"তুমি তোমার খেয়াল রেখো।" কোয়ালস্কি কলিসিয়াম থেকে বের হয়ে আসা টানেলের দিকে চেয়ে আছে। "ওই ব্যাটাদের একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অন্তত দ্বিতীয়বার তো নয়ই। বিশেষ করে রাইটকে।"

গ্রে তার কান থেকে প্লাগ বের করতে করতে নিরবে সম্মতি জানালো।

বুদ্ধিটা দারুণ কাজ করেছে। পূর্বে সে এখানকার ক্যাম্পটা দেখার পর সে তার ডিএসআর রাইফেলের ডাইরেকশনাল মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করেছিলো আড়ি পেতে সৈন্যদের কথা বার্তা শোনার জন্য। সে শুনেছে রাইট যেন কার সাথে রেডিওতে কথা বলছে।। সে শুধু কমান্ডোর কথাগুলোই শুনেছে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেছে যে রাইট কোন নতুন নির্দেশ পেয়েছে। সে তার লোকজন নিয়ে চলে যাবার আগেই কিছু একটা সংগ্রহ করতে হবে তাকে।

সেটা যাই হোক না কেন, গ্রে তাকে থামাতে চেয়েছিলো।

তাছাড়া সে পথিমধ্যেই শুনেছে শত্রুরা ক্যাটের বিরুদ্ধে এলআরএডি ব্যবহার

করে সেটা দখল নেয়ার পরিকল্পনা করছিলো। সে আর কোয়ালস্কি প্লাগ আর নয়েজ ড্যাম্পেনিং ইয়ারফোন খুঁজে পেয়েছিলো তাদের বাহনে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। এখানে অনেক ক্যাট এসেছে এলআরএডিতে সজ্জিত হয়ে, তাই এ ধরনের সুরক্ষা এদের অনুষঙ্গ বলা চলে।

সিটের উপর অক্ষমের মতো ঢলে পড়ার অভিনয় করা আসলে তেমন কঠিন কিছু ছিলো না কারণ নয়েজ সাপ্রেশান গিয়ার থাকা সত্ত্বেও সনিক অ্যাসল্ট তীব্রতর হচ্ছিলো। তাদের শত্রুদের অপ্রস্তুত করে দিতে এই কৌশল চমৎকার কাজ করেছে। যখন এক্স-ব্রিটিশ আর্মি কাছাকাছি এসে গিয়েছিলো, তাদের বিজয়ের হাসি শোনা যাচ্ছিলো। গ্রে আর কোয়ালস্কি ক্যাটের উভয় দিক থেকে আক্রমণ করে রীতিমতো হতভম্ব করে দিয়েছে।

কিন্তু তাদের কৌশলের এখানেই সমাপ্তি।

রাইট নিশ্চয়ই ফায়ারফাইট শুনেছে আর তার জন্য হয়তো অপেক্ষা করছে।

তবে তাই হোক।

যখন সে টানেলে ঢুকছিলো, তার দৃষ্টি ছিলো দূরে ডানে যেখানকার দেয়ালে তারার মতো কিছু একটা মিটিমিটি জ্বলছিলো। জেসন আর অন্যান্যদের এতোক্ষণে ব্যাক ডোরে পৌঁছে যাওয়ার কথা। গ্রে এতোক্ষণে ওই বাঙ্কার বাস্টারগুলো থেকে মাটি কাঁপানো বিস্ফোরণ আশা করছে।

কিন্তু কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

তাদের এতো দেরি হচ্ছে কেন?

সন্ধ্যা ৫.৫৩

জেসন শেষ ধাপ নেমেই অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকা ছোট্ট বস্তুটির দিকে ছুট লাগালো। অন্ধকারের মধ্যে যতটুকু জোরে সম্ভব সে ছুটছে, কাছাকাছি এসে দু'বার পড়েও গেছে। কিন্তু এখন দেরি করার কোন সুযোগ আর নেই।

ময়লা-আবর্জনা আর মসের মধ্য দিয়েই সে দৌড়াচ্ছে প্রফেসর হ্যারিংটনের দেহের দিকে। লোকটি সোজা হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, তার চোখ দুটো খোলা আর যেন চকচক করছে।

ওহ, গড!

জেসন কাদার মধ্যেই হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো। সে প্রফেসরের কাঁধে হাত দিয়ে অন্য হাতে চোখ দুটি বন্ধ করে দিলো।

আমি দুঃখিত।

তখনি চোখের পাতা যেন খানিকটা কেঁপে উঠলো। নাকের বাঁ ছিদ্র দিয়ে রক্তের একটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো।

তিনি এখনো জীবিত!

কিন্তু জেসন জানে তিনি আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না। তার ঘাড়ের দিকের হাড় দেখে সারভিকাল ফ্রাকচার বলেই মনে হচ্ছে।

"প্রফেসর..."

তার বিবর্ণ ঠোঁট নড়ে উঠলো কিন্তু কোন শব্দ শোনা গেলো না।

তার এই শেষ সময়ে কিছু জানতে চাওয়াটা চরম নিষ্ঠুরতারই মতোই মনে হলো জেসনের কাছে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে জানতে না চেয়েও উপায় নেই। সে আরো খানিকটা ঝুঁকে গেলো।

"প্রফেসর কোডটা আমাদের খুবই প্রয়োজন। আপনি কি কথা বলতে পারবেন?"

হ্যারিংটন জেসনের দিকে তাকালেন। তার চোখে ভয়। কিন্তু সে ভয় তার নিজের জন্য নয়। তার দৃষ্টি ওই দূরে সাবস্টেশনে তার কন্যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"বুঝেছি," জেসন বললো। "আপনি চিন্তা করবেন না স্টেলা নিরাপদভাবেই উপরে পৌঁছেছে।"

যদিও সে নিশ্চিত নয় স্টেলার ব্যাপারে, তবুও এই পরিস্থিতিতে একটা মিথ্যা যদি কিছুটা যন্ত্রনা লাঘব করে তাতে মনে হয় খুব একটা বড় পাপ হবে না।

তার এই কথায় প্রফেসরের উত্তেজনা খানিকটা কমে এলো। তার দেহ নেতিয়ে পড়লো মসের বিছানায়। এই মসের কার্পেটের জন্যই মনে হয় তিনি এখনো বেঁচে আছেন।

"কোডটা প্রফেসর।" জেসন এখন মরিয়া।

একটু মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কোন সাড়া পাওয়া গেলো না, সেটাও বোঝা গেলো কারণ হ্যারিংটনের গালে জেসনের একটা হাত ছিলো। জেসন তাকে কথা বলাতে চাচ্ছিলো কিন্তু হ্যারিংটনের দৃষ্টি ওই দূরের স্টেশনের মিটিমিটি আলোর দিকে নিবদ্ধ, যেখানে, তার বিশ্বাস, তার মেয়ে নিরাপদে আছে।

অবশেষে হ্যারিংটন একটা নিঃশ্বাস নিলেন যা দীর্ঘশ্বাসের মতোই শোনালো। তিনি চলে গেলেন আর সাথে করে কোডের রহস্যও নিয়ে গেলেন।

জেসন ভেঙে পড়া মানুষের মতো উঠে দাঁড়ালো।

আমার আর কিছুই করার নেই...

অধ্যায় ৩১

৩০ শে এপ্রিল, বেলা ১.৫৮ এএমটি
রোরাইমা, ব্রাজিল

"সামনে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা যাচ্ছে।" সার্জেন্ট সুয়ারেজ ভ্যালরের ককপিট থেকে বললো, "এটা ওই সামিট থেকে উঠছে।"

তাদের টিল্টরটর উঁচু মালভূমিগুলোর দিকে এগোতে থাকায় পেইন্টার জানালার দিকে খানিকটা ঝুঁকে গেলেন। গতি কমিয়ে আনা হচ্ছে বাহনটার। পাইলট দক্ষতার সাথে ভ্যালরটাকে টেপুইয়ের উপর দিয়ে উড়িয়ে আনলো, খানিকটা ছুঁয়েও থাকতে পারে টেপুইটাকে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেটা আবার উপরে উঠে গেলো। এর ব্লেইডগুলো ধোঁয়া সরিয়ে একেবারে গ্রাম্য ফ্রেঞ্চ নরম্যান্ডি স্টাইলের একটা আস্তানার দরজা নজরে নিয়ে আসলো যেটা গুহার মুখেই লুকানো ছিলো।

এটা নিশ্চয়ই কাটার এলয়েসের আস্তানা।

এই গহীনবনে সেখানে একটা পুকুর আর সিঙ্কহোলও দেখা যাচ্ছে। তারা টেপুইয়ের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার বেশ কয়েকজনকে নিচে ভূমিতে দেখা গেলো তাদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে।

"আব্রামসন! হেঙ্কেল!" সুয়ারেজ দুজনকে ডাকলো, "চলো তাদের একটু দেখানো যাক মেরিনরা কিভাবে হ্যালো বলে।"

ভ্যালর নিচে নামতে থাকায় পেইন্টার তার সিট থেকে সামান্য ছিটকে গেলেন। এক দিকের হ্যাচ খুলে গেলো। সেখান থেকে ইঞ্জিন আর গোলাগুলির প্রচন্ড শব্দ ভেসে আসছে। ওই দুই ল্যান্স কর্পোরাল ইতোমধ্যেই নিজেদের হুকে আটকে ফেলে দড়ি নিচে নামিয়ে দিয়েছে। তারা দ্রুত নিচে নেমে গেলো। গুলি করতে করতে নিচে নামার সময়ই তারা কয়েকজনকে ফেলে দিলো আর বাকিরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরেই ভ্যালর ভূমি স্পর্শ করলো।

"চলো, উৎসবে যোগ দেয়া যাক।" ড্রেইক ম্যালকম আর স্মিটের দিকে তাকিয়ে বললো।

পেইন্টারও তার SIG Sauer হাতে প্রস্তুত।

সুয়ারেজ তাদের পেছনে আছে। সাথিরা আমি সামিটেই আছি, সে তার কানের দিকে নির্দেশ করে বললো, "কমিউনিকেশন গিয়ার খোলা আছে, যদি প্রয়োজন হয় তো যোগাযোগ কোরো।"

পেইন্টার ধোঁয়াশাচ্ছন্ন আস্তানার দিকে তাকালো। সে জানে কোন স্থান থেকে খোঁজা শুরু করতে হবে।

যেখানে ধোঁয়া আছে সেখানে আগুন থাকবেই।

পেইন্টার তার দলকে নিয়ে চুপিসারে ওই খোলা দরজাগুলোর দিকে এগোচ্ছে। মেরিনদের কাঁধে রয়েছে রাইফেল আর পেইন্টার দুই হাতে তার পিস্তল চেপে ধরে আছেন। উপরের তলার একটা জানালা থেকে একটা গুলি ছুটে আসলো। পেইন্টার বুঝে উঠার আগেই ড্রেইক পাল্টা গুলি চালালো। কাঁচ ভাঙার আওয়াজ ভেসে এলো আর একটা দেহ উপর থেকে পাথরে গিয়ে পড়লো। এরপর তারা দ্রুত বিশাল এক অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকে গেলো।

কেউ নেই।

"এলিভেটর!" পেইন্টার রট-আয়রনের খাঁচাটার দিকে নির্দেশ করলেন। তারা দ্রুত পায়ে সামনে এগোলে কক্ষের অন্য অংশে একজন মহিলাকে দেখা গেলো। সে নিরস্ত্র আর দেখাচ্ছেও বিধ্বস্ত। প্রতিরোধের কোন চিহ্নমাত্র নেই। তার স্ফীত চোখ দুটোতে অশ্রুর আভাস রয়েছে। এই মহিলার কষ্টের কারণ আর যাই হোক না কেন সেটা তাদের আগমনের সাথে কোনভাবেই সম্পর্কিত নয়।

পেইন্টার ড. হেস আর জেনা বেকের দুটি লেমিনেটেড ছবি বের করলেন। সে ছবিগুলো দেখে প্রথমে হেস ও পরে এলিভেটরের দিকে নির্দেশ করলো।

আর এক ঘন্টার মধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়ায় নিউক্লিয়ার ডিভাইস ডেটোনেট হতে চলছে, তাই এখন ভদ্রতা করার সময় নেই। পেইন্টার মহিলার হাত ধরে বললেন, "আমাকে নিয়ে চলো।"

মহিলা এলিভেটরের সামনে গিয়ে নিচের লেভেলের একটা বোতামের দিকে নির্দেশ করলো যা এই বাড়ির নিচেই অবস্থিত বলে মনে হচ্ছে।

পেইন্টার মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে ড্রেইককে নিয়ে এলিভেটরের খাঁচায় উঠলেন। "ম্যালকম, স্মিট এখানকার প্রতিটা ফ্লোর খোঁজো, জেনা আর কাটার এলয়েসকে খুঁজে বের করতে হবে।"

তারা মাথা নেড়ে সায় জানালো।

ড্রেইক খাঁচার দরজা বন্ধ করার পর পেইন্টার বোতাম চাপলো। কঠিন পাথরের মধ্য দিয়ে এলিভেটর ছুটে চলছে। পেইন্টারের ধারনাই ছিলো না যে এটা এতো গভিরে যেতে পারে। অবশেষে ধোঁয়া আরো ঘন হয়ে এলো, একটা বিশাল ল্যাবে গিয়ে খাঁচাটি থামলো।

স্থানে স্থানে আগুনে ঝলসানোর চিহ্ন, মনে হচ্ছে আশে পাশের সব কিছুই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

দুজন লোক ওয়ার্কস্টেশনের পেছনে ধস্তাধস্তি করছে।

নিচের জন স্বভাবতই হারতে যাচ্ছে। তার পেট রক্তাক্ত, এক জোড়া বিশাল হাত তার গলা চেপে ধরে আছে। আক্রমণকারি তার হাত উপরে তুলেছে আর সে হাতে কাঁচের টুকরো নজরে এলো। আক্রমণকারীর চেহারা কালিঝুলিতে মাখামাখি হয়ে

থাকলেও তার চেহারার বিশেষ ক্ষত চিহ্নটি খুবই পরিচিত।

পেইন্টার তার পিস্তল দিয়ে পরপর দু'বার গুলি করলো আক্রমণকারীর কপালে। বিশালাকৃতির লোকটা পেছনে হেলে মাটিতে পড়ে গেলো।

পেইন্টার দ্রুত এগিয়ে গেলেন আক্রান্ত লোকটিকে সাহায্যের জন্য। লোকটির পরনের বায়োসেইফটি স্যুটটা মাথার দিকে ছিঁড়ে গেছে। এটা আর কেউ না কেন্ডাল হেস।

"ড. হেস, আমি পেইন্টার ক্রো। আমরা এসেছি আপনাকে-"

হেসকে এসব কথা বলার কোন দরকার ছিলো না। হয়তো যুদ্ধের সাজে পেছনে দাঁড়ানো মেরিনরাই যথেষ্ট ছিলো পরিস্থিতি বোঝার জন্য। হেস গ্লাভস পরিহিত হাতে পেইন্টারের হাত আঁকড়ে ধরলেন।

"ক্যালিফোর্নিয়ায় কথা বলা দরকার এখনই। আমি জানি আমার ল্যাব থেকে যা বেরিয়ে গেছে সেটাকে কি করে থামাতে হবে।"

বিগত কয়েক দিনের মধ্যে এই প্রথম একটা সুখবর পাওয়া গেলো।

"আর জেনা বেকের কি হয়েছে?" ড্রেইক জিজ্ঞেস করলো।

হেস তার দিকে তাকালেন, যেন ড্রেইকের কণ্ঠের উদ্বিগ্নতা তিনি ধরতে পেরেছেন।

"সে এখানেই আছে...কিন্তু মারাত্মক বিপদে আছে।"

"কোথায় সে? আর কি বিপদ?"

হেস দেয়াল ঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিলেন। "যদি এতোক্ষণ সে বেঁচেও থাকে, তাহলে আর ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই সে চলে যাবে।"

ড্রেইকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। "চলে যাবে মানে কি?"

বেলা ২.০৪

জেনার চিন্তা ভাবনা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে তার যেন একটু অতিরিক্ত ভাবতে হচ্ছে :

...একটা লতা জড়িয়ে ধরতে হবে।

...পায়ের সাথে প্যাঁচাতে হবে।

...দুলে পাশের ডালটাতে যেতে হবে।

জরি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চিন্তায় তার কপাল কুঁচকে আছে, সে বুঝতে পারছে না জেনা এতো ধীরে চলছে কেন।

"এগিয়ে যাও," জেনা তাকে সামনে ঠেলে দিলো। এমনকি তার জিহ্বাও যেন ভারি হয়ে আছে, সহজে সে কথাও বলতে পারছে না।

নিজেকে সক্রিয় রাখতে সে আগের মতো তার মন্ত্র আওড়ে যাচ্ছে।

*আমি জেনা বেক, আমার মায়ের নাম...মায়ের নাম...*সে তার মাথা **ঝাঁকালো।** *আমার একটা কুকুর আছে।*

সে কুকুরের কালো, ঠান্ডা নাকটা কল্পনা করার চেষ্টা করলো।

নিকো...

তার কানগুলো খাঁড়া।

নিকো...

তার চোখ–একটা সাদা-নীল আর **অন্যটা বাদামি।**

নিকো...

এখনকার জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

সে এবার ছেলেটির দিকে মনযোগ দিলো। তার কর্মকান্ড দেখছে। সে আস্তে আস্তে সামনে এগোচ্ছে। সে একটা হাত তুললো জরিকে ডাকার জন্য কিন্তু কোন নাম সে উচ্চারণ করতে পারলো না। সে চোখ বন্ধ করলো–তারপর নামটা মনে পড়লো। যেন কুয়াশা ভেদ করে একটা নাম আত্মপ্রকাশ করছে। কিন্তু সে ভয় পেয়ে গেলো, কুয়াশা আরো ঘন হয়ে গেলে তো সে কিছুই মনে করতে পারবে না।

জেনা আবার তার মুখ খুললো তাকে ডাকার জন্য। কিন্তু আরো কোথাও থেকে যেন একটা চিৎকার ভেসে এলো।

"জরি!"

বেলা ২.০৬

কাটার আবার জোরে চিৎকার করলেন, "জরি!"

কিছুক্ষণ আগে তিনি একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন, একটা অদ্ভুত আকাশযান সিঙ্কহোলের পাশ দিয়ে উড়ে গেছে, তারপরেই গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেছে। তার মনে হয়েছে চারপাশের পৃথিবী হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে এসবে তার কিছুই আসে যায় না।

"জরি! কোথায় তুমি?"

তার দল প্যাঁচানো র‍্যাম্প দিয়ে বেইসে নেমে এসেছে। তারা জঙ্গলের নুড়িময় পথে এগিয়ে যাচ্ছে। রাহেই দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে, তার কাঁধের রাইফেলে স্টানের সরঞ্জামও যুক্ত আছে। তার সাথে ভারি অস্ত্রে সজ্জিত আরো পাঁচজন তাকে অনুসরণ করছে। সিঙ্কহোলের মাটির নিচে পুঁতে রাখা বিস্ফোরকের ট্রিগার রয়েছে কাটারের হাতে। এটা আপৎকালীন পরিকল্পনা, যদি কখনো এই জায়গাটা গুঁড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রতিশোধের চিন্তাও তার মাথায় নেই।

যদি ওই পশুগুলো আমার ছেলের কোন ক্ষতি করে...

"জরি!"

তখনই বাঁ দিকে রাস্তা থেকে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "পাপা!"

"এটা জরির কণ্ঠ! সে বেঁচে আছে।"

তার যে কি পরিমাণ আনন্দ হলো তার কোন তুলনা হয় না-কিন্তু সাথে সাথে একটা ভয়ও দানা বেঁধে উঠলো। সে তার ছেলের কিছুই হতে দেবে না।

রাহেই জঙ্গলের যে দিক থেকে তার ছেলের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে সে দিকে নির্দেশ করলো। যদি কেউ তাকে খুঁজে বের করতে পারে তাহলে সে ব্যক্তি হলো তার শ্যালিকা। রাহেই তার দেখা মতে সবচেয়ে দক্ষ শিকারি। সে ওই দিকে এগোতে শুরু করলো তার দলবল সহ। সে কারো জন্যই অপেক্ষা করছে না আর কাটারের জন্যও তাল মেলানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

"পাপা!"

এখন অনেকটাই কাছে মনে হচ্ছে।

মিনিট খানেক পর রাহেই গাছে লতা বেয়ে জরিকে নিয়ে বৃত্তাকারে পাঁক খেয়ে নিচে নেমে আসলো। জরি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর রাহেই তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।

অদূরে কাটার এক হাঁটু গেঁড়ে বসে দুবাহু ছড়িয়ে দিলেন।

জরি দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর।

"বাছা, তোমার উপর আমি খুব রেগে আছি।" তিনি তার ছেলেকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন।

ওই গাছ থেকে আরো একজন নেমে আসছে, পড়তে পড়তে নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে দাঁড়ালো।

রাহেই আক্রমণের জন্য যেন প্রস্তুত হয়েই আছে। কিন্তু কাটার জানে এগুলোর কোন কিছুর জন্যই জেনা দায়ি নয়। বরং সে জরির জীবন বাঁচিয়েছে। সে এগিয়ে গিয়ে জেনাকেও জড়িয়ে ধরলো, জেনা যেন কেমন শক্ত হয়ে আছে।

"তোমাকে ধন্যবাদ," কাটার বললেন।

ছেড়ে দেবার পর জেনা ঢোক গিললো, মনে হলো সে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে। তার চোখের রক্তনালীগুলো ফুলে উঠেছে।

সে প্রায় মারা যাচ্ছিলো

আমি দুঃখিত।

"তাকে আমাদের সাথে নিয়ে চলো," কাটার বললেন। "সে এখানে মরে পড়ে থাকতে পারে না, সে আমার ছেলের জীবন বাঁচিয়েছে। তাড়াতাড়ি চলো। আমরা বনের দিকের গোপন টানেল ধরে এগোব। আমি জানি না উপরে কি ঘটছে, কিন্তু মনে হচ্ছে অবস্থা খুব একটা সুবিধার না।"

রাহেই আবারো নেতৃত্ব দিচ্ছে আর আগের মতোই দ্রুত ছুটছে।

সামনে রাস্তা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু রাস্তায় ওঠার আগেই কাটারের বাঁ-পাশে লোকটা পড়ে গেলো, তার মাথা পেছনে হেলে পড়েছে, তার ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে। রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে আশে পাশে ডালপালায়।

কিছু একটা কাটারকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে কয়েক ইয়ার্ড দূরে নিয়ে ফেললো। তিনি কাটাময় একটা ঝোপের উপর গিয়ে পড়লেন। দানবাকৃতির কিছু একটা তাকে পাশ কাটিয়ে গেলো। গোলাগুলি শুরু হওয়ায় সে এক পাশে নিচু হয়ে রইলেন। কিন্তু আক্রমণকারীর কোন দেখা পাওয়া গেলো না।

কাটার উঠে বসে চারদিকে খুঁজতে লাগলেন।

কি ঘটলো?

"জরি..." জেনা বললো, তার কণ্ঠে ক্লান্তি, "তারা তাকে নিয়ে গেছে।"

কাটার চারদিকে ঘুরে তাকালেন, চরকিবাজির মতো আশে পাশে খুঁজলেন।

তার ছেলে নেই।

রাহেই তার পাশে এসে দাঁড়ালো, তার চেহারা ক্রোধে থমথমে হয়ে আছে।

"কোথায়?" কাটার জেনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কোন দিকে গেছে?"

জেনা জঙ্গলের সবচেয়ে অন্ধকার দিকে নির্দেশ করলো, যেখানে এই প্রাচীন জঙ্গল শেষ হয়ে সিঙ্কহোলের দেয়াল শুরু হয়েছে।

"তাদের গুহায়..." কাটার বুঝতে পারলেন।

মেগাথেরিয়ামরা গুহাবাসি ছিলো। তাদের মোটা আর শক্ত থাবা দিয়ে তারা নিজেদের আস্তানা তৈরি করতো।

কোন কথা না বলে রাহেই ছুটে চলে গেল ওই দিকে। তার চিন্তা ধারা সোজা। সে ব্যাপারটা নিজ হাতে সমাধা করতে চায়। এজন্য প্রয়োজনে গোটা মেগাথেরিয়াম প্রজাতি যদি আবার বিলুপ্ত হয়ে যায় তাতে তার কিছু আসে যায় না।

"চলো সবাই।" কাটার অনুসরণ করতে চাইছেন।

জেনা তার বুকে হাত দিয়ে থামালো। "না, এটা সঠিক পথ নয়।"

জেনা মাথা ঝাঁকাচ্ছে। যেন মাথা ঝাঁকিয়ে সে শব্দ বের করে নিয়ে আসছে।

কাটার তাকে ঠেলে সামনে যেতে চাইলেন, কিন্তু জেনা আবার বাঁধা দিলো, তার দৃষ্টিতে অনুনয়।

"তারা জরিকে মারতে চায়নি। নিয়ে গেছে।" সে আবার চেষ্টা করলো, মৃত লোকটার দিকে নির্দেশ করে। "রাহেই। যে পথে এগোচ্ছে—জরির প্রাণ সংশয়ে ফেলে দিবে।"

"তাহলে আমরা এখন কি করবো?"

সে কাটারের দিকে তাকালো, তারপর কষ্টে উচ্চারণ করলো

"আমাদের অন্য পথ ধরে এগোতে হবে।"

সকাল ১১.১৪ পিডিটি
সিয়েরা নেভাদা মাউন্টেইন্স, সিএ

লিসা চ্যাপেলের জালানার সামনে দাঁড়িয়ে পাশের এয়ারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। টারম্যাকে ট্যাঙ্ক সাইজের একটা ড্রোন হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে। দেখতে অনেকটা বাক্সের মতো যার চার কোনায় রয়েছে চারটি প্রপেলার।

এর কার্গোতে মেটাল প্যালেটে একটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস আছে, মোটা স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। একদল টেকনিশিয়ান এখনো ডিভাইসটিকে ঘিরে রয়েছে। অন্যান্যরা টারম্যাকে দাঁড়িয়ে তর্ক বিতর্ক করছে। সে জানে এদের একজন হলো ড. রেমন্ড লিন্ডাল। ইউ.এস ডেভেলপমেন্ট টেস্ট কমান্ডের ডিরেক্টার হিসেবে তার সেখানে থাকারই কথা কিন্তু লিসা ভাবলো তার বদলে যদি পেইন্টার থাকতো, যে কিনা একটু কম প্রতিক্রিয়াশিল, যে কোন সমস্যা সমাধানে একটু ভিন্নভাবে ভাবতে সক্ষম।

তার পেছনে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। কর্পোরাল সারাহ জেসাপের কণ্ঠ। এখন থেকে চল্লিশ মিনিটের ডেটোনেশন সেট করা হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে সব কিছু গুটিয়ে এনেছি, বিশেষ করে শোনা যাচ্ছে যেহেতু বাতাস দিক পরিবর্তন করছে তাই তারা সময়টাকে আরো এগিয়ে আনতে পারে।

"আমাকে আরো কিছুটা সময় দাও।" লিসা বললো

পেইন্টার কখনো আমাকে নিরাশ করেনি।

এই ভাবনার সাথে সাথেই ফোন বেজে উঠলো। হাতেগোনা কয়েকজন লোকই এই নাম্বারটা জানে। লিসা ঘুরে গিয়ে রিসিভারটা তুললো। এমনকি কে ফোন করেছে এটা সে জানতেও চাইলো না।

"আমাকে শুধু বলো, ভালো কোন খবর আছে," লিসা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলো।

পেইন্টারের কণ্ঠ শান্ত, কিন্তু আন্তরিকতাপূর্ণ। "সমাধানটা হলো চুম্বকত্ব।"

লিসার মনে হলো সে ঠিক মতো শুনতে পায়নি। "চুম্বকত্ব?"

লিসা বিস্তারিত সবকিছুই শুনলো যে তারা কিভাবে কেন্ডালকে খুঁজে পেলো আর তার কাছে এর একটা সমাধানও ছিলো। সমস্যার মতোই অদ্ভুত তার সমাধান।

"যে কোন শক্তিশালি চুম্বকশক্তি দিয়েই কাজটা করা যাবে। কিন্তু বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুযায়ি একটা স্থির চুম্বকক্ষেত্র থেকে অন্তত ০.৪৬৫ টেসলা শক্তির একটা বলয় তৈরি করতে হবে।"

সে তথ্যগুলো একটা কাগজের টুকরায় লিখে রাখছে।

"তাৎক্ষণিকভাবেই ফলাফল পাওয়া যাবে কারণ চুম্বক ক্ষেত্র ওই অর্গানিজমের জেনেটিক লেভেল ছিন্নভিন্ন করে দেয়।"

ওহ মাই গড!

সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো, তার জানা আছে কি ভয়ঙ্কর একটা কান্ড এখানে ঘটছে যাচ্ছে যার কোন প্রয়োজনই নেই।

পেইন্টার আরো তথ্য দিলেন। "হেস বলেছেন নিউক্লিয়ার ব্লাস্টের কোন প্রভাবই অর্গানিজমগুলোর উপর পড়বে না। এটা শুধু ওগুলোর ব্যাপ্তিই বাড়িয়ে দিবে।"

"তাদেরকে থামাতে হবে।"

"তোমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব হয় তুমি করো। কেট উপরের দিকের চেইন অফ কমান্ডের সাথে যোগাযোগ করছে, কিন্তু ওয়াশিংটনের ব্যাপার তো তুমি জানোই। আমাদের হাতে চল্লিশ মিনিটেরও কম সময় আছে এই সমস্যা সমাধানের জন্য।"

"আমি এখনই যাচ্ছি।" সে গুড বাই না বলেই ফোন রেখে দিলো। জেসাপের দিকে ঘুরে বললো। "আমাদের নিকোর কাছে যেতে হবে, সেই এখন একমাত্র ভরসা।"

অধ্যায় ৩২

৩০ শে এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬.১৫ জিএমটি
কুইন মড ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা

গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ডিলান রাইটের মেজাজ বিগড়ে আছে।

সে দ্বিতীয় ব্যারেলের পেছনের দিকটা স্পর্শ করলো, প্রচন্ড সতর্ক থাকতে হচ্ছে। ভলিটক্স কুইন পানি থেকে মাথা তুলে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সন্তানের দেহ।

গোলাগুলি যেমন আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছিলো তেমনই দ্রুতই থেমে গেলো। রাইট তার মন থেকে ক্ষনিকের জন্য সবকিছু মুছে ফেললো। বর্তমান কাজে মনোযোগ দিতে হবে, সামনে বিপজ্জনক জিনিস রয়েছে।

একটা শিকারি কোন অবস্থাতেই তার মনযোগ হারাতে পারে না।

ডিলান রাইট তার ডান পাশের এলআরএডি থেকে আসা গুঞ্জনও উপেক্ষা করছে, ডিশটা এখনো পাশের আস্তানার দিকে তাক করা আছে। ভলিটক্সের সম্মোহনি দ্যুতিও সে অগ্রাহ্য করলো। এই বিরাট দানবের সামনের পড়ে তার মস্তিষ্কের আদিম সহজাত ভয়ের কথাও তার মনে রইলো না।

বরং সে কর্ষিকার নিচের দিকে লক্ষ্য স্থির করল যেখানে স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত আর লক্ষ্যভেদ হলেই নিশ্চিত মৃত্যু।

এবার গুলি চালালো।

গুলিটা নিখুঁতভাবে লক্ষ্যে আঘাত না হানলেও বেশ কাছাকাছি ছিলো। ভলিটক্সটা খিচুনি দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে নানা রকম দ্যুতি ছড়াতে লাগলো এর পার্শ্বদেশ থেকে। ওটা মুখ খুলার পর অজস্র ধারালো দাঁত নজরে এলো।

রাইটের বাঁয়ে রাইলি কয়েক কদম পেছেনে সরে গিয়ে ক্রাইস্টচার্চের সঙ্গে ধাক্কা খেলো আর সাথে সাথে তার হাত থেকে পড়ে গেলো এলআরএডি ডিশটা। পাথরের উপর পড়ায় প্রচণ্ড ঝনঝন শব্দ করে উঠলো।

ভলিটক্স প্রজাতি হয়তো বধির আর অন্ধ কিন্তু তারা তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রতি প্রচন্ড সংবেদনশিল। স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে ভলিটক্সকে আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। সেটা তার কর্ষিকা চাবুকের মতো ছুঁড়ে দিয়ে ক্রাইস্টচার্চের গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। তার চেহারার একপাশ ওই গোলাকার অর্বটা পুড়িয়ে দিচ্ছে। মাংস পোড়ার সাথে সাথে তার চিৎকারও বেড়েই চলছে আর সেই সাথে তার পাকস্থলিতেও ঢুকে যাচ্ছে এসিড।

ভলিটক্সটা ক্রাইস্টচার্চের গলা ধরে শূন্যে ছুঁড়ে ফেললো, দূরে নদীর মাঝে।

রাইলি ডিলানের পাশ থেকে পালিয়ে দৌড়ে চলে গেলো ক্যাম্পের দিকে।

কাপুরুষ।

ডিলান এখনো তার জায়গায় অনড়, নিজের ছোড়া গুলির উপর তার অবিচল আস্থা। ভলিটক্সের মৃত্যুর অপেক্ষা করছে সে।

ভলিটক্স কুইন তার শেষ শক্তি এই আক্রমণে ব্যয় করে ফেলায় মাটিতে আছড়ে পড়লো আর পাথরের উপর পড়ে তার বিশাল মাথাটা চৌচির হয়ে গেলো।

ডিলান পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে সামনে এগোলো, তার হাতে একটা ড্যাগার। ব্যাগ থেকে সে একটা প্যাঁচানো মুখের বোতল বের করলো।

কাটার এলয়েস বলে দিয়েছে তার শুধুমাত্র এই প্রাণীর রক্ত হলেই চলবে।

কঠিন কিছু না।

সে প্রাণীটার এক পাশে ছোরা চালিয়ে কালো রক্ত এলুমিনিয়ামের বোতলে ভরে ছিপি আটকে দিলো।

মিশন সমাপ্ত।

এখন এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে।

বুটের থপথপ আওয়াজ কানে যেতেই সে ঘাড় ঘুড়িয়ে রাইলিকে ফিরে আসতে দেখলো।

যাক বাচ্চা ছেলেটা অবশেষে তার সাহস ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে দ্রুতই তার মুহূ হারিয়ে ফেললো। একটা রাইফেলের গুলির তীব্র আওয়াজের সাথে সাথে রাইলির চেহারার এক অংশ উড়ে গেলো। তার দেহ সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো গুহার মেঝেতে।

ডিলান ভলিটক্সের মৃতদেহের আড়ালে চলে গেলো। হোলস্টারে রাখা হাওড়া পিস্তলের দিকে তার হাত চলে গেলো। কিন্তু এর গুলি ইতোমেধ্যেই খরচ করে ফেলেছে সে। সে গুহার অপর দিকে দৃষ্টি দিলো, সেখানে তার অ্যাসল্ট রাইফেল সেট করা আছে। কিন্তু সে দিকে পা বাড়াতে গেলে তার অবস্থাও হবে রাইলির মতো।

সেখানে যেই থাক না কেন গুলি ছুঁড়তে সে খুবই দক্ষ বোঝা যাচ্ছে।

সে শুধু কল্পনা করতে পারে ওই ব্যক্তি কে হতে পারে। চোখের সামনে ভেসে উঠে ওই আমেরিকানের চেহারা, এটা অবশ্যই সে।

এখনো বেঁচে আছো তাহলে?

হয়তো এখন সময় এসেছে কথাটা বদলে দেয়ার। প্রতিপক্ষ অন্ধকারে ডিলানের মতো এতোটা দক্ষ নয়, ডিলান সেটা জানে। আর সে এই সুবিধাটাই নিতে চাইছে।

সে চিৎকার করলো, "এখন মনে হয় আমাদের কথা বলা প্রয়োজন, বন্ধু!"

সন্ধ্যা ৬.১৭

"কিসের কথা?" গ্রে পাল্টা প্রশ্ন করলো।

সে ডিলান রাইট থেকে প্রায় ত্রিশ ইয়ার্ড দূরে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেলো হামাগুড়ি দিয়ে। সে চারপাশটা তার নাইট ভিশন গগলস দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে

দেখেছে। মৃত সৈনিকের দেহ তাদের মাঝে পড়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে এখান থেকে সে একটা চিৎকার শুনেছে, তারপরেই পানিতে কিছু একটা পড়ার শব্দ পাওয়া গেছে। তারপর এই সৈন্যটিকে ফেলে দিলো।

গ্রের হিসাব মতে, আর মাত্র একজনের বেঁচে থাকার কথা আর সে হলো এক্স-স্কোয়াড্রন লিডার।

সে নদীর তীরে ওই মৃত প্রাণীটার দিকে তার রাইফেল তাক করে রেখেছে। নেতিয়ে পড়া কর্ষিকা এক পাশে পড়ে আছে। এই সেই শিকারি ঈল জাতীয় প্রাণী যে শিকারকে নিজের দ্যুতির মাধ্যমে প্রলুব্ধ করে।

"একটা চুক্তি করা যাক," রাইট উত্তর দিলো।

"আমি যার জন্য কাজ করি তিনি খুব উদার হতে পারেন তোমার প্রতি।"

"কোন দরকার নেই।"

"পরে বলতেপারবে না যে আমি তোমাকে বাঁচানোর কোন চেষ্টাই করিনি।"

হঠাৎ যেন গ্রের সামনের পৃথিবী বিস্ফোরিত হয়ে তাকে অন্ধ করে দিলো। সে নাইট ভিশন গগলস খুলে ফেলার সময় দেখলো ডিলান তার লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে এসেছে আর একটা ফ্ল্যাশ লাইট নিভিয়ে দিচ্ছে। এই অন্ধকারে হঠাৎ করে তীব্র আলোকচ্ছটার ফলে তার রেটিনায় এখনো জ্বালা পোড়া হচ্ছে।

ডিলানের নতুন অবস্থান থেকে গুলিবর্ষন শুরু হয়েছে।

গ্রে তার ভুল বুঝতে পেরে পিছিয়ে এলো। বেজন্মাটা এই অন্ধকারকেই তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে তার হাতিয়ারের নাগাল পাওয়ার জন্য। কিন্তু শুধু মাত্র বন্দুকের দখলই যে সে পেয়েছে তা নয়। তড়িৎ দ্যুতি আর মৃদু গুঞ্জন যেন চিৎকারের মতো ছড়িয়ে পড়লো।

এটা একটা এলএআরডি।

শব্দটা কানে আঘাত করে তার খুলি যেন চূর্ণ-বিচুর্ন করে দিচ্ছে। এবার তার কোন প্রটেকশনও নেই। শীঘ্রই মাথা ঝিমঝিম শুরু হয়েছে। সে অন্ধের মতো শব্দের উৎস লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। কিন্তু সেটা থামার কোন লক্ষনই নেই।

তার দৃষ্টি সংকুচিত হয়ে আছে পূর্বের সেন্সরি ওভারলোডের কারণে।

সে জ্ঞান হারানোর পথে।

সন্ধ্যা ৬.১৮

এলএআরডি ডিশটা একটা পাথরের উপর রেখে ডিলান সেটা আমেরিকানের দিকে তাক করে রেখেছে। সে তারপর অ্যাসল্ট রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে, সনিক ব্লাস্ট থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য একপাশে সরে গেলো। তবুও ইনফ্রাসাউন্ড তার চামড়ার লোমগুলো দাঁড় করিয়ে দিলো।

সে আমেরিকানের অবস্থা চিন্তা করে হাসলো।

এই খেলা শেষ করার সময় এসে গেছে। ডিলান আরো দুই কদম পাশে সরে প্রায় আগের অবস্থানে ভলিটক্সের পেছনে চলে আসলো। শত্রুকে শেষ করে দিতে একটা নিখুঁত নিশানা খুঁজছে সে।

আরেক কদম-কিছু একটা তার পায়ের পেছনের গভিরে কামড়ে দিলো।

সে তার উরু থেকে থাবা দিয়ে সসেজ সাইজের একটা স্লাগ ফেলে দিলো, সাথে বেশ খানিকটা চামড়াও উঠে এসেছে। দাঁত দিয়ে সেটা তার হাত কামড়ে ধরে রেখেছে। তার তালু পুড়ে যাচ্ছে স্লাগটির এসিডে। বিরক্ত আর আতঙ্কে সে নিম্ফটিকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

ডিলান তাদের আস্তানার দিকে তাকালো। এলএআরডি এখন অন্য দিকে ফেরানো থাকায় তারা নিশ্চয়ই তাদের বাসায় ফিরে আসছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন নড়াচড়া পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা ওই দলটারও কোন দেখা পাওয়া যায়নি। আগের মতোই আস্তানাটা শূন্য মনে হচ্ছে।

কোথায় গেলো সব?

ভয়ে তার কাঁধ ভলিটক্সটাকে ছুঁয়ে গেলো। মৃত দেহের নড়াচড়া দেখে সে আতঙ্কে জমে গেলো।

না...

খানিকটা দূরে যেতেই সে বুঝতে পারলো আসল ঘটনা।

মৃত দেহটা আসলে নড়ছিলো না বরং সেটার ভেতরে কিছু একটা ছিলো।

কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন সাথে সাথেই একটা নাদুস-নুদুস ধুসর নিম্ফ ফুল্কা চিরে বেরিয়ে এসে সশব্দে পানিতে লাফিয়ে পড়লো।

আতঙ্কে সে মৃত প্রাণীটা থেকে দূরে চলে এলো কারণ অজস্র নিম্ফ সেটার পাকস্থলী আর নাকের ছিদ্র চিরে বেরিয়ে আসছে।

আস্তানা থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই নিম্ফগুলো তাদের মাকে খুঁজে বেরিয়েছে। মৃতদেহের ভেতরে তারা সনিক ব্লাস্ট থেকেও সুরক্ষিত। এরকম আক্রমণ থেকে বয়স্কগুলো আগে থেকেই সুরক্ষিত ছিলো। মনে হয় তাদের দেহের বায়োএনার্জি তাদের রক্ষা করে থাকে আর তারা রক্ষা করে তাদের সন্তানদের। ডিলান জানে মাছ ও ব্যাঙের কিছু প্রজাতি তাদের সন্তানদের বহন করতে পারে, কিন্তু এই ভলিটক্সের বেলায় এমনটা কে ভাববে।

ডিলান অনুমান করতে পারছে তারা আবার কেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

ঘটনাটা আমি নিজেই ঘটিয়েছি...

সে পেছনের এলএআরডি ইউনিটটার দিকে তাকালো। তার মনে আছে যখন তারা প্রথম এখানে পৌছেছিলো নিম্ফগুলো কতটা উত্তেজিত ছিলো। বড় এলএআরডি ডিশের ইনফ্রাসনিক ব্লাস্টের কারণে তারা তখনো বিরক্ত ছিলো। যখন একটু আগে সে

আবার ছোট এলএআরডিটা সক্রিয় করে তা নিশ্চয়ই মৃত দেহের ভেতরের নিম্ফগুলোকে অস্থির করে তুলেছে।

সে জানে সামনে কি ঘটতে চলেছে।

নিম্ফগুলো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কিছু তীরে রয়েছে আর কিছু নিম্ফ তার সামনে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। সে তার রাইফেলের বাট দিয়ে সেগুলোকে দূরে ফেলে দিতে দিতে এলএআরডির দিকে এগোচ্ছে।

পাথরের উপর থেকে ডিশটা তুলে নিয়ে ডিলান তার বুকের সামনে সেটাকে শিল্ডের মতো করে রাখলো ঠিক সময় মতো। নদী থেকে, পাথরের উপর থেকে, মৃত দেহের মধ্য থেকে নিম্ফগুলো ঢেউয়ের মতো তার দিকে তেড়ে আসছে, প্রতিশোধের একটা মাংসাশি ঢেউ।

ডিলান জায়গায় থেকেই পানি ছিটানোর পাইপের মতো করে ডিশটাকে দোলাচ্ছে। নিম্ফগুলো সনিকব্লাস্টের কারণে কুঁকড়ে গিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। কিছু নিম্ফ তাদের মৃত প্রাণীটার দেহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে আশ্রয় নিলো। বাকিগুলো আবার নদীতে লাফিয়ে পড়েছে।

টানেলের মধ্য থেকে দুটা রাইফেলের গুলি শোনার পূর্বে ডিলান একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

প্রথম গুলিটা এলএআরডি পাওয়ার কর্ড ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে।

দ্বিতীয়টা লেগেছে তার বাঁ হাঁটুতে।

ডিলান সশব্দে মাটিতে পড়ে গেলো। ঘুরে দেখলো আমেরিকানটা একটা পাথরের স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাঁধের রাইফেল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনো।

এই প্রথম ডিলান তার শত্রুর চেহারা দেখলো।

না, আসলে এটাই প্রথম নয়, হঠাৎ তার মনে ভেসে উঠলো এই মানুষটাই ডারপার হেডকোয়ার্টারে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলো তার দিকে।

"ওটা ছিলো ড. লুসিয়াস রাফির জন্য।" লোকটি বললো।

সন্ধ্যা ৬.১৯

যথেষ্ট হয়েছে...

সনিকব্লাস্টের কারণে এখনো সে ঝাপসা দেখছে, শুনতেও সমস্যা হচ্ছে তার। সে রক্তাক্ত রাইটকে গুহার ভুমির উপর একা ফেলে চলে যাচ্ছে কিন্তু যাবার আগে দেখেছে ওই স্লাগগুলোর কয়েকটা ডিলানের বুক আর পেটে হামলা চালিয়েছে।

ডিলান তার বুকের খাঁচা থেকে চাপড় দিয়ে কয়েকটাকে ফেলে দিলো। কিন্তু পেটের মধ্যে একটাকে ধরতে গেলে তার হাত রক্তাক্ত হয়ে উঠলো, এসিডের কারণে তার চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। সে সময় মতো নিম্ফটাকে ধরতে পারলো না আর সেটাও

ফুটো করে তার ভেতরে ঢুকে গেলো।

রাইট পাথরের উপর চিৎকার করে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সন্তুষ্ট, গ্রে তাড়াতাড়ি টানেলে ঢুকে কলিসিয়ামের প্রবেশমুখে চলে এলো। তার পেছনে লোকটির চিৎকারও এক সময় থেমে গেলো। কোয়ালস্কি বড় একটা ক্যাটের ক্যাবে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে অপর দিকের ট্রেডে উঠেপ্যাসেঞ্জার ডোর দিয়ে ভেতরে চলে এলো।

"কাজ শেষ?" যানটা চালু করতে করতে কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করলো।

"আপাতত।"

"এখন এখানকার সব কিছুই শান্ত...শুধু দূরে অন্ধকারে কিছু চিৎকার শোনা যায়। মনে হয় এই গুহাটা আমাদের হয়ে ওই পলাতক দুজনের কোন একটা বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।"

রাইটেরও বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

গ্রে দেয়ালের উপরে মিটিমিটি জ্বলতে থাকা আলর দিকে নির্দেশ করলো। জেসন আর অন্যান্যদের জন্য চিন্তা হচ্ছে। সে আর এক মুহূর্তও এখানে অপেক্ষা করতে চাইছে না। "চলো, ব্যাক ডোরের দিকে যাওয়া যাক।"

সন্ধ্যা ৬.২২

জেসন নিচু হয়ে সাবস্টেশনের কন্ট্রোল কনসোলের কাছাকাছি পৌছালো। স্টেলা তার পেছনে দাঁড়িয়ে। তার হাত বুকে বাধা, চোখ জলে ভরে আছে। সে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে, সেখান থেকে কলিসিয়াম দেখা যায়।

জেসন এখানে উঠে আসার পর সে স্টেলাকে তার বাবার ব্যাপারটা বলেছে। সে কেবল মাত্র মাথা নেড়েছে। খবরটা প্রত্যাশিতই ছিলো কিন্তু গ্রহণযোগ্য ছিলো না। তখন থেকে সে কোন কথাই বলছে না।

"কোডটা সম্পর্কে কিছু বলো।" জেসন বললো। সে স্টেলাকে কথা বলানোর চেষ্টা করছে, যে কোনভাবে এই ধাঁধার সমাধান করতে হবে। "তুমি কি জানো পাসওয়ার্ডটা কতটুকু লম্বা হবে পারে? এটা কি কেইস সেনসিটিভ?"

জেসন ডেটোনেশন কন্ট্রোলের এক্সেস স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। এই লেভেল পার হওয়ার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু এর ফায়ারওয়াল দুর্ভেদ্য। সিগমার ডিক্রিপশন সফটওয়্যার ছাড়া এটা ভেদ করা অসম্ভব।

তাই তার কোডটা দরকার।

অবশেষে স্টেলা মুখ খুললো। "এই সিস্টেমটা যদি স্টেশনের অন্যান্যগুলোর মতো হয় তাহলে পাসওয়ার্ডের আকার যেকোন রকমের হতে পারে। কিন্তু সিকোয়েন্সে অবশ্যই বড় হাতের এবং ছোট হাতের উভয় অক্ষরই থাকতে হবে আর অন্ততপক্ষে

একটা নাম্বার আর একটা সিম্বল থাকাও আবশ্যক।"

এটা একটা কমন প্রটোকল।

"তুমি কি তোমার বাবার পুরনো কোন কোড জানো?" জেসন জিজ্ঞেস করলো। "অনেকে মনে রাখার সুবিধার জন্য পুরনো পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে থাকে।"

"না," স্টেলা খানিকটা কাছে সরে এলো। আর বাবা পাসওয়ার্ড সম্পর্কে কোন ঈঙ্গিতই কি তোমাকে দিয়ে যাননি?"

জেসন তার বিষাদ মাখা চেহারার দিকে চেয়ে আছে। "তিনি তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি ততোক্ষণ বেঁচে ছিলেন শুধু এটা জানার জন্য যে তুমি নিরাপদ আছো কিনা।"

অবশেষে এক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়লো স্টেলার গাল বেয়ে। সে সাথে সাথে মুছে নিলো। "যদি এরকম হয় যে এটা শুধুই আমার জন্য তার দুশ্চিন্তা ছিলো না?"

"মানে?"

"এরকমও তো হতে পারে যে পাসওয়ার্ডটা আমার সাথে সম্পর্কিত? হতে পারে বাবা এটাই তোমাকে বঝাতে চেয়েছেন।"

কথাটা জেসনের মনে ধরেছে। অনেকে তাদের প্রিয়জনের সাথে সম্পর্কিত কিছুই পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। প্রফেসর তার মেয়েকে অনেক ভালোবাসতেন। চলো এই পথেই এগোন যাক।

জেসন অনেকভাবে স্টেলার নাম লিখে চেষ্টা করলো। কিন্তু নাম্বার আর সিম্বল সহ সম্ভাবনার অংক অনেক বড় হয়ে যায়। এটা যে কোন কিছুই হতে পারে।

সে চোখ বন্ধ করে মনযোগ দেয়ার চেষ্টা করলো।

"তোমার বাবা সম্পর্কে কিছু বলো।" জেসন জানতে চাইলো। "তিনি কি রকম মানুষ ছিলেন?"

এই অদ্ভুত প্রশ্নে স্টেলা একটু দ্বিধায় পড়ে গেলো। "তিনি...তিনি ছিলেন স্মার্ট, কুকুর ভালোবাসতেন, সব কিছু নিখুঁত হবে এমন চাইতেন। শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন, চাইতেন সবকিছু যেন ঠিকঠাক জায়গায় মতো থাকে। কিন্তু যখন তিনি কোন কিছুকে, কিংবা কাউকে, ভালোবাসতেন তিনি তা করতেন তার হৃদয় থেকে। তিনি কখনো আমার জন্মদিন ভুলে যাননি, সবসময় উপহার পাঠাতেন।"

এই স্মৃতিগুলো তার শোক কিছুটা ভুলিয়ে দিয়েছে। জেসন তার নিজের জামায় থুতনি ঘষলো। "যদি তিনি এরকম স্বভাবের হয়ে থাকেন তাহলে সম্ভবত তিনি অদ্ভুত কোন পাসওয়ার্ড বেছে নেবেন না। এটা বরং বাস্তবসম্মত কিছু একটা হবে, যা কিনা ব্যক্তিগত, তার কাছে।" জেসন স্টেলার দিকে ঘুরলো। "যেমন তোমার জন্ম তারিখ।"

"হতে পারে..."

কিবোর্ডের দিকে ঝুঁকে স্টেলার দিকে তাকালো জেসন। স্টেলা বলার সাথে সাথে সে ব্রিটিশ অর্ডারে জন্ম তারিখ লিখলো।

১৭ জানুয়ারি, ১৯৯৩

"এই পাসওয়ার্ডে বড় হাতের অক্ষর, ছোট হাতের অক্ষর, নাম্বার আর সিম্বল সবকিছুই আছে।"

স্টেলা আশায় তার হাত চেপে ধরেছে।

সে বোতাম চাপলো।

একই এরর মেসেজ ভেসে উঠলো।

"এটাও ভুল।" জেসন বললো।

সে প্রায় নিশ্চিত ছিলো এবার। এরকমই কিছু একটা হবার কথা।

জেসন এবার আমেরিকান ভার্সন চেষ্টা করলো।

জানুয়ারি ১৭, ১৯৯৩

আবার ব্যর্থ।

স্টেলার কণ্ঠে এখন পরাজয়ের সুর। "মনে হয় আমাদের এখন ক্ষান্ত দেয়া উচিত।"

জেসন ভেবে দেখলো কথাটা। নিচে রাইটের ক্যাম্প থেকে ধেয়ে আসা সনিক ব্লাস্টের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। নিশ্চয়ই সেই আতঙ্কের ঢেউ এই স্টেশনে আঘাত হানতে যাচ্ছে।

হয়তো আমার ভুল হচ্ছে...হয়তো একটা ব্লাস্ট যথেষ্ট ছিলো না।

তাছাড়া অনেকক্ষণ ধরেই ওই সনিক ক্যাননের কোন সাড়া শব্দ নেই।

এটা অবশ্যই একটা ভালো লক্ষণ।

সন্ধ্যা ৬.২৩

ডিলান রাইট রক্তের পুকুরে পড়ে আছে। যন্ত্রনায় সে বিধ্বস্ত, নড়তেও পারছে না। নিম্ফগুলো তার ভেতরে নড়াচড়া করছে।

আমি নিজেই তাদের আস্তানা হয়ে গেছি।

অন্যান্য নিম্ফগুলো তার মাংসে, তার পায়ে, হাতে, মুখমণ্ডলে কিলবিল করছে। সেগুলো তার কাপড়ের নিচে বাসা বেঁধেছে, চামড়ায় গর্ত করেছে আর প্রতিটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ছড়িয়ে পড়ছে।

ডিলান তার ডান হাতের অবশিষ্ট তিন আঙুলের সাহায্যে একটা ছোট ডিভাইস ধরে আছে। গ্রে তাকে একা ফেলে যাওয়ার পর সে এটা তার বেল্ট থেকে তুলে এনেছে। সে নিশ্চয়ই কয়েক মিনিটের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু মৃত্যু তাকে নিয়ে যায় নি সাথে করে।

এখনো তার সময় আসেনি।

অন্তত আমার কাজ শেষ করার আগে নয়।

সে বুড়ো আঙুলে এলআরএডি ৪০০০ এক্সের রিমোট বাটন চাপলো।

দূরে পৃথিবী যেন কেঁদে উঠলো, নিজের নিয়তিতে যে নিজেই শোকাহত।

আমাকে যদি এভাবেই মরতে হয়, তাহলে বাকি পৃথিবীকেও নরকের স্বাদ পেতে হবে।

সন্ধ্যা ৬.২৫

গ্রে সনিক অ্যাসল্টের জন্য তার কান ঢেকে ফেলে **যেদিক থেকে সেটা আসছে সেদিকে** দেখার চেষ্টা করলো।

সে তীব্র চিৎকার করে বললো ফিরে চলো

কোয়ালস্কি ক্যাট থামিয়ে দিয়েছিলো নদীর কিনারায়, উড়ে যাওয়া ব্রিজের কাছাকাছি। তার প্রায় সাবস্টেশনের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলো আর তখনই আবার এলআরএডির সনিক ব্লাস্ট আঘাত হানলো।

কি হলো আবার?

এমনকি এতোদূরে থাকা স্বত্ত্বেও এই ব্লাস্ট গাড়ির ভেতরের সবকিছু আর সবাইকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে ক্যাটে উঠে তারা দুজনেই নয়েজ সাপ্রেশন গিয়ার খুঁজছিলো কিন্তু মোল্ডেবল ইয়ারপ্লাগ ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায়নি তারা। যেই এলআরএডি চালিয়ে থাকুক না কেন নিশ্চয়ই ওই শব্দ প্রতিরোধি হেডফোনগুলো কানে লাগিয়ে নিয়েছে।

"কোন রকম সুরক্ষা ছাড়া ক্যাম্পের দিকে যাবার কথা চিন্তাও কোরো না।" কোয়ালস্কি সতর্ক করে দিলো। "সেখানে পৌঁছানোর আগেই আমাদের চোখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসবে, হয়তো মস্তিষ্কেও রক্ত ক্ষরণ শুরু হবে।"

গ্রে জানে সে ঠিক কথাই বলছে। সে নদীর ওপারে দূরে ব্যাকহোয়েরর মিটিমিটি আলোর দিকে চেয়ে আছে।

তাহলে জেসন, সব কিছুই এখন তোমার হাতে। এই জায়গাটাকে সুরক্ষিত রাখতে তোমাকেই কিছু একটা করতে হবে।

"আমরা এখন কি করবো?" কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করলো।

গ্রে খানিকক্ষণ ভাবলো। "আমি জানি একটা নয়েজ সাপ্রেশন ডিভাইস আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।"

"সেটা কি?"

গ্রে তার সিট থেকে একটু সরে গিয়ে নিচ থেকে কিছু একটা বের করে নিয়ে এলো।

কোয়ালস্কি জিনিসটা দেখে মাথা নাড়লো। "এটায় কাজ হতে পারে।"

আশা করি জেসনের কাছেও তার নিজের সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি আছে।

সন্ধ্যা ৬.২৬

সাবস্টেশনের কাঁচের ফ্রেম আর পায়ের নিচের মেঝে গরগর শব্দে কেঁপে উঠলো এলআরএডি আক্রমণে। স্টেলা আর জেসন জানালা দিয়ে নিচের কলিসিয়ামের দিকে তাকিয়ে আছে।

গ্রে কি রাইটকে থামাতে পারে নি?

বোঝা যাচ্ছে কেউ একজন বড় ডিশটা চালু করেছে।

"নিচের দিকে তাকাও।" স্টেলা বললো। "একটা ক্যাট দূরে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে।"

দুইটা আলোর আভা জেসনেরও নজরে এসেছে।

কিন্তু তারা বন্ধু না শত্রু?

এই প্রশ্নের উত্তরের চেয়ে এখন আগে নিচের ওই ডিশটা থামানো বেশি প্রয়োজন। সেটা এখানকার সব অধিবাসিদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাইরের পৃথিবীতে। ওই বেরুবার পথটা বন্ধ করে দিতে হবে শীঘ্রই।

জেসন কন্ট্রোল কনসোলে ফিরে আসলো। স্টেলার জন্ম তারিখটা লাস্ট অ্যান্ট্রি হিসেবে এখনো সেখানে রয়ে গেছে আর লাল এরর মেসেজ দেখাচ্ছে। সে আর নতুন কিছুই চেষ্টা করে নি। জেসন একটা অনিশ্চিত ধারনায়ই এখনো আটকে আছে যে পাসওয়ার্ডটা স্টেলার জন্ম তারিখই হবে।

আমার ভুলটা হচ্ছে কোথায়?

সে দ্রুত আরো অনেকভাবে চেষ্টা করলো, তার বাবার পছন্দের গ্রিক আর ল্যাটিন মান দিয়েও চেষ্টা করে দেখেছে।

কোন কিছুতেই কাজ হচ্ছে না।

জেসন কনসোলে ঘুষি মারলো। "তোমার জন্ম তারিখের মধ্যে আমাদের কি কিছু ভুল হচ্ছে?"

স্টেলা মাথা নাড়লো, "আমি তো তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

জেসন এলআরএডির চিৎকারের মাঝেও মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলো।

"তোমার বর্ণনা মতে সব কিছু নিখুঁতভাবে করতে চাইতেন, তিনি খেয়ালি ছিলেন না।"

"ঠিক।" স্টেলা বললো। "হয়তো এই জায়গাটা তার ব্যতিক্রম। এন্টার্কটিকা। তার কাছে পৃথিবীর এই তলদেশটা সবসময়ই জাদুর নগরীর মতো।"

তার কন্যার মতোই মোহিনী...

উত্তরটা তার মনে একবার উঁকি দিয়ে গেলো যেন।

অবশ্যই।

লোকজন অনেক সময় জটিল কোড বানানোর জন্য খুবই সাধারণ কৌশল ব্যবহার করে থাকে।

জেসন পাসওয়ার্ড লিখে এন্টার চাপলো।

একটা সবুজ একসেপটেন্স উইন্ডো দেখা গেলো।

"তুমি পেরেছো," স্টেলা বললো

জেসন সঠিক হওয়া কোডটার দিকে তাকিয়ে আছে।

৩৯৯১,রিয়ানুজা ৭১

এটা স্টেলার জন্ম তারিখ, শুধু উল্টো দিক থেকে লেখা। ঠিক যেমন গ্লোবে এই মহাদেশটা ভালোভাবে দেখতে হলে উলটে দেখতে হয়।

জেসন ডেটোনেশন কন্ট্রোলের এক্সেসের জন্য একসেপটেন্স উইন্ডোতে ক্লিক করলো। সাধারন নির্দেশনা সম্বলিত একটা নতুন উইন্ডো দেখা যাচ্ছে। লাল রঙের সতর্ক বার্তায় লেখা ডেটোনেট শব্দটা দেখার আগ পর্যন্ত জেসন স্ক্রিনের নির্দেশ অনুসরণ করে গেলো।

জেসন পিছিয়ে গিয়ে স্টেলাকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিলো।

"এটা তোমার করা উচিত।"

স্টেলা এগিয়ে এসে ওই বাটনটা চাপলো।

সন্ধ্যা ৬.২৮

গ্রে ক্যাটের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের নিচের পৃথিবী দুলে উঠছে। এর সাথে বজ্রনাদের মতো ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। সে দূরের স্টেশনের দিকে তাকিয়ে আছে–তারপর ব্যাকডোরের দিকে তাকালো।

গুড জব, কিড।

কিন্তু ওই বাঙ্কার বাস্টারগুলো গুহার মুখটা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারলো না। গ্রে নিজের তৈরি নয়েজ সাপ্রেশন ডিভাইসটা তুলে নিয়ে কাঁধে রাখলো। মনে হয় জিনিসটা ডিলান রাইটের ছিলো। অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে বস্তুটা তার ক্যাট থেকে পাওয়া গেছে।

সে রকেট লঞ্চার নিয়ে দূরের এলআরএডি স্টেশনের দিকে তাক করে ট্রিগার চাপলো।

রকেটচালিত গ্রেনেড উড়িয়ে দিলো শূন্য কলিসিয়ামটাকে। বিস্ফোরণের শব্দ শীঘ্রই প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

চোখ বন্ধ করে মুহূর্তটাকে উপভোগ করলো গ্রে।

অবশেষে নেমে এলো নরকে নিরবতা।

অধ্যায় ৩৩

৩০ শে এপ্রিল, বেলা ২.২৯ এএমটি
রোরাইমা, ব্রাজিল

জেনা একটা ব্রাজিলিয়ান মেহগনি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতদুটো আড়াআড়িভাবে রাখা। সে আর জরি যে পথে এসেছিলো সে পথটা খুঁজে পেতে তার অনেক সময় লাগলো। এই মৌমাছিদের গুঞ্জনটা খুব চেনা জানা লাগছিলো, এটা সেই মৌচাক যেটা বেচারা চড়ুইটিকে মেরে ফেলেছিলো আর অবশেষে এই জিনিসটাই তাকে এই স্থানে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে।

কাটার তার কাঁধে চেপে ধরে একপাশে সরিয়ে দিলেন। "সরে দাঁড়াও।"

মাথার উপরের তরুবীথি থেকে একজোড়া স্থানীয় লোক নেমে এলো। এদের একজন হাতে একটা ছোরা ধরে আছে আর অপরজনের বগলে কম্বলে মোড়ানো একটা বস্তু।

"তাড়াতাড়ি," জেনা বললো।

কম্বলটাকে মাটিতে বিছানো হলে সেখানে কাটাময় একটা লতায় আটকে থাকা একটা সুখের বাচ্চা নজরে এলো।

এটা কি এখনো বেঁচে আছে?

জেনা কাঁটা থেকে সেটাকে উদ্ধারের জন্য কাছে গেলে কাটার তার হাত ধরে থামিয়ে দিলেন।

"দেখো," কাটার বললেন।

সে গবাদি পশু তাড়ানোর ইলেক্ট্রিক লাঠিটা নিয়ে লতাটার একপ্রান্তে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করলো আর বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ লতাটায় ছড়িয়ে পড়লো। লতাটা একবার সংকুচিত হয়ে আবার প্রসারিত হলো আর সাথে সাথে কাঁটাগুলো নিজের ভেতর গুটিয়ে নিলো। কাটার লাঠিটা ব্যবহার করে প্যাঁচানো লতা থেকে বাচ্চাটাকে মুক্ত করে আনলেন।

মুক্ত করার পর জেনা এর কাছে ঝুঁকে বসে পড়ে শিশুটার বুকে একটা হাত রাখলো। সে হৃদস্পন্দন পেয়েছে। বুকটা ছোট ছোট শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে উঠা নামা করছে। কাটার আঘাতে শরীরের অনেক জায়গায় ক্ষত তৈরি হয়েছে আর সেখান থেকে চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

"জরি...বলেছিলো বিষ," তার জিহ্বা ভারি হয়ে আছে।

"মেগাথেরিয়ামরা কঠিন জিনিস। আমি তাদের এভাবেই তৈরি করেছি। এজন্যই আমি তাদের তৃণভোজি না বানিয়ে সর্বভূক বানিয়েছি। এটা তাদের পুষ্টি গ্রহণের বিকল্প বাড়িয়ে দেবে।" সে বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। "তাছাড়া এই লতার বিষ প্রতিরোধের ক্ষমতাও এদের আছে।"

জেনা নিচু হয়ে বাচ্চাটাকে তুলে আনলো তার বাহুতে। এটা আকারে ছোট হলেও ওজনে বেশ ভারি, অন্তত পয়তাল্লিশ পাউন্ড তো হবেই। সে বাচ্চাটাকে কাঁধে তুলে নিলো। এবার তার মৃদু শব্দ শোনা গেলো, বাচ্চাটা তার দিকে ঝুঁকে আছে।

"গুহা," জেনা বললো।

"এই দিকে" কাটার বাকি চারজনকে নিয়ে ছুটলেন।

জেনা তাদের সাথেই আছে, তাদের পেছন পেছন যাচ্ছে, সতর্কতা সরূপ তাদের বুটের চিহ্ন অনুসরণ করছে। বাচ্চাটিকে সে কিছুক্ষণ পরপর কাঁধের পাশ বদল করছে।

কাটার জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি বাচ্চাটা নেব এখন?"

"না।"

সে কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারলো না, কিন্তু এই শাবকটাকে তারই বহন করতে হবে। তারা যে প্রাণীগুলোকে খুঁজছে সেগুলো বোকা নয়। পূর্বে বৈদ্যুতিক খোঁয়াড়ে তারা জরির খাঁচা বেয়ে উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে আক্রমণের জন্য। এখন তারা ছেলেটিকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে, হয়তো আশা করছে এর ফলে বহিরাগতরা তাদের জায়গা ছেড়ে চলে যাবে। অন্তত জরির নিরাপত্তার জন্য হলেও এদের বুদ্ধিমত্তাকে স্বীকার করতেই হবে।

ক্রমেই বন আরো ঘন হয়ে আসছে। সূর্যের আলো কমতে কমতে এখানে যেন দীর্ঘ এক পান্না রঙের গোধুলির রূপ দিয়েছে। আর পাশাপাশি ফাঙ্গাইগুলো বেড়ে উঠছে, তাদের কাণ্ড এখানে অনেক বেশি সবুজাভ মনে হয়। ছোট ছোট গাছের সংখ্যাও ধীরে ধীরে যেন কমে আসছে, সূর্যের আলো হয়তো বড় গাছগুলোর জন্য তাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছাতে পারে না।

অবশেষে সামনের ঘন ছায়া কিছুটা দৃষ্টিগোচর হলে কালো পাথরের ক্লিফ আর তাতে ছেয়ে থাকা লতা ও অর্কিডের অস্তিত্বও বোঝা গেলো। এখানকার বাতাসে কেমন যেন বোটকা গন্ধ আর বাতাস ভেজা ভেজা এর সাথে যোগ হয়েছে মাংস পচা দুর্গন্ধ। গুহার অনেকগুলো প্রবেশপথ দেখা গেলো। কিছু পথ দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক আর কিছু ধারালো থাবা দিয়ে কেটে বড় করা হয়েছে।

কাটার তাদের গতি কমিয়ে দিলেন।

কিন্তু গুহার অধিবাসিদের কোন চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কাটার জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কি করবো?"

"আমি একা যাবো," জেনা অস্পষ্টভাবে বললো, "এখানে অপেক্ষা করুন।"

সে কাটারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে এগোচ্ছে যতক্ষণ না কালো গুহার অবয়ব ভালো করে বোঝা যাচ্ছে।

আমার উপর নজর রাখা হচ্ছে...

জেনা বাচ্চাটাকে কিছুটা উপরে তুলে তার কোলে তুলে নিলো। বাচ্চাটা যেন অভিযোগ জানালো সামান্য শব্দ করে।

সে সেখানেই বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর সে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে শুরু করেছে। গানের কথাগুলো তার মনে নেই কিন্তু সুরটা গুনগুন করছে।

অবশেষে একটা শ্লথের দেখা পাওয়া গেলো। শরীর দেখেই বোঝা যায় এটা স্ত্রী প্রজাতির শ্লথ। প্রাণীটা মাথা ঝাঁকিয়ে হাল্কা একটা ক্রুদ্ধ শব্দ করলো।

বাচ্চাটা ঘাড় ঘুরিয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকালো। সে-ও শব্দ করে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছে।

নিঃসন্দেহে মা আর তার সন্তান।

ধীরে ধীরে জেনা বাচ্চাটাকে মাটিতে রেখে পিছু হঠে গেলো। সে মাথা নিচু করে রেখেছে।

প্রাণীটা আস্তে করে একহাতে বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে থপথপিয়ে গুহার দিকে চলে গেলো।

জেনা আবার বসে পড়লো। অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে প্রাণীটার মতো হাল্কা গর্জন করছে মাথা তুলে। এই প্রাণীদের দলের সবাই জঙ্গলে তাকে আর জরিকে ঘুরতে দেখেছে। তারা বিশ্বাস করবে যে জরি তার ছেলে। এজন্যই সে নিজে বাচ্চাটাকে এখানে নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটার গায়ের গন্ধ তার সারা গায়ে মাখামাখি হয়ে আছে। মাতৃত্ব আর মমত্ব বোধকে গাঢ় করার প্রচেষ্টা।

প্রায় মিনিট দশেক অতিবাহিত হয়ে গেছে, জেনার চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কিছু সময়ের জন্য সে ভুলে গেলো যে সে এখানে কেন বসে আছে। এমনকি সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলো, তখনই ছোট একটা অবয়ব গুহা থেকে বের হয়ে বাঁ দিকে দৌড়ে আসছে দেখা গেলো।

জরি দৌড়ে এসে জেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর জেনা সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেলো।

জেনা কর্কশভাবে বলে উঠলো, "সাবধানে!"

জরি তাকে উঠতে সাহায্য করলে সে ধীরে উঠে বসলো।

তখনই অতিকায় এক শ্লথ চিৎকার করে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো জেনার দিকে। জেনা জানে এখন যদি তারা পালাতে চায় প্রাণীটা দুজনকেই মেরে ফেলবে তাই সে জড়িকে তার নিজের পেছনে নিয়ে আসলো। জেনা তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, খোলা হাত, আর তার পেছনে জরিকে লুকিয়ে রেখেছে। সে তার মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে যেন প্রাণীটা বুঝতে পারে তার সাথে লড়ার কোন ইচ্ছাই জেনার নেই।

মেগাথেরিয়াম দানবটা থেমে গিয়ে তার নাক নিয়ে এলো জরির চেহারার কাছে। এর নিঃশ্বাস থেকে রক্ত-মাংসের দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। সে জানে এটা সেই আগের প্রাণীটা যেটা তাকে ফাঁকা অংশের শেষ ভাগ থেকে অনুসরণ করছে।

প্রাণীটা তাকে শুঁকেই যাচ্ছে, চেহারা থেকে সারা দেহ। তারপর নাক দিয়ে

প্রাণীটা জেনাকে মৃদু ধাক্কা দিলো কিন্তু ছেড়ে গেলো না। যেন বলতে চাইছে আমিও তোমাকে চিনতে পেরেছি।

প্রাণীটা ফিরে যেতে উদ্যত হলে জেনাও এক কদম পিছিয়ে এলো।

তখন এই নিথর জঙ্গলে একটা গুলির শব্দ পাওয়া গেলো।

দানবটার কান রক্তে ভেসে যাচ্ছে। প্রাণীটা গর্জন করে জেনাকে একপাশে উড়িয়ে ফেলে দিলো।

আরেকটা গুলি এসে লাগলো প্রাণীটার একপাশে, সে পাশটা পেছনের দিকে হেলে গেলো।

"পালাও, জরি," পড়ে যাওয়ায় জেনার কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

ছেলেটা জরির কথা না শুনে এগিয়ে যাচ্ছে জরিকে সাহায্য করার জন্য। কাটার এসব দেখে নিচু হয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

আরেকটা গুলি লাগলো প্রাণীটার মাথায় কিন্তু খুলি খুবই পুরু হওয়ায় লক্ষ্যভেদ হলো না। জেনা ক্লিফের কিনারায় এবার রাহেইকে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো। সে নিশ্চয়ই সাবধানে এই দলের নজর এড়িয়ে ওই অবস্থানে পৌঁছেছে।

কাটার তাদের কাছে পৌঁছে গেছেন। তিনি জরিকে টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসলেন।

দানবটা এটা লক্ষ্য করেছে আর তাই সাথেই সাথেই আক্রমণ করলো। জেনা জরিকে নিয়ে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আড়াল করে রাখলো। আক্রমণের পুরোটা কাটারের উপর দিয়েই বয়ে গেছে। প্রাণীটার একটা থাবা কাটারের গায়ের জামা চিরে বুকের মাঝে নিশানা বসিয়ে দিলো।

কাটারের পেছনের লোকটা ততোক্ষণে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু করেছে।

বেচারা এই প্রচন্ড আক্রমণে বেঁকে গেলো মনে হচ্ছে তীব্র বাতাস ঝুকিয়ে দিয়েছে তাকে। কিন্তু এই দানবীয় আকার সত্ত্বেও এমন আক্রমণে আর কতক্ষণ টিকে থাকা যায়। প্রাণীটা সামান্য পিছিয়ে গিয়ে ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আরেকটু হলেই কাটারের উপরে পড়তো মেগাথেরিয়ামটা।

জেনা জরিকে নিয়ে কাটারের দিকে ছুটে আসলো। দুজনে ধরাধরি করে কাটারকে তুললো মাটি থেকে।

রাহেই তার লুকানো অবস্থান থেকে হরিণের মতো লাফিয়ে নেমে এলো বিজয়ির বেশে। এখনো সে গুহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

অপেক্ষাকৃত ছোট একটা মেগাথেরিয়াম বেরিয়ে এলো একটা টানেল থেকে, মনে হচ্ছে মৃত প্রাণীটার সঙ্গি হয়ে থাকতে পারে এটা। রাহেই তার রাফেল তুলে গুলি করলো। কিন্তু প্রথম গুলিটা প্রাণীটার কাঁধ ঘেঁষে চলে গেছে, দৌড়ে এসে কাদার মধ্যে পিছলিয়ে থেমে গেলো আর অপর অগ্রপদটা বাড়িয়ে দিলো রাহেইর দিকে, এর থাবা খোলা। মেগাথেরিয়ামটা তার মুঠো থেকে পাতায় মোড়ানো কিছু একটা ছুঁড়ে দিলো।

পাতাটা মেলে গিয়ে নিচে পড়ে গেলো।

কিন্তু এর মধ্যে ছিলো-ছোট, কালো কিছু একটা-যেটা ঘুরতে ঘুরতে রাহেইর গালে আটকে গেলো।

রাহেই খানিকটা পিছিয়ে গেলো যেন তার গায়ে গুলি লেগেছে। মুখ ঘুরালে দেখা গেলো একটা কালো রঙের ছোট ব্যাঙ তার গালে আটকে রয়েছে। চিৎকার করে রাইফেল ফেলে দিয়ে রাহেই তার নিজের গালে আঘাত করতে লাগলো। সে যদিও সরিসৃপটাকে ফেলে দিয়েছে কিন্তু তার গালে যেখানে ব্যাঙটা আটকে ছিলো সেখানটা রক্ত লাল হয়ে আছে। রাহেই হাঁটু গেঁড়ে বসে পেছনের দিকে হেলে পড়লো, তার মুখ খোলা, তার পুরো শরীর খিঁচুনি দিয়ে কাঁপছে।

অবশেষে সে একপাশে ঢলে পড়লো, কোন নড়াচড়া নেই, মৃত, শক্তিশালি শিকারি সামান্য একটা ব্যাঙের কাছে পরাস্ত হলো।

নিশ্চয়ই এটা কাটারের আরেকটা বিষাক্ত আবিষ্কার।

এই মৃত্যুটা যেন একটা ঈঙ্গিত ছিলো, তাই আরো শ্লথ চিৎকার করে বেরিয়ে এলো তাদের সাথির মৃত্যুর বদলা নিতে।

জেনাও অন্যান্যদের সাথে পিছু হঠছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, তাদের পেছনে অসংখ্য কণ্ঠের গর্জন। তারা সবাই পাল্টা আক্রমণের কথা ভুলে কার্যত দৌড়াচ্ছে।

কিন্তু অসম্ভব!

তখনই তরুবীথিও যেন সূর্যকে আড়াল করে তাদেরকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলতে চাইছে। প্রচন্ড বাতাস যেন পুরো উপড়ে ফেলছে বনকে। মাথার উপরের যানটা মেগাথেরিয়ামদের থেকেও বেশি গর্জন করছে।

প্রাণীদের দলটা ইতস্তত করে পিছিয়ে গেলো।

এয়ারক্রাফটটা থেকে দড়ি নিচে নেমে এলো আর এর পরেই কয়েকজন ধীরে নিচে নেমে এলো জঙ্গলের মাঝে। তাদের গায়ে বডি আর্মার আর হাতে রয়েছে ভারি অস্ত্রশস্ত্র।

একজন সৈন্য জেনার দিকে এগিয়ে এসে বললো, "তোমাকে তো খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।"

সে তার হেলমেট খুললে একটা পরিচিত চেহারা দেখা গেলো। যদিও জেনার চিন্তা চেতনা এখন ঝাপসা তবুও সে জানে এটা কে। স্মিত হাসলো জেনা। এই সাহসি মানুষটাকে দেখার পর থেকেই সে যেন নির্ভার হয়ে গেলো আর সাথে সাথে একটা উষ্ণ, অচেনা আবেগের ঢেউ তার ভেতরে সাড়া দিয়ে গেলো।

"ড্রেইক?"

"যাক অন্তত আমাকে চিনতে পেরেছো। এটা ভালো লক্ষণ।" সে কাছে এগিয়ে এসে একটা সিরিঞ্জ জেনার ঘাড়ে ঢুকিয়ে দিলো। "ড. হেসের পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা উপহার।"

বেলা ২.৩৯

কাটারকে স্টেচারে করে উপরে তোলা হচ্ছে, অন্ধকার তরুবীথি পেরিয়ে ঝাঁঝালো রৌদ্রের মধ্য দিয়ে। সে নিজ হাতে গড়া এই বহু স্তরের বাগান, আকাশের মাঝের এই গ্যাল্লাগোস পর্যবেক্ষণ করছে। তার অর্জন আর বিসর্জন নিয়ে একটু সময় ভাবলো।

তার চারপাশেই বিবর্তনের একটা অগ্নিপরীক্ষা চলছিলো, একটা সাধারণ নিয়মের মধ্যে।

সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট।

দ্য ল অব দ্য জাঙ্গল।

কিন্তু তার মনে একটা দ্বিধা ঢুকে গেছে, ছোট্ট একটা মেয়ে নতুন সম্ভাবনার একটা বীজের সন্ধান দিয়েছে। পার্ক রেঞ্জারের বেশে সে যেন সাক্ষাত একজন ইভ। সে নতুন এক ইডেনের সন্ধান দিয়েছে তাকে, সেটা হয়তো এতোটা অন্ধকার না হলেও চলবে।

সে আজ এখানে নতুন কিছু একটা প্রত্যক্ষ করেছে।

বিবর্তনের জন্য, জীবনের জন্য জঙ্গলের আইনই সব কিছু নয় বরং সেখানে পরার্থবাদ, এমনকি নৈতিকতারও সমান গুরুত্ব রয়েছে। এগুলো পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের চেয়ে কোন অংশে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন পরিবর্তনের সময় এসেছে, এই পৃথিবীকে আরো সুন্দর ও আরো বসবাস উপযোগি করে গড়ে তুলতে হবে।

হ্যা...

আবার সব কিছু নতুন করে শুরু করতে হবে, নতুন বাগান সাজাতে হবে।

কিন্তু সেটা করতে হলে পুরাতনটাকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

তাছাড়া এটা আমার সৃষ্টি। কেন সারা পৃথিবী এটা দেখবে যখন তারা একটা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতই নয়? তাদের এই ক্ষীণদৃষ্টি দিয়ে তারা আমার মতো ভবিষ্যত দেখতে অক্ষম।

তিনি তার পকেটে হাত ঢুকালেন, সিঙ্কহোলের পুরনো টানেলে পুঁতে রাখা বিস্ফোরকগুলো তার মনে ভেসে উঠলো।

সে বোতাম চাপতেই কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেলো।

সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী আর স্বর্গ তৈরি করেছিলেন সাত দিনে।

তার পৃথিবী ধ্বংস হবে সময় লাগবে সাত মিনিট।

সকাল ১১.৪০ পিডিটি

সিয়েরা নেভাদা মাউন্টেইনস, সিএ

লিসা একটা ডজ র‍্যাম ২৫০০-এর পেছনে চড়ে বসলো। এটা যেহেতু মেরিন বেইসে যাচ্ছে তাই এতে একটা ক্যাম্পারস শেল সংযুক্ত আছে। তার একটা হাত নিকোর চাকাযুক্ত বন্ধ স্টেচারের উপর রাখা যেন সেটা নড়তে না পারে। সামনের অংশে

কর্পোরাল জেসাপ রয়েছে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে। আপেলের মতো টুকটুকে লাল গালের ছেলেটির নাম ডেনিস ইয়াং।

লিসা অনুরোধ করায় সে গাড়ি যথাসম্ভব দ্রুত চালিয়ে তারা এই নির্জন বেইস পার হয়ে যাচ্ছে। ট্রাফিক লাইট কিংবা স্টপ সাইনে থামার মতোও সময় তাদের হাতে নেই। সে নিকোর দিকে তাকালো। মনে হয় কুকুরটা পরবর্তি কয়েকঘন্টা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। মেজর অর্গান ফেইলিয়রের লক্ষণগুলো তার মাঝে দেখা যাচ্ছে।

লড়ে যাও, নিকো।

তারা দ্রুত একটা ছোটখাট হাসপাতালের পার্কিং লটে পৌঁছে গেছে। একটা এমআরআই মেশিন সংযুক্ত করার জন্য এই মেডিকেল তাদের রেডিওজিক্যাল স্যুট আপগ্রেড করেছে এই মাত্র। এডমান্ড ডেন্ট প্রবেশপথে আগে থেকেই তাদে জন্য অপেক্ষা করছে। নিকোকে যখন এখানে আনার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিলো তখনই লিসা গুরুত্বপূর্ণ সবাইকে এখানে আসতে বলে দিয়েছে।

র‍্যাম ট্রাকটা যেন উড়ে ইমার্জেন্সি বেতে এসে ঠিক এডমুন্ডের সামনে থামলো। এই ভাইরোলজিস্ট হাত ঈশারায় তার সহকর্মিদের ডাকলো যাদের শেষ হেলিকপ্টারে করে চলে যাওয়ার কথা ছিলো। সবাই মিলে নিকোকে বাইরে নিয়ে এসে রেডিওলজি ইউনিটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এডমান্ড লিসার পাশেই আছে। "স্ক্যানার ইতোমধ্যেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। একজন টেকনিশিয়ান চুম্বকের মাত্রা সে তার হাতের তালুতে লেখাটার দিকে তাকালো ০.৪৫৬ টেসলা। স্ট্যাটিক ফিল্ডে রেখেছে।"

"ওই অর্গানিজমের স্যাম্পলের কি হলো?"

"ওহ, সেটা আমার কাছেই আছে।" সেটা তার পকেট থেকে একটা টেস্ট টিউব বের করে আনলো, সেটার ছিপি ভালোভাবে আটকানো আর টেপ দিয়ে মোড়ানো।

তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের কোন তুলনাই হয় না।

তারা রেডিওলজি ইউনিটে পৌঁছে ড. লিন্ডাল সহ নিউক্লিয়ার টিমের দু-জনকে খুঁজছে।

"আশা করা যায় এখানে আমরা সময় নষ্ট করতে আসিনি।" লিন্ডালের অপূর্ব অভ্যর্থনা লিসার প্রতি। "তাছাড়া এই ঝামেলা শেষ হবার পর আমি তোমার এই আচরণের জন্য ফর্মাল ইনকোয়ারির ব্যবস্থা করবো। টেস্ট পেশেন্টকে নিয়ে পালানোর জন্য।"

"নিকো কোন টেস্ট পেশেন্ট নয়। সে একটা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কুকুর যে আমাদের সাহায্য করতে গিয়ে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"যাই হোক।" লিন্ডাল বললো, "চলো এই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলা যাক।"

চারজন মিলে নিকোর সিলড পেশেন্ট কন্টেইমেন্ট তুলে এমআরএই টেবিলে রাখলো।

টেকনিশিয়ান কাঁচে টোকা দিয়ে বললো, "কোন ধাতু রাখা যাবে না।"

লিসা নিজেকে একটা গালি দিলো আস্তে করে, তাড়াহুড়ায় এই সাধারণ ব্যাপারটা তার মনে ছিলো। কোন ধাতব কিছুই এমআরআই মেশিনে দেয়া যাবে না। নিকোর পেশেন্ট কন্টেইমেন্ট ইউনিটটা ধাতুর তৈরি।

এডমান্ড লিসার দিকে তাকালো।

কঠোর হাতেই এটা সমাধা করতে হবে।

সে দরজার দিকে নির্দেশ করলো। "সবাই বেরিয়ে যান।"

"লিসা..." এডমান্ড সতর্ক করে দিতে চাইলো, সে জানে লিসা কি করতে যাচ্ছে। "যদি তথ্যগুলো সঠিক না হয় কিংবা ভুল হয়?"

"একটা নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটানোর চেয়ে এই সুযোগটা নিতেই আমি বেশি ইচ্ছুক। তাছাড়া তথ্যগুলো সঠিকই মনে হচ্ছে।" লিসা টেস্ট টিউবটা রেখে তাকে তাড়িয়ে দিলো। "আউট।"

সবাই বেরিয়ে যাবার পর লিসা একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে নিকোর পিসিইউ খুলে ফেললো।

পেইন্টার, আশা করি তোমার তথ্য সঠিক।

আস্তে করে সে নিকোকে টেবিলের উপর তুললো। তার দেহ অনেক হাল্কা মনে হচ্ছে। লিসা নিকোকে রেখে একটা হাত রাখলো নিকোর উপর। খালি হাতে নিকোকে ছুঁতে পেরে ভালো লাগছে। সে নিকোর লোমে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

গুড বয়।

লিসা টেস্ট টিউবটা নিকোর পাশে রেখে টেকনিশিয়ানকে হাতে ঈশারা করলো যে সব প্রস্তুত আছে।

কয়েক সেকেন্ড পর মেশিনে গুঞ্জন উঠে নিকো সহ টেবিলটা ঢুকে গেলো চুম্বকের রিংয়ে।

পুরোটা সময় জুড়েই সে পায়চারি করছে আর বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কামড়াচ্ছে।

বিয়ের আগে ম্যানিকিউর করাতে হবে মনে হচ্ছে।

টেকনিশিয়ান ইন্টারকমে ঘোষণা দিলো, "কাজ শেষ।"

লিসা দ্রুত একটা সিরিঞ্জ নিয়ে নিকোর ক্যাথেটার থেকে রক্তের নমুনা নিলো। তারপর সিরিঞ্জটা ভ্যাকুটেইনারে পুশ করে রক্তটুকু ফেলে দিলো। স্টেরাইল গ্লাভস পরে একটা হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট ব্যাগে ভ্যাকুটেইনার টিউব আর এডমুন্ডের টেস্টটিউবটা রেখে ভালো করে বন্ধ করে দিলো। এবার ব্যাগটা দরজার কাছে রেখে দিলো।

এডমান্ড ঝুঁকি নিয়ে ব্যাগটা উঠিয়ে নিলো সেখান থেকে।

"তাড়াতাড়ি।" লিসা তাড়া দিলো তাকে।

সে মাথা নেড়ে ছুট লাগালো হ্যাঙ্গারের ল্যাবের দিকে।

পরবর্তি দশ মিনিট মনে হলো লিসার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘতম দশ মিনিট।

সে এই সময়ে নিজে একবার স্ক্যানের মধ্য দিয়ে গেলো যদি নিকোর কাছ থেকে সে সংক্রমিত হয়ে থাকে তাহলে যেন জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। লিসা বসে আছে, তার কোলে নিকোর মাথাটা রাখা।

অবশেষে ইন্টারকমে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো।

এডমুন্ডের কণ্ঠে উল্লাস।

"খতম। একেবারে জেনেটিক মন্ড হয়ে গেছে। স্যাম্পল আর নিকোর রক্ত সব পরিষ্কার।"

লিসা চোখ বন্ধ করে নিকোর দিকে ঝুঁকলো। তারপর ফিসফিসিয়ে বললো, "দেখেছো তুমি কত্তো ভালো।"

নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য লিসা একটু সময় নিলো, তারপর ফোন উঠিয়ে এডমান্ডকে বললো, "এরপরের পরিকল্পলা কি?"

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে যার বেশিরভাগই রেমন্ড লিন্ডালের।

"সমস্যার শেষ নেই।" এডমান্ড বললো, "আর এর পেছনে কে তা সহজেই অনুমেয়।"

লিসা ফোন রেখে দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবছে কি করা যায়।

সে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই সশব্দে দরজা খুলে গেলো। সারা দ্রুত রুমে ঢুকে লিসার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি খবরটা পেয়েছি, আপনি বরং সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিন। আমি কুকুরটাকে দেখে রাখবো। ডেনিস আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবে।"

সে হেসে কর্পোরালকে গড়িয়ে ধরলো তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলো দরজা দিয়ে।

ডেনিস তার র‍্যাম ট্রাকটা সর্বোচ্চ গতিতে ছুটিয়ে সিকি মাইল দূরের হ্যাঙ্গারে পৌঁছে দিলো লিসাকে। গাড়ি পুরোপুরি থামার আগে সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো। সে দৌড়ে হ্যাঙ্গারে ঢুকে গেলো লিন্ডালকে খোঁজার জন্য। আর হেড নিউক্লিয়ার টেনিশিয়ানের সাথেও বোঝাপড়া আছে।

"যতক্ষণ না ডিসি থেকে কিছু শোনা যাচ্ছে আমরা আমাদের পরিকল্পনায় বহাল থাকবো," লিন্ডাল বললো। "এইসব নতুন ফলাফল হলো...শুধুমাত্র কিছু প্রাথমিক ধারণা মাত্র। আর আমার মতে সেগুলো এখনো তর্কসাপেক্ষ।"

"কিন্তু স্যার, আমি পরিবর্তন করতে–"

"কিছুই বদলাবে না। আমরা আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা মতোই এগোবো।"

লিসা লিন্ডালের পেছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো। লিন্ডাল গুরতেই লিসাকে এখানে দেখে অবাক হয়ে গেলো আর লিসা তার হাত পেছনে চেপে ধরে সজোরে ঘুসি চালালো তার চেহারায়। লিন্ডাল ধপাস করে মেঝেতে পরে গেলো।

খানিকটা পিছিয়ে এসে সে তার হাত নাড়তে লাগলো আর হেড টেককে বললো, "তুমি জানি কি বলছিলে?"

"আমরা এই মাত্র যা দেখলাম তাতে আমার মনে হয় আমি এই নিউকটাকে এক কিলোটনে নামিয়ে আনতে পারবো। আমরা যদি বোমাটা চার মাইল উপরে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারি ওই ড্রোন চপারের সাহায্যে তাহলে সেটা অন্তত ০.৫ টেসলা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস তৈরি করার কথা। এটা হট জোনসহ আমাদের প্রয়োজনীয় এলাকা ভালভাবেই কাভার করবে খুবই কম রেডিয়েশনে। দাঁতের এক্সরেতে যেরকম রেডিয়েশন হয় তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না।"

"এটা করতে কতো সময় লাগবে?"

"আমি এখনো দুপুরের ডেডলাইনের মধ্যেই কাজটা করতে পারবো।"

লিসা মাথা নেড়ে বললো, "তাহলে শুরু করো।"

"কিন্তু ডি.সির ব্যাপারটা?"

"ডিসি নিয়ে আমায় ভাবতে দাও। তুমি নিউক উপরে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।"

সে দ্রুত চলে গেল লিসা তার নিজের হাতের দিকে তাকালো। তার হাতেও চোট লেগেছে।

ম্যানিকিউর করানো অবশ্যম্ভাবি হয়ে গেছে।

বেলা ২.৪৫
রোরাইমা, ব্রাজিল

ভ্যালর ভি-২৮০ সামিট থেকে উপরে উঠতে থাকায় কেন্ডাল নিচের টেপুইয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাটারের নিজের গড়া সিনথেটিক বায়োলজি আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভয়ানক পরীক্ষা নিরীক্ষায় চালানো ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হবার পরে তাদের হাতে আর মাত্র মিনিটখানেক সময় ছিলো সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য।

এ যাত্রায় বাঁচা গেলো।

কেন্ডাল এবার ক্যাবিনের দিকে মনযোগ দিলেন। ভিতরটা লোকে পরিপূর্ণ। কাটারের নিজস্ব হেলিকপ্টার আশু আর জরিকে নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু তার আগে দু-বার পালা করে নেটিভ ওয়ার্কারদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে তিনি কাটারের সাথে ক্যাবিনের পেছনের অংশে আছেন। কাটারকে তার স্টেচারে বেঁধে রাখা হয়েছে আর একহাতে স্ট্রেচারের রেলিঙয়ের সাথে হ্যান্ডকাফ পরানো। তার হাতে একটা ক্যাথেটার লাগানো আর সেটাতে একটা আইভি লাইন সংযুক্ত আছে। তার গভির ক্ষতের জন্য সার্জিকাল ট্রিটমেন্ট দরকার। কিন্তু তার বুক জুড়ে লাগিয়ে দেয়া মোটা কম্প্রেশন র‍্যাপ বোয়া ভিস্তায় রিফুয়েলিং পর্যন্ত সুরক্ষা দেয়ার কথা যা আর ঘন্টা দুয়েকের পথ।

কাটার তার মাথার কাছে জানালা দিয়ে তাকালেন। "দশ সেকেন্ড।"

কেন্ডালও তার দেখাদেখি বাইরের মেঘ ছুঁয়ে যাওয়া সামিটের দিকে তাকালেন।

তিনি নিরবে গোনা শুরু করেছেন। তিনি শূন্যে পৌঁছাতেই ওই সামিট থেকে ধোঁয়া আর পাথরের বিস্ফোরণ উপরের দিকে উপরের দিকে উঠে আসতে লাগলো। ওই পর্বত চূড়ায় মেঘ গর্জন শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অজস্র বিচিত্র প্রাণের মৃত্যুতে বিলাপ করছে। তারপর ধীরে ধীরে মালভূমিতে ফাঁটল ধরলো। নিচের পুকুরটির পানিও উপরে পরে যাচ্ছে ওই ফাটলের কারণে।

"দারুণ," কাটার ফিসফিস করে বললেন।

"ডার্ক ইডেনের জন্য একেবারে মোক্ষম সমাপ্তি।" কেন্ডাল যোগ করলেন।

কাটার জেনার দিকে তাকালেন, "কিন্তু তুমি এই মেয়েটার জন্য এটার সামান্য অংশ বাঁচাতে পেরেছো।"

"মনে হয় সারা পৃথিবীর জন্যও।" কেন্ডালের মনে পড়লো ল্যাব ধ্বংস হবার আগে তিনি পাগলের মতো ওই শিশিগুলো খুঁজছিলেন। হয়তো ওই কাউন্টারএজেন্ট অন্যান্য মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সাহায্য করবে। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এটা গবেষণাতে কাজে আসবে। তোমার কর্মকান্ড থেকে হয়তো ভালো কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।"

"তুমি আর কিছুই সংরক্ষণ করে রাখনি? আমার জেনেটিক লাইব্রেরি থেকে কিছুই না?"

"নাহ। সেগুলো চিরতরে হারিয়ে যাওয়াই ভালো।"

"চিরকালের জন্য কিছুই হারায় না। বিশেষ করে সব কিছু যখন এখানে মজুত আছে।" কাটার আঙুল দিয়ে তার নিজের মাথার দিকে নির্দেশ করলেন।

কেন্ডাল বললেন, "ওগুলো বেশিদিন টিকবে না।"

এই লোকটা খুবই বিপজ্জনক।

অন্যান্যরা যখন নিচের ধ্বংসলীলা দেখতে ব্যস্ত হেস এই ফাঁকে ল্যাব থেকে গোপনে যা পকেটে পুরেছিলেন সেটা হাতে নিলেন। কাটার এটা বোকার মতো টেবিলের উপর রেখে চলে গিয়েছিলো তার ছেলেকে খুঁজতে। কেন্ডাল ঝুঁকে গিয়ে জেট ইঞ্জেক্টর পিস্তলটা পুশ করে দিলেন কাটারের গলায়। জেনার উপর এই জিনিসটাই প্রয়োগ করেছিলো কাটার।

কেন্ডাল যখন ডিভাইসটার ট্রিগার চাপলেন আতঙ্কে কাটারের চোখ বড়বড় হয়ে গেলো। কমপ্রেসড গ্যাস ডোজটাকে কাটারের গলায় ঢুকিয়ে দিলো।

অন্য হাতে কেন্ডাল কাটারের আইভিতে সিডেটিভ ইঞ্জেক্ট করে দিলেন।

"তুমি যখন জেগে উঠবে বন্ধু ততোক্ষণে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।"

কাটার আতঙ্কে তাকিয়ে আছেন।

"এইবার কাটার এলয়েস সত্যি সত্যি মারা যাবে।" কেন্ডাল দৃঢ়ভাবে বললেন কথাগুলো। "হয়তো শারীরিকভাবে নয় কিন্তু ভেতরের মানুষটি তো অবশ্যই।"

অধ্যায় ৩৪

মে ২৯, রাত ১১.২৯, পিডিটি
ইয়োসেমিটি ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া

"বিয়েটা তো সমুদ্রতীরে হলো না," পেইন্টার বললেন, তার একহাতে সিঙ্গেল মল্টের গ্লাস আর অন্য হাত জড়িয়ে আছে তার জীবনের ভালোবাসা।

"তারপরেও ভালো হয়েছে।" লিসা তাকে আরো জোরে চেপে ধরলো।

তারা তাদের ফরমাল পোশাক বদলে নিয়ে আহওয়ানী হোটেলের সুবিশাল লাউঞ্জে বিস্তৃত ফায়ার প্লেসের সামনের আরামদায়ক লাভ সিটে বসে আছে। রিসেপশন পার্টি শেষের দিকে। অতিথিরা হয়তো হোটেলের নিজের কক্ষে কিংবা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন।

তাদের বিয়েটা হয়েছে সূর্যাস্তের সময় একটা সুবিশাল সবুজ লনে, আলোকসজ্জা ছিলো চোখে পড়ার মতো, অজস্র ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিলো, এরমধ্যে তার স্ত্রীর পছন্দের ফুল ক্রিসেন্থিমাম বা চন্দ্রমল্লিকাও ছিলো, এর প্রতিটা পাপড়ি রক্তলাল সাথে একটু সোনালি ছোঁয়া। হোটেল কর্তৃপক্ষ এমনকি তাদের কাছ থেকে কোন বিলও নেয় নি। এই ভ্যালি আর আশে পাশের এলাকা রক্ষায় এই জুটির অবদানের বিপরীতে সামান্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন। এরকম সৌজন্যতা সম্ভব ছিলো কারণ তখনও ট্যুরিস্টরা ফিরে আসতে শুরু করে নি।

বায়োটেররিজম আর নিউক্লিয়ার বোমা...

হারানো সুনাম ফিরে পেতে কিছুটা সময় তো লাগবেই, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই বিয়ের আয়োজন কিছুটা হলেও তাদের সাহায্য করবে। জশ পুরোপুরি সেরে উঠার আগ পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করেছে। তার পায়ে ছিলো ডারপার সর্বাধুনিক প্রস্থেটিক। সে আর মঙ্ক নিশ্চয়ই ডিনার টেবিলে অনেক আলাপ আলোচনা করেছে। তার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার তুলনায় লিসার এই ছোট ভাইটা অনেক প্রাণবন্ত ছিলো পুরোটা সময়। এমনকি সে পর্বতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে, নতুন চ্যালঞ্জ নিতে চায় জশ।

আর ভেন্যু হিসেবে এই জায়গাটা বেছে নেয়ার আরেকটা বিশেষ কারণ হলো মনো লেক এখান থেকে খুবই কাছে যেখানে পরিস্কার কার্য আর পর্যবেক্ষন চলছে। লিসা এখনো ড. এডমান্ড ডেন্ট ও তার দলের সাথে কাজ করছে। অপরদিকে পেইন্টারও অফিস ছেড়ে লিসার সাথে কিছু সময় কাটানোর একটা সুযোগ পেয়েছে। প্রাত্যহিক কাজকর্ম কেটই সামলাতে পারবে। আজকের এই সপ্তাহান্তের আয়োজনেও সে এসেছে।

ডিনার শেষ করেই কেট আর মঙ্ককে চলে যেতে হয়েছে তাদের কক্ষে কারণ আগামিকাল ভোরের ফ্লাইটে তাদের ফিরে যেতে হবে। মেয়ে দুটোও তাদের সাথেই ছিলো। তাদের অনুপস্থিতিতে ডিসিতে দূর্গ সামলানোর দায়িত্বে ছিলো গ্রে। তাছাড়া ব্যক্তিগত কারনেও তাকে তার পরিবারের কাছাকাছি থাকতে হয়েছে।

আর অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে...

কোয়ালস্কি আছে, তার জ্যাকেট কাঁধের একপাশে ঝুলে আছে, জামার উপরের দুটো বোতাম খোলা, ঠোঁটে সিগার।

"আমার মনে হয় তোমার এখানে ধুমপান করাটা ঠিক হচ্ছে না।" লিসা সতর্ক করে দিলো।

কোয়ালস্কি তার স্টগিটা বের করে সেটার দিকে চেয়ে আছে। "কাম অন, এটা কিউবান। আমি এর চেয়ে বেশি ফর্মাল হতে পারবো না।"

জেনা তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বললো, "তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য দুঃখিত আমি আর নিকো।"

জশের মতো এই সাইবেরিয়ান কুকুরটিও পুরোপুরি সেরে উঠেছে। এমনকি তার অবদানের জন্য সে একটা মেডেলও পেয়েছে।

কোয়ালস্কি এদের দিকে ফিরে মুখ ভেংচে বললো, "প্রথমে কেইন আর এখন এই কুকুরটা। মনে হচ্ছে সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যখন সিগমার নিজস্ব কুকুরের খোঁয়াড় তৈরি করতে হবে।" তারপর সে তার সিগার পেইন্টারের দিকে তাক করে বললো, "অন্য কিছু ভেবে বসবেন না যেন। আমি তাদের অলক্ষে কিছু বলছি না।"

"ঠিক আছে।"

কোয়ালস্কি সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেলো।

পেইন্টার তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, "আমরা কি এখন নিজেদের একটু অবসর দিতে পারি?"

"অবশ্যই।" লিসা তার হাত পেইন্টারের হাতে রাখলো। "কিন্তু তোমার তো ঘুমানোর কোন পরিকল্পনা ছিলো, তাই না?"

হাল্কা টান দিয়ে পেইন্টার লিসাকে তার নিজের দিকে নিয়ে এলো, তার হাত দুটি লিসার মাথার পেছনে নিয়ে তাকে চুমু খেলো আর বললো, "কার সাধ্য আছে ঘুমায় বলো? একটা পরিবার গঠনের বিশাল দায়িত্ব এখন আমাদের কাঁধে।"

মে ৩০, ভোর ৬.৩০

লি ভাইনিং, ক্যালিফোর্নিয়া

জেনা শহরের মধ্য দিয়ে ৩৯৫-এর দিয়ে যাচ্ছে তার নতুন ফোর্ড এফ-১৫০ পিকআপে করে। যানটিতে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেইট পার্ক রেঞ্জার্সের তারকা নতুন করে

লাগানো হয়েছে। এই তার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে একটা সৌজন্য উপহার তার অবদানের জন্য। গাড়ির ভেতরে এখনো নতুন নতুন গন্ধটা রয়ে গেছে।

এটা খুব বেশিদিন থাকবে না।

নিকো পেছনের সিট থেকে তার কানে শব্দ করে শ্বাস ছাড়ছে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে সে নিকোকে শাসন করে থাকে কিন্তু এখন সে তার মুখবন্ধটা সরিয়ে দিলো। যদিও নিকো শারীরিকভাবে সেরে উঠেছে, তবুও পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেসের কিছু লক্ষণ জেনা ধরতে পারে। নিকো এখন জেনার কাছাকাছি থাকতে চায় আর আগের চটপটে ভাবটাও ততোটা নেই। কিন্তু এই সমস্যাগুলোও সে ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছে।

আমার মতো।

জেনার এখনো মনে আছে কিভাবে সে সব কিছু ভুলে যেতে বসেছিলো। মাথার ভেতর কুয়াশা আরো ঘনীভূত হচ্ছিলো, সে কুয়াশায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলো।

এমনকি এখনো সে কেঁপে উঠে। প্রতিনিয়ত একটা সন্দেহের মধ্যে আছে নিজেকে নিয়ে। যদি সে চাবি ভুলে যায় তাহলে ভাবে এটা কি তবে সেই রোগেরই কোন লক্ষণ? যদি কখনো তোতলামি চলে আসে কিংবা কোন ঠিকানা মনে করতে পারে না তাহলে তো কোন কথাই নেই।

সে এখন সকাল সকালই জেগে উঠে। সকাল বেলায় লেকের দৃশ্য তার সব সময়ই ভালো লাগে। সূর্যের আলো লেকের জলে অজস্র রঙের ছায়া তৈরি করে, তা আবার ঋতু ভেদে বদলে যায়।

নিস্তব্ধ সকাল বেলায় নিজেকে নিয়ে চিন্তার কিছু সময় পাওয়া যায়, নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় যা তার বর্তমানে সবচেয়ে বেশি দরকার।

কিন্তু সকালে এখন তার আরো একটা কাজ করার থাকে।

সে রেডিওতে ডিস্প্যাচকে জানিয়ে দেয়, "বিল আমি একটা বিরতি নিচ্ছি।"

নাইসলি'স রেষ্টুরেন্টে নিকো সহ ঢুকলে কাউন্টারের পেছনে বারবারা ব্লাক কফির কাপ নিয়ে তৈরিই থাকে। এটা সবচেয়ে সেরা কফি এখানকার। নিকোকে একটা ডগ বিস্কুট ছুঁড়ে দিলে সে শূন্যেই তা লুফে নেয়।

কিন্তু এখন তার রুটিন কিছুটা বদলেছে।

পত্রিকা থেকে মাথা না তুলেই একজন তাকে একটা বুথ থেকে ডেকে উঠে, "মর্নিং ডিয়ার।"

জেনা তার কফি সহ বুথে ঢুকে পড়ে। "তো তোমার কি খবর বলো?" সে ড্রেইককে জিজ্ঞেস করলো। ড্রেইক এই মাউন্টেইন বেইসে মেরিন ট্রেইনার হিসেবে স্থায়িভাবে যোগ দিয়েছে।

"জানো," ড্রেইক উত্তর দিলো, "মনে হয় আবার পৃথিবী রক্ষায় নামতে হবে।"

জেনা মাথা নেড়ে কফিতে চুমুক দিলো, গরমের জন্য তার মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। এসএসডিডি।

সেইম শিট ,ডিফারেন্ট ডে।
ড্রেইক তাকে খেলার পাতাটা এগিয়ে দিলে জেনা তা হাত বাড়িয়ে নেয়।
সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার কোন বিকল্প নেই আসলে।

বেলা ২.০৭ জিএমটি
কুইন মড ল্যান্ড, এন্টার্কটিকা

"যদি এখানে ঘন ঘন আসা যাওয়া হয় তাহলে আমার ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লায়ার প্রোগ্রামে সাইন আপ করতে পারেন।"

জেসন ইউকে এয়ারম্যানের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললো, "আমার মনে হয় তাই করতে হবে বারস্টো।"

জেসন টুইন ওটার থেকে বরফের রাজ্যে নেমে এলো। সে বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, ফেনরিস্কজেফটেন পর্বতমালার কালো ছায়ায় যেগুলোকে খেলনার ব্লকের মতো মনে হচ্ছে। ব্যাকডোর সাব স্টেশনটা যেন একটা বীজ যা চির বর্ধনশীল ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ কমপ্লেক্সের জন্ম দিয়েছে রি বরফের রাজ্যে।

তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

এখনো মাস খানেক আগের ঘটনা তার মনে পড়ে, হেলস কেইপ থেকে গ্রে,কোয়ালস্কি আর স্টেলার সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে এই ব্যাকডোর দিয়ে। স্টেলার কথা মতো তারা একটা ইমার্জেন্সি ক্যাট খুঁজে পেয়েছিলো আর সেটার সাহায্যে তারা কোস্টের দিকে ফিরে গিয়ে ড. ভন ডার ব্রুয়েগ ও হ্যালি VI স্টেশনের অন্যান্য গবেষকদের সাথে মিলিত হলো। সৌর ঝড় থেমে যাওয়ায় তারা ম্যাকমুরডো স্টেশনের সাথে সাহায্যের যোগাযোগ করলো।

আমি আবার এখানে ফিরে এসেছি।

কিন্তু তার একটা যুতসই কারণ অবশ্য আছে। স্টেলা উঁচু একটা বিল্ডিং থেকে নেমে এলো যেটা ব্রিটিশ এন্টার্কটিকা সার্ভের মতো লাল-কালো রঙ করা, ওটারের রঙও একই। এমনকি তার পারকাতেও বিএএস অক্ষরগুলো অঙ্কিত।

স্টেলা দ্রুত পায়ে জেসনের দিকে আসছে। বছরের এই সময়টাতে এখানে চিরন্তন রাত শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তারা আর চাঁদের আলোয় বেশ ভালোই আলোকিত হয়েছে বলা যায়। বিশেষ করে এর সাথে আছে অরোরা অস্ট্রালিস।

"জেসন, তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।" স্টেলা তাকে জড়িয়ে ধরলো। এই আলিঙ্গন তার প্রত্যাশার চেয়ে খানিকটা দীর্ঘ সময়েরই হলো। কিন্তু তার কোন আপত্তি নেই।

"তোমাকে অনেক কিছুই দেখানোর আছে, বলার আছ।" স্টেলা তাকে স্টেশনের দিকে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু জেসন তার জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

"আমি তোমার রিপোর্টটা পড়ছিলাম।" জেসন হেসে বললো। "তোমার হাতে অনেক কাজ। হেল'স কেইপের নির্বাচিত অংশ নিয়ে কাজ করার ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর। আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে এ কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করবো আর অবশেষে আমি চলে এলাম আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে।"

জেসন ওটারের পেছনের অংশে তাকিয়ে হাত নাড়তেই দরজা খুলে দুজন লোক বের হয়ে এলো তাদের পরনে যুতসই আর্কটিক পোশাক। মহিলাটি তার পারকার হুড তুলতে চাইলে পুরুষ লোকটি তাকে সাহায্য করলো। লোকটার শারীরিক গঠন দেখে খুব কম লোকই তার প্রকৃত বয়স অনুমান করতে পারবে।

জেসন পরিচয় করিয়ে দিলো তাদের। "আমার মা অ্যাশলি কার্টার আর স্টেপ ড্যাড বেঞ্জামিন ব্রাস্ট।"

স্টেলা খানিকটা অবাক হয়ে তাদের সাথে করমর্দন করলো। "আপনাদের সাথে পরিচিত হতে পেরে ভালো লাগছে। ভেতরে আসুন, খানিকটা উষ্ণতা পাওয়া যাবে।"

স্টেলা তাদের সবাইকে ব্যাকডোর স্টেশনে নিয়ে গেলো, ভূগর্ভস্থ ওই পৃথিবীর নতুন প্রবেশপথ এটা। স্টেলা ঘুরে সামনে এগোতেই বেন জেসনের কনুই ধরে নিজের পাশে নিয়ে আসলো।

"দারুণ দেখতে।" বেন বললো, তার অসি উচ্চারণ যেন ঝনঝনিয়ে উঠলো। এটা সবসময় ঝনঝনিয়ে উঠে বিশেষ করে যখন সে জেসনকে খেপাতে চায়। "এখন বুঝেছি তুমি কেন এখানে আসতে চাও আর কেনই বা আমাদের তুমি নিজে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছিলে। ছোট্ট এক শিলাকে খুঁজে পেয়েছো তুমি।"

দুজন মহিলাই পেছন ফিরে তাদের দিকে তাকালো।

জেসন তার মাথা নিচু করে মৃদু ঝাকালো।

বেন দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে দুই মহিলার হাত ধরলো। "তো আমার ছেলে বলছিলো এখানকার এই বরফের নিচে একটা গুহার মতো প্রণালী পাওয়া গেছে।"

"গুহা সম্বন্ধে কি আপনি কিছু জানেন?" স্টেলা জিজ্ঞেস করলো।

"এ সম্পর্কে সামান্য জানাশোনা আছে।"

জেসনের সৎ বাবা আসলে একজন গুহার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ যার কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর এই অভিজ্ঞতার বেশিরভাগই এখানে এই মহাদেশে।

"এখানে আমরা যা খুঁজে পেয়েছি এগুলোর মতো কিছু আপনি কখনো দেখেছেন বলে মনে হয় না।" স্টেলা একটু গর্ব বোধ করলো।

"আমরা কি কি দেখেছি সেটা জানলে তুমিও অবাক হবে মেয়ে।" তার মা স্মিত হেসে নিজেকেই যেন বললেন। "আমাদের বাসায় তোমাকে তাহলে একদিন নিমন্ত্রণ করতে হবে দেখা যাচ্ছে।"

"মনে হয় আমাদের সবার জন্য অ্যাডভেঞ্চার অপেক্ষা করছে। সে জেসনের দিকে ফিরে বললো তুমি কি বলো? কিছু আনন্দ পাওয়ার জন্য প্রস্তুত?"

জেসন দৌড়ে তাদের কাছে আসলো।

আমার কেন মনে হয়েছিলো এদের সবার সাক্ষাত হলে ভালো হবে?

রাত ৮.২৩, ইডিটি
রোয়ানক, ভার্জিনিয়া

কেন্ডাল হেস ভাড়া করা গাড়ি চালিয়ে প্রাইভেট মেন্টাল হেলথ ফ্যাসিলিটির প্রবেশপথ ধরে ছুটে চলছেন। রাস্তার দুধারে গাছের সারি। লনে যত্নে গড়ে তোলা একটা বাগান আর একটা ঝর্নাও দেখা যাচ্ছে। ক্রসের চারবাহুর মতো বিল্ডিংটির চারটি উইং রয়েছে।

হাসপাতালটার কথা কোন ডাইরেক্টরিতে উল্লেখ নেই আর রোয়ানকের অদূরে ব্লু ব্রিজ পার্কওয়েতে চল্লিশ একর জায়গায় গড়ে উঠা এই হাসপাতালের নামও খুব কম লোকই জানে। বিশেষ কেইসের জন্য এটা ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে যেগুলোর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত। এখানে একটা বেড জোগাড় করার জন্য তাকে বিআরএজি, এফবিআইয়ের বায়োটেরোরিজম রিস্ক এসেসমেন্ট গ্রুপ পর্যন্ত যেতে হয়েছে।

শেষ চেক পয়েন্ট পরিচয় পত্র দেখানোর পর তিনি গাড়ি পার্ক করলেন। অভ্যর্থনা ডেস্কে তার আঙুলের ছাপ রাখা হয়েছে। এরপর একজন নার্স তাকে সঙ্গ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন্ডাল জিজ্ঞেস করলেন, "সে কেমন আছে?"

"আপনি কি তার ডাক্তারের সাথে কথা বলবেন?"

"না, তার প্রয়োজন নেই।"

নার্স তাকে জানালো তার সাথে কেউ একজন দেখা করতে এসেছে।

কেন্ডাল মাথা নাড়লেন।

ভালো।

তারা লম্বা হল রুম পেরিয়ে একটা বিশেষ দরজার সামনে এসে থামলেন যেটাতে ঢুকতে হলে পাস কি প্রয়োজন হয়। ঢুকলেই ক্লিনিক্যাল এসেসমেন্টের জন্য একটু জায়গা নজরে পড়ে আর এর পাশেই রোগির কামরা। একপাশে আয়নার মতো কাঁচ দিয়ে কক্ষটা আলাদা করা হয়েছে।

জানালার দিকে কেন্ডাল এগিয়ে গেলেন। কক্ষটাতে দামি কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। নকল ফ্লায়ারপ্লেসের মাঝে সিল্কের আগুনও দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে লাগানো আছে অনেকগুলো বুকশেলফ। দারুণ গোছানো হয়েছে।

কেন্ডাল একটু খারাপ লাগলো। একটু স্বান্তনা পেতে চাইলেন এই ভেবে যে বইগুলো হয়তো এখনো তাকে কিছুটা স্বস্তি দেয় যদি সেরিব্রাল কর্টেক্সের গহীনে এখনো কিছু স্মৃতি, জ্ঞানের জন্য সামান্যতম ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকে।

আশুকে এক কোনায় দেখা যাচ্ছে কিন্তু সে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে।

কেন্ডাল কাটারের পরিবারের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন। তাদেরকে থাকার জন্য একটা লজিং আর সামান্য কিছু অনুদানও দেয়া হচ্ছে। জরিকে স্থানীয় রোয়ানক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়েছে, সে বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। সমস্যা হলো কাটারের স্ত্রীকে নিয়ে। তার ধারণা শেষ পর্যন্ত আশু জঙ্গলেই তার বাড়িতে ফিরে যাবে, হয়তো জরি কলেজে উঠার পর। ছেলেটা দারুণ মেধাবী। যোগ্য বাবার যোগ্য ছেলে।

কাটার বিছানায় শুয়ে আছে। তার হাতের ক্ষত স্থানটিতে ব্যান্ডেজ করা, এমনিতে সে ঝামেলা করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে লক্ষ্য না রাখলে নিজেকে আঘাত করতে শুরু করে। একজন কর্মির সাহায্যে কাটার তার প্রাত্যহিক হাটা শেষ করেছে। কিন্তু প্রকৃতির মাঝে থাকলেই সে অনেকটা শান্ত থাকে, হয়তো তার পূর্বের জীবনের হালকা ছাপ রয়ে গেছে।

নার্স বললো, "তারা রাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার ছেলে তাকে প্রতি সন্ধ্যায় অনেক কিছু পড়ে শোনায়।"

জরি কাটারের পাশের চেয়ারে বসলে কেন্ডাল ইন্টারকমে কান পাতলেন। তার হাঁটুতে একটা বই রয়েছে।

নার্সটি ভলিয়ম বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "ছেলেটি বলেছে তার বাবা প্রতি রাতে তাকে এই বইটা পড়ে শোনাতেন।"

কেন্ডাল বইটার নাম পড়লেন, একটা তীব্র অপরাধবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তার মনে।

বইটা হলো রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের দ্য জাঙ্গল বুক।

জরির কণ্ঠ কোমল আর স্মৃতিতে, ভালোবাসায় পূর্ণ।

"This is the hour of pride and power,
Talon and tush and claw.
O hear the call! Good Hunting, All
That keep the Jungle Law!"

রাত ১১.৪৮
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

গ্রে বারান্দার দোলনায় বসে আছে, তার সামনের রেইলে একটা ঠান্ডা বিয়ার রাখা। এই রাতেও ভালোই গরম লাগছে, তাপমাত্রা মনে হয় নব্বই ডিগ্রির উপরে, বাতাসের আর্দ্রতাও বেশি। এই আবহাওয়ায় তার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে-হয়তো সারাদিন

ধরে অ্যাসিস্টেড লিভিং ফ্যাসিলিটিতে ঘোরাঘুরির কারণে এমন লাগছে। মেমোরি কেয়ার ইউনিটের খোঁজ খবরাখবর নিয়েছে বিশেষভাবে।

একটা ঠান্ডা হাত তার আঙুল জড়িয়ে ধরলো। এই একটুকু ছোঁয়াই যেন তার ভেতরের সব চাপ দূর করে দিলো। তার হাত চেপে ধরে ধন্যবাদ জানালো সে।

সেইচান তার পাশে বসলো, সে মাত্রই হংকং থেকে ফিরে এসেছে। কোন রকমের গ্রের অ্যাপার্টমেন্টে তার ব্যাগগুলো ছুঁড়ে ফেলে সোজা এখানে চলে এসেছে। মোটরসাইকেলে আসায় ডিনারের ঠিক আগেই সে এখানে পৌঁছাতে পেরেছে।

সেইচান আর তার বাবা বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিয়েছে একে অপরের সাথে।

তাছাড়া সেইচানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

দেখো তার দিকে চেয়ে।

এই অন্ধকারের মধ্যেও তার কোমল আর শক্তিমত্তার, ভয়ানক আর নমনীয়তার মূর্তি নজর এড়ায় না। আর চোখ দুটি যেন দ্যুতিময়। তার ঠোঁট জোড়া সিল্কের মতো মসৃণ। গ্রে তার গালে হাত রাখলো।

ওহ খোদা, তাকে সে কি পরিমাণ যে মিস করেছে।

অন্ধকারের মাঝে সেইচানের কণ্ঠ ঝনঝনিয়ে উঠলো। "আমাদের এখন বাড়ি ফেরা উচিত।"

"তুমি বেরিয়ে পড়ো," গ্রে বললো, "রাতের শিফটের নার্সের আর কিছু লাগবে কিনা আমি একটু দেখে নিই, আমি তোমার পিছু পিছুই আসছি।"

সেইচান মাথা নেড়ে উঠতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সে কিছু একটা টের পেয়েছে। "কি হয়েছে?"

গ্রে অন্যদিকে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে সে কতোটা অসহায় হয়ে পড়ে এটা ভাবলেই খারাপ লাগে। আমি অসংখ্যবার সারা পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারি। কিন্তু আমি আমার বাবার জন্য কিছুই করতে পারি না কেন?

সেইচান গ্রের হাতদুটি ধরলো। "তুমি একটা বোকা, গ্রে।"

"আমি কখনোই সেটা অস্বীকার করিনি," গ্রে ফ্যাকাশেভাবে হাসলো।

"তোমার করার অনেক কিছুই আছে। আর তুমি তা করে যাচ্ছো। তুমি তাকে ভালোবাসতে পারো, তার সেবা করতে পারো, তার জন্য লড়তে পারো। তোমার সিদ্ধান্ত যতই কঠোর হোক না কেন তাকে তুমি ভালোবাসা দিয়ে পুষিয়ে দিতে পারো...এগুলোই তোমার কর্তব্য।"

গ্রে চুপ করে আছে।

"আমি জানি, সেইচান।" গ্রে তার হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, "তুমি রওয়ানা হয়ে যাও, আমি তোমার পেছনেই আসছি।"

সেইচান সামনে ঝুঁকে এসে তাকে চুমু খেলো। "আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখো না।"

“কখনোই না।”

সেইচান ড্রাইভওয়ের দিকে পাপ বাড়াতেই গ্রে বাসার ভেতরে ঢুকে গেলো। সোফায় বসা নার্সের দিকে চেয়ে সে মাথা নাড়লো। “যাবার আগে একটু দেখা করতে চাইছি।”

“আমার মনে হয় তিনি ঘুমাচ্ছেন।” নার্স উত্তর দিলো।

গুড।

সে সিঁড়ি বেয়ে বাবার শোবার ঘরের দিকে এগোলো। দরজা সামান্য খোলাই ছিলো, তাই সে নিরবে ঢুকে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

তারপর পকেট থেকে একটা শিশি ও সিরিঞ্জ বের করলো গ্রে।

কিছুদিন পূর্বে সে কাটার এলয়েসের তৈরি করা ডোজের প্রতিষেধক সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো ড. কেন্ডাল হেসের কাছে।

সে শুনেছে, ড. হেস বিশ্বাস করেন এই প্রতিষেধক স্নায়বিক বৈকল্য দূর করতে পারে। গ্রে হেসকে সব খুলে বলেছে আর সেই রাতেই একটা স্যাম্পল পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তার ঠিকানায়।

সে এখন সিরিঞ্জ পূর্ণ করছে প্রতিষেধকে।

পূর্বেও, সেটা মনে হয় যেন কয়েক দশক আগে, তাকে তার বাবার অ্যালঝেইমার রোগের ঔষধ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সে ওগুলো ড্রেনে ফেলে দিয়েছিলো এই ভেবে যে, তাকে সত্যটা মেনে নিতে হবে। এমন কিছু বিরুদ্ধে লড়া উচিত নয় যার বিরুদ্ধে যেটা অসম্ভব।

সে সিরিঞ্জ তুললো

চুলোয় যাক সে চিন্তা।

সেইচানের বলা কথাগুলো তার মনে পড়ছে এখন।

...তার জন্য লড়তে পারো...

সে তার বাবার হাতে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে পুশ করে দিলো পুরোটা। তার বাবা জেগে উঠার আগের সে সিরিঞ্জটা বের করে নিয়ে এলো। যখন তিনি জেগে উঠলেন তার চোখ বড়বড় হয়ে গেলো তার ছেলেকে এরকম তার দিকে ঝুঁকে থাকতে দেখে।

“কি করছো, গ্রে?”

তোমার জন্য লড়াই করছি বাবা...

সে আরো খানিকটা ঝুঁকে তার বাবার কপালে চুমু খেলো।

“তোমাকে শুভ রাত্রি বলতে এসেছিলাম।”

এবার উপন্যাসের ব্যবচ্ছেদ করার পালা। সময় এবার সত্য ও কল্পনার সীমারেখা টানার। আমরা র্বতমানে বড়সড় সঙ্কটর্পূণ কিছু পরির্বতনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। কারও কারও ধারণা পৃথিবী এখন *ষষ্ঠ* গণবিলুপ্তির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একটা প্রজাতি হিসেবে আমরা এখন যে পথে এগিয়ে যাবো সেটাই শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে যাবে নানা দিকে। এই উপন্যাসের অন্যতম লক্ষ্য প্রকৃতর্অথেই আমরা সেসব পথ থেকে আসলে কতটা দূরে? চলুন দেখি।

প্রথমে এই উপন্যাসে পরিবেশবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত কিছু মতবিভেদ উপস্থাপন করা হয়েছে পুরনো আমলের কনজারভেশনিস্টদের সাথে নতুন যুগের ইকোলজিস্ট, প্রিজারভেশনিস্টদের সাথে সিনথেটিক বায়োলজিস্ট, এমনকি তারাও যারা এই বিলুপ্তি ঠেকতে চায় এবং যারা এই বিলুপ্তিকে স্বাগত জানায়। নিচের এই চারটি বই গল্পের কাঠামো র্নিমাণে অনেক অবদান রেখেছে। সেই সাথে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর প্রতি যদি কারোও বাড়তি জানার আগ্রহ থাকে তাহলে এই বইগুলো নিঃসন্দেহে ভালো উৎস।

Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves by

George M. Church and Ed Regis

(New York: Basic Books, 2012).

The Sixth Extinction: An Unnatural History by

Elizabeth Kolbert

(New York: Henry Holt, 2014).

Apocalyptic Planet: Field Guide to the Future of the Earth by

Craig Childs

(New York: Vintage, 2013).

Countdown: Our Last, Best Hope for a Future on Earth? by

Alan Weisman

(New York: Back Bay Books, 2014).

বিজ্ঞান

সিনথেটিক বায়োলজি

যখন বিষয়টা হয় কৃত্রিম জীবন তৈরির, তখন ঘটনার মাইলস্টোনগুলো ডোমিনোর মতো একটার পিঠে আরেকটা দ্রুত ঘটতে থাকে। এমনকি আমার এই উপন্যাস লেখার চেয়েও দ্রুত গতিতে। এখানে এই উপন্যাসের সাথে সম্পকিত

সেরকম কিছু মাইলস্টোন সময় অনুযায়ী উল্লেখ করা হলো :

২০০২ : প্রথমবারের মতো ল্যাবে কৃত্রিম ভাইরাস তৈরি করা হয়।

২০১০ ক্রেইগ ভেনটারের দল প্রথমবারের মতো কৃত্রিম জীবন্ত কোষ তৈরি করে।

২০১২ : এক্সএনএ (জেনো নিউক্লিয়িক এসিড) তৈরি ও একে নিয়ে গবেষণায় সফলতা আসে।

২০১৩ একেবারে গোড়া থেকে একটি র্কমক্ষম ক্রোমোসোম র্পুণর্নিমাণ করা হয়।

মে ২০১৪ : স্ক্রিপস ইন্সটিটিউট আমাদের জেনেটিক র্বণমালায় নতুন র্বণ যোগ করে।

এক্সএনএ

বেশ কিছু ল্যাবেই কয়েক ধরণের এক্সএনএ তৈরি করা হয়েছে। সবগুলোতেই এর কঠিণ ও জটিল স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। আর সত্যি সত্যি তাত্ত্বিকভাবে সব ধরণের জীবন্ত প্রাণীর ডিএনএ এই এক্সএনএ'র মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করা যাবে। ধারণা করা হয় যে পৃথিবীতে এক সময় এই ধরণের জীবনের আধিক্য ছিলো। এখনও কি কোথাও কোন অজানা জায়গায় বা অদৃশ্য জীবমন্ডলে রয়ে গেছে এই এক্সএনএ? সময়ই তা বলে দেবে।

সহজ সুবিধাজনক অভিযোজন

ড.কেন্ডালের গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য–*পরিবেশের বিভিন্ন পরির্বতনের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য বিভিন্ন প্রজাতিকে উপযোগীকরণ*–র্বতমানে বিভিন্ন ল্যাবে জোরে শোরে এই ধরণের কাজ চলছে।

কাটার এলয়েসের সৃষ্টিগুলো 'ডিজাইনিং ফর দ্য সিক্সথ এক্সটিঙ্কশন' নামের একটা বিচিত্র প্রজেক্টের উপর ভিত্তি করে রচিত। প্রজেক্টের উদ্যোক্তা আলেক্সান্ড্রা ডেইজি জিনসর্বাগ। এই মহিলার বক্তব্য হচ্ছে–আমাদের উচিত বায়োইঞ্জিনিয়ারড জীব-জন্তু বনে ছেড়ে দেয়া (তিনি শুধু বলে বসে থাকেননি, ইতোমধ্যেই কল্পিত কিছু জীবের পেটেন্টও করে ফেলেছেন)। সেগুলো যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। তার কাজগুলো ইন্টারনেটে দেখে নেয়া যাবে।

বির্বতন মেশিন

১. এ উপন্যাসে উল্লিখিত CRISPR-Cas9 পদ্ধতি সত্যিকারের একটি পদ্ধতি! এর মাধ্যমে ইতোমধ্যেই জেনেটিক গবেষণা ও পরির্বতনে অভাবনীয় অগ্রগতি এসেছে। সামান্য কিছু প্রশিক্ষণে একজন শিক্ষানবিশও এই আধুনিক পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে

পারবে। আর এর সক্ষমতাকে বলা হচ্ছে এমন একটি হাতিয়ার যা অনেকটা কোন এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রতিটি র্বণ কোন প্রকার ভূল ছাড়াই এডিটিং করার মতো।

২. MAGE ও CAGE প্রযুক্তি দুটো হার্ভার্ড, এমআইটি ও ইয়েল ইউনিভার্সিটির জেনেটিক গবেষকদের উদ্ভাবন। এদের মাধ্যমে আরো বৃহৎ পরিসরে জিনোম এডিটিং করা যায়। এরা হারিয়ে যাওয়া প্রজাতিগুলোকে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিচ্ছে।

ডি-এক্সটিঙ্কশন

এ বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন ল্যাবে বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে। এদের মধ্যে আছে লোমশ ম্যামথ (হাতির ডিএনএ থেকে), প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন (সাধারণ পায়রার ডিএনএ থেকে), অরক্স নামের বিলুপ্ত এক প্রজাতির ষাঁড় (গবাদি পশুর ডিএনএ থেকে) । এছাড়াও অন্যান্য আরো অনেক পদ্ধতি জিন এডিটিং করে বিলুপ্ত প্রজাতি ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যবহার করা হয়, যেমন সোমাটিক সেল নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার।

আর হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই সার্গেই জিমোভ নামের এক রাশিয়ান 'প্লেইস্টোসিন পার্ক' তৈরি করছেন সাইবেরিয়ায় লোমশ ম্যামথদের জন্য।

এক্সট্রিমোফাইলস

মানুষের নতুন নতুন কেমিক্যাল ও যৌগ খোঁজার প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রতিকূল ও চরম ভাবাপন্ন পরিবেশে নতুন নতুন অস্বাভাবিক অর্গানিজম খোঁজায় রূপ নিয়েছে। ফলে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে খেয়াল করেছেন আগে যে সকল পরিবেশে জীবন থাকা অসম্ভব মনে করা হতো সেখানেও বিভিন্ন প্রকারের জীবন পাওয়া যাচ্ছে। সাগর তলের বিভিন্ন গর্তের ফুটন্ত পানিতে, বরফের অনেক গভীরে, পরিত্যক্ত বিষাক্ত-বর্জ্যে। এভাবে পাওয়া গেছে পুরো একটা ইকোসিস্টেম যা *শেডো বায়োস্ফিয়ার* নামে পরিচিত।

অবিনাশী ভাইরাস

আমি ড.হেসের তৈরি করা অর্গানিজমটি সত্যিকারের একটি মাইক্রোঅর্গানিজমকে ভিত্তি করে লিখেছি। *Deinococcus radiodurans* নামের একটি ব্যাকটেরিয়াম। ক্ষুদ্র কঠিন এই জীব আমাদের পরিচিত প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন তেলাপোকার চেয়ে পনেরো গুণ বেশি শক্তিশালী রেডিয়েশন মাত্রায় টিকে থাকতে সক্ষম। সেই সাথে এটি ফ্রিজিং টেম্পারেচার, ডিহাইড্রেশন, বার্নিং হিট এবং সবচেয়ে শক্তিশালী এসিডেও টিকে থাকতে সক্ষম। এমনকি বায়ুশূন্য স্থানেও টিকে থাকতে পারে এটি। *গিনেজ বুক অফ ওর্য়াল্ড রের্কডস* একে সবচেয়ে কঠিনতম জীবন হিসেবে

ঘোষণা দিয়েছে। আশা করি এই ব্যাকটেরিয়ামের জেনেটিক নাড়ি-নক্ষত্র নিয়ে কেউ একজন মারাত্মক কোন কাজে লিপ্ত হবে না।

জাম্পিং জিন (রেট্রোট্রান্সপোজনস)

অবাক লাগলেও জেনেটিসিস্টরা এখন বিশ্বাস করছেন যে 'জাম্পিং জিনগুলো' বির্বতনের অন্যতম একটি চালিকা শক্তি। এগুলো শুধু পরবর্তি প্রজন্মে লাফিয়ে চলে যায়ই না সেই সাথে *ভিন্ন ধরনের প্রজাতিতে* চলে যেতে পারে যাকে বলে হরাইজোন্টাল জিন ট্রান্সফার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে গবাদি পশুর এক-চর্তুথাংশ ডিএনএ এসেছে এক প্রজাতির শিংযুক্ত ভাইপার থেকে। তো পরের বার্গারটি খাবার সময় সাবধান থাকবেন।

বায়োহ্যাকিং/ডিআইওয়াই বায়োলজি/বায়োপাঙ্ক

একে যে নামেই ডাকা হোক, বিভিন্ন গ্যারেজ, ভূর্গভস্থ কক্ষ এবং কমিউনিটি সেন্টার এখন জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট ও নতুন নতুন জীবন তৈরির খেলাঘরে পরিণত হয়েছে। আমি এই উপন্যাসে এরকম একটি প্রাথমিক বিষয়ের উল্লেখ করেছি যেখানে উজ্জ্বল আলোকিত আগাছার কথা বলা হয়েছে। এই প্রযুক্তি এখন 'বায়োব্রিকস' নামক জেনেটিক টুলবক্সের কারণে এতোটাই 'ধর তক্তা মার পেরেক' টাইপ হয়ে গেছে যে ঘরের উঠানে বসে ঈশ্বর ঈশ্বর খেলার মতো।

সিনথেটিক বায়োলজি এবং বায়োহ্যাকিং নিয়ে সম্ভাব্য তিনটি আতঙ্কের কারণ হচ্ছে-*বায়োটেরোরিজম, ল্যাব অ্যাক্সিডেন্ট* এবং *উদ্দেশ্যপ্রোণোদিতভাবে সিনথেটিক র্অগানিজম ছেড়ে দেয়া*। আর আমি তিনটা আতঙ্কই চেখে দেখতে চেয়েছি এবং একটা থ্রিলারে তিনটাকেই ঢুকিয়ে দিয়েছি।

চুম্বকত্ব এবং আণুবীক্ষনিক জীবন

চৌম্বকক্ষেত্র কি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ফানজাই মেরে ফেলতে পারে? সঠিক মাত্রার বা উচ্চমাত্রার ক্ষেত্রে, হ্যাঁ। এ বিষয়ের উপর এফডিএ একটি র্পূণ গবেষণা পরিচালনা করে দেখেছে, একেবারে ঠিক কোন মাত্রায় কত ফ্রিকোয়েন্সিতে এগুলো মারা যায় তাও বের করে ফেলেছে।

প্যানসপারমিয়া

এটা এমন একটা থিওরী যাতে বলা হচ্ছে যে কোন এক উল্কাখন্ডের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের আর্বিভাব ঘটেছে। এ বইয়ে উল্লিখিত উল্কা যেটা এর্ন্টাকটিকায় উইকস ক্রেটার নামের বিশালাকার র্গত তৈরি করেছে ধারণা করা হয় এর কারণেই পারমিয়ান এক্সটিঙ্কশন ঘটেছিলো। যেটা সব ধরণের জীবনই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে

এসেছিলো। তো আমি অবাক হবো না *যদি পরিবেশের এই স্থানগুলো বিলুপ্তির কারণে শূন্য হয়ে পড়ে এবং সেই একই উল্কার বয়ে আনা অজানা কোন জীবন সেই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে দেয়।*

এন্টার্কটিকায় জীবনের সন্ধান

বর্তমানে রাশিয়ানরা সুবিশাল লেইক ভস্টোকের গভীরে ড্রিল করছে। লেইকটা হাজার হাজার বছর ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বরফের গভীরে। সেখানে কি ধরণের জীবন পাওয়া যেতে পারে? প্রাথমিক আলামতে বোঝা যাচ্ছে অনেক ধরণের। দক্ষিণস্থ এই মহাদেশটি বিভিন্ন অস্বাভাবিক বায়োলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যে টইটম্বুর।

-- ১৯৯৯ সালে, এমন এক প্রজাতির ভাইরাস আবিষ্কৃত হয় এই বরফের দেশে যা এই পৃথিবীর কোন প্রাণীই প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়।

-- ২০১৪ সালে, ১৫০০ বছরের পুরনো এন্টার্কটিকার একটি শৈবালকে পুনরায় জীবন্ত করা হয়। একইভাবে, সাইবেরিয়ায়, ৩০,০০০ বছরের পুরনো ফ্রোজেন একটি ভাইরাসকে পুণরায় জাগিয়ে তোলা হয়।

এন্টার্কটিকার কয়েকটি জায়গায় বিশাল পেট্রিফায়েড বনের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

এখনো পর্যন্ত আমরা শুধু এ মহাদেশের উপরের পৃষ্ঠেই খোড়াখুড়ি করছি। এর নিচে যা আছে তা এখনোও আবিষ্কারের অপেক্ষায়। তবে সেগুলো যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং হবে কারণ...

এন্টার্কটিকার ভূতত্ত্ব

অতি সাম্প্রতিকই জানা গেছে যে এ মহাদেশের ভূপ্রকৃতি কতটা গোলমেলে। যেখানে এর উপরের চেহারাটা দেখতে শুধুই জমাট বরফের স্তূপ, সেখানে এর নিচের অংশটা উত্তপ্ত ও জলাভূমিতে পূর্ণ। সেখানে রয়েছে শত শত সাবগ্লেসিয়াল লেইক, সেই সাথে আছে অনেক নদী। এমন ঝর্ণা আছে যার পানি বয়ে যায় *উপরের দিকে*। রয়েছে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। তাদের কোন কোনটা থেকে বরফের নিচ দিয়ে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে পড়ছে লাভা। বিগত ২০১৪ সালে বিজ্ঞানীরা এন্টার্কটিকায় একটি খাদ আবিষ্কার করেন যার কাছে আমাদের পরিচিত গ্রান্ড ক্যানিয়নকে মনে হয় বামন। এই অদ্ভুত ও অজানা ভূখন্ডে আরো অনেক কিছুই কি রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত?

ব্রেইন হ্যাকিং

আমার উপন্যাসে কাটার এলয়েস তার নিজের মতো করে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে পাল্টিয়ে দেবার একটা চমৎকার পথ বের করেন। আসলে এটা কি সম্ভব? যদি কিছু সম্ভব হয়ও সেটা গোপন। আশি ও নব্বই দশকের কম্পিউটার হ্যাকাররা এই দশকে

এসে বায়োহ্যাকারের রূপ নিয়েছে। এমনকি এখনই বিজ্ঞানীরা এমন সব ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করছেন যেগুলো মানুষের মতো আবেগ ও চিন্তা করার জন্য কেমিক্যাল সিগনাল ব্যবহার করে। আমাদের ডিএনএ পরির্বতন করার র্সামথ্য যে দ্রুত হারে বাড়ছে, যেভাবে স্বল্প খরচে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে আর এদের কার্য্যপরিধি বাড়ছে—তাতে মনে হয় শীঘ্রই যেকোন কিছুই সম্ভব হবে।

ডারপা'র বায়োলজিক্যাল টেকনোলজিস অফিস

ডারপা র্বতমানেই রোবোটিক্স, প্রোসথেটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণার একেবারে দ্বারপ্রান্তে। আর ২০১4 সালে এই নতুন অফিসটি চালু করা হয় বায়োটেকনোলজির বিষয়বস্তু নিয়ে, উদ্দেশ্য 'অতি সাম্প্রতিক সময়ের বায়োলজি ও ফিজিক্সের বিভিন্ন যোগসাজোশ ও সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করা।'

এই উপন্যাসে বিভিন্ন গবেষকদের সিক্সথ এক্সটিঙ্কশন নিয়ে বলা মতবাদ এবং এর আশেপাশের নানা মতবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বিভিন্ন বির্তকে অংশগ্রহণ করেছি, বিস্তারিত পড়েছি এবং এই জটিল বিষয়টির নানা দিক নিয়ে অনেক আর্টিকেলও নাড়ানাড়া করেছি। তবে আমার মনে হয় এই বিষয়গুলোর উৎপত্তি নিয়ে কিছু কথা বলা যায়।

কনজারভেশন/প্রিজারভেশন

এখানে সে সকল পরিবেশবিদ অর্ন্তভূক্ত যারা বিভিন্ন প্রজাতি কিংবা পরিবেশ রক্ষায় ঝুঁকিময় পথ খুঁজে বেড়ান। এই দলে তারাও আছেন যারা বিলুপ্তির পর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করেন। কেউ কেউ আবার এই পন্থাকে "সেকেলে পরিবেশবাদ" বা "ওল্ড-স্কুল এনভায়রনমেন্টালিজম" নামে আখ্যায়িত করে থাকেন।

সিন্থেটিক বায়োলজিষ্ট

সঠিক কিংবা ভূল যাই হোক না কেন, কিছু তরুণ, উন্মত্ত বিজ্ঞানীরা এই পৃথিবীর পুনঃর্নিমানের জন্য জেনেটিক ম্যানিপুলেশন আর সিন্থেটিক লাইফের আশ্রয় নিচ্ছেন। যদিও এই পথে নিশ্চিত ঝুঁকি আর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও এর সম্ভাবনাময় দিকটাও অস্বীকার করা যায় না।

নিউ ইকোলজিষ্ট

আমি *নিউ ইর্য়ক সায়েন্টিস্টে* ক্রেইগ থমাসের একটা দারুণ ইন্টারভিউ দেখেছি। সেখানে তিনি বিলুপ্তিকে একটা নতুন র্দশনের ভিত্তিতেঃ বিশেষ করে একটা নতুন সুযোগের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। একটা মহা বিলুপ্তি নতুন, আনকোরা প্রাণের সূচনার একটা নতুন দ্বার উন্মোচন করতে পারে। সূচনা করতে পারে নতুন

একটা বির্বতনের, এমনকি নতুন একটা ইডেনের৷ এটা এই ষষ্ঠ বিলুপ্তিকে একেবারে ভিন্ন একটা দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা।

র্ডাক মাউন্টেইন

এই ছোট্ট পরিসরে এরকম একটা আন্দোলনকে র্বণনা করার চেষ্টা করলে এর প্রতি সুবিচার করা যাবে না৷ তাই আমি তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট (http://dark-mountain.net) দেখার পরার্মশ দেব। সেখানে আপনি ডোগান্ড হাইন আর পল কিংসর্নথের *আনসিভিলাইজেশনঃ দ্য র্ডাক মাউন্টেইন ম্যানিফেস্টো* অংশটা পড়ে দেখতে পারেন৷ সেখানে আবারও এই বিশাল ষষ্ঠ বিলুপ্তি নিয়ে অন্য একটা মৌলিক র্দশনের অবতারণা করা হয়েছে।

কাটার এলয়েস চরিত্রতে আমি এমন একজনকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি যে কিনা এই শেষ তিনটা র্দশনের বিকৃত সংস্করণে বিশ্বাসী। কেন্ডাল হেস প্রথম দুটি র্দশনে সর্মথন দিয়ে আসছেন আর তাদের লড়াইটা এখানেই। আর সত্যি কথা হলো, এখন বিজ্ঞানী মহলেও এরকম র্দাশনিক যুদ্ধ চলছে।

আর এটা সিগমা নভেল হিসাবে স্বীকৃতিই পাবে না যদি না এতে থাকে সামান্য (অথবা প্রচুর) :

ইতিহাস :

ডারউইন এন্ড দ্য ভয়েজ অফ দ্য বিগল

র্চালস ডারউইন দক্ষিণ আমেরিকার টিয়েরা ডেল ফুয়েগো অঞ্চলের নেটিভ ফুয়েজিয়ানদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তারা ছিলো দক্ষ নাবিক আর এটা একেবারে অসম্ভব কিছু না যে তাদের কাছে তাদের অভিযানের কিছু অপরিপক্ক কিছু মানচিত্র ছিলো। এখানে আরেকটি সত্যের অবতারণা করা হয়েছে যে ডারউইন তার সমুদ্র অভিযানের বিশ বছর পর পর্যন্ত তার বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশ করেন নি। এই ঘটনা একটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের জন্ম দেয়ঃ *কেন?*

ম্যাপস, ম্যাপস এন্ড মোর ম্যাপস

ভেতরের পৃষ্টাগুলোতে অনেকগুলো প্রাচীন মানচিত্র দেয়া হয়েছে, যেখানে এর্ন্টাকটিকা মহাদেশের একটা সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে-কিন্তু তা বরফহীন। এই মানচিত্রগুলো আসল আর শত শত র্বষ পুরনো আর এদের নিয়ে আজো বির্তক চলছে৷ কিন্তু আজ আমরা এটুকু জানি যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ নৌ অভিযান চালিয়ে আসছে অন্তত আমাদের ধারনারও আগে থেকে৷ মানুষের এই নৌ সময়রেখা প্রাচীন ইতিহাসের গভীর থেকে গভীরতর অংশে আমাদের নিয়ে

যাচ্ছে। আর বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বিশাল সুপ্রাচীন ইতিহাস হারিয়ে গেছে —*কে জানে ইতিহাসের কোন বিশাল সত্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তখন?*

জার্মানস ইন এন্টার্কটিকা

নাজিদের অভিযান আর এন্টার্কটিকা সম্পর্কে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সে সব কিছুরই যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। নুরেমবার্গ ট্রায়ালের সময় এডমিরাল কার্ল ডোনিজের রহস্যময় বিবৃতি ও তার অতি সংক্ষিপ্ত বন্দী জীবনও এর অর্ন্তভূক্ত।

আমেরিকানস ইন এন্টার্কটিকা

পাঁচ সহস্রাধিক লোকবল নিয়ে এডমিরাল বার্য়াড পরিচালিত অপারেশন হাইজাম্প একটা সত্যিকারের অপারেশন ছিলো। এটা এখনো রহস্যের চাদরে ঢাকা। বায়ার্ডের স্নো ক্রুজারও একটা সত্যিকারের যান যেটা ওই মহাদেশে যাত্রা করেছিলো আর তা ইতিহাসের অতল গহ্বরে (কিংবা বরফের অতলে) হারিয়ে যায়। আর হ্যা, ইউ.এস. গর্ভনমেন্ট সেখানে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষাও চালিয়েছে।

ব্রিটিশ ইন এন্টার্কটিকা

সর্ব্ব দক্ষিণের এই মহাদেশটিতে দ্য ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভে অন্যান্য দেশের চেয়ে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে তাদের অভিযান চালিয়ে আসছে। এর মাঝে তাদের নামও বদল হয়েছে যা এই বইয়ে উল্লেখ করা আছে। আর হ্যালি ষ্টেশন এখন পর্য্যন্ত সক্রিয় একটা ব্রিটিশ রিসার্চ পোষ্ট (যদি এই বইয়ে উল্লেখিত ঘটনার মতো তলিয়ে গিয়ে না থাকে)। এটা আসলেই স্কি লাগানো বিশাল সেন্টিপিডের মতো দেখতে।